ফয়যানে সুন্নাত ৩য় খণ্ডের একটি অধ্যায়

ফয়যানে নামায

- জামাআত সহকারে নামায আদায়ের ফযীলত
- বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করার ফযীলত
- নামায আদায় না করার বিভিন্ন শাস্তি
- আশিকানে নামাযের ৮৬টি ঘটনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

সনাক্তিকরণ

কিতাবটি পাঠ করার সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন এবং সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَالله জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবের নাম : **ফয়যানে নামায**

লেখক : শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশকাল : রজব ১৪৪১ হিজরি, মার্চ ২০২০ ইং।

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)**

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ,** জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **কে.এম.ভবন,** দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ,** নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com
Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই কিতাবটি পাঠ করার ১২টি নিয়্যত	
নামায আদায়ের সাওয়াব	
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ২০ হাজার নামায আদায় করেছেন	১
নামায কার উপর ফরয?	২
নামায আমাদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ	২
নামায সম্পর্কিত ৭টি আয়াত	২
নামাযের বিভিন্ন ২৫টি ফযীলত	৪
চোর যখন নামায পড়লো (ঘটনা)	৫
নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকার ফযীলত	৬
...তবে নামায হবে না	৭
বর্তমানে সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়	৭
মাটি থেকে দীনার বেরকারী নামাযী (ঘটনা)	৮
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি	১১
দুই অবস্থা ব্যতীত নামায ক্ষমা নেই	১১
উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সহানুভূতি	১৩
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন, পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব লাভ করুন	১৩
মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সাহায্য করেছেন	১৪
খেলাধুলার আসক্ত	১৪
ধৈয্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো	১৫
যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ক্ষুধা আগমন করতো	১৬
যখন সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পেলেন (ঘটনা)	১৬
মসজিদের আলো-বাতাস ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য খুবই উপকারী	১৭
অন্তিম মুহূর্তে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের স্বাদ	১৮
বিপদে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার তিনটি ঘটনা	১৮
১. সন্তানকে পুলিশ ছেড়ে দিলো (ঘটনা)	১৮
২. মুষলধারে বৃষ্টি হলো... কিভাবে?	১৯
৩. ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল (ঘটনা)	২০
আমাকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো!	২১
দুই রাকাত নামায মুস্তাহাব হওয়ার কিছু অবস্থা	২১
লেখার সময় যখন ভূমিকম্প এলো	২২
বান্দা বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে এবং	২২
অযু ও নামায রোগব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে থাকে	২৩
নামাযে আরোগ্য রয়েছে	২৪
নামাযের মাধ্যমে অর্জিত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের আরোগ্য সম্পর্কিত ২১ টি মাদানী ফুল	২৪
কোন নবী কোন নামায আদায় করেছেন?	২৫
ফজরের নামায	২৫
যোহরের নামায	২৬
আসরের নামায	২৬
১০০ বছর পর পুনরায় জীবিত করা হলো (ঘটনা)	২৬
মাগরিবের নামায	২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইশার নামায	২৭	পিঠ সোজা না রাখা ব্যক্তির উদাহরণ	৩৯
নামায বেহেশতের চাবি	২৭	মাওলা আলী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৪০
বেহেশতের বিভিন্ন স্তরের চাবি	২৭		
চাবি দাঁত সমূহ	২৮	প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবানে মাওলা আলী'র মর্যাদা	৪১
প্রত্যেক মুসলমান জান্নাতী	২৮		
অযুতে হওয়া কিছু ভূল	২৯	তুমি আমার থেকে	৪১
যদি একজন ইসলামী ভাইও চেষ্টা করে তবে!	৩০	আলীকে দেখাও ইবাদত	৪১
		মাওলা আলী সম্পর্কে আরো তিনটি ফযীলত	৪২
নামায হলো নূর	৩১		
নামায নূর হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য	৩১	ওফাত শরীফ	৪২
সিজদার চিহ্ন পুলসিরাতের উপর টর্চলাইটের কাজ দিবে	৩২	নামাযের চোর	৪৩
		চোর দুই প্রকার	৪৩
নামায দ্বীনের স্তম্ভ	৩২	কোন নামায মুখের উপর ছুড়ে মারা হয়?	৪৩
আলোকিত চেহারা	৩২		
জান্নাতের দরজা খুলে যায়	৩৪	শুধুমাত্র পরিপূর্ণ নামাযই কবুল হয়	৪৪
কোন ফিরিশতা রুকুতে কোন ফিরিশতা সিজদায়	৩৪	রিযিকে বরকত শূন্যতার আশংখা	৪৪
		নামাযীর সংশোধন হয়েই গেলো	৪৫
আরশ বহনকারী ফিরিশতারা মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে	৩৪	চোরও যদি বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করে তবে সংশোধন হতে পারে	৪৫
এক লক্ষ ফিরিশতা	৩৫	নামায নকলকারী ডাকাত গ্রেফতার হওয়া থেকে বেঁচে গেলো	৪৫
ফিরিশতারা আশ্চর্য হওয়ার কারণ	৩৫		
নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে	৩৬	এক রূপক প্রেমিকের অদ্ভুত ঘটনা	৪৬
নামায পড়ার পরও গুনাহ কেন হয়ে যায়?	৩৬	শয়তান কাঁদতে লাগলো (ঘটনা)	৪৮
বিশুদ্ধ নামাযই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে	৩৭	হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকার নামাযী বানাও	৪৮
নামায বিশুদ্ধভাবে না পড়ার ব্যাপারে হাদীসে মুবারাকা	৩৮		
		দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো!	৪৮
রুকু ও সিজদা বিশুদ্ধভাবে আদায় করো!	৩৮	নামাযের প্রতি খুববেশি খেয়াল রাখো	৫০
নামাযের কিছু ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতকরণ	৩৮	দূর্বলদের সদকায় রহমতই রহমত	৫১
কোন নামাযের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেয়া হয় না	৩৯	নেককার বান্দাদের সদকায় বিপদ দূর হয়ে থাকে	৫১

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২) ৪০ জন আবদালের বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ	৫১	অভিনব ইচ্ছা (ঘটনা)	৬৩
“আবদাল” শব্দের অর্থ	৫১	মৃত পথযাত্রী ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমলের গুরুত্ব	৬৩
(৩) যখন আমি শাস্তি দিতে ইচ্ছা পোষণ করি	৫২		
(৪) দুধ পানকারী শিশুরাও আযাব দূরে থাকার কারণ	৫২	নামায পড়ে সেখানেই বসে থাকার ফযীলত	৬৪
(৫) ১০০টি ঘর থেকে বিপদ দূরীভূত	৫২	আল্লাহ পাককে স্মরণ করো হে প্রিয়, সেই সময় ঘনিয়ে আসছে	৬৪
জান্নাতী গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করা হুর	৫৩		
নামাযের বরকতে গাধা জীবিত হয়ে গেলো	৫৩	জমীনের ঐ অংশের গর্ব করা	৬৫
অতি উত্তম আমল	৫৪	জামাআতের পর পিছনে গমনকারীদের জন্য দুটি নিয়্যত	৬৫
বাল্যকাল থেকেই নামাযের অভ্যাস করান	৫৪		
সন্তানকে সর্বপ্রথম দ্বীন সম্পর্কে শিখান	৫৫	জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত কান্না করে	৬৬
কারামত সম্পন্ন পিতাপুত্র (ঘটনা)	৫৬	জায়গা কার জন্য কান্না করে?	৬৬
প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সংশোধন করা কখন ওয়াজিব?	৫৬	আসমান ও জমিন কেন কান্না করে?	৬৬
		নামাযের জায়গা কান্না করে	৬৭
প্রত্যেক কদমে নেকী ও মর্যাদা বৃদ্ধি	৫৭	আসমানের দরজা কান্না করে	৬৭
সন্তান জ্বলন্ত কয়লা দ্বারা খেলতে থাকে	৫৭	নামাযী মহিলা ও মাছ (ঘটনা)	৬৮
চাহিদা পূরণ করার মহান ফযীলত	৫৮	মাদানী চ্যানেল আমাকে অযু করা শিখিয়ে দিয়েছে!	৬৯
হাদীসে পাকের ঈমান তাজাকারী ব্যাখ্যা	৫৮		
বিনোদনের জন্য সময় আছে, নামাযের জন্য নেই	৫৯	এক ব্যক্তির যখন গুনাহ হয়ে গেলো	৬৯
		ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ কতিপয় নেকী	৭০
মাদানী চ্যানেল নামাযী বানিয়ে দিলো	৬০		
দ্রুত কাযা নামায আদায় করে নিন	৬১	প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী	৭১
আল্লাহ পাকের বড় দয়া যে, দুই রাকাত নামাযের তৌফিক অর্জন হওয়া	৬১	“কাফফারা” দ্বারা উদ্দেশ্য কী?	৭১
		হযরত ওসমান رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ অযু করে বললেন	৭১
এটা কার কবর?	৬১		
জান্নাতের উপর দুই রাকাত নামাযকে প্রাধান্য	৬২	নামাযের দ্বারা গুনাহ ধুয়ে যায়	৭২
		ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও ময়লা যুক্ত পাখি	৭২
আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকেই উত্তম হলো দুই রাকাত নামায	৬২	গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায় যেভাবে	৭৩
		অন্যের গাছের পাতা ঝরানোর মাসয়ালা	৭৪
কবরের পাশে শয়নকারী ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল	৬১	নামায শেষ হতেই গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়	৭৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দুই রাকাত নামায পড়াতে সকল সগীরা গুনাহ ক্ষমা	৭৫	**পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত**	
যা গুনাহ করেছিলো তা নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেলো	৭৫	দরূদ শরীফের ফযীলত	৮৭
		পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলতের ধারাবাহিকতা	৮৭
হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৭৫	নামাযের নিয়মানুবর্তীতা জান্নাতে নিয়ে যাবে	৮৮
নাম ও কুনিয়াত	৭৭		
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন	৭৭	পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের মহান ফযীলত	৮৮
		ফজরের নামাযের ফযীলত	৮৯
যেন বেয়াদবী হয়ে না যায়	৭৭	ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহ পাকের হেফাযতে	৮৯
পাত্র থেকে বরকত লাভ করতেন	৭৮		
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়া	৭৮	নিয়মিত ফজরের নামায কে আদায় করতে পারে?	৯০
আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় দূর করুক	৭৮		
		শয়তানের পতাকা	৯০
মর্যাদাময় মৃত্যু	৭৯	অনুগ্রহশীল ও শয়তানি দল	৯০
মাযার শরীফের বরকত	৭৯	শয়তানের তিনটি গিট লাগানো	৯১
একনিষ্ঠতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত	৮০	সকালে মজার ঘুম আসার কারণ	৯১
		ওয়াক্ত শুরু হতেই ফজরের সুন্নাত পড়ে নেওয়া উত্তম	৯১
নেকী গোপন রাখার ফযীলত	৮০		
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী	৮০	কে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় সকাল করে?	৯২
হজ্জ সম্পন্নকারী মুহরিমদের ন্যায় সাওয়াব	৮১	শয়তান কানে প্রস্রাব করে দেয়	৯২
মাওলার দরজায় করাঘাত করা	৮১	ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত না হওয়া খুবই অমঙ্গলজনক বিষয়	৯২
আমি গোসল সম্পর্কে জানতামও না	৮১		
সত্তর হাজার ফিরিশতা পিছনে নামায আদায় করে	৮২	শয়তান নিশ্চয় প্রস্রাব করে	৯৩
		শয়তানের সুরমা ও প্রভৃতি	৯৩
আযান দিয়ে একাকী নামায আদায়কারী রাখাল	৮৩	তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য উঠার মাদানী ওযীফা	৯৪
সাত আসমানের ফিরিশতাদের সমসংখ্যক নেকী	৮৪	জাগ্রত হওয়ার জন্য এলার্ম (Alarm) দিয়ে রাখুন	৯৪
❀ ❀ ❀ ❀ ❀		ঘুমের পরিমাণ কমানোর পদ্ধতি	৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যেনো সারারাত ইবাদত করলো	৯৬	আসরের নামায বর্জনের অভ্যস্ত ব্যক্তির প্রতি কুফরির আশঙ্কা	১০৮
হাদীসের ব্যাখ্যা	৯৬		
সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৯৬	৪০ মিনিট পূর্বে প্রস্তুতি (ঘটনা)	১০৯
		একটি বয়ান অনেক নামাযী বানিয়ে দিলো	১০৯
ওসমানে গণীর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরন	৯৭	পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো	১১০
দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন	৯৮		
জুমার দিনের ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার বিশেষ ফযীলত	৯৯	ওয়াতর দ্বারা উদ্দেশ্য	১১১
		মৃত ব্যক্তির কবরে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে মনে হয়	১১১
নবীদের ধারনা নিশ্চিতের মতোই হয়ে থাকে	৯৯		
ফজর ও ইশার নামায চল্লিশ দিন জামাআত সহকারে আদায় করার মহান ফযীলত	৯৯	হে ফিরিশতারা! প্রশ্নোত্তর পরে করিও...	১১১
		রিযিক বন্টনের সময়	১১২
দোযখ থেকে মুক্তি	১০০	মুনাফেকীর একটি নিদর্শন	১১৩
রিসালার (পুস্তিকা) বরকত	১০০	এই হাদীস শরীফ থেকে তিনটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়	১১৩
ফজর ও আসরের ফযীলত	১০১		
ফিরিশতা পরিবর্তনের সময়	১০১	আসরের পর ঘুমাইও না	১১৩
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬২ জন করে ফিরিশতা	১০২	আসরের সুন্নাত সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী	১১৪
ফিরিশতা সম্বলিত হাদীসের অনন্য মাদানী ফুল	১০২	আসরের সুন্নাত সম্পর্কে মাদানী ফুল	১১৪
		মাগরিবের নামাযের ফযীলত	১১৫
ফজর ও আসরের নামায আদায়কারী জাহান্নামে যাবে না	১০৩	কবুলকৃত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব	১১৫
		মাগরিবের ফরযের পর ৬ রাকাত	১১৫
ফজর ও আসরের ফযীলতের রহস্য	১০৩	আওয়াবিনের নামাযের পদ্ধতি	১১৫
আমেনার চাঁদ আকাশের চাঁদ দেখে ইরশাদ করলেন	১০৪	মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে ইবাদতের সাওয়াব	১১৬
ইশ্কে রাসুলে ভরপুর ব্যাখ্যা	১০৪	ইশার নামাযের ফযীলত	১১৬
আল্লাহ পাকের ১০০ বার দীদার	১০৬	মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার নামায বোঝা স্বরূপ	১১৬
আসরের নামাযের দ্বিগুণ প্রতিদান	১০৭		
দ্বিগুণ প্রতিদানের কারণসমূহের মাদানী ফুল	১০৮	হাদীসের ব্যাখ্যা	১১৭
আমল হাতছাড়া হয়ে গেলো!	১০৮		

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফিকরা ইশা ও ফজরে আসার সামর্থ্য রাখে না	১১৭
হাদীসে কোন মুনাফিক উদ্দেশ্য?	১১৭
ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো	১১৮
ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ	১১৯
ইশার পর কথাবার্তা বলার তিনটি অবস্থা	১১৯
নামাযের নামকরণের কারণ	১১৯
জুমার ফযীলত	১২০
জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত	১২০
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম জুমা কখন আদায় করেছিলেন?	১২১
জুমার অর্থ	১২২
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি জুমা পড়েছেন	১২২
অলসতায় তিন জুমা বর্জনকারীর অন্তরে মোহর	১২২
ইমামতির মর্যাদা লাভ	১২৩
জুমার দিন পাগড়ী পরিধানের ফযীলত	১২৪
আল্লাহ পাক ও ফিরিশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ	১২৪
এক জুমা ৭০ জুমার সমান	১২৪
আরোগ্য প্রবেশ করে	১২৪
দশদিন পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা	১২৫
রিযিক স্বল্পতার একটি কারণ	১২৫
ফিরিশতারা সৌভাগ্যবানদের নাম লিখে	১২৫
হাদীসের ব্যাখ্যা	১২৬
আগেকার যুগে জুমার প্রতি উৎসাহ	১২৬
গরীবদের হজ্জ	১২৬
জুমার জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হজ্জ	১২৭
হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব	১২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
সকল দিনের সরদার	১২৭
প্রাণীদের কিয়ামতের ভীতি	১২৮
দোয়া কবুল হয়ে থাকে	১২৮
আসর ও মাগরিবের মধ্যখানে অন্বেষণ করুন	১২৮
বাহারে শরীয়াত প্রণেতার বাণী	১২৮
প্রত্যেক জুমায় ১ কোটি ৪৪ লাখ জাহান্নাম থেকে মুক্ত	১২৯
কবরের আযাব থেকে নিরাপদ	১২৯
এক জুমা থেকে অপর জুমা গুনাহের ক্ষমা	১৩০
হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৩০
আযাদ হওয়ার পর সকল যুদ্ধে অংশগ্রহন	১৩১
সায়্যিদুনা সালমানের মর্যাদা	১৩১
অনাড়ম্বরতার অনন্য ঘটনা	১৩১
সম্পূর্ণ বেতন মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন	১৩২
২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব	১৩৩
মৃত পিতামাতার নিকট প্রতি জুমায় আমল উপস্থাপন করা হয়	১৩৩
জুমার দিনের পাচঁটি বিশেষ আমল	১৩৩
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো	১৩৪
শুধু জুমার দিন রোযা রাখবেন না	১৩৪
দশ হাজার বছরের রোযার সমান	১৩৪
জুমার রোযা কখন মাকরূহ?	১৩৪
মাদানী পোষাক দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলো	১৩৫
জুমার দিন মা-বাবার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতামাতার কবরে "সূরা ইয়াসিন" পাঠ করার ফযীলত	১৩৭	**জামাআতের ফযীলত**	
তিন হাজার ক্ষমা	১৩৭	দরূদ শরীফের ফযিলত	১৪৫
জুমার দিন সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর ক্ষমা হবে	১৩৭	প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং জামাআত সহকারে নামায	১৪৬
রূহ সমূহ একত্রিত হয়	১৩৭	আমরাও খুবই আশিকে রাসূল!	১৪৭
সূরা কাহাফের ফযীলত	১৩৮	এক নযরে জামাআত সহকারে ফরয নামায	১৪৭
দুই জুমার মধ্যবর্তী নূর	১৩৮		
কা'বা পর্যন্ত নূর	১৩৮	জামাআত সহকারে নামায আদায় করার গুরুত্ব	১৪৮
"সূরা হা-মীম দুখান" এর ফযীলত	১৩৮		
সত্তর হাজার ফিরিশতার ক্ষমা প্রার্থনা	১৩৯	আল্লাহ পাকের প্রিয়	১৪৯
জুমার দিন ফজরের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলত	১৩৯	জামাআত সহকারে নামাযের পর দোয়া কবুল	১৪৯
জুমার নামাযের পর	১৩৯	পঁচিশ (২৫) গুণ বেশি উত্তম	১৪৯
জুমার মুস্তাহাব	১৪০	সাতাশ (২৭) গুণ বেশি উত্তম	১৫০
জুমার গোসলের সময়	১৪০	সাগর পাড়ি দিতে প্রস্তুত কিন্তু....	১৫০
জুমার গোসল সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা	১৪০	পরহেযগারদের সাওয়াব বেশি অন্যদের কম	১৫০
খুতবার সময় কাছাকাছি থাকার ফযীলত	১৪১		
জুমার সাওয়াব পাবে না	১৪১	এক বুযুর্গ বলেন	১৫১
চুপচাপ খুতবা শুনা ফরয	১৪১	জামাআত ছুটে যাওয়াতে সেই একই নামায ২৫ বার পড়লেন (ঘটনা)	১৫১
খুতবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না	১৪২		
		আমিন এর অর্থ	১৫২
বিয়ের খুতবা শুনাও ওয়াজিব	১৪২	দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের মাদানী পোষাক দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলো	১৫২
প্রথম আযান হতেই ব্যবসা বাণিজ্যও নাজায়িয	১৪২	জামাআত ছুটে যাওয়ার কারণে সাত দিন পর্যন্ত বিরহ!	১৫৩
খুতবার ৭টি মাদানী ফুল	১৪৩		
সে দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো?	১৪৪	জামাআত ছুটে যাওয়াতে পরবর্তি নামায পর্যন্ত ইবাদত	১৫৪
		জামাআত ছুটে যাওয়াতে ক্রন্দন করতে লাগলেন	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাহাবীরা জেনে শুনে জামাআত বর্জন করতেন না	১৫৪
রাকাত পেতে অযুতে ছাড়	১৫৫
আযানের আওয়াজ শুনার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ	১৫৫
মসজিদের দিকে জানালা তৈরী করুন	১৫৫
মুরীদের বাড়ির জানালা (ঘটনা)	১৫৬
আলা হযরতের জামাআত সহকারে নামায পড়ার প্রেরণা	১৫৬
জামাআত সহকারে নামাযের আশ্চর্যজনক প্রেরণা	১৫৭
হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর দেখলেন...	১৫৮
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতের মহান ফযীলত	১৫৮
হযরত উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি	১৫৯
ইবাদত ও রিয়াযত	১৬০
ইন্তিকাল মুবারক	১৬০
কবরের উপর চিহ্ন লাগালেন	১৬১
হজ্বে মাবরুর ও কবুলকৃত ওমরার সাওয়াব	১৬২
হজ্বে মাবরুর কোন হজ্বকে বলা হয়?	১৬২
যোহরের জামাআতের ফযীলত	১৬৩
ফজর ও ইশার জামাআতের ফযীলত	১৬৩
সারারাত ইবাদতের সাওয়াব	১৬৩
হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা	১৬৩
নেকীর দাওয়াতের মহান ফযীলত	১৬৪
আমি একটি নতুন জীবন পেলাম	১৬৫
জামাআত সহকারে নামায পড়ার ১১টি হিকমত	১৬৬
কবুলকৃত ব্যক্তিদের অনুসরনকারীদের মাগফিরাত (ঘটনা)	১৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমি চুল আঁচড়াচ্ছিলাম (ঘটনা)	১৬৭
ইমাম যে অবস্থায় থাকুক জামাআতে যোগ দিন	১৬৮
আহ! শুধু দুনিয়াবী শিক্ষার প্রতি নজরদারী	১৬৮
এক অন্ধের ঘটনা	১৬৯
অন্ধের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়	১৬৯
একজন অন্ধ সাহাবীর প্রশ্ন (ঘটনা)	১৭০
অন্ধের জন্য জামাআত সহকারে নামায পড়া উত্তম	১৭০
মদীনা এখন হিংস্র প্রাণীর আধিক্য থেকে পবিত্র হয়ে গেছে	১৭০
চলো সবাই মিলে করি যিকিরে মদীনা	১৭১
মদীনা মানুষকে পুতঃপবিত্র করে দিবে	১৭১
মদীনাকে ইয়াসরিব বলা গুনাহ	১৭১
ইয়াসরিব বলা নিষেধ কেন?	১৭২
জামাআত ক্ষমা হওয়ার ২০টি অপারগতা	১৭৩
জামাআতের ভিন্ন ভিন্ন ৩০টি মাদানী ফুল	১৭৩
জামাআত কার উপর ওয়াজিব?	১৭৩
মহিলার উপর জামাআত ওয়াজিব নয়	১৭৪
মহিলা এবং জুমা ও ঈদের নামায	১৭৪
তারাবী ও বিতরের জামাআতের মাসআলা	১৭৪
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায	১৭৫
তাকবীরে উলার ফযীলত অর্জন হওয়ার উপায়	১৭৫
শিশুদের কাতারে দাঁড়ানোর মাসআলা	১৭৫
প্রত্যেক কাতার পেছনের কাতার থেকে উত্তম	১৭৬
ইমামের পূর্বে রুকু বা সিজদায় যাওয়া	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
একাকী ফরয শুরু করে দিলো তখনই জামাআত দাড়িয়ে গেলো!	১৭৭
একাকী ফজর ও মাগরিবের নামায পড়ার সময় জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার মাসআলা	১৭৮
জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার ৩০টি নিয়্যত	১৭৯
ট্রেন দূর্ঘটনায় প্রাণ বেঁচে গেলো	১৮০
দৃষ্টি নত রাখাতে অন্তর পবিত্র হয়	১৮২
মন্দ মৃত্যুর ভয়ে...	১৮২
দৃষ্টিকে নত রাখার জন্য অনন্য মাদানী ফুল	১৮২
একটি জামাআত শেষ হয়ে গেলে তবে....	১৮৩
২৬ গুণ সাওয়াবের সদকা	১৮৩
ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক	১৮৪
ইসলামী বোন এবং জামাআত	১৮৪
হাদীসের ব্যাখ্যা	১৮৫
নামাযের জন্য উত্তম পোষাক এবং আতর লাগানো মুস্তাহাব	১৮৫
এ আয়াত “خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ” দ্বারা অবগত হওয়া আহকাম	১৮৬
পবিত্র মসজিদ পরিছন্ন রাখা সম্পর্কে ৩টি হাদীস	১৮৬
দামী পোষাকে নামায	১৮৭
আলা হযরত নামাযের জন্য উত্তম পোষাক পরিধান করতেন	১৮৭
ময়লাযুক্ত পোশাকে নামায পড়া ঠিক নয়	১৮৮
গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে	১৮৮
জামাআত পাওয়া কাকে বলে?	১৮৮
মাটির টুকরোর পরস্পর কথাবার্তা	১৮৯
মাটির টুকরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে	১৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাওলা আলীর জায়গাকে সাক্ষী বানানোর আশায় নামায পড়া	১৯০
মাটিকেও খুশি করো!	১৯০
জমিনের অংশ বলে উঠলো! (ঘটনা)	১৯১
কালো বিচ্ছু	১৯১
মসজিদের দিকে যাওয়ার ফযীলত	১৯৩
প্রতিটি কদমে মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহ ক্ষমা	১৯৩
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নামায ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে তখন	১৯৩
গুনাহ মুছে দেয়া তো গুনাহগারদের জন্য তবে নেক বান্দাদের জন্য কি?	১৯৪
ফিরিশতাদের দোয়া পাওয়ার জন্য সেখানেই পড়ে থাকো	১৯৪
মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহে ক্ষমা কার জন্য?	১৯৪
ইহরাম পরিধানকারী হাজীর ন্যায় সাওয়াব	১৯৫
ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের মাঝে	১৯৫
জান্নাতে আতিথেয়তা	১৯৫
নিয়মিত জামাআত আদায়কারী জান্নাতী রিযিক পাবে	১৯৫
যেকোন ইবাদতের জন্য মসজিদে আসা যাওয়া সাওয়াব	১৯৬
গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে	১৯৬
তোমার প্রতিটি কদমের পরিবর্তে সাওয়াব অর্জিত হবে (ঘটনা)	১৯৬
মসজিদ থেকে ঘর দূরে রাখার হিকমত	১৯৭
দূর থেকে আগমনকারীর জন্য বেশি সাওয়াব	১৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দূর থেকে আসাতে বেশি সাওয়াবের	১৯৮	হযরত ইউনূস عَلَیۡہِ السَّلَام এবং লটারী	২০৮
কদমের চিহ্ন লিখা হবে	১৯৮	আযাব দূর হওয়ার দোয়া	২১০
অলস ব্যক্তির জন্য ঘর মসজিদের নিকট হওয়াই ভাল	১৯৮	মাছের পেটে	২১০
		শিক্ষনীয় মাদানী ফুল	২১১
মসজিদে যাওয়ার সময় ছোট ছোট কদম রাখা	১৯৯	হযরত যাকারিয়া عَلَیۡہِ السَّلَام এবং লটারী	২১২
প্রতিটি কদমে সদকা	১৯৯	প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং লটারী	২১৩
প্রত্যেক ইবাদতের জন্য চলা কদম সদকা স্বরূপ	১৯৯	প্রত্যেক লটারীই কি সুন্নাত?	২১৩
হিংসার মেঘ কেটে গেলো	২০০	একটি বয়ান জীবনকে পাল্টে দিলো	২১৪
নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত	২০১	সাহাবায়ে কিরামের প্রথম কাতার পাওয়ার প্রেরণা	২১৫
কল্যাণের উপর থাকবে	২০১		
নামাযী হিসেবে গণ্য করা হয়	২০১	জানাযায় কোন কাতার সর্বত্তম?	২১৬
ফিরিশতাদের নিকট গর্ব	২০১	শয়তান ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়....	২১৬
গুনাহ ধৌতকারী আ’মল	২০২	হাদীসের ব্যাখ্যা	২১৭
হাদীসের ব্যাখ্যা	২০২	আপন ভাইদের হাতে কোমল হয়ে যাও	২১৭
নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে ওফাতের আকাঙ্ক্ষা (ঘটনা)	২০৩	ভেড়া ছাগলের বাচ্চা	২১৮
		প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাতার সোজা করাতেন	২১৮
চল্লিশ দিন তাকবীরে উলা সহকারে	২০৩		
৪০ সংখ্যার উৎকর্ষতা	২০৩	আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নামায দেখছেন	২১৮
তাকবীরে উলা কাকে বলে?	২০৪		
তাকবীরে উলা এবং মুফতীয়ে দা’ওয়াতে ইসলামী	২০৪	কাতার সোজা করা দ্বারা উদ্দেশ্য?	২১৯
		কাতার সোজা না করা গুনাহ	২১৯
ফিরিশতা দুরূদ প্রেরণ করে	২০৫	কাতার সোজা করার তিনটি মর্যাদাপূর্ণ ফযীলত	২১৯
সারিবদ্ধ হওয়া এবং দরূদ প্রেরণ করার অর্থ	২০৫		
প্রথম কাতারের ফযীলত	২০৬	সামনের কাতারে খালি জায়গা রয়ে গেলে তবে কি করবে?	২২০
নেকির কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য মতানৈক্যও ইবাদত	২০৬	প্রথম কাতারের ব্যক্তিদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব প্রশ্নোত্তর	২২১
মুয়াজ্জিন সাহেব যখন শহীদ হয়ে গেলো...	২০৭		
মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেবের মাসআলা	২০৭	নেকীতে ইসার করা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন	২২২
লটারীর দেয়ার পদ্ধতি	২০৭	সজ্ঞান শিশুকে নামাযরত অবস্থায় পেছনে সরিয়ে দেয়া অত্যাচার	২২৩
তিনজন নবীর সাথে লটারীর ব্যাপারটি সংগঠিত হয়েছে	২০৮	বড়দের কাতারে ছোটদের মাসআলা	২২৩

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
খেলার মাঠ থেকে ইলমে দ্বীনের রাজপথে	২২৪
ডানপাশে বেশি সাওয়াব	২২৫
ডান দিকে ফযীলতের কারণ	২২৫
দ্বিগুণ সাওয়াব কখন?	২২৫
ডান দিকের তুলনায় বাম দিক উত্তম হওয়ার অবস্থা	২২৬
ইমামের ফরয নামাযের পর ঘুরে যাওয়া সুন্নাত	২২৬
ইমামের ঘুরে যাওয়ার হিকমত	২২৭
সালামের পর ঘুরে না বসা ইমাম সুন্নাত বর্জনকারী হবে	২২৭
জামাআতের পর মুক্তাদীর জন্য একটি মুস্তাহাব কাজ	২২৮
ইমামের ঠিক পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য ১০০ নামাযের সাওয়াব	২২৯
সর্বপ্রথম কার উপর রহমত অবতীর্ণ হয়?	২২৯
প্রথম কাতারের ব্যক্তিদের থেকে দ্বিগুণ সাওয়াব	২২৯
দ্বিগুণ প্রতিদানের শর্ত	২৩০
যদি সামনের কাতার খালি দেখে তবে ...	২৩০
ইমামের জন্য একটি সুন্নাত	২৩০
অন্তরে ভিন্নতা	২৩১
যেনো চেহারা বিকৃত হয়ে না যায়!	২৩১
কাতার সোজা না করাতে বিনয় ও একাগ্রতা থাকে না	২৩১
কাতার সোজা করা ছেড়ে দিলে পরস্পরের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাবে	২৩২
কাতার ঠিক করার পদ্ধতি	২৩২
নিশ্বাসে শয়তান জ্বলে যায়! কার?	২৩৪
কাতার মিলানোর ফযীলত	২৩৪
কাতারের মাঝে ব্যাগ ইত্যাদি রাখা	২৩৪
সম্রাটদের হাঁড়	২৩৫
প্রথম কাতার থেকে পেছনে যাওয়া ব্যক্তি	২৩৭
নামাযের প্রভাব প্রতিটি নেকীর উপর পরে	২৩৭
খালি মাথায় নামায পড়া	২৩৭
আমলে কাসিরের অর্থ	২৩৮
আস্তিন উঠিয়ে নামায পড়া	২৩৮
"হাফ হাতা" নিয়ে নামায পড়া কেমন?	২৩৮
বেনামাযী প্রতিবেশিকে নামাযের দাওয়াত দিন	২৩৯
জামাআতে না আসা ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নিন	২৩৯
নামাযের জন্যও বের হও! (ঘটনা)	২৪০
প্রত্যেক অসুস্থ্য ব্যক্তির জন্য জামাআত ক্ষমা নেই	২৪০
জামাআতে অংশগ্রহন না করা ব্যক্তিদের খোঁজ নাও!	২৪১
শিক্ষার জন্য জানাযাকে জামাআত বর্জনকারীর ঘরে নিয়ে যাও!	২৪১
ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খোঁজ নিলেন	২৪১
নফলের কারণে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়	২৪২
সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা	২৪৩
হযরত ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী	২৪৩
ওফাত শরীফ	২৪৪
গুনাহগারদের গুনাহ করতে না পারাতে দুঃখ হয়!	২৪৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশুরা হারিসা এবং সারিফায়ে বিক্রয় করতো	২৪৬
যদি জামাআত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি জেনে যেতো তবে...	২৪৭
“গোসলের পদ্ধতি” পুস্তিকা পড়ার বরকত	২৪৭

মসজিদের ফযীলত

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীরের ফযীলত	২৪৯
মসজিদে গমনকারীরা জান্নাতে যাবে	২৪৯
মসজিদের নজরদারী ঈমানের সাক্ষ্য দিবে	২৪৯
মসজিদ আবাদ /সমৃদ্ধ করার অর্থ	২৫০
সন্তানকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার শিক্ষা	২৫০
নূরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তি (ঘটনা)	২৫১
সাদা উটের ন্যায় মসজিদসমূহ	২৫১
আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির জামিনদার	২৫২
মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার দৃঢ় ঘর	২৫২
অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	২৫৩
আল্লাহ পাক আথিতেয়তার ব্যবস্থা করেন	২৫৩
আরশের ছায়ার অধিকারী	২৫৩
মসজিদ থেকে পৃথক হওয়াটা পছন্দ হয় না	২৫৩
পানির মধ্যে মাছ যেমন মসজিদের মধ্যে মুমিন তেমন	২৫৪
আল্লাহ পাকের প্রিয়	২৫৪
নিজের প্রিয় বানানোর অর্থ	২৫৪
আল্লাহ ওয়ালা কে?	২৫৫
মসজিদে কথা বলা	২৫৫
চল্লিশ বছরের বিভিন্ন আমল নষ্ট	২৫৫
যেভাবে গবাদিপশু ঘাস খেয়ে ফেলে	২৫৫
আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি	২৫৬
মসজিদকে সম্মানকারী বুযুর্গ	২৫৬
মসজিদে বসা	২৫৬
চাদর দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে মারল	২৫৬
মসজিদে বসার ৫টি নিয়্যত	২৫৭
মসজিদে হাসার পরিণাম	২৫৭
মুসকি হাসা আর অট্ট হাসির পরিচয়	২৫৮
মসজিদ পরিষ্কার করার সাওয়াব	২৫৮
আমি জান্নাতে দেখেছি	২৫৮
বিয়ের ব্যবস্থা পত্র	২৫৮
বিরান মসজিদ কিভাবে আবাদ হল!	২৫৯
মসজিদ নির্মাণে চাঁদা দেওয়ার ফযীলত	২৬০
মসজিদে চাঁদা প্রদানকারী জান্নাতে ঘর পাবে	২৬০
মসজিদের জন্য চাঁদা প্রদানকারী দোযখ থেকে মুক্তি পাবে	২৬১
চাঁদা প্রদানকারী সবাই সাওয়াব পাবে	২৬১
ঈমান নিরাপদের একটি আমল ..... জামাআতে নামায আদায়	২৬১
আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া	২৬২
মসজিদে করা হয় এমন ভুলসমূহের ১৪টি মাদনী ফুল	২৬৩
মসজিদে অন্যকে কষ্ট দেওয়া	২৬৫
আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট প্রদানকারী	২৬৫
আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ	২৬৫
চুলকানির আযাব	২৬৬
মসজিদ এবং মাইকের ব্যবহার	২৬৬
(১) মাইকের মধ্য শবিনা	২৬৬
(২) রাতে চারবার ফোন আসলো	২৬৬
উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করা	২৬৭
দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ এবং মাইকের ব্যবহার	২৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদে অন্যজনের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ার ৪০টি ত্রুটির আলামত	২৬৯	তিনটি রোগকে অপছন্দ করো না	২৮৫
		শয়তান ক্রন্দনরত অবস্থায় পলায়ন করে দাঁড়িয়ে থাকে	২৮৫
মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ	২৭২		
দাড়ির ধূলিকণা	২৭২	এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?	২৮৫
মসজিদ সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	২৭২	তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল	২৮৬
অসহায়িত্ব থেকে অসুস্থ হয়ে গেল	২৭৩	উদ্দেশ্য পূরণের জন্য	২৮৮
মুরিদ হওয়ার জন্য কি পীরের হাতের উপর হাত রাখা জরুরী?	২৭৪	গানের প্রতি আসক্ত যুবক কোরআনের ক্বারী হয়ে গেল	২৮৮
সিজদার ফযীলত		অধিক সিজদার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি	২৮৯
		সুন্নাত আদায়ের স্পৃহা	২৯০
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৭৫	মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া এবং নেকী সমূহ লিখে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য	২৯১
ক্ষমার ব্যবস্থা পত্র	২৭৫		
সিজদার মধ্যে অনেক দোয়া করুন	২৭৬	সিজদার অঙ্গসমূহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে	২৯১
শোকরের সিজদার জন্য অযু আবশ্যক	২৭৬		
সিজদার মাঝখানে দোয়া করার চেষ্টা করুন	২৭৬	চাও কি চাওয়ার আছে?	২৯১
সিজদার মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভবনা বেশি	২৭৭	হযরত রবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি	২৯২
		রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা	২৯২
দোয়ার সামর্থ্য লাভই শোকরের সিজদা আদায়ের সুযোগ	২৭৭	যা চাইবে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দান করবেন	২৯৩
শুভাগমন করতেই সিজদা করেছে	২৭৮	উচ্চ মর্যাদা অর্জন হয় নফসের বিরোধীতার মাধ্যমে	২৯৪
সীল মোহরের লেখা (মূল্যবান ঘটনা)	২৭৮		
সিজদার মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার চারটি ঘটনা	২৭৯	সুসংবাদ শুনে শোকরের সিজদা করা সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা	২৯৫
(১) সায়্যিদুনা সুলাইমান এবং এক কৃষক	২৭৯	সিজদায়ে শোকরের পদ্ধতি	২৯৬
(২) সিজদায় দোয়া করার পর মুক্তি পেয়ে গেল	২৮০	সিজদার দ্বারা কপালে কষ্ট পৌঁছানো	২৯৬
		নূরানী কপাল	২৯৭
(৩) খাবার মিলে গেল	২৮২	রহমত পূর্ণ ঘটনা	২৯৭
(৪) সিজদার মধ্যে হযরত শিবলীর দোয়া প্রার্থনা (ঘটনা)	২৮৪	কিছু বিছানো ব্যতিত সিজদা করা সর্বোত্তম	২৯৭
		ধূলায়-মলিন কপালের ফযীলত	২৯৮
প্রত্যেক দ্বীনি ও দুনিয়াবি মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করুন	২৮৪	চেহারাতে সিজদার চিহ্ন	২৯৮

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কপালের দাগ সম্পর্কে আ'লা হযরতের ব্যাখ্যা	৩০০	আখিরাতের সফরে সাদৃশ্য	৩১৪
তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চেহারা উজ্জল হয়ে যায়	৩০০	ওফাত শরীফ	৩১৪
		গুনাহকে হালাল মনে করা	৩১৫
নেকী অন্তরের নূর এবং চেহারার উজ্জলতা	৩০০	(১) অতঃপর কাঁদতে লাগলেন...	৩১৫
কারাটে খেলোয়াড় কিভাবে মুবাল্লিগ হয়ে গেল	৩০১	(২) এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে	৩১৫
বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়ার ফযীলত		মামার ইনফিরাদি কৌশিশ	৩১৬
দরূদ শরীফের চিরকুট কাজে এসে গেলো	৩০৩	নামাযের মধ্যে ৪০ বার বিচ্ছু দংশন করল	৩১৭
বিনয় ও একাগ্রতার সংজ্ঞা	৩০৩	নামাযে চোখ বন্ধ করো না	৩১৭
নামাযে "বিনয়" মুস্তাহাব	৩০৪	নামাযে চোখ বন্ধ করা ইহুদিদের কাজ	৩১৮
আগুন লেগে গেছে কিন্তু নামাযে লিপ্ত রইলো!	৩০৫	চোখ বন্ধ রাখা কখন উত্তম	৩১৮
চারটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা	৩০৫	নামাযে এদিক সেদিক দেখার মাসআলা	৩১৮
আল্লাহ পাক এমন নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না	৩০৫	মনে করো আল্লাহকে দেখছো	৩১৮
নামাযে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে	৩০৬	হে গুনাহ সম্পাদনকারীরা সাবধান! "আল্লাহ দেখছেন"	৩১৯
নামাযে জাহেরী ও বাতেনী বিনয় কাকে বলে	৩০৬		
নামায কেমন হওয়া উচিৎ!	৩০৬	"আল্লাহ আসমান থেকে দেখছে" বলা কেমন?	৩১৯
হযরত হাতিম আছামের নামাযের অবস্থা	৩০৭		
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়	৩০৭	হাজারো হজ্জ থেকে উত্তম আমল	৩২০
জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার অর্থ	৩০৮	চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে	৩২০
বিনয় সহকারে নামায পড়া গুনাহের কাফফারা	৩০৮	চোখের কুফলে মদীনার একটি মাদানী উপায়	৩২০
এখানে রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নামায	৩০৮		
জেনে শুনে গুনাহ করা	৩০৯	দৃষ্টিকে নত রাখার অনন্য পদ্ধতি	৩২১
গুনাহের সংজ্ঞা	৩০৯	কেউ দেখছে না তো!	৩২১
সগীরা গুনাহ বারবার করার অর্থ	৩১০	ডিজাইন বিশিষ্ট চাদর দিয়ে নামায?	৩২২
সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা	৩১১	পোষাকের প্রভাব অন্তরে হয়ে থাকে	৩২২
		ডিজাইন বিশিষ্ট পোষাকে নামায জায়িয	৩২৩
জান ও মাল প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি কুরবান	৩১২	নতুন না-লাইনে শরীফ	৩২৩
		স্বর্ণের আংটি	৩২৪
সিদ্দিকে আকবর ইমামতি করলেন	৩১২	স্বর্ণ পুরুষদের জন্যে হারাম	৩২৪
সাহাবাদের মর্যাদার স্তর বিন্যাস	৩১৩	স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলো (ঘটনা)	৩২৪

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাখির প্রতি ভালবাসার শাস্তি (ঘটনা)	৩২৫
পাখি পোষা কেমন?	৩২৫
সাহাবী বাগান সদকা করে দিলো (ঘটনা)	৩২৬
তাবেয়ী বাগান সদকা করে দিলেন (ঘটনা)	৩২৬
বন্ধু অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয় কিন্তু....	৩২৭
বিনয় সম্বলিত নামায দুঃখ দূর করে	৩২৭
উপার্জনে বরকত লাভের শক্তিশালী উপায়	৩২৮
দীর্ঘায়ু পাওয়ার ১০টি উপায়	৩২৮
বান্দা কেন রাকাত ভুলে যায়?	৩২৯
আযানে শয়তান দূর করার প্রভাব রয়েছে	৩২৯
নামাযে ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণে এসে যায়	৩৩০
শয়তান সম্পদের সন্ধান দিয়ে দিলো (ঘটনা)	৩৩০
নামাযের রাকাতের সংখ্যা ভুলে গেলে কি করবে?	৩৩১
সে ইন্টারনেটের বিরূপ ব্যবহার করতে	৩৩২
দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো	৩৩৩
নামাযের সময় নিজের প্রত্যেক কিছুকে বিদায় বলুন!	৩৩৩
এটা আমার জীবনের শেষ নামায	৩৩৩
মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি বাণী	৩৩৪
যদি প্রাণীরা মৃত্যু সম্পর্কে জানতো তবে	৩৩৪
মৃত্যুকে বিশবার স্মরণ করার ফযীলত	৩৩৪
মৃত্যু মুসলমানদের জন্যে কাফফারা	৩৩৫
মনোরম বৈঠক	৩৩৫
অতঃপর তার মর্যাদা এটা নয়	৩৩৫
মৃত্যু সম্পর্কে আম্বিয়া ও আউলিয়া কিরামের কিছু ঘটনাবলী ও বাণী	৩৩৬
জীবিত মানুষ কবরে (ঘটনা)	৩৩৬
মাটির আশ্চর্য হওয়া	৩৩৭
উচ্চ আকাংখা নেকীর পথে প্রতিবন্ধক	৩৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমার তাড়া আছে (ঘটনা)	৩৩৮
জানিনা মুখের গ্রাস কন্ঠনালির নিচে নামবে, নাকি নামবে না!	৩৩৮
রাত হলে সকালের আকাংখা করো না!	৩৪০
আজকের “জনাব” কালকের “মরহুম”	৩৪০
তোমরা দুনিয়াদার হয়ো না	৩৪১
দ্বীনদার ও দুনিয়ারের পরিচয়	৩৪১
তিনটি কাঠের টুকরো	৩৪২
বার্ধক্য মৃত্যুর নিকট পৌঁছে দেয়	৩৪২
কে জান্নাতে যেতে চায়?	৩৪৩
সেই দুনিয়া থেকে আশ্রয়, যা আখিরাতের কল্যাণে প্রতিবন্ধক	৩৪৩
সাবধান! সুস্থতা থেকে ধোকা খেয়োনা!	৩৪৩
কূয়েতের এক সম্পদশালী ব্যবসায়ী	৩৪৪
তোমাকে প্রকাশ্য সৌন্দর্য ধোকায় ফেলেছে!	৩৪৫
উচ্চ আকাংখা থেকে বাঁচার পদ্ধতি	৩৪৬
কার কবর জান্নাতের বাগান হবে?	৩৪৬
আমাদের কি হয়ে গেলো?	৩৪৭
বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায না পড়ার ক্ষতিসমূহ	৩৪৮
প্রশান্তভাবে নামায পড়ার ফযীলত	৩৪৮
নামায পরবর্তী তিনটি অবস্থার ঘটনা	৩৪৯
আমার নামায আমার মুখে যেনো ছুঁড়ে মারা না হয়!	৩৫০
ইমাম সাহেবরা নামাযের মাসআলা বলতে থাকুন	৩৫০
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকের পিছন থেকে দেখা	৩৫১
ইমাম সাহেবরা নেকীর দা’ওয়াত দিন	৩৫১
পিছন দিকেও দেখা কি শুধু নামাযের সাথেই সম্পর্কীত ছিলো?	৩৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তর মুবারকে দুই চোখ এবং দুই কান	৩৫২
অলসতার সহিত রাতের নামায	৩৫৩
অলসের সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল	৩৫৪
যত একাগ্রতা তত সাওয়াব	৩৫৪
হযরত আম্মার বিন ইয়াছির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আলোচনা	৩৫৪
দ্বীন ইসলামের জন্য কুরবানী সমূহ	৩৫৫
জান্নাত হযরত আম্মারের আশাবাদী	৩৫৫
কোরআন থেকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও সম্মান	৩৫৬
সকল সাহাবী জান্নাতী	৩৫৭
সাহাবা সম্পর্কে আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম	৩৫৯
হাদীসের আলোকে সাহাবাদের মহত্ব ও মর্যাদা	৩৬০
আমার প্রতি মনযোগী হয়ে যাও!	৩৬১
নামাযে এদিক সেদিক দেখাতে রহমত ফিরে যাওয়া	৩৬১
নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর বিধান	৩৬২
আল্লাহ আমাকে দেখছেন	৩৬২
নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করার মাসআলা	৩৬৩
কখন কোথায় দৃষ্টি থাকবে (ঘটনা)	৩৬৩
কপালের পরিবর্তে থুতনী মাটিতে লাগান!	৩৬৩
নামাযে দীদারে মুস্তফা (ঈমানোদ্দীপক ঘটনা)	৩৬৪
নামাযে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ধ্যান	৩৬৫
নামাযে সালাম জানানোর পদ্ধতি	৩৬৫
প্রতিদিন দেড় দু'শ টাকার নেশার ইঞ্জেকশন	৩৬৬
নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টির উপায়	৩৬৭
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারটি দোয়া	৩৬৭
ইলমে নাফেয়ে (উপকারী জ্ঞান) দ্বারা অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়	৩৬৯
"ইলমে নাফেয়ে" কাকে বলে?	৩৬৯
....শয়তান কাছে আসে না	৩৬৯
গুনাহ্ একাগ্রতার পথে অনেক বড় বাঁধা	৩৬৯
অন্তরকে নম্রকারী কাজ	৩৭০
অন্তরের কঠোরতা কিভাবে দূর হবে?	৩৭১
অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৩৭১
কঠোর অন্তরের পরিচয়	৩৭১
আল্লাহর নিকট সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জল চেহারা কার হবে?	৩৭২
গুনাহের কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়	৩৭২
অত্যাচারির সাথে মেলামেশা অন্তরকে কালো করে দেয়	৩৭৩
গুনাহ্ কুফরের বার্তা বাহক	৩৭৩
অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলে নেকীর তৌফিক হবেনা	৩৭৪
অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ হলো "অহেতুক কথাবার্তা"	৩৭৪
সুস্বাদু খাবার খেতে থাকা, অন্তরের কঠোরতার কারণ	৩৭৫
লেবাননের পর্বতের আউলিয়াদের উপদেশ	৩৭৬
অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ "অতিরিক্ত হাসা"	৩৭৬
হাসা উদাসিনতার লক্ষণ	৩৭৭
সাহাবারা কি হাসতেন?	৩৭৭
অন্তর মরে যাওয়ার কারণ	৩৭৭
এটা কি আল্লাহকে ভয়কারীদের ধরন?	৩৭৮
আল্লাহকে ভয়কারী কারা?	৩৭৮
কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে	৩৭৮
অতঃপর তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি (ঘটনা)	৩৭৯
জান্নাতে কেউ কাঁদঁলে তবে তা আশ্চার্যের বিষয়	৩৭৯

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর উপর বিশ্বাসীরা হাসে কিভাবে?	৩৭৯	নামায আদায়ে তাড়াহুড়া	৩৯৩
৪০ বছর পর্যন্ত হাসেনি	৩৮০	সম্পদের চোরের চেয়েও নামায চোর নিকৃষ্ট	৩৯৩
৫০ বছর পর্যন্ত হাসতে দেখিনি	৩৮০		
পোষাক নেককারদের ন্যায় এবং	৩৮০	মন্দ মৃত্যুর কারণ	৩৯৪
নামাযে হাসার বিধান	৩৮০	হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা	৩৯৪
মিউজিক সেন্টার বন্ধ করে দিলো	৩৮১		
মনযোগ আকৃষ্টকারী কার্যাদি থেকে আগে মুক্ত হয়ে যান	৩৮৩	মুনাফিকদের শনাক্তকারী	৩৯৫
		বারগাহে ফারুকীতে মর্যাদা	৩৯৬
বৃদ্ধিদীপ্ত বিষয় (ঘটনা ও বাণী)	৩৮৩	হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামানের অনাড়ম্বরতা	৩৯৬
অন্তর খাবারের প্রতি ফেঁসে থাকা একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ	৩৮৪		
		খোদাভীতি এবং বিনয় ও একাগ্রতা	৩৯৭
নামাযকে “খাবার” নয়, “খাবারকে” নামায বানিয়ে দাও!	৩৮৪	ইন্তিকাল মুবারক	৩৯৭
		হাজার বছর পরও শরীর নিরাপদ	৩৯৭
জামাআতের জন্য দৌঁড়ানো ঠিক নয়	৩৮৫	কবর খোলার মাসাআলা	৩৯৮
দৌঁড়ে আসিও না	৩৮৫	কাকের ন্যায় ঠোঁট মেরো না	৩৯৯
নামাযের জন্য না দৌঁড়ানোর উপকারীতা	৩৮৫	হাদীসের ব্যাখ্যা	৩৯৯
শয়তানের তিনটি হাতিয়ার (ঘটনা)	৩৮৬	তাড়াহুড়া করে নামায আদায়কারীর উদাহরণ	৪০০
আহ! যদি কাঁদতে কাঁদতে নামায পড়া নসীব হতো	৩৮৮		
		দুইবার নামায পড়ালেন	৪০০
মুবারক বক্ষ পাতিলের ন্যায় উত্তপ্ত হতো	৩৮৯	প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায (ঘটনা)	৪০১
রঙ হলদেবর্ণ হয়ে যেতো (ঘটনা)	৩৮৯		
মাওলা আলীর মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো	৩৮৯	আলা হযরতের নামায	৪০১
হযরত ইয়াহিয়া অনেক বেশি কান্না করতেন	৩৮৯	প্রিয় নবীর কিরাত..... মারহাবা!	৪০২
ফারুকে আযমের কান্নার আওয়াজ (ঘটনা)	৩৯০	কোরআনে করীম অল্প পড়ো কিন্তু বিশুদ্ধভাবে পড়ো	৪০২
জাহান্নামের নকশা ভেসে উঠে (ঘটনা)	৩৯০		
সর্বদা ক্রন্দনরত বুযুর্গ	৩৯১	ভাল ক্বারী সেই, যে আল্লাহকে ভয় করে	৪০২
নামাযে কান্না করার শরয়ী মাসআলা	৩৯১	....শ্রবণকারীদের পশম দাঁড়িয়ে যেতো	৪০৩
নামাযে যা কিছু পড়বে তার অর্থ জানা থাকা	৩৯২	এক হরফের পরিবর্তে ১০০টি নেকী	৪০৩
ডানে বামে কে, তা খেয়াল না থাকা	৩৯২	কোরআনে করীম ধীরে ধীরে পড়া উচিৎ	৪০৪
দ্রুত পড়ার কারণে নামাযের রূহ চলে যায়	৩৯৩	জনসাধারণ মধ্যম গতিতে তিলাওয়াত করবে	৪০৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা আবশ্যক	৪০৫	একাকিত্বেও রিয়া আসা সম্ভব	৪১৭
		৩০ বছরের নামায পূনরায় পড়লেন	৪১৮
দুলহার নামায (ঘটনা)	৪০৬	নেক আমল করা সত্বেও গোপন থাকতে দেয়নি	৪১৮
“কবরের প্রথম রাত” নামক বয়ান জীবনকে বদলে দিলো	৪০৭		
		মানুষ থু থু দিবে	৪১৯
....তবেই সকল কার্যকলাপ সঠিক হয়ে যাবে	৪০৮	সর্বপ্রথম একাগ্রতা উঠে যাবে	৪১৯
		একটি নামাযও পড়েনি	৪২০
নামায কবুলের জন্য একনিষ্টতা শর্ত	৪০৮	মাছির কারণে কি নড়াচড়া করবো?	৪২০
দাজ্জালের ফিতনার ভয়	৪০৮	পা কখন কেটে গেলো, জানতে পারলো না (ঘটনা)	৪২০
দাজ্জালকে মসীহ বলার কারণ	৪০৯		
আল্লাহ পাককে অপমানকারী	৪০৯	আমি এই পা দিয়ে কখনো গুনাহের দিকে যায়নি	৪২১
অখ্যাত বান্দার ফযীলত	৪১০		
শহীদ, আলিম ও দানশীল জাহান্নামে	৪১১	ইউসূফের সৌন্দর্যে আঙ্গুল কাটলো মিসরের রমনীরা	৪২১
রিয়াকারী আলিমের অবস্থা	৪১১		
ধনী রিয়াকারীর অবস্থা	৪১২	এখন লোকেরা এর উপমা দেয়	৪২২
রিয়াযুক্ত নেকী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ	৪১৩	মৌমাছি ১৭ বার দংশন করলো (ঘটনা)	৪২৪
একনিষ্টতার প্রার্থনা করে নিন	৪১৩	মায়ের দোয়ায় চোখ ফিরে পেল (ঘটনা)	৪২৪
লৌকিকতার সংজ্ঞা	৪১৪	রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইমাম বুখারীর অপেক্ষা	৪২৫
একনিষ্টতার সংজ্ঞা	৪১৪		
মানুষ যদি এমনিতেই প্রশংসা করে?	৪১৪	ইমাম বুখারীর মাযারের বরকত	৪২৫
ওফাতের পর দানশীলতা সম্পর্কে জানতে পারলো	৪১৫	হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এর বিনয় ও একাগ্রতা	৪২৬
এমনভাবে দিতেন যে, গ্রহনকারীরা জানতোই না দাতা কে	৪১৫	(১) খুবই সুন্দরভাবে নামায আদায়কারী	৪২৬
		(২) মিনজানিক পাথর বর্ষণ করতো কিন্তু নামাযে বিঘ্ন ঘটতোনা	৪২৬
রিয়া সহকারে পড়া নামাযের মাসআলা	৪১৬		
রিয়ার দু'টি অবস্থা	৪১৬	(৩) মনে হয় যেনো কাঠের টুকরো	৪২৭
রিয়া সম্বলিত ইবাদত পোকায় খাওয়া বীজের ন্যায়	৪১৬	(৪) মসজিদের কবুতর	৪২৭
		(৫) খুব বেশি মুনাজাতকারী	৪২৭
রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়া কেমন?	৪১৭	হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর বিনয় ও একাগ্রতা	৪২৮
রিযার ভয়ে ফরয ছাড়বে না	৪১৭		

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) কোন কাজ থাকলে আগেই বলে দাও	৪২৮	কিয়ামতের দিন সম্পদের প্রতি অসন্তুষ্টি	৪৪১
(২) নামাযের সময় পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন	৪২৮	পৃথিবীর কি হলো?	৪৪২
(৩) হজ্বে পুরো রাত সিজদায় কাটাতেন	৪২৮	মাটি নেককার এবং বদকারদের সংবাদ দিবে	৪৪২
(৪) হজ্বের সফরে একেবারেই ঘুমাতেন না	৪২৯		
হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর বিনয় ও একাগ্রতা (৬টি ঘটনা)	৪২৯	কারো চেহারা সাদা হবে আর কারো কালো	৪৪২
(১) সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বসে যেতো	৪২৯	নেক ও মন্দ আমল সমূহ কিয়ামতের দিন দেখানো হবে	৪৪৩
(২) কাপড়ের ভেতরে সাপ	৪৩০	কাফিরদেরকে দুনিয়াতে ভাল কাজের প্রতিদান দিয়ে দেয়া হয়	৪৪৩
(৩) প্রতিদিন এক হাজার রাকাত	৪৩০		
(৪) হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা	৪৩০	নগন্য নেকীও কাজের এবং গুনাহ ছোট হলেও ভয়াবহ	৪৪৪
হিংস্র প্রাণী পেছন থেকে থাবা মেরে দিলো!	৪৩১		
সায়্যিদুনা হুমামা প্রতিদিন ৮০০ রাকাত নফল পড়তেন	৪৩২	(৫) ছাদ থেকে সাপ পরলো! (ঘটনা)	৪৪৪
		(৬) হানাফিদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ	৪৪৪
(৫) পানি থেকে গরম ভাপ উঠতো (কারামত)	৪৩৩	(৭) রওযায়ে পাক হতে সালামের উত্তর	৪৪৫
(৬) আগুন অন্য দিকে ফিরে গেলো (কারামত)	৪৩৩	(৮) ইমাম আযমের দিনরাতের ব্যস্ততা	৪৪৫
আমার ন্যায় মন্দকেও ভালো করো হে প্রতিপালক!	৪৩৩	(৯) ত্রিশ বছর ধারাবাহিক ভাবে রোযা	৪৪৬
		(১০) ইমামে আযমের মহান শাগরেদ	৪৪৭
উপহার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিলো	৪৩৪	(১১) মানুষের সু-ধারনার সম্মান রাখলেন	৪৪৭
ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর বিনয় ও একাগ্রতা (১৩টি ঘটনা)	৪৩৬	(১২) রমযান মাসে ৬১ বার কোরআন খতম	৪৪৭
(১) অশ্রুর বারিধারা	৪৩৬	(১৩) প্রাণ দিয়ে দিলেন কিন্তু সরকারী পদ গ্রহন করলেন না	৪৪৮
জান্নাতে চাওয়াতে শরয়ী কোন বাধা নেই	৪৩৭		
(২) নামাযের পূর্বে দোয়ায় কান্নাকাটি	৪৩৮	হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালেহ (মুয়াজ্জিন) এর বিনয় ও একাগ্রতা	৪৪৯
(৩) একই আয়াত বারবার পড়ে রাত অতিবাহিত করতেন	৪৩৮	আযান দিতে গিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন	৪৪৯
(৪) নামাযে সূরা যিলযাল শুনে ইমাম আযমের অবস্থা	৪৩৯	খোদাভীতিতে ক্রন্দনকারী মা ও দুই ছেলে	৪৪৯
		ইন্তিকালের পর তিনজনের অবস্থা	৪৪৯
সূরা যিলযাল অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে	৪৪০	নামাযও জানতো না	৪৫০
পৃথিবী ভুমিকম্পে থর থর করে কেঁপে উঠবে	৪৪০	হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসারের বিনয় ও একাগ্রতা (১২টি ঘটনা)	৪৫১
মানুষ এবং জ্বিনকে 'সাকলাইন' কেন বলা হয়?	৪৪১		

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) লোকদের হাসি ও কথা বলা কোন কিছুরই খেয়াল থাকতো না	৪৫১
(২) তুমি কি জানো, আমার মন কোথায় থাকে!	৪৫১
(৩) হঠাৎ এক সিরিয়ান লোক এসে ধমকালো	৪৫১
(৪) মসজিদের খুঁটি পরে গেলো	৪৫২
(৫) মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে গেলো কিন্তু জানলোই না	৪৫২
(৬) যেনো কাপড় রাখা আছে	৪৫২
(৭) পুঁতে রাখা খুঁটি	৪৫২
(৮) আপাদমস্তক নামায	৪৫৩
(৯) নামাযে বিনয়ের কারণে অসুস্থ মনে হতো	৪৫৩
(১০) সিজদার স্থান এমন ছিলো, যেনো পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে	৪৫৩
(১১) সিজদার স্থান অশ্রুতে ভেজা ছিলো	৪৫৩
(১২) দু'টি দাঁত পড়ে গেলো	৪৫৪
শরীর হতে পৃথক হয়ে যাওয়া বস্তু দাফন করার বিধান	৪৫৪
পাঁচটি শিক্ষনীয় বাণী	৪৫৪
ওফাতের পর স্বপ্নে সালামের উত্তর দিলেন না	৪৫৫
নামাযে একাগ্রতা আনার ২৭টি মাদানী ফুল	৪৫৬
সে কখনো ঈদের নামাযও পড়তো না	৪৫৭
নামায না পড়ার শাস্তি	
দরুদ শরীফের ফযীলত	৪৫৯
বে নামাযীর জন্য জাহান্নামের ভয়ংকর উপত্যকা	৪৫৯
ভয়ানক কূপ	৪৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুনিয়াবী কূপ	৪৬০
গরম পানিতে ডুবার শাস্তিও অসহ্যনীয়	৪৬১
তাওরাতে মুনাফিকদের বর্ণনাকৃত বৈশিষ্ট সমূহ	৪৬২
জান্নাতিদের বিপরীতে জাহান্নামিদের প্রশ্ন	৪৬২
কিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন	৪৬৩
জাহান্নামের দরজায় নাম	৪৬৩
হাজার বছরের কান্নাও কাজে আসবে না	৪৬৪
হাজার বছরের শাস্তির উপযুক্ত	৪৬৫
বে নামাযীর ১৫টি শাস্তি	৪৬৬
বে নামাযীর তিনটি দূর্ভাগ্য	৪৬৭
গুনাহের আযাব দুনিয়া ও আখেরাত উভয়খানে হয়ে থাকে	৪৬৭
শয়তানের মত কে? (ঘটনা)	৪৬৮
আমল নষ্ট হয়ে গেল	৪৬৮
মন্দ স্বভাব যেতে থাকবে	৪৬৯
নামায কাযা করার শাস্তি	৪৭০
জাহান্নামের ভয়াবহ উপত্যকা 'ওয়াইল'	৪৭০
ওয়াক্তের পর নামায আদায়ে আযাবের আশংখা রয়েছে	৪৭০
পরিবার ও সম্পদ যেতে থাকে	৪৭১
মিরাজ রজনীতে আযাব দেখেছেন	৪৭১
মাথায় আঘাত করার শাস্তি	৪৭২
মাথায় কেন শাস্তি	৪৭২
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে	৪৭৩
কালো সাপ মুখ কাটতে থাকবে! (ঘটনা)	৪৭৩
কবরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ (ঘটনা)	৪৭৪
আহ! আমরাতো গরম সহ্য করতে পারি না	৪৭৪
নামায না পড়াটা, কাযা পড়ার চেয়ে বড় গুনাহ	৪৭৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চাকরির কারণে নামায কাযা করা কবিরা গুনাহ	৪৭৬	নামায ঈমানের পরিচয়	৪৮৭
		“হেফাজত” ও “হেফাজত করা হবে” এটার অর্থ	৪৮৭
কিয়ামতের দিন না ভয় না হতাশা	৪৭৬		
গুনাহ না করলেতো রিযিক পাবে না! (ঘটনা)	৪৭৭	নামাযের হেফাজত করা হবে এর আরও ব্যাখ্যা	৪৮৮
রিযিক আল্লাহ পাকের করুনার দায়িত্বে	৪৭৭		
কোন প্রাণিকে রিযিক দেওয়া আল্লাহ পাকের উপর আবশ্যক নয়	৪৭৮	জনগণ আপন বাদশাহের দ্বীনের উপর হয়ে থাকে	৪৮৮
নামাযী খাদিম (ঘটনা)	৪৭৯	বার বার পতিত হওয়ার পরিশেষে সংশোধন হবে	৪৮৯
ঐ কর্মচারিই উত্তম যে নামায আদায়কারী হয়	৪৭৯		
নামায হলো একটি মাপকাটি	৪৮০	নামায নষ্ট করা কিয়ামতের আলামত	৪৯১
যে ফরয আদায় করে না সে কি ঋণ আদায় করবে! (ঋণের ঘটনা)	৪৮১	“নামায নষ্ট করার” অর্থ	৪৯২
		কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অধিকাংশ মানুষের নামায কবুল হবে না	৪৯২
মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য লাভ হলো	৪৮১		
		হাদীসের ব্যাখ্যা	৪৯২
যার নামায নেই তার কোন ধর্ম নেই	৪৮২	নামায ত্যাগকারী দূর্ভাগা ও বঞ্চিত	৪৯৩
যে নামায ছেড়ে দিলো সে ধর্মকে ধ্বংস করলো	৪৮৩	জাহান্নামীদের পুঁজ	৪৯৩
		কালো সাপের বিষের এক চুমুক	৪৯৩
নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!	৪৮৩	ভয়ংকর সাপ এবং খচ্চরের ন্যায় বিষাক্ত বিচ্ছু	৪৯৪
নামায অনাদায়ীই বরকত শূন্যের কারণ	৪৮৩		
নামায না পড়ার দ্বারা সবচেয়ে বড় সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করল! (ঘটনা)	৪৮৩	মাংস বিহীন চেহরা	৪৯৫
		এক সেকেন্ডের কোটি ভাগ আযাবও সহ্য করা যাবে না	৪৯৬
আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন	৪৮৪		
সবচেয়ে বড় নির্লজ্জতা	৪৮৪	জাহান্নামের আযাব এবং দুনিয়ার কষ্টসমূহ	৪৯৬
আমল সমূহ নষ্ট	৪৮৫	জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব	৪৯৭
বে নামাযী থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে যায়	৪৮৫	দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার ফযীলত	৪৯৭
তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ	৪৮৫	কারুনের সাথে হাশর	৪৯৮
যখন দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে যায়	৪৮৬	নামাযের দ্বারা কবর এবং পুলসিরাত আলোকিত হবে	৪৯৮
আল্লাহ পাকের বন্ধু এবং শত্রু কে?	৪৮৬		
হাদীসের ব্যাখ্যা	৪৮৬	বে নামাযীর অমুসলিমদের সাথে হাশর হওয়ার ব্যাখ্যা	৪৯৮
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায	৪৮৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কারুন এবং অন্যান্যদের সাথে হাশর হওয়ার ব্যাখ্যা	৪৯৯	(৩) মৌমাছির ন্যায় গুনগুন আওয়াজ	৫১৩
উবাই ইবনে খালফের শিক্ষনীয় (ঘটনা)	৫০০	(৪) মিনায় এক অলী আরেক অলীকে চিনে ফেললেন	৫১৩
চিন্তার বিষয়	৫০১	মাগফিরাতের দোয়ার ফযীলত	৫১৪
কাফন চোরের আপন ভীতি (ঘটনা)	৫০১	(৫) কারামাত সম্পন্ন আরবী ব্যক্তি	৫১৫
আগুনের শিকল	৫০১	(৬) ... তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে	৫১৫
কালো মুর্দা	৫০২	হেদায়ত প্রাপ্তদের সুন্নাত কাকে বলে?	৫১৬
কবরে বাগান	৫০২	(৭) জামাআতের প্রতি ভালবাসা	৫১৭
যাকে দাফন করা হয়নি তার উপরও আযাব হবে?	৫০৩	(৮) নামাযের কারণে সফর থামিয়ে দিল	৫১৭
		সফরের কারণে নামায কাযা হতে দিও না	৫১৮
মুসলামানদের আযাব দেখানোর কারণ	৫০৩	(৯) প্রখর রোদে মাথার উপর মেঘ	৫১৮
কবরের আযাব কোরআন থেকে প্রমাণিত	৫০৪	(১০) থুথু মুবারকের দ্বারা শিফা নসীব হলে	৫১৯
পাঁচটি কবরের (ঘটনা)	৫০৫	(১১) জাহান্নাম স্মরণে আসার প্রভাব	৫১৯
মদ্যপায়ীর পরিণাম	৫০৫	(১২) ....তখন নিজে মাথার উপর মাটি ঢেলে দিতেন	৫২০
শিকল বাধা মুর্দা	৫০৬		
আগুনের কয়লা	৫০৬	(১৩) জান্নাতের বিছানা খুবই নরম	৫২০
আগুনে আবৃত	৫০৬	(১৪) প্রতিরাতে কবরস্থানে ...	৫২১
যৌবনে তাওবা করার প্রতিদান	৫০৬	হে জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রত্যাশীরা!	৫২১
সিনেমায় আসক্ত ব্যক্তি কিভাবে কোরআনের হাফেজ হলো	৫০৭	(১৫) স্বপ্নে জান্নাতি হুর	৫২২
		জান্নাতি হুরদের মর্যাদা	৫২২
আত্তারের দোয়া:	৫০৮	(১৬) আল্লাহ পাক স্বপ্নে ইরশাদ করলেন	৫২৩
আশিকানে নামাযের ৮৬টি ঘটনাবলী		(১৭) নামায পড়ার জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় ইন্তিকাল	৫২৩
		শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়ার ব্যবস্থা পত্র	৫২৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	৫০৯	স্কুলের শিক্ষক কিভাবে তাওবা করলো	৫২৪
বিয়ের প্রথম দিনও ফজরের জামাআতে উপস্থিত	৫১০	প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে বাইতকে নামাযের জন্য জাগাতেন	৫২৭
অন্ধকার কবরে তোমাদেরকেও একদিন শায়িত হতে হবে	৫১১	(১৯) বিবি ফাতেমা এবং প্রতিবেশিদের প্রতি সহানুভূতি	৫২৭
(২) পরে ইন্তিকালকারী জান্নাতে প্রথমেই প্রবেশ করেছে	৫১১	প্রতিবেশির কতিপয় হক	৫২৮

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২০) মোরগ যখন ডাক দিল	৫২৯	(২৯) রাসূলের রাওযা থেকে আযানের ধ্বনি আসতো	৫৪৩
‘মোরগ নামাযের জন্য আহবান করে’ এর অর্থ	৫২৯		
আল্লাহ পাকের দয়া প্রার্থনা করো!	৫৩০	(৩০) ইশা ও ফজরের জামাআতের কি হবে?	৫৪৩
মোরগ ডাক দেয়ার সময় দোয়া কবুল হয়	৫৩০		
মোরগের মাংস সম্পর্কে ১০টি মাদানী ফুল	৫৩০	সবুজ রঙ দেখার দ্বারা জ্যোতি বৃদ্ধি পায়	৫৪৪
স্বাধীন বিচরণকারী প্রাণীর মাংস উত্তম	৫৩১	জান্নাতবাসিদের পোশাক সবুজ হবে	৫৪৫
(২১) ঘর দূর হওয়ার হিকমত	৫৩১	সবুজ রঙ দৃষ্টির জন্য উপযোগী	৫৪৫
প্রতিটি কদমে নেকী	৫৩২	কতিপয় মুহাব্বতের ভাষা...	৫৪৫
(২২) উত্তম রূপে নামায আদায়কারীকে মুক্ত করে দিতেন	৫৩২	(৩১) তুলে মসজিদে নিয়ে যাওয়া	৫৪৬
		অসুস্থতা ও বৃষ্টির মধ্যে জামাআতের মাসআলা	৫৪৬
(২৩) নামাযী গোলামদের মুক্তি মিলে গেলো	৫৩২		
(২৪) নিশ্চুপ নেকীর দা’ওয়াত	৫৩৩	নেকীর দাওয়াত দেয়ার আগ্রহ লাভ	৫৪৬
(২৫) দোয়ার বরকতে মাগফিরাত	৫৩৩	(৩২) সত্তর বছর পর্যন্ত প্রথম তাকবির ছুটে নাই	৫৪৮
হাজি মুশতাকের ইনফিরাদী কৌশিশ	৫৩৪		
(২৬) রহস্যময় যুবক	৫৩৫	হযরত আমাশ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর পরিচিতি	৫৪৮
নেকীসমূহ গোপন করার মাঝেই নিরাপত্তা রয়েছে	৫৩৭	(৩৩) কখনো জামাআত অনুসন্ধান করতে দেখা যায়নি	৫৪৯
৭০ গুণ বৃদ্ধির সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়	৫৩৭	উভয় কাধেঁর মধ্য নাজাতের সফলতা লিখা ছিল! (ঘটনা)	৫৪৯
আমল গোপন করার ক্ষেত্রে কোন গুনাহ নেই	৫৩৮		
কতিপয় অবস্থায় নেকী প্রকাশ করাতে সাওয়াব রয়েছে	৫৩৮	(৩৪) এক আশিকে নামাযের অসাধারণ দোয়া	৫৪৯
হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর আলোচনা	৫৩৯	(৩৫) ১২৬ বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও জামাআতের সাথে নামায	৫৫০
নাম ও উপনাম	৫৩৯		
গরম লেপ কেন পাঠায়নি	৫৪০	(৩৬) নামাযের পর অন্যের সাহায্যে উঠানো হতো	৫৫০
ইলমে দ্বীন শিখানোর হালকা	৫৪০		
প্রাণীর উপর দয়া	৫৪১	আহ! আমাদের অধিকাংশের অবস্থা	৫৫০
দুনিয়া থেকে বিদায়	৫৪১	(৩৭) শয়তান নামাযের জন্য জাগালেন	৫৫১
(২৭) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জামাআত ছুটে নাই	৫৪২	শয়তানের ধোঁকার জাল থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে থাকে	৫৫২
(২৮) মাইমুনা বিন মেহরান বলেন	৫৪২		
পাপীষ্ট ইয়াযিদের নাম (ঘটনা)	৫৪৩	আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পরিচয়	৫৫২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী	৫৫৩	ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬১
আমীরে মুয়াবিয়া জান্নাতী	৫৫৪		
এখনিই একজন জান্নাতী আগমন করবে	৫৫৫	সদরুশ শরীয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬১
বাঘ কথা বলে উঠলো! (ঘটনা)	৫৫৬		
আল্লাহ ও রাসূল মুয়াবিয়াকে ভালবাসা করেন	৫৫৬	তাদেরও কান্না এসে গেলো	৫৬২
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়া	৫৫৬	(৩৮) জেগে থাকার আশ্চর্য ব্যবস্থাপত্র	৫৬৪
যখন কেউ কঠোর ভাষায় কথা বললো	৫৫৭	(৩৯) পানিতে ডুব দেয়ার মাধ্যমে ঘুমের চিকিৎসা	৫৬৪
অতুলনীয় কাফন	৫৫৭		
ওফাত শরীফ	৫৫৭	(৪০) ইয়া আল্লাহ! আমার রাতের ঘুম উঠিয়ে নাও!	৫৬৫
সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী এবং বুযুর্গগণের অভিমত	৫৫৮		
		একদিকে তাঁরা, অপরদিকে আমরা!	৫৬৫
কাবিছা বিন জাবের তাবেয়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৫৮	(৪১) নামাযে ইন্তিকাল	৫৬৫
		(৪২) মৃত্যুর সময়ও শয়ন করেনি	৫৬৬
আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৫৮	(৪৩) রূহ বের হওয়া অবস্থায়ও জামাআতে নামায!	৫৬৭
হুযুর গাউছে আ'যম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৫৯	নাকের রক্ত কিভাবে বন্ধ হলো?	৫৬৭
		(৪৪) অর্ধেক শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়ার সত্ত্বেও...	৫৬৮
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৫৯		
		(৪৫-৪৬) দু'টি সংক্ষিপ্ত ঘটনা	৫৬৯
দাতা হুযুর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৫৯	অলসতার পরিচয়	৫৭০
		এটা তোমাদের অলসতার মধ্যে পতিত করবে	৫৭০
মুজাদ্দিদে আলফেসানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬০	(৪৭) কোন নেকী সম্পর্কে এটা বলো না যে! এর দ্বারা কি উপকার হবে!	৫৭০
ইমাম নববী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬০	(৪৮) কান্না করতে করতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা	৫৭১
ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬০		
		আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না কারার ফযীলত	৫৭২
হযরত সায়্যিদুনা শিহাবুদ্দীন খাফাজি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ	৫৬১	সিনেমার অভিনেতা তাহাজ্জুদ আদায়কারী হয়ে গেলো	৫৭২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪৯) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা মহিলা	৫৭৪	(৫৯) নামায, রোযা এবং যিকির ব্যতিত জীবন চাই না	৫৮৩
মৃত্যুর স্মরণ সৌভাগ্যবানদেরই বৈশিষ্ট	৫৭৪		
দু'টি জিনিস আমার জন্য দুনিয়ার স্বাদ নষ্ট করে দিয়েছে	৫৭৪	(৬০) কবরে নামায পড়ছেন	৫৮৩
		(৬১) কবর শরীফ থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ	৫৮৪
আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কম আহার করা ইবাদত	৫৭৫	চাচাতো ভাই হত্যা হয়ে গেলো	৫৮৪
(৫০) জাহান্নামের স্মরণে ঘুম চলে গেছে	৫৭৫	(৬২) সারারাত নামায পড়তে থাকতো	৫৮৬
প্রতিটি গর্তে একটি করে সাপ আছে	৫৭৫	(৬৩) পা মুবারক সব সময় যন্ত্রনা করতো	৫৮৬
(৫১) তোমার বাবা হঠাৎ আগত শাস্তিকে ভয় করে	৫৭৬	(৬৪) প্রিয় নবীর পা মুবারক ফুলে গেলো	৫৮৭
		জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো	৫৮৭
(৫২) শুরুতে বিশ বছর নামাযের জন্য কষ্ট শিকার করলেন	৫৭৬	জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার ফযীলত	৫৮৮
		জাহান্নাম থেকে তিনবার মুক্তি চাওয়ার ফযীলত	৫৮৮
মন স্থির হোক বা না হোক নেকী অব্যাহত রাখুন	৫৭৭	জাহান্নাম থেকে সাতবার মুক্তি চাওয়ার ফযীলত	৫৮৮
(৫৩) অর্ধাঙ্গ রোগ হওয়ার সত্ত্বেও জামাআত সহকারে নামায	৫৭৭	(৬৬) উত্তর কেন দাও না?	৫৮৯
(৫৪) নামাযের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ	৫৭৮	মৃত্যুকে স্মরণ কারার উপকারীতা	৫৮৯
(৫৫) সেবা করাতে যখন যেতেন তখন রোগীর ঘরে প্রথমে দুই রাকাত নামায পড়তেন	৫৭৮	সবাইকে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে	৫৯০
মসজিদে বাইত তৈরী করুন	৫৭৮	জাহান্নাম থেকে একহাজার বৎসর পর প্রস্থানকারী	৫৯০
(৫৬) প্রতিটি মসজিদে নামায	৫৭৯		
হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর পরিচয়	৫৮০	(৬৭) খুঁটি কোথায় গেলো?	৫৯১
		(৬৮) আনন্দ উদযাপন করো বা দুঃখ	৫৯১
নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী	৫৮০	বিনয়ের ফযীলত	৫৯২
দোয়ায়ে মুস্তাফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	৫৮১	বিনয় কাকে বলে? (ঘটনা)	৫৯৩
নামায এবং তিলাওয়াতে কোরআনের ভালবাসা	৫৮১	(৬৯) চল্লিশ হাজার রাকাত	৫৯৩
		টাকা বন্টনকারী উত্তম না যিকিরকারী উত্তম?	৫৯৪
ওফাত শরীফ	৫৮১		
কবরে প্রিয় নবীর তবাররুক	৫৮২	(৭০) কান্নাকাটি করার বংশ	৫৯৪
(৫৮) হে আল্লাহ! কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করো	৫৮২	(৭১) সব সময় কেউ না কেউ নামায পড়তে থাকতো	৫৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৭২) ৪০০ রাকাত	৫৯৫	(৮১) নামায অবস্থায় খেদমত	৬০২
(৭৩) ১৩ জায়গায় বাঁধা বুযুর্গ	৫৯৬	(৮২) পীর মেহের আলী সাহেবের কার যখন উল্টে গেল	৬০৩
(৭৪) দোকানে ৪০০ রাকাত	৫৯৬		
মুসলমান কেমন হওয়া উচিত	৫৯৬	(৮৩) কুপে পতিত হতে হতে রক্ষা পেলে	৬০৪
পায়ের গোড়ালীতে চাবুক মারতেন	৫৯৭	(৮৪) মুফতি আহমদ ইয়ার খান নামাযের আশিকে ছিলেন	৬০৫
(৭৬) অশ্চর্যজনক আমলকারী	৫৯৮		
জান্নাতবাসীদেরও আফসোস	৫৯৯	(৮৫) অন্তরের ব্যাধি দূর হয়ে গেল	৬০৫
(৭৭) দু'রাকাতে সারারাত অতিবাহিত করে দিলেন	৫৯৯	(৮৬) সাপের ভয়	৬০৬
		রমযান মাসের ইতিকাফ জীবন বদলে দিল	৬০৭
(৭৮) আ'লা হযরতের ছোট বেলা থেকে নিয়মিত নামায আদায়	৬০০	ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায়কারী বুযুর্গানে দ্বীন	৬০৮
(৭৯) আ'লা হযরত এবং জামাআতের সাথে নামায	৬০০	১৪ বছরের নেশার অভ্যাস থেকে নিজেকে বের করল	৬০৯
(৮০) নামাযের জন্য কাফেলা ছেড়ে দিল....তখন গায়বী সাহায্য	৬০১	ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার ২২টি মাদানী ফুল	৬১০
বাহন এবং নামায	৬০২	ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়ার পদ্ধতি	৬১৩

পরিবারের জন্য ব্যয় করুন, কিন্তু একটু দাঁড়ান....

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ তার পরিবারের জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে ব্যয় করে, তবে তা তার জন্য সদকা স্বরূপ।"

(বুখারী, ১/৩৪, হাদীস ৫৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এই হাদীসে পাক থেকে অর্জিত হলো যে, যেকোন মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) কাজও ভাল নিয়্যতে করা হলে তবে এতেও সাওয়াব রয়েছে, পরিবার পরিজনের লালন পালন মানুষরাই করে থাকে কিন্তু যদি এই লালন পালন যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য হয় তবে এতেও সাওয়াব রয়েছে। (নুযহাতুল কারী, ১/৩৯৯)

পরিবারে জন্য ব্যয় করার নিয়্যত

❋ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য শরীয়তের বিধানের উপর আমল করবো। ❋ যারা অনুভুতি সম্পন্ন এর দ্বারা তাদের মন খুশি করবো ❋ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১২টি নিয়্যত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(i) প্রত্যেক আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

(ii) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত (৩) তাউয ও (৪) তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠারই উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) কোরআনি আয়াত ও (৬) হাদীসে মুবারাকার যিয়ারত করবো এবং এতে বর্ণনাকৃত বিধানাবলীর উপর আমল করবো। (৭) যেখানে যেখানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র নাম আসবে সেখানে **পাক** ও **করীম** ইত্যাদি শব্দাবলী পাঠ করবো এবং (৮) যেখানে যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (৯) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে ওলামায়ে কিরামের নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (১০) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো। (১১) উত্তম নিয়্যত সহকারে কিতাব পাঠ করার যে সাওয়াব অর্জিত হবে তা সকল উম্মতকে ইছাল করবো। (১২) এই কিতাবে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী এই কিতাব থেকে দরস দিবো।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

নামায আদায়ের সাওয়াব

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "নামায আদায়ের সাওয়াব" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে মক্কা মদীনায় অধিকহারে নামায আদায়ের এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেন: "দোয়া করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো, প্রদান করা হবে।" (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ২০ হাজার নামায আদায় করেছেন

শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** জাহেরী হায়াতে (অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবনে) এগারো বছর ছয় মাসে প্রায় ২০ হাজার নামায আদায় করেন[১] প্রায় ৫০০টি জুমা আদায় করেন[২] এবং ৯টি ঈদের নামায আদায় করেন।[৩] কোরআনে করীমে নামাযের আলোচনা অসংখ্য স্থানে এসেছে।

হে সৌভাগ্যবান আশিকানে নামায! আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: পাঞ্জেগানা নামায (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায) **আল্লাহ পাকের** ঐ মহান

১. দুররে মুখতার থেকে সংক্ষেপিত, ২/৬। ২. মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৪৬। ৩. সীরাতে মুস্তফা, ২৪৯।

www.dawateislami.net

নিয়ামত, যা তিনি আপন মহান দয়ায় বিশেষ করে আমাদেরকে দান করেছেন, আমাদের পূর্বে কোন উম্মতকে দেওয়া হয়নি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৩)

নামায কার উপর ফরয?

প্রত্যেক বালিগ, সজ্ঞান মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। এর ফরযিয়্যত (অর্থাৎ ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করা কুফরী। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করবে, সে ফাসিক, বড় গুনাহগার ও দোযখের আযাবের অধিকারী হবে।

জান্নাত এ্যায় বে নামাযীয়ুঁ! কিস তরাহ পাও গে?
নারায রাব্ব হুয়া তো জাহান্নাম মে জাও গে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায আমাদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ

শতকোটি আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের নামাযের প্রতি একেবারেই খেয়াল নেই, আমাদের মসজিদ সমূহ নামাযী শূন্য দেখা যায়। **আল্লাহ পাক** নামায ফরয করে নিঃসন্দেহে আমাদের উপর বড়ই দয়া করেছেন, আমরা যদি একটু চেষ্টা করে নামায আদায় করি, তবে **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব দান করেন।

নামায সম্পর্কিত ৭টি আয়াত

১. ১৮তম পারার সূরা মু'মিনুনের ৯, ১০, ১১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۹﴾
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿۱۰﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: আর ঐসব লোক যারা নিজ নিজ নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হয়। এসব লোকই উত্তরাধিকারী। যে তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার পাবে, তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

২. **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, ১৬তম পারার সূরা ত্বহার ১৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম রাখো।

৩. এবং **আল্লাহ পাক** ৫ম পারার সূরা নিসার ১০৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوۃَ کَانَتۡ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ کِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا ﴿۱۰۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানের জন্য সময় নির্ধারিত ফরয।

৪. **আল্লাহ পাক** ১২তম পারার সূরা হূদ এর ১৪৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡہِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِکَ ذِکۡرٰی لِلذّٰکِرِیۡنَ ﴿۱۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয়। এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।

৫. **আল্লাহ পাক** ১৮তম পারার সূরা নূর এর ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۵۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

৬. **আল্লাহ পাক** ২১তম পারার সূরা আন্‌কাবূতের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

৭. **আল্লাহ পাক** ২৯তম পারার সূরা মা'আরিজের ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۳۴﴾
اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐসব লোক যারা স্বীয় নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়। আর এরাই হচ্ছে যাদের জন্য বাগানসমূহে সম্মান হবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

নামাযের বিভিন্ন ২৫টি ফযীলত

✲ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হলো নামায[১] ✲ **মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা হলো নামায[২] ✲ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত হলো নামায[৩] ✲ নামায অন্ধকার কবরের আলোস্বরূপ[৪] ✲ নামায কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে[৫] ✲ নামায কিয়ামতের (ভয়াবহ) রোদে ছায়া স্বরূপ[৬] ✲ নামায পুলসিরাতের জন্য সহজতা[৭] ✲ নামায হলো নূর[৮] ✲ নামায বেহেশতের চাবি[৯] ✲ নামায জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি প্রদান করবে ✲ নামায আদায়ে রহমত অবতীর্ণ হয় ✲ **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিনে নামাযীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ✲ নামায দ্বীনের স্তম্ভ[১০] ✲ নামাযের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে[১১] ✲ নামায দোয়া কবুলের মাধ্যম[১২] ✲ নামায রোগবালাই থেকে বাঁচিয়ে রাখে ✲ নামায আদায়ে শরীরে প্রশান্তি অর্জিত হয় ✲ নামায আদায়ে রোজগারে বরকত হয় ✲ নামায অশ্লীল ও মন্দ কার্যাদী থেকে বাঁচিয়ে রাখে ✲ নামায শয়তানের অপছন্দনীয়[১৩] ✲ নামায অন্ধকার কবরে একাকীত্বের সাথী[১৪] ✲ নামায নেকীর পাল্লাকে ভারী করে দেয়[১৫] ✲ নামায মু'মিনের জন্য

---

১. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫০ পৃষ্ঠা। ২. সুনানে কোবরা লিন নাসায়ী, ৫/২৮০, হাদীস ৮৮৮৮। ৩ ও ৪. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা। ৫. আয্ যাওয়াজির, ১/২৯৫। ৬ ও ৭. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা। ৮. মুসলিম, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৩৪। ৯. মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/১০৩, হাদীস ১৪৬৬৮। ১০. শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৯, হাদীস ২৮০৭। ১১. মু'জামুল কবীর, ৬/২৫০, হাদীস ৬১২৫। ১২-১৪. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা। ১৫. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা।

মিরাজ স্বরূপ[১] ✲ সময় মতো নামায আদায় করা সকল আমলের চেয়ে উত্তম[২] ✲ নামাযীর জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত এটাই যে, তার কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দীদার হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোর যখন নামায পড়লো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া আদাবিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ঘরে রাতের বেলা এক চোর প্রবেশ করলো, সে চারিদিকে খুঁজলো কিন্তু একটি বদনা ছাড়া আর কিছুই পেলোনা। যখন সে চলে যেতে লাগলো, তখন তিনি বললেন: যদি তুমি চোর হও তবে খালি হাতে যেওনা। সে বললো: আমি তো কোন কিছু পাইনি। তিনি বললেন: "হে গরীব! এই বদনা দ্বারা অযু করে কক্ষে প্রবেশ করো আর দুই রাকাত নামায আদায় করো, এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারবে।" সে অযু করলো এবং যখন নামাযের জন্য দাঁড়ালো, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদাবিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا দোয়া করলো: "হে আমার প্রিয় **আল্লাহ**! এই ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে কিন্তু সে কিছুই পায়নি, এবার আমি তাকে তোমার দরবারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করো না।" সেই চোরের ইবাদতে এমন স্বাদ নসীব হলো যে, রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত সে নামাযে লিপ্ত থাকলো। সেহেরীর সময় তিনি তার নিকট গেলেন, তখন সে সিজদা অবস্থায় আপন নফসকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো: "হে নফস! যখন আমার প্রতিপালক আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমার নাফরমানী করতে তোমার লজ্জা করেনি! যদিও তুমি আমার সৃষ্টি থেকে গুনাহ গোপন রেখেছ, কিন্তু এখন গুনাহের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছ! হে নফস! যদি আমার **প্রতিপালক** আমাকে তিরস্কার জানায় এবং আপন রহমতের দরবার থেকে বঞ্চিত করে দেয় তবে আমি কি করবো?"

---

১. মিরকাতুল মা'ফাতিহ, ১/১৬৬। ২. তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যখন সে অবসর হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে ভাই! রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে? বলল: "আমি বিনয় ও নম্রতার সহিত আপন **প্রতিপালকের** দরবারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন **তিনি** আমার বক্রতাকে পরিশুদ্ধ করে দিলেন, আমার অপারগতা কবুল করে নিলেন এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন আর আমাকে আমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিলেন।" অতঃপর ঐ ব্যক্তি চেহারায় দুঃখ ও চিন্তাগ্রস্থতার প্রভাব নিয়ে চলে গেল। হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাত উঠিয়ে আরয করলো: হে আমার প্রিয় **আল্লাহ**! এই ব্যক্তি তোমার দরবারে একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি তাকে কবুল নিয়েছ আর আমি কখন থেকে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি আমাকেও কবুল করে নিয়েছ? হঠাৎ তিনি হৃদয়ের কান দিয়ে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন: হে রাবেয়া! আমি তাকে তোমার কারণেই কবুল করেছি এবং তোমার কারণেই আপন নৈকট্য দান করেছি। (হিকায়াতে অউর নাসিহতে, ৩০৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিগাহে ওলী মে ওহ তা'সির দেখি, বদলতি হাজারোঁ কি তাকদীর দেখি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকার ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "যদি বান্দা সময় মতো নামায আদায় করে তবে আমার বান্দার প্রতি আমার বদান্যতার দায়িত্বে ওয়াদা রয়েছে যে, তাকে আযাব দিবো না এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খিতাব, ৩/১৭১, হাদীস: ৪৪৫৫)

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বন্ধুদেরকে বলেন: যদি তোমরা চাও তাহলে আমি অবশ্যই শপথ করবো অতঃপর বললেন: **আল্লাহর** শপথ! যিনি ব্যতীত

www.dawateislami.net

কোন মাবুদ নেই, নিশ্চয় **আল্লাহ পাকে**র দরবারে সকল বান্দার চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যে রাত দিন চাঁদ ও সূর্যের প্রতি সজাগ থাকে। বন্ধুরা আরয করলো: হে আবু দারদা! এর দ্বারা কি মুয়াজ্জিন উদ্দেশ্য? বললেন: "বরং যেই মুসলমান নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকে।" **(কিতাবুস সাকাত, ৪/৩৩০, হাদীস: ৪৭৯৯)**

...তবে নামায হবে না

হে আশিকানে রাসূল! এইমাত্র আপনারা নামাযের প্রতি সজাগ থাকার ফযীলত শুনলেন, প্রত্যেককে নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক। অনেক নামাযী এর একেবারেই পরোয়া করে না, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে যাচ্ছে, ফজরের সময় চলে যাচ্ছে, তারপরও ফজরের নামায আদায় করতে থাকে! অথচ ফজরের নামাযের সালাম ফিরানোর পূর্বেই যদি সূর্যের একটি কিরণও বের হয়ে আসে তবে নামায হবে না। আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "সময় সম্পর্কে জানা (অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদির সময় সর্ম্পকে জেনে রাখা) তো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন (অর্থাৎ প্রত্যেক সজ্ঞান, বালিগ মুসলমানের উপর আবশ্যক)।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১০/৫৬৯)

বর্তমানে সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমান যুগ উন্নতির যুগ, এখন সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, সময় জানার জন্য ঘড়ি রয়েছে। পূর্বেকার লোকেরা সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র দেখে সময় নির্ধারণ করতো। এখনো এগুলোর মাধ্যমেই অবগত হয়ে সময় নির্ণয়ে অভিজ্ঞ ওলামাগণ আমাদের সহজতার জন্য নামাযের সময়সূচি, সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচী তৈরি করে থাকে এবং সাধারণত আমাদের মসজিদ সমূহেও এই সময়সূচী ঝুলানো থাকে।[১]

---

১. اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে "সময় নির্ণয়ক মজলিশ" বিগত কয়েক বছর যাবৎ আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর গবেষণা অনুযায়ী ☛

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

মাটি থেকে দীনার বেরকারী নামাযী (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন ফযল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি এক রোমী বন্ধুর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কারণ বলতে রাজি হলেন না, আমি যখন বারবার জোর করলাম, তখন তিনি বললেন: আমাদের দেশে মুসলমানদের সৈন্যরা হামলা করল। লড়াই হলো, আমাদেরও কিছু মানুষ নিহত হলো, তাদেরও কিছু লোক নিহত হলো। আমি একা দশজন মুসলমানকে বন্দী করে নিলাম, রোমে আমার ঘরটি ছিলো অনেক বড়। তাই আমি তাদেরকে আমার খাদেমদের হাতে সমর্পণ করলাম। তারা তাঁদেরকে লোহার শিকলে বেঁধে খচ্চরের পিঠে মালামাল তুলে দেয়ার কাজে লাগিয়ে দিলো। একদিন দেখলাম তাঁদের প্রতি নিযুক্ত খাদেম এক বন্দী থেকে কিছু নিয়ে তাঁকে নামায পড়ার সুযোগ দিলো। আমি খাদেমটিকে ধরে এনে প্রহার করলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম: বলো! তুমি এই বন্দী থেকে কী নাও? তখন সে বলল: বন্দীটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য আমাকে এক দীনার করে দেন আর আমি তাঁকে নামায পড়ার জন্য সুযোগ দিই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: বন্দীটির নিকট কি দীনার আছে? খাদেম বলল: না, নেই! কিন্তু যখন সে নামায শেষ করে নিজের হাত মাটিতে মারেন তখন মাটি থেকে একটি দীনার বের করে আমাকে দিয়ে দেন। আমার মনে হলো এর পিছনে কোন রহস্য রয়েছে,

---

☛ সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে নামাযের সঠিক সময় নির্ণয় ও কিবলা নির্ধারণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। (এই পর্যন্ত) বাংলাদেশের অনেক বড় শহরের সময়সূচীর তালিকা (TIME TABLE) প্রকাশিত হয়েছে। আরো অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শহরের সময়সূচীর তালিকা প্রকাশের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই সময়সূচীর তালিকায় শহরের বিস্তৃতি এবং উচ্চ দালানের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি আগামী ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সাবধানতা সহকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন! প্রতি বছর নামাযের সময়সূচীতে কিছুটা পার্থক্য চলে আসে, যা প্রতি চার বছর পর পর ঠিক হয়ে যায়। তাই আরো নির্ভরযোগ্যতার জন্য আগামী ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সাবধানতার সহিত অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া মজলিশের অধীনে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপলিক্যাশন, অনলাইন সময়সূচীর তালিকা ছাড়াও আওকাতুস সালাত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার প্রায় ২৭ লক্ষ স্থানের সময়সূচী ও কিবলার দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।

তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং পরের দিন সেই খাদেমের পোশাক পরিধান করে তার জায়গায় আমি নিজেই দাঁড়িয়ে গেলাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি যাও! এই দায়িত্ব আজ আমি নিজেই পালন করবো। তুমি আমাকে যা বলেছ, তার রহস্য বের করবো। যোহরের সময় হওয়ার সাথে সাথে তিনি আমাকে ইশারা করলেন, আমাকে নামায পড়তে দাও, তাহলে আমি তোমাকে একটি দীনার দেব। আমি বললাম: আমার দুই দীনার চাই, এর কমে হবে না। তিনি বললেন: ঠিক আছে। আমি তাঁকে নামায পড়ার সুযোগ দিলাম, তিনি নামায পড়লেন, যখন নামায শেষ হলো, আমি দেখলাম তিনি মাটিতে হাত রাখলেন আর মাটি থেকে নতুন দুইটি দীনার বের করে আমাকে দিলেন। আসরের নামাযের সময়েও তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় ইশারা করলেন। আমিও তাঁকে ইশারায় বললাম: পাঁচ দীনারের কমে হবে না। তিনি মেনে নিলেন, পরে যখন মাগরিবের সময় এলো, পূর্বের ন্যায় তিনি আবারো আমাকে ইশারা করলেন। আামি বললাম: এবারে দশ দীনার লাগবে। তিনি আমার কথায় রাজি হলেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথেই মাটি থেকে দশটি দীনার বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর যখন ইশার নামাযের সময় হলে, তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি বললাম: বিশ দীনারের কম হলে সুযোগ দেব না। তবুও তিনি আমার দাবী মেনে নিলেন। নামায শেষ করে মাটি থেকে তিনি বিশ দীনার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন: তোমার যা খুশি নিতে পারো, আমার মুনিব খুবই দানশীল, খুবই অনুগ্রহশীল। **তাঁর** নিকট আমি যদি কিছু চাই, **তিনি** আমাকে বঞ্চিত করবেন না। বন্দী মুসলমানটির বিষয় দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, তিনি নিঃসন্দেহেই **আল্লাহ**র অলী। আমার মাঝে তাঁর ভক্তি প্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয়ে গেলো, আমি তাঁকে শিকল থেকে মুক্ত করে দিলাম। আর আমি সেই রাতটি কান্না করে কাটালাম।

সকালে আমি তাঁকে ডেকে এনে যথাযথ সম্মান করলাম। আমি তাঁকে আমার পছন্দের নতুন ও উন্নত পোশাক পরিয়ে দিলাম। আমি তাঁকে স্বাধীনতা

www.dawateislami.net

দিলাম যে, তিনি যদি চান আমার শহরেই কোন একটি সম্মানিত জায়গায় তাঁর বসবাসের ঘর তৈরি করে দেবো, তিনি সেখানে বসবাস করবেন আর যদি চান, আপন শহরে চলে যাবেন। তিনি নিজের শহরে চলে যাওয়াটাই পছন্দ করলেন। অতএব আমি একটি খচ্চর আনতে বললাম আর পর্যাপ্ত পাথেয় দিয়ে তাঁকে খচ্ছরটির পিঠে তুলে দিলাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন: '**আল্লাহ পাক** আপনাকে **তাঁরই** মনোনীত দ্বীনের উপর মৃত্যু দিক।' তাঁর বাক্যটি তখনো শেষ হয়নি, এদিকে আমার মনের ভেতরে ইসলামের ভালবাসা পোক্ত হয়ে গেলো। তারপর আমি আমার দশটি গোলামকে তাঁর সঙ্গী করে দিলাম। নির্দেশ দিলাম তারা যেন তাঁর যথেষ্ট সমাদর আর সম্মান করে। তারপর তাঁকে একটি দোয়াত আর কাগজ দিলাম। তারপর একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করলাম, তিনি যেন সহি নিরাপদে আপন শহরে পৌঁছে সেই চিহ্নটি লিখে পাঠান। আমাদের আর তাঁর শহরের ব্যবধান ছিল পাঁচ দিনের। ষষ্ঠ দিন আমার খাদেমরা আমার নিকট এলো। তাদের হাতে একটি খাম ছিলো। সেই খামে তাঁর চিঠি এবং আমার দেওয়া চিহ্নটিও ছিলো। আমি গোলামদের নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল: আমরা যখন তাঁকে নিয়ে এখান থেকে যাত্রা করলাম, তখন কোথাও বিনা বাঁধায় কোনরূপ অসুবিধার শিকার না হয়েই অত্যন্ত নিরাপদে এবং খুবই দ্রুত মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শহরে গিয়ে পৌঁছে যাই। কিন্তু ফিরে আসার সময় ঐ সফর পাঁচ দিন লেগে যায়। তাদের এই কথা শোনার সাথে সাথেই আমি পড়লাম: 'اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ حَقٌّ' (**অনুবাদ:** আমি **সাক্ষ্য** দিচ্ছি যে, **আল্লাহ** ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরো **সাক্ষ্য** দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** প্রেরিত রাসূল এবং নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলাম সত্য) অতঃপর আমি রোম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের শহরে এসে গেলাম। (হিকায়াতে অউর নাসিহতে, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কিঁউ কর না মেরে কাম বনে গাইব সে হাসান,
বান্দা ভী হো তো ক্যায়সে বড়ে কার সা-ঝ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই আর **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় বান্দা এবং রাসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ১/১৪, হাদীস: ৮)

দুই অবস্থা ব্যতীত নামায ক্ষমা নেই

হে আশিকানে রাসূল! কলেমার পর ইসলামের সবচেয়ে বড় **রুকন** হলো **নামায**, এটি প্রত্যেক স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর নারীর উপর ফরযে আইন (অর্থাৎ যা আদায় করা প্রত্যেক স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর আবশ্যক[১]) তবে দুই অবস্থা ব্যতীত অন্যকোন অবস্থাতেই নামায ক্ষমা নেই। (১) পাগল বা অজ্ঞান অবস্থাটা এতো দীর্ঘায়িত হওয়া যে, ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসলো না, তবে এই নামায ক্ষমা হয়ে যাবে আর তা কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। (২) মহিলারা হায়েয ও নিফাসের (অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব ও সন্তান জন্মের পর ঋতুস্রাব) শিকার হলো তবে এই অবস্থায় নামায ক্ষমা হয়ে যায়। এই দুই অবস্থা ব্যতীত নামায কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নেই, রোগ যদিও প্রবল আকার ধারন করুক না কেন কিন্তু নামায ক্ষমা নেই, যদি দাঁড়ানোর ক্ষমতা না

১. জান্নাতী জেওর, ২০৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

থাকে তবে বসে নামায পড়বে, যদি রূকু ও সিজদা করতে না পারে তবে মাথার ইশারায় রূকু ও সিজদা করবে। যদি বসেও নামায আদায় করতে না পারে তবে শুয়ে শুয়ে ইশারায় পড়বে, যদি শুয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা ইশারাও করতে না পারে তবে ঐসময়ও নামায ক্ষমা হবে না, তবে সে এমতাবস্থায় নামায পড়বে না, যখন সুস্থ হবে তখন সেই নামায সমূহ কাযা আদায় করবে। হ্যাঁ! যদি ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় এই অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এর কাযা ক্ষমা হয়ে যাবে। একেবারে লড়াইয়ের মধ্যেও মুজাহিদগণ নামায আদায় করবে, যদি ঘোড়ায় আরোহন অবস্থায় থাকে এবং নামার সুযোগ না হয় তবে যথাসম্ভব ঘোড়ার উপর বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে, অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়েও প্রতিকূল অবস্থায় ইশারায় রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। কোরআনে করীমে যেভাবে নামায আদায়ের কঠোর নির্দেশনা এবং নামায বর্জনের কঠোর শাস্তির বিষয়টি এসেছে, এতো কড়া নির্দেশনা এবং শাস্তির বিধান অন্য কোন ইবাদতের জন্য আসেনি। নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী বরং এর ফরযের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীও কাফের এবং ইসলাম থেকে বিতাড়িত আর জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায বর্জনকারী ফাসিক, বড় গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। আফসোস! বর্তমানে অনেক মুসলমান, যাদেরকে নামাযী বলা হয়, তাদের এমন অবস্থা যে, তাদের সামান্য জ্বর বা মাথা ব্যথা হলে নামায ছেড়ে দেয়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, যতক্ষন পর্যন্ত ইশারায়ও নামায পড়ার সার্মথ্য থাকে, নামায পড়তেই হবে, অন্যথায় জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় নামাযের গুরুত্বের উপর তাকিদ দিয়েছেন আর আমাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য অসংখ্য ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন:

www.dawateislami.net

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সহানুভূতি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমার উম্মতের উপর ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। যখন আমি মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম তখন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি তাঁকে বললাম: **আল্লাহ পাক** আমার (তথা উম্মতের) উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তখন হযরত মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বলতে লাগলেন: আপনার **প্রতিপালকের** নিকট ফিরে যান, আপনার উম্মত এতো ক্ষমতা রাখে না। আমি পূনরায় **আল্লাহ পাকের** নিকট গেলাম, এর (অর্থাৎ ৫০) থেকে কিছুটা কমিয়ে দেয়া হলো। যখন পূনরায় মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে পূনরায় পাঠালেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: ঠিক আছে পাঁচ (৫) ওয়াক্ত এবং তা পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্তের স্থলাভিষিক্ত কেননা আমার কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। আমি মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন: পূনরায় **আল্লাহ পাকের** নিকট ফিরে যান। আমি উত্তর দিলাম, আমার তো আপন **প্রতিপালকের** নিকট বারবার যেতে লজ্জা অনুভব হচ্ছে। (ইবনে মাজাহ, ২/১৬৬, হাদীস: ১৩৯৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন, পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব লাভ করুন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর মিরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল, অতঃপর কমানো হলো, এক পর্যায়ে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট রইল, অতঃপর বলা হলো: **হে মাহবুব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আমার কথার পরিবর্তন হয় না এবং **আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের পরিবর্তে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব প্রদান করা হবে।**

(তিরমিযী, ১/২৫৪, হাদীস: ২১৩)

www.dawateislami.net

মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সাহায্য করেছেন

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আপন যাহেরী ওফাতের আড়াই হাজার বছর পর উম্মতে মুহাম্মদীকে এই সাহায্য করেছেন যে, মিরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন। **আল্লাহ পাক** জানতেন যে, নামায পাঁচ ওয়াক্তই থাকবে, কিন্তু পঞ্চাশ নির্ধারণ করে দুই প্রিয়জনের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছেন। এখানে আকর্ষণীয় বিষয়টি হলো যে, যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় এসে ইন্তিকাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য এবং সহযোগিতাকে অস্বীকার করে থাকে, তারাও ৫০ ওয়াক্ত নয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়ে থাকে। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিতভাবে গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো) আর তাও ইন্তিকালের পর কৃত সাহায্য অন্তর্ভুক্ত।

খেলাধুলার আসক্ত

নিজেকে নিয়মিত নামাযী বানাতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবণ করি: পীন্ডিগেপ, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করেছিল। সারা দিন ক্রিকেট খেলা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা টিভির সামনে বসে নাটক, সিনেমা দেখা তার প্রিয় অভ্যাস ছিল। مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) নামায পড়া তো দূরের কথা, কেউ নামায পড়ার জন্য বললে তার কথা মানার পরিবর্তে কখনো কখনো তো তার উপর রেগে যেতো। পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো এবং ভাই বোনের সাথে অসদাচরণ করতো। তার এলাকার কিছু ইসলামী ভাই যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তারা ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে তাকে নামায পড়ার এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিতে থাকে, কিন্তু সে বারবার এড়িয়ে যেতো। অতঃপর এক ইসলামী ভাই তাকে এই মানসিকতা প্রদান করলো যে, আপনি কমপক্ষে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করে নিন, এর বরকতে কোরআনে কারীম তো বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখে যাবেন। ইসলামী ভাইয়ের কথা সে বুঝতে পারলো আর সে নিজ এলাকার মসজিদে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়তে লাগলো। সেখানকার পরিবেশ তার ভালো লাগতে লাগলো এবং সে নিয়মিত আসতে লাগলো। **আল্লাহ পাক** তার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন, সে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে নামায পড়া শুরু করে দিলো এবং অসংখ্য সুন্নাত ও দ্বীনি মাসয়ালাও শিখার সুযোগ হলো। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ মাদানী পরিবেশ যার থেকে সে দূরে পালাতো, সেই পরিবেশের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

তুমহে লুতফ আ'জায়ে গা যিন্দেগী কা
করীব আ'কে দেখো য'রা মাদানী মা'হোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কোরআনের অনুবাদ, "**কানযুল ঈমান মাআ খাযায়িনুল ইরফান**" এর ১৭ পৃষ্ঠায় ১ম পারা সূরা বাকারার ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ ۙ﴿۴۵﴾

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:__ আর ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী, কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন অনুসারে ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আরো বলেন: এই আয়াতের মধ্যে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে, কেননা নামায শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতের মূল আর এতে **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জিত হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে উপস্থিত হলে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। এই আয়াতে এই কথাও বর্ণিত রয়েছে যে, সত্যিকারের মু’মিন ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ।

(খাযাইনুল ইরফান, ১৭ পৃষ্ঠা)

যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ক্ষুধা আগমন করতো

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় লিখেন: এখানে “সালাত” দ্বারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য বা বিশেষ নামায। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা, বিপদের সময় বিশেষ নামাযের মাধ্যমে, অনাবৃষ্টির সময় ইস্তিসকার নামাযের মাধ্যমে এবং বিপদের সময় সালাতুল হাজত ইত্যাদির মাধ্যমে। যেহেতু নামায মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি মনযোগী করে দেয়, তাই এর বরকতে দুনিয়াবী কষ্টসমূহ অন্তর থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। “তাফসীরে আযীযির লিখক” এই স্থানে বর্ণনা করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘরে যখন আহার থাকতো না, রাতে কোন কিছু খেতেন না এবং ক্ষুধা প্রাধান্য লাভ করতো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরীফ নিয়ে এসে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

(তাফসীরে নঈমী, ১/২৯৯-৩০০)

যখন সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পেলেন (ঘটনা)

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সন্তানের ইন্তিকালের সংবাদ শুনে নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন আর তা এতো দীর্ঘায়িত করলেন যে, যখন লোকেরা দাফন

করে ফিরে আসতে লাগলো তখন তিনি নামায হতে অবসর হলেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন: আমি এই সন্তানকে খুবই ভালোবাসতাম, আমি তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতাম না, তাই নামাযে লিপ্ত হয়ে এই আঘাত ভুলে গেলাম আর তিনি এই আয়াত (وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ <u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আর ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো) পাঠ করেন।

(তাফসীরে নঈমী, ১/২৯৯-৩০০)

জান্নাত মে নরম নরম বিছোনোঁ কে তাখত পর
আরাম সে বেঠায়েে গী এ্যয় ভাইয়্যু! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের আলো-বাতাস ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য খুবই উপকারী

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক জায়গায় বলেন: নামায বিপদাপদের জন্য উত্তম প্রতিষেধক এবং প্রশান্তি অর্জনের অনন্য মাধ্যম, নামাযের মাধ্যমে শরীরের পরিচ্ছন্নতা, পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, চরিত্রের পবিত্রতা, পরকালের প্রতি ভালবাসা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা অর্জিত হয়, তবে শর্ত হচ্ছে, একাগ্রতার সহিত আদায় করতে হবে। যেমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব থাকে, তেমনিভাবে নামাযের মধ্যেও এই প্রভাব রয়েছে যে, তা মন্দকাজ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং যেভাবে পাহাড়ি আলো-বাতাস সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তেমনিভাবে মসজিদের আলো-বাতাস ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য উপকারী। নামাযের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ দুনিয়া থেকে একেবারে বিমূখ করে **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোযোগী করে দেয়, যার দ্বারা মানুষ দুনিয়াবী চিন্তা ভুলে যায় এবং বিরত হয়ে এমন খুশি হয় যে, এরপর অন্তরে বিপদের তেমন অনুভূতি থাকে না। দেখুন! মিসরের নারীরা হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام সৌন্দর্যে আত্মভোলা হয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলেছে আর তাদের কোন কষ্ট অনুভব হয়নি, হা-হুতাশ করার পরিবর্তে এরূপ

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

বলতে লাগলো যে, مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এটাতো মানব জাতির কেউ নয়, এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশতা। [পারা ১২, ইউসুফ, ৩১]) (তাফসীরে নঈমী, ২/৭৮)

রহমত কে শা'মিয়ানো মে খুশবো কে সাথ সাথ
ঠান্ডি হওয়া চালায়ে গী এ্যয় ভাইয়ু! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তিম মুহূর্তে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের স্বাদ

আল্লাহর শপথ! যদি অন্তিম মুহূর্তে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে যায়, তবে তখন কোন কষ্ট অনুভব হবে না বরং অবস্থা এমন হবে যে, প্রাণ তো বের হতে থাকবে আর মুখে এটা অব্যাহত থাকবে: আক্বা! আপনার অবয়বের প্রতি কুরবান! আপনার চুল মুবারকের উপর কুরবান! আপনার চলনের সদকা! আপনার মুসকি হাসির প্রতি উৎসর্গ!

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ। (তাফসীরে নঈমী, ২/৭৮)

সাকারাত মে গর রুয়ে মুহাম্মদ পে নযর হো,
হার মাওত কা ঝটকা ভী মুঝে ফির তো মযা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিপদে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার তিনটি ঘটনা

১. সন্তানকে পুলিশ ছেড়ে দিলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান সাররী সাকতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর বরকতময় খেদমতে তাঁর এক প্রতিবেশী মহিলা উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে আবুল হাসান! রাতে আমার সন্তানকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সম্ভবত তারা তাকে নির্যাতন করছে, দয়া করুন! আমার সন্তানের জন্য সুপারিশ করুন অথবা কাউকে আমার সাথে প্রেরণ

www.dawateislami.net

করুন। প্রতিবেশী মহিলার আবেদন শুনে তিনি দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। যখন অনেক্ষণ হয়ে গেল, তখন সেই মহিলা বললো: হে আবুল হাসান! তাড়াতাড়ি করুন! এমন যেন না হয়, বিচারক আমার সন্তানকে জেল খানায় পাঠিয়ে দেয়! তিনি নামাযে লিপ্ত রইলেন, অতঃপর সালাম ফিরানোর পর বললেন: “হে **আল্লাহ পাকের** বান্দিনী! আমি তোমার সমস্যারই তো সমাধান করছি।” তখনো এই কথাবার্তাই চলছিলো, সেই প্রতিবেশী মহিলার খাদেমা এলো এবং বললো: আম্মাজান! ঘরে চলুন! আপনার সন্তান ঘরে ফিরে এসেছে। এটা শুনে সেই প্রতিবেশী মহিলা অনেক খুশি হলো এবং তাঁকে দোয়া করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নিলো। (উয়ূনূল হিকায়াত, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কয়েদীয়ু! চাহো বারাআত, তুম পড়ো দিল সে নামায
দূর হো জায়ে গী আ'ফাত, তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. মুষলধারে বৃষ্টি হলো ..... কিভাবে? (ঘটনা)

খাদেমে নবী হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মালী একবার উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো, তিনি অযু করলেন এবং নামায পড়লেন অতঃপর বললেন: হে মালী! আকাশের দিকে তাকাও! তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছো? সে আরয করলো: হুযুর! আমি তো আকাশে কিছুই দেখছি না! তিনি আবারো নামায আদায় করে একই প্রশ্ন করলেন আর মালীও একই উত্তর দিল। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার নামায আদায় করে একই প্রশ্ন করলেন তখন মালী উত্তর দিল: একটি পাখির ডানার সমপরিমাণ মেঘের টুকরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি নামায ও দোয়ায় পূর্বের ন্যায় লিপ্ত রইলেন, এক পর্যায়ে আকাশে মেঘ ছেয়ে গেলো এবং

www.dawateislami.net

মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ মালীকে আদেশ দিলেন: ঘোড়ায় আরোহন করে দেখো যে, বৃষ্টি কতোটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছে? সে চারিদিকে ঘোড়া দৌঁড়িয়ে দেখলো এবং এসে বললো যে, এই বৃষ্টি "মুসায়্যিরিন" এবং "গাদবান" এর মহল্লার বাইরে যায়নি। (কারামাতে সাহাবা, ১৯৫ পৃষ্ঠা) (তাবকাতে ইবনে সাদ, ৭/১৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আবরে রহমত জুম কর বরসে গা হো জায়ে গী দুর
কহত সা'লী কী মুসিবত তুম পড়ো দিল সে নামায

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩. ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেল (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন নাফে ফিহরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর সৈন্যরা আফ্রিকায় লড়াইয়ের সময় একবার এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে দুর দুরান্ত পর্যন্ত পানির কোন নামগন্ধও ছিল না, আর ইসলামী সৈন্যরা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন নাফে ফিহরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ দুই রাকাত নামায আদায় করে দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন, তখনো দোয়া শেষ হয়নি যে, তাঁর ঘোড়া ক্ষুর (অর্থাৎ পা) দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগলো। তিনি উঠে দেখলেন যে, মাটি সরে গেছে আর একটি পাথর দেখা যাচ্ছে! তিনি যখনই পাথরটি সরালেন হঠাৎ এর নিচ থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এমনভাবে পানি প্রবাহিত হলো যে, সব সৈন্যরা পরিতৃপ্ত হয়ে গেল, সকল পশুরাও তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো আর সৈন্যরা আপন আপন পানির মশকও পূর্ণ করে নিল, অতঃপর এই ঝর্ণা প্রবাহিত অবস্থায় রেখে সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হয়ে গেলো। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪৫১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কতআয়ে বে আব হো, বে চেইন হো বে তাব হো,
পিয়াস কি হো দুর শিদ্দাত, তুম পড়ো দিল সে নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো!

হে আশিকানে নামায! যখন কোন বিপদ আসে বা ক্ষতির সম্মুখীন হন অথবা কোন চরম অবস্থার সম্মুখীন হন তখন দ্রুত নামাযের সহায়তা নেয়া উচিৎ, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হলে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন, কেননা নামায সকল যিকির ও দোয়ার সমষ্টি (অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রদানকারী), এর বরকতে দুঃখ কষ্টে প্রশান্তি অর্জিত হয়, এই কারণেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করতেন: "হে বিলাল! আমাকে নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো"[১] (অর্থাৎ হে বিলাল! আযান দাও, যাতে আমি নামাযে লিপ্ত হয়ে যাই এবং আমার প্রশান্তি অর্জিত হয়)। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন তোমরা আসমান হতে কোন (গর্জন ইত্যাদির ভয়ংকর) আওয়াজ শুনবে তখন নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও[২]। **"মাবসুত"** কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: যখন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে বা প্রচন্ড বাতাস বইতে থাকবে তখন নামায পড়া উত্তম, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: বসরায় ভূমিকম্প আসে তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا নামায পড়তে লাগলেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৫৯৮)

দুই রাকাত নামায মুস্তাহাব হওয়ার কিছু অবস্থা

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রচন্ড ঝড় হওয়া বা দিনের বেলা ঘোর অন্ধকার হওয়া অথবা রাতের বেলা ভয়ঙ্করভাবে

১. মুজামুল কবীর, ৬/২৭৭, হাদীস ৬২১৫। ২. শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, ৩/২৬।

www.dawateislami.net

আলোকিত হওয়া কিংবা লাগাতার প্রবল বৃষ্টি বা অধিকহারে শিলাবৃষ্টি (Hail) হওয়া অথবা আসমান লাল হওয়া কিংবা বজ্রপাত হওয়া বা অধিকহারে নক্ষত্র পতিত হওয়া অথবা প্লেগ ইত্যাদি মহামারি ছড়িয়ে পড়া কিংবা ভূমিকম্প হওয়া কিংবা শত্রুর ভয় হওয়া বা অন্য কোন ভীতিকর ব্যাপার সংগঠিত হওয়া, এ সব কিছুর জন্য দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরি, ১/১৫৩) (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৮৮)

লেখার সময় যখন ভূমিকম্প এলো (ঘটনা)

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আজ সকালে ১লা মুহাররামুল হারাম ৬০২ হিজরীতে আমি এই কিতাব (অর্থাৎ তাফসীরে কবীর) লিখছিলাম, হঠাৎ ভূমিকম্প আঘাত হানল এবং বিকট শব্দ আসলো! আমি লোকজনকে দেখলাম যে, তারা চিৎকার করে করে এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকে। অতঃপর যখন স্থির হয়ে গেলো, মনোরম বাতাস বইতে লাগলো আর অবস্থা স্বাভাবিক হলো তখন লোকেরা নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করলো আর তেমনি অহেতুক ও অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো এবং ভুলে গেলো যে, এইতো কিছুক্ষন পূর্বে চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলে, **আল্লাহ পাকে**র নামের ওসিলা দিচ্ছিলো আর **তাঁর** নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলো। (তাফসীরে কবীর, ৭/২২৩)

বান্দা বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে এবং ....

২৩তম পারা সূরা যুমারের ৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِیْبًا اِلَیْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِیَ مَا كَانَ یَدْعُوْۤا اِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন আপন প্রতিপালকের ডাকে তাঁরই প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের নিকট থেকে কোন অনুগ্রহ প্রদান করেন তখন ভুলে যায় তা, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল।

www.dawateislami.net

তাছাড়া ১১তম পারা সূরা ইউনুস এর ১২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন মানুষকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকে – শুয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে। অতঃপর যখন আমি তাঁর দুঃখ দূরীভূত করে দিই তখন এমনিভাবে চলে যায় যেন কখনো কোন দুঃখ স্পর্শ করার কারণে আমাকে ডাকেইনি।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: উদ্দেশ্য হলো, মানুষ দুঃখ কষ্টের সময় খুব ধৈয্যহীন হয় এবং প্রশান্তির সময় খুবই অকৃতজ্ঞ হয়, যখন দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তখন দাঁড়িয়ে, শুয়ে ও বসে সর্বাবস্থায়ই দোয়া করে আর যখন **আল্লাহ** দুঃখ দূর করে দেন, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, এ অবস্থা হচ্ছে উদাসিনদের। বিবেকবান মুসলমানদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা বালা ও মুসীবতের সময় ধৈয্যধারণ করেন, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, দুঃখ ও আনন্দ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কান্নাকাটি করে এবং দোয়া করে, আরো একটি মর্যাদা তার চেয়েও উন্নত, যা মু'মিনদের মধ্যেও বিশেষ বান্দাদেরই অর্জিত, যখন কোন বিপদ আসে, তারা এতে ধৈয্যধারণ করেন, **আল্লাহ**র সিদ্ধান্তে উপর মনে প্রাণে সন্তুষ্ট থাকেন এবং সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

অযু ও নামায রোগব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিপদাপদের প্রতিকার রয়েছে, তেমনিভাবে এর মাঝে রোগব্যাধিরও চিকিৎসা রয়েছে। স্বয়ং ডাক্তাররাও স্বীকার করেছে, অযুকারী ব্যক্তি মানসিক রোগে খুবই কম ভোগে। নামাযী ব্যক্তি পাগলামী এবং প্লীহা **(Spleen)** রোগ থেকে প্রায় নিরাপদ থাকে, নামায

www.dawateislami.net

পড়ার জন্য দিনে কয়েকবার অযু করতে হয় আর নামাযী ব্যক্তি কাপড়ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। এজন্য ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে নিরাপদ থাকে আর এটা প্রকাশ্য যে, ময়লা আবর্জনা অসংখ্য রোগের মূল।

নামাযে আরোগ্য রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: এক বার আমি নামায আদায় করে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে গেলাম, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার কি পেট ব্যথা করছে? আমি আরয করলাম: জ্বি হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: قُمۡ فَصَلِّ فَاِنَّ فِی الصَّلَاۃِ شِفَآءً অথার্ৎ "দাঁড়াও আর নামায পড়ো, কেননা নামাযের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৯৮, হাদীস: ৩৪৫৮)

বে আদাত আমরায সে মাহফুয রাখে গী তুমহে,
হক্ক সে দিলওয়ায়ে গী সেহত, তুম পড়ো দিল সে নামায।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নামাযের মাধ্যমে অর্জিত শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের আরোগ্য সম্পর্কিত ২১ টি মাদানী ফুল

(প্রথম ৭ টি মাদানী ফুল ইবনে মাজাহ এর সিন্ধি পাদটিকার ৪র্থ খন্ডের ৯৮ পৃষ্ঠা এবং অবশিষ্টগুলো ফয়যুল কদীর ৪র্থ খণ্ডের ৬৮৯ পৃষ্ঠা হতে উল্লেখ করা হয়েছে)

(১) নামায অন্তর, পাকস্থলী এবং অন্ত্র ইত্যাদি রোগের আরোগ্য দান করে (২) নামায ব্যথার অনুভূতিকে ভূলিয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয় (৩) নামায হলো উত্তম ব্যায়াম, কেননা এতে কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু এবং সিজদা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের অধিকাংশ জোড়া সচল থাকে (৪) সর্দি-কাশি রোগীর জন্য দীর্ঘ সিজদা করা উপকারী (৫) সিজদা দ্বারা বন্ধ নাক খুলে যায় (৬) অন্ত্রে জমা হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু সমূহকে নড়াচড়ার মাধ্যমে বের করতে সিজদা যথেষ্ট ভূমিকা রাখে (৭) নামাযের দ্বারা মন-মানসিকতা ভালো থাকে এবং রাগের আগুনকে নিভিয়ে দেয় (৮) নামায

www.dawateislami.net

রিযিক আনয়ন করে (৯) স্বাস্থ্য ভাল রাখে (১০) কষ্ট দূর করে (১১) রোগ দূর হয় (১২) মনোবল বৃদ্ধি করে (১৩) খুশির মাধ্যম হয় (১৪) অলসতা দূর করে (১৫) বক্ষ প্রসারিত হয় (১৬) অন্তরকে সতেজ করে (১৭) অন্তর আলোকিত করে (১৮) চেহারা উজ্জ্বল হয় (১৯) বরকত আনয়ন করে (২০) দয়াময় **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী করে দেয় এবং (২১) শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়। (এই উপকারীতা সমূহ ঐ অবস্থায় অর্জিত হবে, যখন সঠিক পদ্ধতিতে একনিষ্টতার সাথে নামায আদায় করা হবে)

দূর হুঁ বিমারীয়াঁ বে কারীয়াঁ না কামিয়াঁ,
দিল মে দাখিল হু মাসার্‌রাত, তুম পড়ো দিল সে নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোন নবী কোন নামায আদায় করেছেন?

কতিপয় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিভিন্ন সময়ের নামায পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করেছেন। **আল্লাহ পাক তাঁর** প্রিয়জনদের এই সুন্দর কজকে আমরা গোলামানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অর্থাৎ নবীর উম্মতের) উপর ফরয করে দিয়েছেন।

ফজরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام সকাল হওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে দুই রাকাত (নামায) আদায় করেন, আর এটা ফজরের নামায হয়ে গেলো। (রদ্দুল মুহতার, ২/১৬)

আল্লাহ পাকের দয়ায় জান্নাতে উজ্জলতাই উজ্জলতা, আলোই আলো। যখন হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام আপন মুবারক কদম রেখে মাটিকে ধন্য করেন তখন রাত (NIGHT) ছিল আর সকাল হতেই তিনি আনন্দিত হয়ে গেলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফজরের নামায আদায় করেন।

www.dawateislami.net

যোহরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আপন সন্তানের প্রাণ বেঁচে যাওয়া এবং দুম্বা কুরবানী করার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যোহরের সময় চার রাকাত নামায আদায় করেন, আর এটা যোহরের নামায হয়ে গেলো।

(শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস: ১০১৪)

আসরের নামায

হযরত সায়্যিদুনা উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام কে একশ বছর পর জীবিত করা হয়েছিলো, এরপর তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন আর তা আসরের নামায হয়ে গেলো। (শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস: ১০১৪)

১০০ বছর পর পুনরায় জীবিত করা হলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা খুবই চমৎকার। **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে তিনি একশত (১০০) বছর মৃত ছিলেন। তাঁর বাহন গাধা পঁচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, কিন্তু তাঁর খাবার ও পানি অর্থাৎ খেজুর এবং আঙ্গুরের রস সুরক্ষিত ছিলো। একশত বছর পর **আল্লাহ পাক** তাঁকে পুনরায় জীবিত করেন, তাঁর চোখের সামনে গাধাকেও জীবিত করা হয়। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৯০ পৃষ্ঠা) এরপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আসরের নামায আদায় করেন কেননা তখন বিকালের সময় ছিল।

মাগরিবের নামায

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام মাগরিবের সময় চার রাকাত নামায আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন কিন্তু মাঝখানে তিন রাকাত পড়েই সালাম ফিরিয়ে নিলেন। সেই থেকেই মাগরিবের নামায তিন রাকাত হয়ে গেলো।

(শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস: ১০১৪)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইশার নামায

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশার নামায আদায় করেন। (শরহে মায়ানি আল আছার, ১/২২৬, হাদীস: ১০১৪) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর তাহাজ্জুদের নামাযও ফরয ছিল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৩০২-৪০৮) ইশার নামায **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের বিশেষত্ব এবং পাঞ্জেগানা নামাযও (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও)। আর তাহাজ্জুদের নামায ফরয হওয়া **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায বেহেশতের চাবি

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বেহেশতের চাবি হলো নামায আর নামাযের চাবি হলো অযু। (তিরমিযী, ১/৮৫)

বেহেশতের বিভিন্ন স্তরের চাবি

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ জান্নাতের স্তর সমূহের (Ranks) চাবি হলো নামায, সুতরাং এই হাদীস শরীফ এর বিপরীত নয় যে, জান্নাতের চাবি হলো কলেমায়ে তৈয়্যবা, কেননা (এর দ্বারা) এখানে স্বয়ং জান্নাতেরই চাবি উদ্দেশ্য। যদিও নামাযের শর্তাবলী অনেক, সময়, কিবলামুখী হওয়া ইত্যাদি কিন্তু পবিত্রতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য একে নামাযের চাবি বলা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৪০) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেমনিভাবে দরজা চাবি ছাড়া খোলা যায় না, তেমনিভাবে জান্নাতের দরজাও নামায ছাড়া খোলা যাবে না, এজন্য নামাযকে "ঈমান" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (আশ্ইয়াতুল লুমআত, ১/৫৪২)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

চাবি দাঁত সমূহ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله কি জান্নাতের চাবি নয়? ইরশাদ করলেন: কেন নয়! কিন্তু প্রত্যেক চাবির দাঁত থাকে, যদি তোমরা দাঁত বিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসো তবে তালা খুলে যাবে, অন্যথায় খুলবে না। (বুখারী, ১/৪১৯) সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর নিকট যখন (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উক্তি উল্লেখ করা হলো তখন তিনি বললেন: ওয়াহাব সত্য বলেছে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ দাঁত সমূহ সম্পর্কে বলবো না যে, তা কি? অতঃপর তিনি নামায, যাকাত এবং ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা করেন। (আর রাওদ্বুল আনাফ, ৪/৩১৯) **"ওমদাতুল ক্বারী"**তে বর্ণিত রয়েছে: এই (অর্থাৎ জান্নাতের) চাবির দাঁত গুলো হলো ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (ওমদাতুল ক্বারী, ৬/৪)

প্রত্যেক মুসলমান জান্নাতী

হে আশিকানে রাসূল! যদি কেউ ফরয ও ওয়াজিব সমূহে অলসতা করে এবং গুনাহ থেকে বিরত না থাকে কিন্তু ঈমানের সহিত এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে সফল হয়ে যায় তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। **আল্লাহ্ পাক** চাইলে আপন দয়ায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং যদি مَعَاذَ الله গুনাহের কারণে আযাবও দেন তবে অবশেষে জান্নাত প্রদান করবেন। কিন্তু আমরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, **আল্লাহর** শপথ! এক মুহুর্তের কোটি ভাগের এক ভাগও কেউ জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবে না।

কহি কা আহ! গুনাহোঁ নে আব নেহী ছোড়া,
আযাবে নার সে আত্তার কো বাচা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অযুতে হওয়া কিছু ভূল

হাদীসে পাকের “নামাযের চাবি হলো অযু” অংশ দ্বারা অযুর গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। অযু মনোযোগ সহকারে করা উচিৎ, যাতে এর কোন ফরয বরং সুন্নাতও বাদ না পড়ে। দেখুন না! যদি কেউ শুধুমাত্র ২৫০ গ্রাম দুধও গরম করার জন্য চুলার উপর রাখে তবে সতর্ক থাকে, কেননা সে জানে যে, যদি আমি উদাসিন হই তবে দুধ উতলে পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সামান্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সজাগ থাকে, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে তাড়াহুড়ো এবং উদাসিনতার কারণে অধিকাংশ মানুষ অযুর সুন্নাতের প্রতি কোন খেয়াল রাখে না বরং অনেক সময় তো ফরযেরও পরোয়া করে না! উদাহরণ স্বরূপ কুলি করার ক্ষেত্রে মুখের ভেতরকার সম্পূর্ণ অংশ এবং দাঁতের প্রতিটি ফাঁকে পানি পৌঁছাতে হয় এবং নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে নরম হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। অযুতে এভাবে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আর গোসলে ফরয, কিন্তু অধিকাংশ লোককে দেখা যায় যে, কুলি করার সময় তাড়াহুড়ো করে তিনবার পিচকারী করে নেয় বা নাকের ডগায় তিনবার পানি লাগিয়ে নেয়। অযুতে দু'একবার এরূপ করাটা দোষনীয় এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা গুনাহ। আর যদি গোসলে এরূপ করা হয় তবে গোসলই হবে না। অনুরূপভাবে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত এমনভাবে ধৌত করা প্রয়োজন যে, পানি যেনো কনুই পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে প্রবাহিত হয় কিন্তু কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা হাতের তালুতে পানি নিয়ে কব্জি থেকে তিনবার ছেড়ে দেয়, এভাবে ধৌত করাতে কনুই বরং কব্জির চারিদিকে পানি প্রবাহিত না হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়, অনুরূপভাবে এইদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, একটি লোমও (অর্থাৎ ঐসকল ছোট ছোট নরম লোম যা মানুষের শরীরে হয়ে থাকে তা'ও) যেন শুষ্ক না থাকে। যদি পানি কোন লোমের গোড়াকে ভিজিয়ে চলে গেলো আর লোমের উপরের অংশ শুষ্ক রয়ে গেলো তবে অযু হবে না। ভাবুন! অযুর ক্ষেত্রে অসাবধানতা পরকালের কতবড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। অযুর প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "নামাযের আহকাম" এ অন্তর্ভুক্ত পুস্তিকা "অযুর পদ্ধতি" অবশ্যই পড়ে নিন।

যদি একজন ইসলামী ভাইও চেষ্টা করে তবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযু গোসল এবং নামাযের সঠিক পদ্ধতি শিখা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করছি: ডেরা ইসমাঈল খান এর অধিবাসী এক ব্যক্তি নিজের জীবনের একটি অনেক বড় সময় ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত করে দিয়েছে। একদিন নিকটবর্তী গ্রামে অধিবাসী এক মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তাদের গ্রামে গেলো, তিনি আসরের পর মাদানী দাওরা করলো, মাগরিবের নামাযের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করলেন এবং বয়ানের শেষে তিনি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহনের উৎসাহ প্রদান করলেন। এই ইসলামী ভাই ইজতিমায় অংশগ্রহনের নিয়্যত তো করলো কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায গ্রাম থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে ইজতিমায় অংশগ্রহন করতে পারেনি। পরবর্তী সপ্তাহে ঐ ইসলামী ভাই আবার আসলো, মাদানী দাওরা করলো এবং মাগরিবের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করলো, এভাবে একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলে কিন্তু সে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারলো না। তৃতীয়বার ঐ ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার সাথে গ্রামে আসলো আর ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে সে সহ আরো তিন চারজন ইসলামী ভাইকে ইজতিমার জন্য প্রস্তুত করে নিলো। এবার সে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে সফল হয়ে গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর যিকির ও দোয়ায় অংশগ্রহন করলো, দোয়ার সময় কান্নাকাটি ও ভাবাবেগপূর্ণ দৃশ্য দেখে তারও কান্না এসে গেলো। ইজতিমার বরকত সাথে সাথে প্রকাশিত হলো আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলো যে, اِنۡ شَآءَ الله আমি মাদানী কাফেলায়

www.dawateislami.net

অবশ্যই সফর করবো। পরবর্তী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সে একাই পৌঁছে গেলো এবং ইজতিমার পরদিনই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে তার নামায, অযু, গোসলের ভুলত্রুটি গুলো দূর হলো এবং সে অনেক দোয়াও শিখে নিলো। সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজে নিজেকে মাদানী রঙে রাঙিয়ে নিলো। যখন মাদানী কাফেলা হতে ঘরে ফিরে আসলো তখন মাথায় পাগড়ীর মুকুট শোভা পাচ্ছিল, এসব দেখে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এর মাঝে এই পরিবর্তন কিভাবে আসলো? কিছুদিন পর সে সাহস করে মসজিদে "**ফয়যানে সুন্নাত**" এর দরস শুরু করে দিল, ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকতে আরো তিনজন ইসলামী ভাই পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, এরপর তারা সকলে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগলো আর ধীরে ধীরে তাদের গ্রামেও মাদানী কাজের মাদানী বসন্ত এসে গেলো।

আও মাদানী কাফেলে মে হাম করে মিল কর সফর,
সুন্নাতে শিখে ঙ্গে উস মে اِنْ شَآءَ الله **সর বসর।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায হলো নূর

হযরত সায়্যিদুনা আবু মা'লিক আশআরী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلصَّلَاةُ نُوْرٌ অর্থাৎ নামায হলো নূর।

(মুসলিম, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৪)

নামায নূর হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায নূর হওয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: ✲ এর অর্থ হলো, যেভাবে নূরের মাধ্যমে আলো অর্জন করা যায়, তেমনিভাবে নামাযও গুনাহ হতে বিরত রাখে এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রেখে সঠিক পথ দেখিয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

✲ এক অভিমত অনুযায়ী এর অর্থ: নামাযের প্রতিদান ও সাওয়াব কিয়ামতের দিন নামাযীর জন্য নূর হবে। ✲ এক অভিমত হলো: এর উদ্দেশ্য হলো যে, কিয়ামতের দিন নামাযীর চেহারায় নামায নূর হয়ে প্রকাশিত হবে, তাছাড়া দুনিয়ায়ও নামাযীর চেহারা আলোকিত হবে। (শরহে মুসলিম, ২/১০১)

সিজদার চিহ্ন পুলসিরাতের উপর টর্চলাইটের কাজ দিবে

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ নামায মুসলমানের অন্তরের, চেহারার, কবরের, কিয়ামতের আলো হবে। পুলসিরাতের উপর সিজদার চিহ্ন টর্চলাইটের কাজ দিবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

نُوۡرُهُمۡ يَسۡعٰى بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ

(পারা ২৮, সূরা আত তাহরীম, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের নূর তাদের সম্মুখে দৌঁড়াতে থাকবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৩২)

পড়তে রহো নামায তো চেহরে পে নূর হে
পড়তা নেহী নামায ওহ জান্নাত সে দূর হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায দ্বীনের স্তম্ভ

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামায দ্বীনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি তা প্রতিষ্ঠিত রাখলো, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখলো আর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিলো, সে দ্বীনকে ছেড়ে দিলো। (মানিয়াতুল মুসল্লা, ১৩ পৃষ্ঠা)

আলোকিত চেহারা

বর্ণিত আছে, যখন কিয়ামত কায়েম হবে, তখন নামাযীদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, যখন প্রথম দল **(Group)** জান্নাতে

www.dawateislami.net

প্রবেশের জন্য আনা হবে তখন তাদের চেহারা তারকার মতো ঝলমল করবে, ফিরিশতারা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা উম্মতে মুহাম্মদীয়া عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামাযী, অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের আমল সমূহের (নামাযের) অবস্থা কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা আযান শুনতেই অযুর জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম এবং দুনিয়ার কোন জিনিস আমাদেরকে এর থেকে বিরত রাখতে পারতো না। ফিরিশতা বলবে: তোমরা এরই উপযুক্ত (তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক)। অতঃপর দ্বিতীয় দল **(Group)** জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনা হবে, যাদের সৌন্দর্য প্রথম দলের চেয়ে বেশি হবে, তাদের চেহারা চাঁদের ন্যায় চমকাবে, ফিরিশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা নামায আদায়কারী ছিলাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের নামাযের অবস্থা কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা নামাযের সময়ের পূর্বে নামাযের জন্য অযু করে নিতাম (আর যখন আযান শুনতাম তখন দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হয়ে যেতাম)। ফিরিশতারা বলবে: তোমরাই এর উপযুক্ত। অতঃপর তৃতীয় দল জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনা হবে, যাদের মান ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য পূর্বের দলগুলোর চেয়ে আরো বেশি হবে। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জল হবে। ফিরিশতারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে: এতো সুন্দর আকৃতি এবং এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তোমরা কারা? তারা বলবে: আমরা সর্বদা নামায আদায় করতাম। ফিরিশতারা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের নামাযের অবস্থা কেমন ছিলো? তারা বলবে: আমরা আযান শুনার পূর্বেই মসজিদে উপস্থিত থাকতাম এবং আযান মসজিদেই শুনতাম। ফিরিশতারা বলবে: তোমরাই এর উপযুক্ত। (কু'তুল কুলুব, ২/১৬৮)

ইক রোজ মুমিনু! তোমহে মরনা জরুর হে,
পড়তে রহো নামায তো চেহরে পে নূর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

জান্নাতের দরজা খুলে যায়

اَللّٰهُ اَكْبَرْ নামায কতই প্রিয় ইবাদত যে, শুরু করতেই জান্নাতের দরজা খুলে যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় আর তার এবং **প্রতিপালকে**র মাঝখানে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়। আর হুরে আইন (অর্থাৎ বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরগণ) তাকে স্বাগতম জানায় যতক্ষণ না নাক টানে, না খাকাড়ি দেয়।” (মু'জামুল কবীর, ৮/২৫০, হাদীস: ৭৯৮০)

কোন ফিরিশতা রুকুতে কোন ফিরিশতা সিজদায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** এমন কোন জিনিস ফরয করেননি, যা তাওহীদ (একত্ববাদ) ও নামায হতে উত্তম। যদি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস হতো তবে তা অবশ্যই ফিরিশতাদের উপর ফরয করতেন। তাদের (অর্থাৎ ফিরিশতাদের) মধ্যে কেউ রুকুতে রয়েছে আর কেউ সিজদায় রয়েছে।

(আল ফেরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ১/১৬৫, হাদীস: ৬১০)

আরশ বহনকারী ফিরিশতারা মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে

বর্ণিত আছে, যখন **আল্লাহ পাক** সাত আসমান সৃষ্টি করেন তখন তা ফিরিশতা দ্বারা পূর্ণ করে দেন, তাঁরা নামায পড়ে ইবাদত করতো এবং এক মূহুর্তের জন্যও অলসতা করতোনা। **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক আসমানবাসীর জন্য ইবাদতের একটি বিশেষ ধরণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কিছু আসমানবাসীর উপর এই ইবাদত নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তারা শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, এক আসমানবাসী রুকুতে ঝুঁকে আছে, আরেক আসমানবাসী সিজদা অবস্থায় রয়েছে, আরেক আসমানবাসী **আল্লাহ পাকে**র মহত্বের সামনে নত হয়ে আছে। ইল্লীয়িনবাসী (অর্থাৎ সাত আসমান) এবং আরশবাসী **আল্লাহ**র আরশের

www.dawateislami.net

চারপাশে তাওয়াফরত অবস্থায় রয়েছে আর **আল্লাহ পাকের** প্রসংশা ও পবিত্রতা ঘোষনা করছে, আর পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। মুসলমানদের ফযীলতের উদ্দেশ্যে এসব ইবাদতকে একই নামাযের মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছেন যাতে তারা (মুসলমানরা) প্রত্যেক আসমানবাসীর ইবাদতে অংশীদার হয়ে যায়।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা)

দরবারে মুস্তফা মে তোমহে লে'কে জায়ে গী,
খা'লিক সে বাখশোওয়ায়ে গী এ্যয় ভাইয়্যু! নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক লক্ষ ফিরিশতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "মুমিন বান্দা যখন নামায পড়ে তখন এতে ফিরিশতাদের দশটি কাতার আশ্চর্য হয়ে যায়, যার একটি কাতারে দশ হাজার ফিরিশতা থাকে। আর **আল্লাহ পাক** ঐ বান্দাকে নিয়ে এই এক লক্ষ ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৩১)

ফিরিশতারা আশ্চর্য হওয়ার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হা'মিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন: এর কারণ হলো, বান্দার নামাযে কিয়াম (দাঁড়ানো), বৈঠক এবং রুকু ও সিজদা থাকে অথচ **আল্লাহ পাক** এই চার আরকানকে চল্লিশ হাজার ফিরিশতার মধ্যে বন্টন করেছেন। কিয়ামকারী (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকা) ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত রুকু করবে না। সিজদারত ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত এথেকে মাথা উত্তোলন করবে না। অনুরূপভাবে রুকু এবং বৈঠককারীর অবস্থাও এমন, কেননা **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদেরকে যে নৈকট্যের মর্যাদা দান করেছেন (সে অনুযায়ী) তাদের উপর সর্বদা একই অবস্থায় থাকা আবশ্যক,

www.dawateislami.net

এতে কম বেশি হতে পারবে না। **আল্লাহ পাক** এ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান পূর্বক ২৩তম পারা **সূরা সাফফাত** এর ১৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۱۶۴﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ফিরিশতাগণ বলে, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একটা স্থান নির্ধারিত রয়েছে।

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" ৮ম খন্ডের ৩৫৭ থেকে ৩৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার (وَمَامِنَّا; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য) পাদটীকায় রয়েছে: (এর একটি) তাফসীর হলো: হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! "আমাদের ফিরিশতাদের দলের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট রয়েছে, যাতে তারা আপন **প্রতিপালকের** ইবাদত করে।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আসমানে এক বিঘত পরিমাণ জায়গা এমন নেই, যেখানে কোন না কোন ফিরিশতা নামায আদায় করছে না অথবা তাসবীহ পাঠ করছে না।

(রুহুল বয়ান, ৭/৪৯৪-৪৯৫। খাযিন, ৪/২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে

আল্লাহ পাক ২১তম পারা সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

নামায পড়ার পরও গুনাহ কেন হয়ে যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের মহান বাণী নিঃসন্দেহে সত্য, সত্য, সত্য। নিশ্চয় "নামায নির্লজ্জতা এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে।"

www.dawateislami.net

কিন্তু এর কারণ কি যে, বর্তমানে অসংখ্য নামাযীর মধ্যে পিতামাতার অবাধ্যতা, বেপর্দা হওয়া, নগ্নতা, গালিগালাজ, গীবত, চুগলী, অশ্লীলতা, মনে কষ্ট দেয়া, মানুষের হক নষ্ট করা, সুদ ও ঘুষের লেনদেন ইত্যাদি গুনাহে অধিকহারে লিপ্ত! প্রকৃত নামাযী কি মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, চুগলখোরী, হারাম রিযিক উপার্জনকারী এবং ভক্ষনকারী, সিনেমা নাটকের প্রেমিক, মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম এবং গান বাজনার আসক্ত, তাছাড়া দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট হতে পারে? না...... কখনো না .... কখনোই না। নিঃসন্দেহে বাস্তবতা এটাই যে, নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আফসোস! আমাদের নামাযে দূর্বলতা রয়েছে, যার কারণে আমরা নেককার হতে পারছি না। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের নামায নিরীক্ষণ করা, নামাযের জাহেরী ও বাতেনী আদব শিখা এবং নিজের অযু গোসল ইত্যাদিও বিশুদ্ধ করে নেয়া। যদি বিশুদ্ধভাবে অযু সহকারে বা পবিত্রতা সহকারে বিনয় ও একাগ্রতার সহিত এর সকল জাহেরী ও বাতেনী আদবের প্রতি খেয়াল রেখে নামায আদায় করি তবে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই এর বরকত প্রকাশিত হবে আর বিশুদ্ধভাবে পড়া নামাযের বরকতে সত্যিই জাহেরী ও বাতেনী আবর্জনা দূর হয়ে যাবে আর আমরা উত্তম স্বভাবের, উত্তম চরিত্রের মুসলমান হয়ে যাবো এবং আমাদের কর্মকান্ডগুলো সুন্নাতের প্রতিবিম্বে পরিণত হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله।

বিশুদ্ধ নামাযই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে

যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করে **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অবশ্যই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমনিভাবে দু'জন তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী এবং হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا বলেন: যে ব্যক্তিকে তার নামায মন্দ কাজ ও অশ্লীল (অর্থাৎ নির্লজ্জ) কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার জন্য শাস্তি। অথচ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করে যে, এর শর্তসমূহ ও বিধিবিধান, সুন্নাত এবং দোয়াসমূহ পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

আদায় করে, তবে **আল্লাহ পাক** এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই অশ্লীল কথাবার্তা (অর্থাৎ নির্লজ্জতা) এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখবেন। (তাফসীরে খাযিন, ৩/৪৫২)

নামায বিশুদ্ধভাবে না পড়ার ব্যাপারে হাদীসে মুবারাকা

রুকু ও সিজদা বিশুদ্ধভাবে আদায় করো!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ (৬০) ষাট বছর পর্যন্ত নামায পড়তে থাকে কিন্তু তার কোন নামায **আল্লাহ**র দরবারে কবুল হয় না, কেননা সেই ব্যক্তি রুকু ও সিজদা বিশুদ্ধভাবে আদায় করতো না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৪০, হাদীস: ৭৫৭)

নামাযের কিছু ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতকরণ

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (লোকেরা) নামাযে (এভাবে) সিজদা করে যে, পায়ের আঙ্গুলগুলোর (শুধু) অগ্রভাগ মাটিতে লেগে থাকে, অথচ হুকুম হচ্ছে যে, পেট (অর্থাৎ আঙ্গুলের ঐ অংশ যা হাঁটার সময় মাটির সাথে লাগে) লাগে, একটি আঙ্গুলের পেট লাগানো ফরয আর পায়ের অধিকাংশ (যেমন; তিনটি করে) আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগানো ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/২৫৩) (আর দশটি আঙ্গুলের পেট লাগিয়ে কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত) শুধুমাত্র নাকের ডগার উপর সিজদা করে, অথচ নির্দেশ হচ্ছে যে, যতটুকু পর্যন্ত শক্ত হাড় রয়েছে, ততটুকু লাগানো উচিৎ। সাধারণত দেখা যায়, রুকু হতে সামান্য মাথা তুললো এবং সিজদার দিকে চলে গেলো, সিজদা হতে এক বিগত পরিমাণ মাথা উঠালো বা আরো একটু বেশি উঠালো আর সেখান থেকেই অপর সিজদা দিয়ে দিলো! অথচ (রুকুর পর) সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর (দুই সিজদার মাঝখানে কমপক্ষে একবার سُبْحٰنَ الله পাঠ করা সমপরিমাণ) বসা উচিৎ। এমনভাবে যদি ৬০ বছর নামায পড়েও কবুল হবে না। এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো এবং খুব তাড়াতাড়ি নামায আদায়

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

করলো, নামাযের পর উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করলো, ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (অর্থাৎ) "পূনরায় যাও, আবারো পড়ো, কেননা তুমি নামায পড়োনি।" সে তেমনিভাবে পড়লো, অতঃপর আবারো ইরশাদ হলো। অবশেষে সে আরয করলো: শপথ **তাঁর যিনি হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি এরূপই জানি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করুন, (কিভাবে পড়বো?) ইরশাদ করলেন: রুকু ও সিজদা প্রশান্তির সাথে করো এবং রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াও আর উভয় সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসো।

(বুখারী, ১/২৬৮, হাদীস: ৭৫৭) (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৯১ পৃষ্ঠা)

কোন নামাযের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেয়া হয় না

হযরত সায়্যিদুনা তালক বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "**আল্লাহ পাক** ঐ বান্দার নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেননা, যে রুকু ও সিজদায় আপন পিঠকে সোজা করে না।" (মু'জামুল কবীর, ৮/৩৩৮, হাদীস: ৮২৬১) রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু সিজদা, দাঁড়ানো ও বসার মধ্যে কমপক্ষে একবার "سُبْحٰنَ الله" পাঠ করার সমপরিমাণ অপেক্ষা করা।

পিঠ সোজা না রাখা ব্যক্তির উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে রুকু অবস্থায় কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: হে আলী! নামাযের মধ্যে পিঠ সোজা না রাখা ব্যক্তির উদাহরণ ঐ গর্ভবতী মহিলার ন্যায়, যখন বাচ্চা জন্ম দেয়ার সময় নিকটবর্তী হয় তখন গর্ভপাত করে দেয়, এখন সে না গর্ভবতী থাকে, না বাচ্চা জন্ম দানকারীনি।

(মুসনদে আবি ইয়ালা, ১/১২২, হাদীস: ৩১০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার রাবী (বর্ণনাকারী) চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মু’মিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে আবি তালেব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ। তাঁর কুনিয়ত “আবুল হাসান” এবং “আবু তুরাব”। তাঁর জন্ম হস্তী বর্ষের[১] ৩০ বছর পর (যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বয়স ৩০ বছর ছিল) জুমা মুবারকের দিন রজবুল মুরাজ্জবের ১৩ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا তাঁর পিতার নামের সাথে মিলিয়ে তাঁর নাম “হায়দার” রেখেছিলেন, সম্মানিত পিতা তাঁর নাম রাখেন “আলী”। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে “আসাদুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করেন, এছাড়াও “মুরতাদ্বা” (অর্থাৎ মনোনিত), “কাররার” (অর্থাৎ আক্রমনকারী), “শেরে খোদা” এবং “মওলা মুশকিল কোশা” তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। তিনি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১২)

সাহাবা ও আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মর্যাদা সম্পর্কে কি বলব! **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবারা হলো নক্ষত্র সমতুল্য, তাঁদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (মিশকাত, ২/৪১৪, হাদীস: ৬০১৮)

হাদীসের ব্যাখ্যা: আর অপর হাদীসে আপন আহলে বাইতকে কিশতীয়ে নূহ (নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নৌকা) বলেছেন। (মুসতাদরাক, ৪/১৩২, হাদীস: ৪৭৭৪) সাগরের মুসাফিরের নৌকার প্রয়োজন হয় আর নক্ষত্রের দিকনির্দেশনাও প্রয়োজন হয়, কেননা জাহাজ নক্ষত্রের দিকনির্দেশনাতেই সাগরে চলে থাকে। এভাবে উম্মতে মুসলিমাও নিজেদের ঈমানী জীবনে পবিত্র আহলে বাইতেরও মুখাপেক্ষী এবং সাহাবায়ে কিরামেরও

---

১. অর্থাৎ যে বছর দুষ্ট ও হতভাগা আবরাহা বাদশাহ হাতির বাহিনী নিয়ে পবিত্র কাবা আক্রমন করলো। এই ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন” অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

মুখাপেক্ষী, উম্মতের জন্য সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণেই হিদায়ত নিহিত।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৫)

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার, আসহাবে হুযুর
নাজমে হে অউর না'ও হে, ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি (হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

অদৃশ্যের সংবাদ দাতা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবানে মাওলা আলী'র মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আমাকে) ইরশাদ করেন: “তোমার সাথে (হযরত) ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাদৃশ্য রয়েছে, যার প্রতি ইয়াহুদীরা বিদ্বেষ পোষণ করতো, এমনকি তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান (অর্থাৎ বিবি মরিয়ম) কে অপবাদ দিয়েছিল আর তাঁকে খ্রীষ্টানরা ভালবাসলো, তখন তারা তাঁকে এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিলো, যা তাঁর ছিল না।” অতঃপর হযরত আলীউল মূরতাদ্বা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “আমার ব্যাপারে দুই ধরনের লোক ধ্বংস হবে, আমার ভালবাসায় সীমা লঙ্ঘনকারীরা আমাকে ঐ গুণাবলী দ্বারা বর্ণনা করবে যা আমার মধ্যে নেই আর বিদ্বেষ পোষণকারীর বিদ্বেষ তাদেরকে এতে উদ্বুদ্ধ করবে যে, তারা আমাকে অপবাদ দিবে।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৩৩৬, হাদীস: ১৩৭৬)

তুমি আমার থেকে

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মাওলা আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে ইরশাদ করেন: اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ অর্থাৎ তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে।”

(তিরমিযী, ৫/৩৯৯, হাদীস: ৩৭৩৬)

আলীকে দেখাও ইবাদত

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আলী (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) কে দেখা ইবাদত।

(মুসতাদরাক, ৪/১৮, হাদীস: ৪৭৩৭)

www.dawateislami.net

মাওলা আলী সম্পর্কে আরো তিনটি ফযীলত

আমীরুল মু’মিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত আলী বিন আবু তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এমন ৩টি মর্যাদা অর্জিত, যদি তা থেকে একটিও আমার নসীব হয়ে যেতো তবে আমার নিকট তা লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ জিজ্ঞাসা করলেন: সেই তিনটি মর্যাদা কি? বললেন: (১) **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছেন (২) তাঁর বাসস্থান **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে নববী শরীফে ছিল আর তাঁর জন্য মসজিদে ঐসব কিছু হালাল ছিল যা তাঁরই অংশ হিসাবে সাব্যস্ত। আর (৩) খায়বরের যুদ্ধে তাঁকেই ইসলামের পতাকা প্রদান করা হয়েছিল।

(মুসতাদরাক, ৪/৯৪, হাদীস: ৪৬৮৯)

ওফাত শরীফ

১৭ বা ১৯ রমযানুল মোবারক ৪০ হিজরীতে এক অভিশপ্ত খারেজীর আক্রমনে গুরুতর ভাবে আহত হলেন এবং ২১ রমযান শরীফ রবিবার রাতে শাহাদাতের সূধা পান করেন। (আসাদুল গা’বাতি, ৪/১২৮। মারিফাতুস সাহাবা, ১/১০০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(আরো বিস্তারিত জানার জন্য সগে মদীনা’র ৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“কারামাতে শেরে খোদা”** অধ্যয়ন করুন)

আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা হে,
কেহ উন সে হুশ হাবীবে কিবরিয়া।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযের চোর

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট চোর হলো সে, যে নিজের নামাযে চুরি করে।" আরয করা হলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নামাযে কিভাবে চুরি করা হয়?" ইরশাদ করলেন: "(এভাবে যে) রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ না করা।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৩৮৬, হাদীস: ২২৭০৫)

চোর দুই প্রকার

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেলো, সম্পদের চোরের চেয়ে নামায চোর অধিক নিকৃষ্ট, কেননা সম্পদের চোর যদি শাস্তিও পায় তবে (চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা) কিছু না কিছু উপকারীতাও লাভ করে থাকে, কিন্তু নামাযের চোর সম্পূর্ণ শাস্তি পাবে, তার জন্য উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সম্পদের চোর বান্দার হক নষ্ট করে অথচ নামায চোর **আল্লাহর** হক নষ্ট করে। এই অবস্থা তাদের, যারা নামাযকে নগন্যভাবে (ত্রুটিপূর্ণভাবে) আদায় করে, এ থেকে ঐসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নামায একেবারে আদায়ই করে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৮)

কোন নামায মুখের উপর ছুড়ে মারা হয়?

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নামাযীর ডানে-বামে (Right and Left) একজন করে ফিরিশতা থাকে, যদি নামাযী পরিপূর্ণ ভাবে নামায আদায় করে তবে সেই দু'জন ফিরিশতা তার নামায উপরের দিকে নিয়ে যায় আর যদি সঠিক পদ্ধতিতে আদায় না করে তবে তারা সেই নামায তার মুখে ছুড়ে মারে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৪১, হাদীস: ৭৬৪)

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র পরিপূর্ণ নামাযই কবুল হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একদিন আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবীদেরকে (একটি পিলারের দিকে ইশারা করে) ইরশাদ করলেন: "যদি তোমাদের মধ্যে কারো এই পিলারটি হতো তবে এর ত্রুটিপূর্ণ হওয়া অবশ্যই অপছন্দ করতো, অতঃপর তোমরা কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে **আল্লাহ পাকের** জন্য আদায়কৃত নামায ত্রুটিপূর্ণ পড়ো! নামায পরিপূর্ণ আদায় করো, কেননা **আল্লাহ পাক** পরিপূর্ণ নামাযই কবুল করেন।" (মু'জাম আওসাত, ৪/৩৭৪, হাদীস: ৬২৯৬)

রিযিকে বরকত শূন্যতার আশংকা

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "**বেহেশত কি কুঞ্জীয়াঁ**" এর ৭২নং পৃষ্ঠা বলেন: নামাযকে খুবই একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং মনোযোগ সহকারে আদায় করা উচিৎ, নামাযে তাড়াহুড়ো, উদাসিনতা এবং অমনোযোগীতা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মহা ক্ষতি হয়। যেমনিভাবে হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দাদা উস্তাদ হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তিকে তুমি দেখবে যে, রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করছে না, তখন তার পরিবার পরিজনের উপর দয়া করো! কেননা তার উপার্জন কমে যাওয়ার (অর্থাৎ খাবার ও পানীয় না পাওয়ার) সম্ভাবনা রয়েছে। (রুহুল বয়ান, ১/৩৩) এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলো যে, সে রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করছে না, তখন তিনি বললেন: তুমি নামায পড়োনি আর যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তবে **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর তোমার মৃত্যু হবে না।

(বুখারী, ১/১৫৪, হাদীস: ৩৮৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

নামাযীর সংশোধন হয়েই গেলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আনসারদের এক যুবক যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আদায় করতো কিন্তু তার আমলের অবস্থা ভাল ছিল না, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “এই ব্যক্তির নামায কখনো না কখনো তাকে গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখবে।” সুতরাং তেমনই হলো, কিছুদিন পরেই সে সকল মন্দ কাজ থেকে তাওবা করে নিলো এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো। (তাফসীরে খাযিন, ৩/৪৫২)

চোরও যদি বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করে তবে সংশোধন হতে পারে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে আর সকালে চুরি করে! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতিশীঘ্রই নামায তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৪৫৭, হাদীস: ৯৭৮৫)

নামায নকলকারী ডাকাত গ্রেফতার হওয়া থেকে বেঁচে গেলো

বর্ণিত রয়েছে: একবার ডাকাতদের একটি দল কোন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলো, ঘটনাক্রমে ধনী ব্যক্তির চোখ খুলে গেলো, সে চিৎকার করে উঠলো, এলাকাবাসী জেগে উঠলো এবং ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে গেলো, এলাকাবাসীরা তাদের পিছু নিলো, ডাকাতরা আগে আগে দৌঁড়তে লাগলো আর পিছনে পিছনে লোকেরা দৌঁড়তে লাগলো। রাস্তায় ডাকাতরা একটি মসজিদ দেখলো, দ্রুত তারা মসজিদে ঢুকে গেলো এবং নামায পড়ার অভিনয় করতে লাগলো! লোকেরাও তাদের খুঁজতে খুঁজতে মসজিদ পর্যন্ত এলো, দেখলো যে, কিছু মানুষ নামাযে ব্যস্ত, তারা ব্যতিত মসজিদে আর কেউ নেই, বলতে লাগলো: আফসোস! ডাকাত পালিয়ে গেলো। সুতরাং তারা বিফল হয়ে ফিরে গেলো। এটা দেখে ডাকাত সর্দার তার ডাকাত সাথীদের বললো: যদি আজ আমরা নামাযের

অভিনয় না করতাম তবে অবশ্যই ধরা পড়ে যেতাম, শুধু নামাযের অভিনয় করার এই বরকত যে, আমরা অপমান ও অপদস্ততা থেকে বেঁচে গেলাম, যদি আমরা আসলেই নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করতাম তবে **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে দোযখের বিপদ থেকেও রক্ষা করবেন। তাই আমি আজ থেকেই লুটতরাজ থেকে তাওবা করছি এবং **আল্লাহ্ পাকে**র অবাধ্যতার অভ্যাস ছেড়ে দিচ্ছি। তার সাথীরা বলতে লাগলো: হে আমাদের সর্দার! আপনি যখন তাওবা করে নিয়েছেন তবে আমরা কেন পিছনে থাকবো! আমরাও আপনার সাথে তাওবায় অংশগ্রহণ করছি। সুতরাং সকল ডাকাত সত্য অন্তরে তাওবা করলো এবং তারা পরহেযগার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক রূপক প্রেমিকের অদ্ভুত ঘটনা

"নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে" এই ব্যাপারে হযরত আব্দুর রহমান সাফফাওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **"নুযহাতুল মাজালিসে"** একটি অবাককরা ঘটনা বর্ণনা করেন, যার সারমর্ম কিছুটা এরূপ: এক ব্যক্তি কোন এক নারীর প্রেমে পড়ে গেলো, অবশেষে সাহস করে সে একটি চিঠির মাধ্যমে ঐ মহিলার প্রতি নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করলো। সেই মহিলা খুবই ভদ্র পরিবারের ছিলো, চিঠি পেয়ে চিন্তিত হয়ে গেলো, কেননা সে বিবাহিত ছিলো, কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে সেই চিঠিটি নিজের স্বামীর খেদমতে উপস্থাপন করলো। তার স্বামী একটি মসজিদের ইমাম ছিলো আর খুবই পরহেযগার হওয়ার পাশাপাশি যথেষ্ট বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলো, তার আপন স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিলো। সুতরাং সে সেই চিঠির উত্তরে আপন স্ত্রীর মাধ্যমেই উত্তর পাঠালো যে, "অমুক মসজিদের অমুক ইমামের পিছনে একাধারে চল্লিশ (৪০) দিন **পাঁচ ওয়াক্ত নামায** জামাআত সহকারে আদায় করো, অতঃপর দেখা যাবে।" সেই "প্রেমিক" নিয়মিতভাবে জামাআত সহকারে নামায আদায় করা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

শুরু করে দিলো। যতই দিন অতিবাহিত হতে লাগলো, নামাযের বরকত তার মাঝে প্রকাশিত হতে লাগলো। যখন চল্লিশ (৪০) দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন তার অন্তরের দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে গেলো। অতএব সে বার্তা পাঠালো: (মুহতরামা! নামাযের বরকতে আমার চোখ খুলে গেছে, আমি مَعَاذَالله হারাম কাজের স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু **আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি শুকরিয়া যে, **তিনি** আমাকে তোমার ভালবাসা থেকে মুক্তি দিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِله) আমি আমার অসৎ নিয়্যত হতে তাওবা করে নিয়েছি আর তোমার কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যখন সেই নেককার মহিলা আপন স্বামীকে এই সংবাদ শুনালো তখন তার মুখ থেকে তাৎক্ষনিক ভাবে বের হয়ে গেলো: صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ فِيْ قَوْلِهٖ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক তাঁর** এই মহান বাণীতে সত্যই বলেছেন):

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ
(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে নামাযের বরকত প্রত্যাশীরা! আপনারা দেখলেন তো? নামাযের বরকতে এক "রূপক প্রেমিক" সরল পথে ফিরে আসলো এবং তার অন্তরে প্রকৃত মালিকের প্রেমে ঢেউ উঠতে লাগলো আর অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হলো। **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাই এরূপ যে, যেই সৌভাগ্যবানের তা নসীব হয়ে যায়, সে আর অন্য কারো সাথে মন বসতে পারবে না।

মুহাব্বাত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী!
না পাও মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহো মাসত ও বেহুদ মে তেরি ভীলা মে,
পিলা জাম এ্যায়সা পিলা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শয়তান কাঁদতে লাগলো (ঘটনা)

বর্ণিত রয়েছে; যখন নামায ফরয হলো তখন শয়তান কাদঁতে লাগলো। তার শিষ্যরা একত্রিত হয়ে গেলো এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো: "**আল্লাহ পাক** মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দিয়েছেন।" শিষ্যরা বললো: তাতে কি হয়েছে? শয়তান উত্তর দিলো: "মুসলমানরা নামায আদায় করবে আর এর বরকতে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।" শিষ্যরা বললো: তবে আমাদের জন্য কি নির্দেশ রয়েছে? উত্তর দিলো: "যখন কেউ নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন একজন বলবে ডানে (অর্থাৎ **RIGHT**) তাকাও! আরেকজন বলবে: বামে (অর্থাৎ বামে **LEFT**) তাকাও! এভাবে তাকে বিভ্রান্ত করবে। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৫৪)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকার নামাযী বানাও

হে আশিকানে নামায! আপনারা শুনলেন তো! নামাযীর প্রতি শয়তান কিরূপ চিন্তিত! সে জানে যে, যদি কোন মুসলমান সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করে, তবে সে গুনাহ থেকে বাঁচবে আর আমার হাত থেকে বের হয়ে যাবে! অভিশপ্ত শয়তান কখনোই চায় না যে, আমরা নামায পড়ি, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি এবং জান্নাতের পথে চলি। আমাদেরকে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণকে বিফল করে অধিকহারে নামায পড়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সত্যিকার নামাযী বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মে পাঁচো নামাযেঁ পড়ো বা জামাআত,
হো তাওফীক এ্যায়ছি আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো!

নফস ও শয়তানের অনিষ্ট হতে নিজেকে বাঁচাতে, গুনাহের অভ্যাসকে পিছু ছাড়াতে এবং নিয়মিত নামায আদায় করার সৌভাগ্য লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। একটি “মাদানী বাহার” শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন: জালালপুর ভাট্টিয়া (হাফিযাবাদ জেলা, পাঞ্জাব) এর এক যুবক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করেছিলো। এলাকার ভবঘুরে মদ্যপায়ী যুবকদের সাথে তার উঠাবসা ছিলো, ভবঘুরে বন্ধুরা مَعَاذَ الله তাকেও মদ্যপান ও অন্যান্য গুনাহে অভ্যস্ত বানিয়ে দিয়েছিলো। তার দিনরাত উদাসিনায় অতিবাহিত হতে লাগলো। মদ্যপায়ী বন্ধুদের আড্ডায় মদ পান করা হতো, হাসি ঠাট্টার চলতে থাকতো, গভীর রাতে মদের নেশায় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতো তখন তার মুখে মদের দূর্গন্ধ বের হতো, হেলেদুলে যখন বাড়িতে প্রবেশ করতো তখন তার অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে যেতো, সম্মানিত পিতা বা বাড়ির কোন সদস্য বুঝালে তখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতো, গালাগালি, চিৎকার চেঁচামেচি করতো এবং উপদেশ প্রদানকারীকে গন্যও করতো না। মন্দ সহচর্যের কারণে চরিত্র এবং আচরণও খুবই খারাপ ছিলো, তার নিকট অস্ত্র থাকতো, যা দ্বারা মানুষকে ভয় দেখাতো এবং তাদের মাঝে নিজের প্রভাব দেখাতো, সামান্য বিষয় নিয়ে এলাকাবাসীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করা, মারামারির পর্যায়ে চলে যাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো, তার প্রতিদিনকার অসৎ কর্মকান্ডে যেমন পরিবার সদস্যরা অতিষ্ট ছিলো তেমনিভাবে এলাকাবাসীরাও অসন্তুষ্ট ছিলো, মানুষ তার কু-অভ্যাসে ভীত ছিলো, যখন সে ঘর থেকে বের হতো তখন লোকেরা তার থেকে আশ্রয় চাইতো এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও তার ছায়া থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দিতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার ফুফাতো ভাই **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তার ইচ্ছা ছিলো, সে যেনো তার এই মদ্যপায়ী বন্ধুদের সহচর্য থেকে মুক্তি পেয়ে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যে সে মাঝে মাঝে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাতে থাকে। অবশেষে মুবাল্লীগে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র পরিশ্রম সফল হলো আর সে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেলো, মুবাল্লীগে **দা’ওয়াতে ইসলামী**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মাদানী কাফেলায়ও তাকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝালো, মন্দ কাজের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করলো এবং অসৎ সঙ্গ ছেড়ে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা প্রদান করালো। অতএব সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ শুনার বরকতে তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, সুতরাং সে গুনাহে ভরা সহচর্য ত্যাগ করে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিলো, যার বরকতে পাঁগড়ি শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, চেহারাকে সুন্নাতে রাসূল দ্বারা আলোকিত করে নিলো, যতই সময় গড়াতে লাগলো তার মন্দ অভ্যাস দূর হয়ে যেতে লাগলো এবং সে সৎচরিত্রবান হয়ে গেলো, পূর্বে ঝগড়া বিবাদ করতো কিন্তু এখন ভালবাসা ও আন্তরিকতার সহিত সাক্ষাৎ করে, উৎসাহ দেয়াতে সে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলো আর নেকীর দাওয়াত প্রসার করা তার অভ্যাসে পরিণত হলো, নেক আমল দ্বারা তার শূণ্য জীবন মাদানী পরিবেশের বরকতে আমলের সুন্দর ফুল দ্বারা সুবাসিত হয়ে গেলো, মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নামাযের কথা মনেও থাকতো না কিন্তু এখন নিয়মিত নামায আদায় করার পাশাপাশি ফজরের নামাযের জন্য সদায়ে মদীনা (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে সদায়ে মদীনা বলা হয়) দেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হলো।

জু গুনাহোঁ কে মরয সে তঙ্গ হে বেযার হে,
কাফেলা আত্তার উস কে ওয়াসেতে তৈয়্যার হে। **(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের প্রতি খুববেশি খেয়াল রাখো

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হলো: নামাযের প্রতি খুববেশি খেয়াল রাখো, কেননা তা ঈমানদারের একটি উত্তম গুণ।

(তাফসীরে দুররে মানসূর, ৮/২৮৪)

www.dawateislami.net

দূর্বলদের সদকায় রহমতই রহমত

"রুহুল বয়ানে" বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাক** তাদের (অর্থাৎ নেককার বান্দাদের) একনিষ্টতা, তাদের নামায ও দোয়া সমূহ এবং তাদের দূর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের উসিলায় মানুষের কাছ থেকে আযাব দূর করে দেন। (রুহুল বয়ান, ৫/৪৪৫)

নেককার বান্দাদের সদকায় বিপদ দূর হয়ে থাকে

হে আশিকানে নামায! سُبْحٰنَ اللّٰه! **আল্লাহ পাক তাঁর** নেক বান্দাদের উসিলায় মানুষের উপর থেকে বিপদ ও আযাব দূর করে দেন। এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী শ্রবণ করি আর আউলিয়া কিরামের ভালবাসায় আন্দোলিত হই: (১) আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশজন পুরুষ সর্বদা থাকবে, তাঁদের অন্তর ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর অন্তরের উপর থাকবে, **আল্লাহ পাক** তাঁদের কারণে পৃথিবীবাসীদের থেকে বিপদ দূর করে দিবেন, তাঁদের উপাধী হবে "আবদাল"। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৯০, নম্বর ৫২২৬)

(২) ৪০ জন আবদালের বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ

আবদাল সিরিয়ায় থাকবে, তাঁরা চল্লিশজন পুরুষ, যখন তাঁদের মধ্য হতে একজন ওফাত গ্রহন করেন তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর স্থানে অন্যকে পরিবর্তন করে দেন, তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তাঁদের মাধ্যমেই শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁদের বরকতে শাম বাসীর (সিরিয়া) উপর হতে আযাব দূর হয়ে থাকে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/২৩৮, হাদীস: ৮৯৬) (শামকে বর্তমানে সিরিয়া বলা হয়।)

"আবদাল" শব্দের অর্থ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহান বাণী দ্বারা জানা গেলো, **আল্লাহ**র ওলীদের উসিলা সত্য (শরীয়াত

www.dawateislami.net

সম্মত)। **আল্লাহ পাক** নেককারদের উসিলায় গুনাহগারদের কষ্ট দূর করে দেন এবং তাঁদের দ্বারা বিপদ দূরীভূত করে দেন। মনে রাখবেন! যেই চল্লিশজন ওলীর ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদেরকে “আবদাল” বলা হয়, কেননা তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের স্থান পরিবর্তন হতে থাকে, কখনো পূর্বে (East) কখনো পশ্চিমে (West) কখনো উত্তরে (North) কখনো দক্ষিণে (South) কিন্তু তাঁদের হেড কোয়াটার (প্রধান কার্যালয়) হলো সিরিয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫৮৪)

(৩) যখন আমি শাস্তি দিতে ইচ্ছা পোষণ করি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি পৃথিবীবাসীকে শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা পোষণ করি, তখন মসজিদ সমূহকে আবাদকারী এবং আমার কারণে নিজেদের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী ও সেহেরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের কারণে আযাব (শাস্তি) তাদের (যাদের উপর শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করি) থেকে ফিরিয়ে দিই।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫০০, হাদীসঃ ৯৮২০)

(৪) দুধ পানকারী শিশুরাও আযাব দূরে থাকার কারণ

যদি নামাযী ব্যক্তি ও দুধ পানকারী শিশু এবং চতুষ্পদ প্রাণী না হতো, তবে নিশ্চয় তোমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হতো। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৫৫, হাদীসঃ ৯৮২০)

(৫) ১০০টি ঘর থেকে বিপদ দূরীভূত

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ পাক** একজন সালেহ (অর্থাৎ নেককার) মুসলমানের বরকতে তার আশেপাশের ১০০টি পরিবারের বিপদাপদ দূর করে দেন। (মুজামুল আওসাত, ৩/১২৯, হাদীসঃ ৪০৮০) سُبۡحٰنَ اللہ! নেককারদের প্রতিবেশীত্বও উপকৃত করে। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৭ পৃষ্ঠা)

নেক বান্দোঁ সে হামে তো পেয়ার হে, اِنۡ شَآءَ اللّٰه আপনা বেড়া পাড় হে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতী গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করা হুর

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: **জান্নাতে জান্নাতী গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি হুর** করা হয়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলো: সেখানে কারা থাকবে? বললেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: ঐ লোক যারা গুনাহের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু আমার মহত্বকে স্মরণ করে আমাকে সম্মান করে আর যাদের কোমর আমার ভয়ে ঝুঁকে গেছে, তারা জান্নাতুল আদনে থাকবে। আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি পৃথিবীবাসীকে আযাব দিতে ইচ্ছা পোষণ করি কিন্তু যখন ঐ সকল লোকদের দেখি যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকে (অর্থাৎ রোযা রাখে) তখন লোকদের থেকে আযাব ফিরিয়ে দিই। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩২৫)

নামাযের বরকতে গাধা জীবিত হয়ে গেলো (ঘটনা)

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের নামায যেহেতু জাহেরী ও বাতেনী আদব দ্বারা সজ্জিত থাকে, তাই তাঁরা অধিকহারে নামাযের ফয়েয লাভ করে থাকে এবং তাদের দোয়ায়ও অনেক প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, এই ব্যক্তিত্বরা যখন হাত উঠিয়ে দেয় তখন **আল্লাহ পাক** তাঁদের দোয়াকে ফিরিয়ে দেন না, এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাখায়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক ইয়ামেনী মুসাফিরের গাধা রাস্তায় মারা গেলো, সে অযু করলো, দুই রাকাত নামায আদায় করলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: "**মাওলা**! আমি তোমার সন্তুটির উদ্দেশ্যে তোমার পথে মুজাহিদ হয়ে "দাসিনা" হতে এসেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করো এবং কবরবাসীকে কিয়ামতের দিন উঠাবে, **হে পারওয়ারদিগার**! আজকের দিনে আমাকে

www.dawateislami.net

কারো মুখপেক্ষী করো না, আমার গাধাকে জীবিত করে দাও।" (এরূপ বলার সাথেসাথেই) **গাধা কান নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।** (দালাইলুন নবুওয়া, ৬/৪৮)

না কর রদ কোয়ী ইলতিজা ইয়া ইলাহী!
হো মাকবুল হার ইক দোয়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতি উত্তম আমল

সময়মতো নামায আদায় করা, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং **আল্লাহ পাকের** পথে লড়াই করা অতি উত্তম আমল। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম: আমল সমূহের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? ইরশাদ করলেন: সময়মতো নামায পড়া। আমি আরয করলাম: এরপর কি? ইরশাদ করলেন: পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আমি আরয করলাম: এরপর কি? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহর** পথে লড়াই করা।

(বুখারী, ১/১৯৬, হাদীস: ৫২৭)

বাল্যকাল থেকেই নামাযের অভ্যাস করান

হে আশিকানে রাসূল! যখন শিশু সাত বছরের হয়ে যাবে তখন তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করান, যাতে নামাযের অভ্যাস দৃঢ় হয়। তাদেরকে সকাল সকাল উঠা এবং অযু করিয়ে নামায পড়ার অভ্যাস করান, কিন্তু শীতের সময় অযুর জন্য সহনীয় গরম পানি দিন, যাতে ঠান্ডা পানির ভয়ে অযু ও নামায থেকে দূরে সরে না থাকে। পিতার উচিৎ, সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যাবে তখন নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু প্রথমেই তাকে মসজিদের আদব সম্পর্কে অবহিত করবে যে, মসজিদে শোরগোল না করা, এদিক সেদিকে না দৌঁড়ানো, নামাযীর সামনে দিয়ে না যাওয়া ইত্যাদি। জামাআত সহকারে নামাযের ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের

www.dawateislami.net

শেষ কাতারের পর অন্যান্য শিশুদের সাথে দাঁড় করান। এই কৌশলের কারণে اِنْ شَآءَ الله শিশুর মসজিদের সাথে রূহানী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

বাচ্চোঁ কো ভি এ্যায় ভাইয়োঁ! পড়ওয়ায়ে নামায,
খুদ সিক কর কে উন কো ভি সিকলায়ে নামায।

সন্তানকে সর্বপ্রথম দ্বীন সম্পর্কে শিখান

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম সন্তানকে কোরআনে মজীদ পড়ান এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দিন, রোযা ও নামায, পবিত্রতা এবং ক্রয় বিক্রয় ও পারিশ্রমিক ইত্যাদি লেনদেন আর অন্যান্য বিষয়ের মাসয়ালা যা দৈনন্দিন প্রয়োজন হয় এবং না জানার কারণে শরীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাও শিক্ষা দিন। যদি দেখেন যে, সন্তানের ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন হয় তবে ইলমে দ্বীনের খেদমত থেকে আর বড় কাজ কি এবং যদি আর্থিক অবস্থা ভালো না হয় তবে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় মাসয়ালা সমূহ শিখার পর যেই জায়িয কাজে ইচ্ছা দিতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ২ /২৫৬) মেয়েদেরকেও আকীদা ও প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিখানোর পর কোন মহিলার নিকট সেলাই এবং নকশী কাঁথা ইত্যাদি এমন কাজ শিখান যা মহিলাদের প্রায় প্রয়োজন হয় আর রান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজকর্মে তাকে পরদর্শী করার চেষ্টা করুন, কেননা পারদর্শী মহিলারা যেভাবে সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে, পারদর্শী নয় এমন মহিলারা সেভাবে পারে না। (বাহারে শরীয়াত, ২/২৫৭)

মেরে গাউছ কা ওয়াসিলা, রহে শাদ সব কাবিলা,
উনহে খুলদ মে বাসানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কারামত সম্পন্ন পিতাপুত্র (ঘটনা)

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু কিরছাফা জানদারাহ বিন খাইশানা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সন্তানের প্রশিক্ষণের আগ্রহ অতুলনীয় ছিলো, রোমের কাফেরেরা তাঁর এক শাহজাদাকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখলো। যখন নামাযের সময় হতো, হযরত সায়্যিদুনা আবু কিরছাফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আপন শহর "আসকালান" (সিরিয়া) এর দূর্গের চার দেয়ালের উপর উঠতেন আর উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বলতেন: "**হে আমার সন্তান! নামাযের সময় হসেছে!**" তাঁর শাহজাদা সর্বদা তাঁর আওয়াজ শুনে এর উপর আমল করতেন, অথচ তিনি শতশত মাইল দূরে রোমের জেলখানায় বন্দী ছিলেন। (মুজামুস সগীর, ১/১০৮)

ফজর কি হো চুকিঁ আযানেঁ ওয়াক্ত, হো গেয়া হে নামায কা উঠো!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সংশোধন করা কখন ওয়াজিব?

আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: পিতামাতার প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে সাবধান করা ওয়াজিব নাকি ফরয? উত্তরে বললেন: যেই কাজের যে হুকুম, তা তাকে অবহিত করতে হবে, (অর্থাৎ যেই কাজ সেই কাজের মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত করা) ফরযের জন্য (সাবধান করা) ফরয, ওয়াজিবের জন্য ওয়াজিব, সুন্নাতের জন্য সুন্নাত, মুস্তাহাবের জন্য মুস্তাহাব। কিন্তু শর্ত হলো যতটুকু সম্ভব ততটুকু বলা এবং তখনই বলা যখন সে মেনে নিবে বলে আশা করা যায়, অন্যথায় নয়:

عَلَیۡکُمۡ اَنۡفُسَکُمۡ ۚ لَا یَضُرُّکُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَیۡتُمۡ ؕ

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা নিজেরই চিন্তা ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ঐ ব্যক্তি যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭০)

www.dawateislami.net

প্রত্যেক কদমে নেকী ও মর্যাদা বৃদ্ধি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আপন ঘরে পবিত্রতা (অর্থাৎ অযু বা গোসল) করে ফরয আদায় করার জন্য মসজিদে যায়, তখন এক কদমে একটি করে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়, আর অপর কদমে একটি করে মর্যাদা **(Rank)** বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫২১)

সন্তান জ্বলন্ত কয়লা দ্বারা খেলতে থাকে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর মোবারক যুগ ছিলো, একজন নেককার বান্দেনী একবার তন্দুরে রুটি লাগালো এবং অযু করে নামায শুরু করে দিলো। শয়তান এক মহিলার আকৃতিতে সেই মহিলার নিকট এসে বললো: বিবি! আপনার রুটি তন্দুরে জ্বলে যাচ্ছে! **আল্লাহ পাকে**র নেককার বন্দেনী শয়তানের কথায় খেয়াল না করে নামাযে লিপ্ত রইলো। এটা দেখে শয়তান সেই মহিলার ছোট সন্তানকে উঠিয়ে তন্দুরের জ্বলন্ত কয়লায় ফেলে দিলো। সে তবুও খেয়াল করলো না। তখনই তাঁর স্বামী ঘরে আসলো। সে দেখলো যে, তার সন্তান তন্দুরে সেই জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে খেলা করছে, যাকে **আল্লাহ পাক** "লাল আকীক" পাথর বানিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণণা করলো। হযর ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: সেই মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! যখন সে উপস্থিত হলো তখন হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে বিবি! তুমি কোন নেক কাজ করো, যার কারণে এমন হলো? সেই মহিলা বললো: "হে রুহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام! যখন অযু ভঙ্গ হয়ে যায় তখন অযু করে নিই, যখন অযু করে নিই তখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাই, আর যখন কারো কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তার প্রয়োজন পূরণ করি এবং যে কষ্ট মানুষের কাছে থেকে পাই, তাতে ধৈর্যধারণ করি।" (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪৩)

www.dawateislami.net

চাহিদা পূরণ করার মহান ফযীলত

হে আশিকানে নামায! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার যথেষ্ট মাদানী ফুল রয়েছে, مَاشَآءَاللهُ সেই নেককার নামাযী বান্দেনী মুসলমানের চাহিদা পূরণ করার খুবই আগ্রহ রাখতেন আর তা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, যেমন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার কোন উম্মতের চাহিদা পূরণ করে এবং তার নিয়্যত এটা থাকবে যে, এর মাধ্যমে সেই উম্মতকে সন্তুষ্ট করা, তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করলো আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করলো সে **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করলো এবং যে **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করলো **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৫, হাদীসঃ ৭৬৫৩)

হাদীসে পাকের ঈমান তাজাকারী ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! চাহিদা পূরণকারী বর্ণিত ফযীলত তখনই পাবে, যখন সে ঐ বান্দাকে শুধুমাত্র ঈমানী সম্পর্কের কারণে সন্তুষ্ট করতে চাইবে, অন্য কোন উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত উপকারীতা লাভের জন্য যেন না হয়। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করলো) এর ব্যাখ্যায় "মিরাত" ৬ষ্ঠ খন্ডের ৫৮১ পৃষ্ঠায় লিখেন: এর দ্বারা জানা গেলো, কিয়ামত পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, শারীরিক ও অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত আছেন। যদি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবগত না হন এবং মুমিনের আনন্দ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না জানেন, তবে **তিনি** খুশি কিভাবে হবেন! হাদীসে পাকের এই অংশ (আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করলো, সে **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করলো) এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহান বাণী থেকে দু'টি মাসয়ালা জানা যায়: **একটি হলো,** নেক আমল দ্বারা মুমিনকে খুশি করা এবং মুমিনের সন্তুষ্টির মাধ্যমে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা শিরক নয়, রিয়াও নয় বরং একেবারেই জায়িয, যখন এতে লোক

www.dawateislami.net

দেখানো এবং প্রসিদ্ধি উদ্দেশ্য না হয়। **দ্বিতীয়টা হলো, আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি শুধুমাত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিতেই নিহিত, বড় বড় নেকী যার দ্বারা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হননা, তা দ্বারা **আল্লাহ পাক**ও কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না, সুতরাং প্রত্যেক ইবাদতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা উচিৎ, কেননা এটাই হলো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। হাদীসে পাকের এই অংশ (আর যে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: এর দ্বারা জানা গেলো, জান্নাত **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতেই অর্জিত হবে শুধুমাত্র নিজের আমল দ্বারা নয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৮১)

ইয়াকিনান রোজে মাহশর সিরফ উসি সে হুশ খোদা হোগা,
ইয়াঁহা দুনিয়া মে জিস নে মুস্তফা কো হুশ কিয়া হোগা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনোদনের জন্য সময় আছে, নামাযের জন্য নেই

বর্ণনাকৃত নেক বান্দেনীর ঘটনা থেকে আমাদের ইসলামী বোনেরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নিয়মিত নামায আদায়ের দৃঢ় নিয়্যত করে নিন। বেনামাযী মহিলারা গভীরভাবে চিন্তা করুন! হতে পারে ঘরের কাজকর্ম এবং রান্নাবান্না, সন্তানের লালন পালণের অযুহাত দেখিয়ে কাউকে বিশ্বাস করিয়েও নেয়া যাবে কিন্তু এটা চিন্তা করুন, এই অযুহাত কি কিয়ামতে চলবে? কখনোই নয়। এটা কি আফসোস করার সময় যে, আপনার নিকট "শপিং সেন্টারে" যাওয়ার জন্য সময় তো আছে, গলিতে ও বাজারে বেপর্দা চলাফেরা করে গুনাহে লিপ্ত হওয়া, বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়া, "হোটেলিং" এর মাধ্যমে সম্পদ ও শরীর নষ্ট করা বরং নিজেরই ঘরে টিভিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সিনেমা নাটক দেখার মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সময় আছে কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! যদি সময় নেইতো নামাযের জন্য নেই।

www.dawateislami.net

বা'ত আযমী কি মা'নো না চূড়ো কাভি নামায
আল্লাহ সে মিলায়ি গী এ্যয় বিবিও! নামায

মাদানী চ্যানেল নামাযী বানিয়ে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানকে তাড়াতে, যদি কাযা নামাযের বোঝা বৃদ্ধি পায় তবে বোঝা কমানোর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখার আগ্রহ থেকে পিছু ছাড়াতে শুধু মাদানী চ্যানেল দেখুন। اِنۡ شَآءَ الله উভয় জগতের বরকত অর্জিত হবে। আসুন! মাদানী চ্যানেলের একটি ছোট্ট বাহার শ্রবণ করি: রহীম ইয়ার খাঁন (পাঞ্জাব) এর এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের বাড়িতে ক্যাবল সংযোগ লাগানো ছিলো, যখন সে বাড়িতে থাকতো না তখন এতে নাটক সিনেমা দেখা হতো কিন্তু যখন মাদানী চ্যানেল শুরু হলো তখন তার বাড়িতে মাদানী বসন্ত এসে গেলো। তার সন্তানের মা পূর্বে নামায পড়তো না, যখন সে তাকে নামায পড়ার জন্য বলতো তখন সে বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকতো এবং নামায কাযা করতো। এরূপ পেরেশানী অবস্থায় এক দিন কথাবার্তা চলাকালে সে তার স্ত্রীকে বললো যে, যখন আমরা কাজ থেকে অবসর হয়ে যাবো তখন রাতে ইশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে মাদানী চ্যানেল দেখে ঘুমাবো। সুতরাং ইশার নামায সেরে মাদানী চ্যানেল অন করে দেখা শুরু করে দিতো, তখন সন্তানের মাও সাথে দেখতো। اَلۡحَمۡدُ لِله মাদানী চ্যানেল দেখার বরকতে কিছু দিনেই এর প্রভাব এভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো যে, তার সন্তানের মা শুধু নিয়মিত নামায আদায় করছে না বরং একদিন তাকে বলতে লাগলো: আমার পূর্ববর্তী জীবনের ফরয ও ওয়াজিব নামাযের হিসাব করুন যে, আমার কাযা নামাযের সংখ্যা কতো? যাতে আমি তাও আদায় করতে পারি। اَلۡحَمۡدُ لِله এর পাশাপাশি সে ভালো ভালো নিয়্যতও করে নিলো যে, এখন থেকে আমি নিয়মিত নামায আদায় করবো এবং শরয়ী কোন অপারগতা ব্যতীত কখনো নামায আদায়ে অলসতা করবো না। اَلۡحَمۡدُ لِله তার এমন প্রেরণা অর্জিত হলো যে, সে নিজের এই নিয়্যতকে আমলে পরিণত করে নিজের

www.dawateislami.net

ওমরী কাযার নামায আদায় করা শুরু করে দিলো। এই পর্যন্ত তার দৈনিক ১০০ রাকাত কাযা নামায আদায় করা অভ্যাসে পরিণত হলো।

দ্রুত কাযা নামায আদায় করে নিন

مَاشَآءَالله ইসলামী বোনের মাদানী বাহারের প্রতি সাধুবাদ! এই মাদানী বাহারে ইসলামী বোনের দৈনিক ১০০ রাকাত কাযা নামায আদায় করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। مَاشَآءَالله উত্তম সংখ্যা। তবে “নামাযের আহকামে” শরয়ী মাসয়ালা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: যার দায়িত্বে কাযা নামায রয়েছে, তা দ্রুত আদায় করে দেয়া ওয়াজিব, কিন্তু সন্তানের লালনপালন এবং নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের কারণে দেরী করা জায়িয। সুতরাং ব্যবসাও করতে থাকুন এবং যখনই অবসর পাবেন তখন কাযা নামায আদায় করতে থাকুন, যতক্ষণ সম্পন্ন হয়ে না যায়। (দুররে মুখতার, ২/৬৪৬) (আরো বিস্তারিত জানার জন্য “নামাযের আহকাম” এর পুস্তিকা “কাযা নামাযের পদ্ধতি” অধ্যয়ন করে নিন)

মাদানী চ্যানেল তুমকো ঘর বেয়ঠে শিখায়ে গা নামায,
অওর নামাযী দোনো আলম মে রহে গা সরফরায। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের বড় দয়া যে, দুই রাকাত নামাযের তৌফিক অর্জন হওয়া

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বান্দার উপর দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় দয়া হলো, তাকে দুই রাকাত নামায আদায় করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে।” (মুজাম কবীর, ৮/১৫১, হাদীস: ৭৬৫৬)

এটা কার কবর?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে জানতে চাইলেন: এটা

www.dawateislami.net

কার কবর? সাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলো: অমুক ব্যক্তির। ইরশাদ করলেন: (এখন) তার নিকট দুই রাকাত নামায আদায় করা তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়া হতে অধিক প্রিয়। (মু'জাম আওসাত, ১/২৬৬, হাদীস: ৯২০)

জান্নাতের উপর দুই রাকাত নামাযকে প্রাধান্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যদি আমাকে জান্নাত এবং দুই রাকাত নামায এর মধ্য হতে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয় তবে আমি দুই রাকাত নামাযকেই নির্বাচন করে নিবো, এই জন্য যে, দুই রাকাতের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি রয়েছে আর জান্নাতে রয়েছে নিজেরই সন্তুষ্টি।”

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা)

আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকেই উত্তম হলো দুই রাকাত নামায (ঘটনা)

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার এক মৃত (ইসলামী) ভাইকে স্বপ্নে দেখলাম, তখন সে বললো: যদি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ পাই তবে এটাই আমার নিকট দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে, আপনার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ নেই, যখন আমাকে দাফন দেয়া হচ্ছিলো এবং অমুক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করছিলো, যদি আমার দুই রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ লাভ হয় তবে তা আমার জন্য দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে অধিক পছন্দনীয় হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৪০ পৃষ্ঠা)

কবরের পাশে শয়নকারী ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল (ঘটনা)

এক ব্যক্তি কোন কবরের পাশে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে সে কবরবাসীকে এটা বলতে শুনলো: “হে মানব! তুমি আমল করতে পারছো, কিন্তু জানোনা, আমরা জানি কিন্তু আমরা আমল করতে পারছি না,

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের শপথ! আমার আমল নামায় দুই রাকাত নামায, আমার নিকট দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক প্রিয়।" (হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৫৬ পৃষ্ঠা)

অভিনব ইচ্ছা (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ওফাতের সময় জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কেমন অনুভব করছেন? বললেন: "যদি আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাই তবে কল্যাণময়।" অতঃপর আরয করা হলো: আপনার ইচ্ছা কি? বললেন: "আমার একটি দীর্ঘ রাতের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যাতে আমি সারা রাত ইবাদত করতে থাকবো।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৩৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ৩৪৬৭)

মৃত পথযাত্রী ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমলের গুরুত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কবরবাসীদের (অহেতুক) জীবনের দিনগুলো নষ্টকারী ব্যক্তির একটি দিন দেয়া হয় তবে তা তাদের (কবরবাসীর) নিকট দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবে, কেননা এখন তারা সেই আমলের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে বুঝে গেছে এবং বাস্তবতা তাদের নিকট খুলে গেছে, তার একটি দিনের ইচ্ছা শুধু এই জন্য যে, এই কবরবাসীদের মধ্যে যারা গুনাহগার তারা সেই এক দিনের মাধ্যমে নিজের পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমা (অর্থাৎ তাওবা এবং বান্দার হক আদায় ইত্যাদি) প্রার্থনা করে আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে আর যে গুনাহ থেকে মুক্ত সে এই একদিন অধিকহারে ইবাদত করার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি করে নিজের সাওয়াবের পরিমাণ দ্বিগুণ করে নিবে। তারা (অর্থাৎ কবরবাসীরা) বয়সের গুরুত্ব ও মূল্য তখনই বুঝতে পারে, যখন তাদের সেই বয়স পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এখন তাদের ইচ্ছা যে, জীবনের একটি সময়ই (অর্থাৎ কোন মূহুর্ত) যেনো অর্জিত হয়ে যায়। আর (হে জীবিত ইসলামী ভাইয়েরা!) তোমরা এই সময় (অর্থাৎ মূহুর্ত) পাচ্ছো এবং হতে পারে তোমরা এরূপ আরো সময় (অর্থাৎ কোন মূহুর্ত) পাবে, যদি তোমরা তা নষ্ট করার

www.dawateislami.net

মানসিকতা তৈরি করে নাও তবে সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখো, কেননা তুমি অগ্রগামী হয়ে নিজে সময়গুলো (এবং জীবনের অমূল্য রত্নগুলো) থেকে নিজের পাওনা অর্জন করোনি। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৪০)

কর জাওয়ানী মে ইবাদত, কাহিলি আচ্ছি নেহী,
জব বুড়াপা আ'গিয়া ফির, বাত বন পড়তি নেহী।
হে বুড়াপা ভি গনীমত, জব যাওয়ানী হো চুকী,
ইয়া বুড়াপা ভি না হোগা, মউত জিস দম আ'গেয়ী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায পড়ে সেখানেই বসে থাকার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! নামায পড়ে এদিক সেদিক যাওয়ার পরিবর্তে যতক্ষণ সম্ভব সেখানেই বসে থাকা উচিত। **আল্লাহ পাকে**র নিষ্পাপ ফিরিশতারা আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে থাকবে। যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা নামায পড়ে যতক্ষন পর্যন্ত সেই জায়গায় বসে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, এই পর্যন্ত যে, অযু ভঙ্গ হয়ে গেলে বা উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। অবস্থানকারীর জন্য ফিরিশতার দোয়াটি হলো: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ. اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (অর্থাৎ: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তার প্রতি দয়া করো) (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৫/৪৬৯, হাদীস: ৬৪৩২)

আল্লাহ পাককে স্মরণ করো হে প্রিয়, সেই সময় ঘনিয়ে আসছে

আহ! আমাদের অলসতার কি করবো! আহ! যদি নিষ্পাপ ফিরিশতাদের দোয়া অর্জন করার জন্য আমরা নামায পড়ে সেখানেই বসে কিছুক্ষন ওযীফা পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম। দোয়ায়ে সানী অর্থাৎ ইমাম সাহেব তার সুন্নাত নফল ইত্যাদি আদায় করার পর যে দোয়া করে তাতে তো প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। যদি নামাযের পর “ফয়যানে সুন্নাতের দরস” হয়, ফজরের পর তাফসীরের

www.dawateislami.net

হালকা হয়, সুন্নাতে ভরা বয়ান হয় তাতে বসা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কুড়িয়ে নেয়া উচিত।

আন্ধেরা ঘর, একেলী জান, দম ঘুটতা, দিল উকতা তা,
খোদা কো ইয়াদ কর, পেয়ারে! ওহ সাআথ, আনে ওয়ালী হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জমীনের ঐ অংশের গর্ব করা

হযরত সায়্যিদুন আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “কোন সকাল ও সন্ধ্যা এমন নেই যে, জমীনের এক অংশ অপর অংশকে বলে না যে, আজ কি তোমার উপর কোন নেক বান্দা গমন করেছে, যে তোমার উপর নামায পড়েছে বা **আল্লাহ**র যিকির করেছে? যদি সে “হ্যাঁ” বলে তবে সেই অংশ এই কারণে নিজের উপর গর্ব অনুভব করে।” (মু’জাম আওসাত, ১/১৭১, হাদীস: ৫৬২)

জামাআতের পর পিছনে গমনকারীদের জন্য দুটি নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে স্থান পরিবর্তন করে করে নামায পড়া উচিৎ, যেখানে যেখানে নামায পড়বে, যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সেই সকল স্থান কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে। জামাআত শেষ হওয়ার পর অনেক ইসলামী ভাইয়েরা পিছনের দিকে এসে নামায পড়ে, এরূপ করার সময় এই দুইটি ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে: (১) কাতার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখে পরবর্তীতে আগমন কারীরা জেনে যাবে যে, জামাআত শেষ হয়ে গেছে (২) ফরয রাকাতের জন্য জমীনে একটি অংশকে সাক্ষী বানিয়েছি আর এখন সুন্নাতের জন্য আরেকটি অংশকে সাক্ষী বানাবো। কিন্তু এই সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা উচিৎ, কোন নামাযী বা বসা ব্যক্তির গায়ে যেনো কনুই বা পা ইত্যাদি না লাগে আর নামাযীর সামনে দিয়েও যেনো যেতে না হয়, কেননা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ, তাছাড়া যে প্রথম

www.dawateislami.net

থেকেই নামায পড়ছে তার দিকে চেহারা করাও নাজায়িয ও গুনাহ, অনুরূপভাবে কারো চেহারার দিকে ফিরে নামায শুরু করাও গুনাহ।

জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত কান্না করে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا বলেন: জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য কান্না করে।

(আয যুহদু লাওয়াকি, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৩। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

জায়গা কার জন্য কান্না করে?

মুসলমান যেই জায়গায় নামায পড়ে, **আল্লাহ**র যিকির করে, সেই জায়গা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। হযরত সায়্যিদুনা আতা খোরাসানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: "বান্দা জমিনের যেই অংশে সিজদা করে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে এবং যে দিন সে মৃত্যুবরণ করে জমিনের সেই অংশ তার জন্য কান্না করে।" **(আয যুহদু লি ইবনুল মুবারাক, ১১৫ পৃষ্ঠা। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)**

আসমান ও জমিন কেন কান্না করে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: যখন মুসলমান ইন্তিকাল করে তখন জমিনের বিভিন্ন অংশ এভাবে ঘোষণা করতে থাকে: হে **আল্লাহ!** ঈমানদার বান্দা মৃত্যুবরণ করেছে! অতএব আসমান ও জমিন তার জন্য কান্না করতে থাকে। **আল্লাহ পাক** উভয়ের প্রতি ইরশাদ করেন: তোমরা আমার বান্দার জন্য কেন কান্না করছো? তারা আরয করবে: হে আমাদের **প্রতিপালক!** সেই বান্দা আমাদের যে অংশ দিয়েই গমন করেছে, তোমার যিকির করতে করতে গমন করেছে।

(আয যুহদু লি ইবনুল মুবারাক, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬১। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নামাযের জায়গা কান্না করে

আমীরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: যখন মুসলমানের ইন্তিকাল হয়, তখন জমিনে তার নামাযের স্থান এবং আসমানে তার আমল উঠানোর দরজা তার জন্য কান্না করে। অতঃপর তিনি এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেন:

فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ

(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমীন কান্না করেনি।

(কিতাবু যিকরিল মউত মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৮৭, হাদীস: ২৮৭। শরহুস সুদুর (উর্দু), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আসমানের দরজা কান্না করে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের** এই বাণী:

فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ

(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমীন কান্না করেনি।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, জমিন ও আসমানও কি কারো জন্য কান্না করে? তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ, কেননা সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জন্য আসমানে দরজা নেই, এই দরজা দিয়েই তার রিযিক অবতীর্ণ হয় আর এই দরজা দিয়েই তার আমল উর্ধ্বে গমন করে, অতএব যখন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তখন আসমানের সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, যেই দরজা দিয়ে তার আমল উর্ধ্বে উঠতো এবং রিযিক অবতীর্ণ হতো। সুতরাং সেই দরজা তার জন্য কান্না করে এবং তার অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের জন্য জমিনের সেই অংশটি কান্না করে, যেখানে সেই ঈমানদার নামায পড়তো এবং **আল্লাহর** যিকির করতো। আর যেহেতু ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কোন ভালো নিদর্শন ছিলো না এবং তাদের পক্ষ থেকে **আল্লাহর** দরবারে কোন নেক আমল পৌঁছতো না, সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন কান্না করেনি। (তাফসীরে তাবারী, ১১/২৩৭, হাদীস: ৩১১২২। শরহুস সূদুর (উর্দু), ১৯৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

মুঝ কো বকীয়ে পাক মে দু গজ জমীন দো,
হাসানাইন কে তোফাইল, মদীনে কে তাজওয়ার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযী মহিলা ও মাছ (ঘটনা)

বনী ইসরাঈলে একজন নেককার নামাযী মহিলা ছিলো, দূর্ভাগ্যক্রমে তার স্বামী অমুসলিম ছিলো, সে তার স্ত্রীকে নামাযে বাধা দিতো কিন্তু প্রহার করা সত্ত্বেও সেই মহিলা নামায ছাড়েনি। স্বামী অতিষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্র করে কিছু জিনিস তার স্ত্রীকে দিয়ে বললো যে, এগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে দাও, যখন চাইবো তখন দিও। সুযোগ পেয়ে স্বামী লুকিয়ে ঐ জিনিস নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো। **আল্লাহ পাকের** কুদরতে সেই জিনিসটি একটি মাছ খেয়ে ফেললো। সেই মাছটি একজন জেলের জালে আটকা পড়লো এবং বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে আসলো, **আল্লাহ পাকের** শান দেখুন যে, সেই মাছটিই তার স্বামী কিনে নিলো এবং রান্না করার জন্য ঘরে নিয়ে আসলো। সেই নেককার মহিলা রান্না করার জন্য মাছের পেট কাটল আর সেই জিনিসটি পেট থেকে বের হয়ে আসলো! সে সম্পূর্ণ ঘটনা বুঝতে পারলো। সেই মহিলা সেই জিনিসটি ঐ জায়গায় রেখে দিলো। স্বামী তার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী স্ত্রীর নিকট জিনিসটি চাইলো, যাতে জিনিসটা না পাওয়া অবস্থায় তার উপর অপবাদ দিয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করতে পারে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** দয়ায় স্ত্রী জিনিসটি বের করে স্বামীকে দিলো, এতে সে খুবই আশ্চর্য হলো কিন্তু সে মনে করলো এতে স্ত্রীর কোন চালাকি রয়েছে। সে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা না নিয়ে বরং স্ত্রী যখন রুটি বানানোর জন্য তন্দুর জ্বালালো তখন সেই অত্যাচারী জ্বলন্ত তন্দুরে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো, যাতে জ্বলে পুড়ে মারা যায়। তন্দুরে পড়তেই সেই নেককার নামাযী মহিলা **আল্লাহ পাকের** দরবারে প্রার্থনা করলো। **আল্লাহ পাক** তার দোয়া কবুল করলেন, তন্দুরের আগুন সাথেসাথেই শীতল হয়ে গেলো এবং নামাযী মহিলা (নামাযের বরকতে) বেঁচে গেলো। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৫৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইজ্জত কে সাথ নূরি লেবাস আচ্ছি যেওরাত,
সব কুছ তোমহে পেহনায়ে গী এ্যয় বিবিয়ো! নামায।

মাদানী চ্যানেল আমাকে অযু করা শিখিয়ে দিয়েছে!

শয়তানের ষড়যন্ত্র বিফল করতে, গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা পেতে, নেকীর পথ অবলম্বন করতে এবং দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক যিম্মাদার ভাইয়ের এক আত্মীয় নিজের অভিমত কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: আপনারা খুবই ভাল কাজ করেছেন যে, মাদানী চ্যানেল চালু করে, ঘরে বসে মুসলমানদের ইসলামের বিধান শিখাতে শুরু করেছেন, সত্য বলছি, আপনাদের মাদানী চ্যানেলে যখন আমি "অযুর প্যাকটিক্যাল পদ্ধতি" দেখলাম, তখন আমার মাথা লজ্জায় অবনত হয়ে গেলো, কেননা বয়স্ক মুসলমান হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত আমি সঠিক পদ্ধতিতে অযু করতে জানতাম না, আমি মন থেকে স্বীকার করছি যে, মাদানী চ্যানেল আমাকে অযু করা শিখিয়েছে!

মাদানী চ্যানেল মে নবী কি সুন্নাতোঁ কি ধুম হে,
অউর শয়তানে লায়িন রনজোর হে মাগমোম হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক ব্যক্তির যখন গুনাহ হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: এক ব্যক্তির একটি ছোট গুনাহ হয়ে গেলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, এরই প্রেক্ষিতে (১২তম পারা সূরা হুদ এর ১১৪ নং) আয়াত অবতীর্ণ হলো:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয়, এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।

সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি শুধু আমারই জন্য? ইরশাদ করলেন: “আমার সব উম্মতের জন্য।”

(বুখারী, ১/১৯২, হাদীস: ৫২৬) (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৩৫)

আয়াতের তাফসীর: এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: দিনের দু'প্রান্ত দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেকার সময় সকাল এবং পরবর্তী সময় সন্ধ্যায় অন্তর্ভূক্ত। সকালের নামায হচ্ছে ফজর আর সন্ধ্যার নামায হচ্ছে যোহর ও আসর এবং রাতের কিছু অংশের নামায হলো মাগরিব ও ইশা। (খাযায়িনুল ইরফান, ৪৩৮ পৃষ্ঠা) (তাফসীরে নাসফী, ৫১৬ পৃষ্ঠা)

“তাফসীরে সীরাতুল জিনান” ৪র্থ খন্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: (আয়াতে করীমায় বর্ণনাকৃত) সৎকর্মসমূহ দ্বারা ঐ পাঞ্জেগানা (অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত) নামাযকে বুঝানো হয়েছে, যা আয়াতে উল্লেখ (বর্ণনা) হয়েছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সবধরনের নেককাজ কিংবা এর দ্বারা “سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ” পাঠ করাই উদ্দেশ্য। (তাফসীরে মাদারিক, ৫১৬ পৃষ্ঠা)

ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ কতিপয় নেকী

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো, নেকী ছোট গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, সেই নেকী নামায হোক কিংবা সদকা (ও খয়রাত) অথবা যিকির ও ইসতিগফার বা অন্য কিছু। (তাফসীরে খাযিন, ২/৩৭৫) হাদীসে পাকে এমন অসংখ্য আমলের বর্ণনা রয়েছে,

www.dawateislami.net

যা সগিরা গুনাহের কাফফারা (অর্থাৎ মিটানোর মাধ্যম) হয়ে থাকে। এখানে তা থেকে কয়েকটি বর্ণনা করা হলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত আর এক রমযান থেকে আরেক রমযান এসব ঐ সকল গুনাহ সমূহের কাফফারা স্বরূপ, যা এই মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছে, যদি মানুষ কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫২) (২) যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো এবং এর সীমারেখা চিনলো আর যে বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত তা থেকে বিরত থাকলো, তবে যা পূর্বে করেছে তার কাফফারা হয়ে গেলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১০, হাদীস: ৩৬২৩) (৩) এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা পর্যন্ত ঐসকল গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যা মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে এবং মাবরুর হজ্জের (কবুলকৃত হজ্জের) সাওয়াব হলো জান্নাত। (বুখারী, ১/৫৮৬, হাদীস: ১৭৭৩) (৪) যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করলো, তবে এই অন্বেষণ তার পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হবে। (তিরমিযী, ৪/২৯৫, হাদীস: ২৬৫৭)

"কাফফারা" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ৪টি হাদীসে মুবারাকায় **"কাফফারা"** শব্দটি এসেছে, এতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ছোট গুনাহের ক্ষমা অর্জিত হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে নামায খুবই মহত্বপূর্ণ ইবাদত, এর বরকত থেকে শুধুমাত্র দূর্ভাগারাই বঞ্চিত থাকতে পারে। নামায যেমনিভাবে অসংখ্য সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম, তেমনি তা আদায় করাতে সগিরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহের ক্ষমা হয়ে যায়।

হযরত ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অযু করে বললেন:

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হারিস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদিন উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও বসে ছিলাম,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এমন সময় মুয়াজ্জিন সাহেব এসে গেলো, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পানি আনিয়ে অযু করলেন, অতঃপর বললেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে অযু করতে দেখেছি এবং আমি **তাঁকে** এরূপ ইরশাদ করতেও শুনেছি: যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে অতঃপর যোহরের নামায পড়বে, তবে **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন অর্থাৎ ঐসকল গুনাহ, যা ফজরের নামায ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত হয়েছে। অতঃপর যখন আসরের নামায পড়ে, তখন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন, এরপর যখন মাগরিবের নামায পড়ে তখন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইশার নামায পড়ে তখন ইশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যদিও সে সারা রাত ঘুমিয়ে অতিবাহিত করে অতঃপর যখন উঠে অযু করে এবং ফজরের নামায পড়ে, তখন ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং এটাই সেই নেকী যা গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়। (আল আহাদীসুল মুখতারা, ১/৪৫০, হাদীস: ৩২৪)

নামাযের দ্বারা গুনাহ ধুয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি তোমাদের মধ্যে কারো আঙ্গিনায় নদী থাকে, সে এতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা আরয করলো: জ্বি না। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এভাবে ধুয়ে দেয়, যেভাবে পানি ময়লা ধুয়ে দেয়।” (ইবনে মাজাহ, ২/১৬৫, হাদীস: ১৩৯৭)

ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام ও ময়লা যুক্ত পাখি (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام একবার সমুদ্রের তীরে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام একটি পাখি দেখলেন, যে সমুদ্রের কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলো আর এই কারণে তার শরীর ময়লা যুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর সে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে লাগলো, যার কারণে সে পূনঃরায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলো, এই কাজটি সে পাঁচবার করলো। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এই কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে আশ্চর্য হতে দেখে বললো: এখানে যা আপনাকে দেখানো হয়েছে, তা হযরত **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের নামাযীর উদাহরণ আর এই কাদা তাদের গুনাহের উদাহরণ এবং সমুদ্রে গোসল করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪৫) অর্থাৎ যেভাবে এই পাখিটি কাদায় লুটোপুটি খেলো এবং গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলো, এভাবেই হযরত **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের গুনাহগাররা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কারণে নিজের গুনাহ হতে পুতঃপবিত্র হয়ে যাবে।

হে আশিকানে নামায! আমাদের কিরূপ সৌভাগ্য যে, **দয়ালূ আল্লাহ পাক** আমাদের উপর নামায ফরয করেছেন আর অসংখ্য সাওয়াব প্রদানের পাশাপাশি এই দয়াও করেছেন যে, সেই নামাযের বরকতে আমাদের গুনাহও ক্ষমা করে দেন। **আল্লাহ পাকের** দয়ার এই ভান্ডার হতে যে সংগ্রহ করে না সে কিরূপ বঞ্চিত ও হতভাগা। এটা মনে রাখবেন, নামায দ্বারা যেখানে যেখানে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার আলোচনা রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহ, কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ তাওবা দ্বারা ক্ষমা হয়ে থাকে।

পড় কর নামায সাথ লো সামানে আখিরাত, মাহশর মে কাম আয়ে গী এ্যয় ভাইয়্যু! নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায় যেভাবে ....

নামাযীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, সে যখন নামায পড়ে তখন তার গুনাহ দ্রুততার সহিত ঝরে পড়তে শুরু করে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শীতের মৌসুমে বাইরে তাশরীফ নিয়ে

www.dawateislami.net

আসলেন এবং গাছের পাতা ঝরে পড়ছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের দুইটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, এতে পাতা ঝরে পড়তে লাগলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু যর! আমি আরয করলাম: লাব্বাইক! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অর্থাৎ আমি উপস্থিত হে **আল্লাহর রাসূল**! ইরশাদ করলেন: “যখন কোন মুসলমান **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ে তখন তার গুনাহ এভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে থাকে।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/১৩৩, নম্বর ২১৬১২)

অন্যের গাছের পাতা ঝরানোর মাসয়ালা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের এই অংশ (শীতের মৌসুমে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: মদীনায়ে মুনাওয়ারার বাইরে কোন জঙ্গলে আর তা শীতকাল ছিলো তাইতো ডাল নাড়া দেয়াতে পাতা ঝরে যাচ্ছিল এবং এমনিতেই তো পাতা ঝরতে থাকে। হাদীস শরীফের এই অংশ (গাছের দু’টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: সম্ভবত এই গাছটি কোন জঙ্গলের, যার ফুল ফল পাতা সবই পথিকরা ছিড়তে পারতো, আর হতে পারে যে, গাছটি **তাঁরই** নিজের ছিলো বা এমন কোন ব্যক্তির ছিলো যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই কাজে সন্তুষ্ট ছিলো। অন্যথায় অপরের গাছের পাতা ইত্যাদি ঝরানো নিষেধ। হাদীসে মুবারকের এই অংশ (গুনাহ এমনভাবে ঝরে, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ একাগ্রতার সহকারে আদায়কৃত নামায শীতকালের সেই তীব্র বাতাসের ন্যায় যা পাতা ঝরিয়ে দেয়, (তিনি আরো বলেন) এখানে (পতিত হওয়া অর্থাৎ ক্ষমা হওয়া) গুনাহ দ্বারা সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহ উদ্দেশ্য। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৬৭)

www.dawateislami.net

নামায হতে অবসর হতেই গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন মুসলমান নামায পড়ে তখন তার গুনাহ তার মাথায় রাখা হয়, যখন সে সিজদায় যায় তখন সকল গুনাহ পড়ে যায়, নামাযী যখন নামায শেষ করে তখন গুনাহ থেকে পূতঃপবিত্র হয়ে যায়।” (মু'জামুল কবীর, ৬/২৫০, হাদীস: ৬১২৫)

দুই রাকাত পড়াতে সকল সগীরা গুনাহের ক্ষমা

হযরত যায়িদ বিন খালিদ জুহান্নী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়ে আর তাতে কোন ভূল না করে তবে পূর্বে যা (সগীরা) গুনাহ হয়েছে **আল্লাহ পাক** তা ক্ষমা করে দিবেন।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/১৬২, হাদীস: ২১৭৪৯)

যা গুনাহ করেছিলো তা নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি যেভাবে অযু করার হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে অযু করলো এবং যেভাবে নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে নামায পড়লো, তবে যা পূর্বে করেছিলো, তা ক্ষমা হয়ে গেলো। (ইবনে মাজাহ, ২/১৬৪, হাদীস: ১৩৯৬)

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখন আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী হলেন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ সাহাবী, মেজবানে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ। আপন প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার সাহাবাদেরকে মন্দ বলো না, কেননা যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়

www.dawateislami.net

সমপরিমাণ স্বর্ণও দান করে তবুও আমার সাহাবাদের মধ্য হতে কোন একজনের মুদ (অর্থাৎ পরিমাপের একক বিশেষ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না এবং মুদের অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না।" (বুখারী, ২/৫২২, হাদীস: ৩৬৭৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমার সাহাবা প্রায় সোয়া সের যব দান করে আর তাঁরা ব্যতীত কোন মুসলমান হোক সে গাউছ, কুতুব বা সাধারণ মুসলমান পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবে তার স্বর্ণ **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য এবং গ্রহণ যোগ্যতায় সাহাবীর সোয়া সের যবের সমান হতে পারে না, একই অবস্থা রোযা, নামায এবং সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেও, যেখানে মসজিদে নববীর নামায অন্যান্য জায়গার নামাযের চেয়ে ৫০ হাজার গুণ বেশী সাওয়াব, তো যাঁরা **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ও দীদার করেছে, তাঁদের ব্যাপারে কী বলার আছে এবং তাঁদের ইবাদতের ব্যাপারে কী বলার আছে! এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আলোচনা সর্বদা উত্তমভাবে করা উচিৎ, কোন সাহাবীকে নগন্য শব্দাবলীর দ্বারা স্মরণ করোনা, তাঁরা ঐ ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের জন্য নির্বাচিত করেছেন, দয়ালু পিতা আপন সন্তানকে অসৎ সংস্পর্শে থাকতে দেয় না, তবে **দয়ালু আল্লাহপাক আপন নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসৎ ব্যক্তির সহচর্যে থাকাকে কিভাবে পছন্দ করবেন! (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৩৫) সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা শুধু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য এবং অহীর যুগ পাওয়ার কারণেই ছিলো, যদি আমাদের মধ্যে কেউ ১০০০ বছর বয়স পায় এবং সারা জীবন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করে এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে বরং আপন যুগের সবচেয়ে বড় আবেদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী) হয়ে যায় তবুও তার ইবাদত **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্যের একটি মূহুর্তেরও সমান হতে পারে না। (আল মাফাতিহ ফি শরহিল মাসাবিহ, ৬/২৮৬ হাদীস ৪৬৯৯)

www.dawateislami.net

নাম ও কুনিয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা মুনাওয়ারায় **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেজবানী (Hospitality) বা মেহমানদারী করার সৌভাগ্য অর্জনকারী সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُই ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিলো খালিদ বিন যায়িদ আর উপনাম ছিলো আবু আইয়ূব। হিজরতের পূর্বে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাতে বাইআত গ্রহণকারী প্রায় ৭০ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৩৬৮-৩৬৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রতিটি ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতুলনীয় সম্মান ও আদব এবং ভক্তি ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করতেন, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য তিনি সর্বপ্রথম উপরের তলা পেশ করেছিলেন কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সাক্ষাতকারীদের সহজতার জন্য) নিচ তলা পছন্দ করেন। একবার উপরের তলায় পানির কলসি ভেঙ্গে গেলো, তখন তিনি দ্রুত কম্বল দিয়ে সমস্ত পানি শুকিয়ে নিলেন, ঘরে একটি কম্বলই ছিলো, যা পানিতে ভিজে গিয়েছিলো কিন্তু তিনি এটা মানতে পারলেন না যে, পানি প্রবাহিত হয়ে গিয়ে নিচ তলায় চলে যাক আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু কষ্ট হোক।

(সিরাতে ইবনে হিশাম, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

যেন বেয়াদবী হয়ে না যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নিকট (মেহমান হয়ে) নিচ তলায় অবস্থান করেন আর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ উপরের তলায় ছিলেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মনে এক রাতে এই খেয়াল আসলো যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের উপর (ছাদে) চলাচল করছি,

www.dawateislami.net

এটা মনে আসতেই তিনি এক পাশে সরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলেন। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিচ তলায় অনেক সুবিধা রয়েছে।" হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: আমি এই ছাদের উপর থাকতে পারবো না, যার নিচে আপনি অবস্থান করছেন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপরের তলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিচের তলায় চলে এলেন। (মুসলিম, ৮৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৫৮)

পাত্র থেকে বরকত লাভ করতেন

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ খাবার পাঠাতেন, যখন পাত্র ফেরত আসতো তখন জিজ্ঞাসা করতেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঙ্গুল মুবারক কোন জায়গায় লেগেছে? বরকত লাভের জন্য পবিত্র আঙ্গুল লাগার স্থান থেকে খাবারের লোকমা উঠাতেন এবং খেতেন। (মুসনাদে আহমদ, ৯/৩৫, হাদীস: ২৩৫৭৬)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একবার **মক্কী মাদানী আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ঘরে সারা রাত পাহারা দেন, সকাল হলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ দোয়া লাভ হলো: "হে **আল্লাহ!** তুমি আবু আইয়ূবকে আপন যিম্মায় ও নিরাপত্তায় রাখো, যেভাবে সে আমায় নিরাপত্তা প্রদানে রাত অতিবাহিত করেছে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় দূর করুক

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার সাফা-মারওয়ার সাঈ করছিলেন, এমনসময় দাঁড়ি মুবারকে (কোন পাখির) একটি পালক পড়লো, হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলেন এবং দাঁড়ি মুবারক

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

থেকে সেই পাখির পালকটি নিয়ে নিলেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দোয়া করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার কাছ থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বস্তুকে দূর করে দিক। (মু'জামুল কবীর, ৪/১৭২, হাদীস: ৪০৪৮)

মর্যাদাময় মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন মুবারক জীবনের শেষ সময়ে কঠিন অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন ইসলামের মুজাহিদদের বললেন: আমাকে যুদ্ধের মাঠে নিয়ে চলো এবং আপন সারিতে শয়ন করিয়ে রাখবে, যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে তখন আমার লাশ দুর্গের প্রাচীরের নিকট দাফন করে দিবে। সুতরাং ৫১ হিজরীতে জিহাদের সময় তাঁকে কুস্তুন্তুনিয়ার (বর্তমান ইস্তাম্বুল) দূর্গের প্রাচীরের নিকট দাফন করে দেয়া হলো। প্রথমে সন্দেহ ছিলো যে, হয়তঃ অমুসলিমরা কবর মুবারক খুঁড়ে ফেলবে কিন্তু তাদের মাঝে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো যে, পবিত্র মাযারে হাতও লাগাতে পারেনি এবং নিঃসন্দেহে এটা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দোয়ার প্রভাব ছিলো, তিনি সারা জীবন বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপদ ছিলেন। আর ইন্তিকালের পরও শত শত বছর পর্যন্ত অমুসলিমরা তাঁর কবর মুবারকের নিরাপত্তা ও নজরদারি করে আসছিলো, এমনকি কুস্তুন্তুনিয়ায় (ইস্তাম্বুল) মুসলমানরা বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করে দিলেন। আজও তুর্কীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধীনে তাঁর মাযার মুবারক তেমনই শান ও শওকত সহকারে আগমনকারীদের অন্তরে আনন্দ ও চোখে শীতলতা প্রদান করে যাচ্ছে।

(কারামাতে সাহাবা, ১৮২ পৃষ্ঠা)

মাযার শরীফের বরকত

অনাবৃষ্টির সময় লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো, তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর উসিলায় বৃষ্টি বর্ষণ করে দিতেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৩৭০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আবু আইয়ুব কা সদকা, ইলাহী! মাগফিরাত ফরমা,
হামে দোনো জাহানো কী এনায়ত আফিয়ত ফরমা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একনিষ্ঠতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি একাকিত্বে দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়লো যে, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ফিরিশতা ব্যতীত কেউ দেখলো না, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (কানযুল উম্মাল, ৪/১২৫, ১৯০১৫)

নেকী গোপন রাখার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী:

হে আশিকানে নামায! বান্দার উচিত, যেভাবে হোক আপন নেকী গোপন রাখা। নিজের নফল রোযা, নামায, হজ্জ, ওমরা, সদকা ও দান-অনুদান, দ্বীনি খেদমত ইত্যাদি বিনাকারণে প্রচার না করা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী: (১) মানুষের এমন জায়গায় নফল নামায পড়া, যেখানে লোকজন তাকে না দেখে, তবে তা মানুষের সামনে আদায়কৃত ২৫ (রাকাত) নামাযের সমান। (কানযুল উম্মাল, ৩/১২) (২) গোপন (অর্থাৎ লুকিয়ে প্রদানকৃত) সদকা **আল্লাহ পাকের** গযবকে প্রশমিত করে। (মু'জামুল কবীর, ১৯/৪২১, হাদীস: ১০১৮) (৩) গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে ৭০ গুণ উত্তম। (আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ৩/১২৯, হাদীস: ৪৩৪৮) (৪) গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ২/৩৪৭, হাদীস: ৩৫৭২) (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/১৭২)

বানা দে মুঝ কো ইলাহী খুলুস কা পে'কর,
করীব আয়ে না মেরে কভী রিয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্জ সম্পন্নকারী মুহরিমদের ন্যায় সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে পবিত্রতা অর্জন (অর্থাৎ অযু বা গোসল) করে নিজের ঘর হতে ফরয নামাযের জন্য বের হলো, তবে তার প্রতিদান এমন, যেমন হজ্জ সম্পন্নকারী মুহরিমের (অর্থাৎ ইহরাম পরিধানকারী) এবং যে চাশত এর জন্য বের হয় তার প্রতিদান ওমরা পালনকারীর ন্যায় আর এক নামায থেকে অপর নামায পর্যন্ত, উভয়ের মধ্যখানে কোন অহেতুক কিছু যেনো না হয়, তবে ইল্লিয়িনে লেখা হয়ে যায় (অর্থাৎ কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়)।

(আবু দাউদ, ১/২৩১, হাদীস: ৫৫৮) (বাহারে শরীয়াত ১/৪৩৮)

মাওলার দরজায় করাঘাত করা

সাহাবী ইবনে সাহাবী সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ নামাযের সময় যেনো বাদশাহর দরজায় করাঘাত করে (অর্থাৎ Knock করে) থাকে আর যে ব্যক্তি সর্বদা কোন বাদশাহর দরজায় করাঘাত করতে থাকে তবে তা কখনো না কখনো খুলেই যাবে। (আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ১/২০১, হাদীস: ৭৬০)

আমি গোসল সম্পর্কে জানতামও না

হে আশিকানে নামায! মন লাগুক বা না লাগুক অধিকহারে নামায পড়তে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله এক দিন না এক দিন আমাদের নামাযে বিনয় ও একাগ্রতার নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আসুন একটি **“মাদানী বাহার”** শ্রবণ করি: ফুলনগর (পাতুকী,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পাঞ্জাব) এর এক যুবক ইসলামী ভাই **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নামায বর্জন করা, পিতামাতার নাফরমানী করা এবং নাটক সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিলো, স্বয়ং তারই কথা হলো: “আমি গোসল সম্পর্কে জানতামই না, অথচ আমার বয়স ১৬ বছর হয়ে গিয়েছিলো।” তার উপর **আল্লাহ পাকে**র দয়া এভাবে হলো: তার মহল্লার ইসলামী ভাই তাকে রমযান শরীফের শেষ দশদিনের ইতিকাফ আশিকানে রাসূলের সহচর্যে করার উৎসাহ দিলো, মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা আনওয়ার টাউন ফুলনগরে ইতিকাফ করার জন্য পৌঁছে গেলো, তখন সেখানকার পরিবেশ তার ভাল লাগলো এবং সে সেখানে গোসলের পদ্ধতি এবং শরয়ী মাসয়ালাও শিখলো এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে করতে তার হালকা পর্যায়ের কাফেলার যিম্মাদার হওয়ারও সৌভাগ্য নসীব হয়।

ভাই গর চাহতে হো “নামাযেঁ পড়ো”, মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
নেকীয়োঁ মে তামান্না হে “আগে বাড়ো”, মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্তর হাজার ফিরিশতা পিছনে নামায আদায় করে

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মা’দান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শুনেছি যে, **আল্লাহ পাক** তিন ব্যক্তির ব্যাপারে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন: (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে সমতল ময়দানে আযান ও ইকামত বলে একাই নামায পড়ে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দাকে দেখো! যে একাকী নামায পড়ছে, আমি ছাড়া তাকে কেউ দেখছে না, যাও! সত্তর হাজার ফিরিশতা তার পিছনে নামায আদায় করো। (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে রাতে উঠে একাকী নামায পড়ে, সিজদায় যায় এবং ঐ অবস্থায় ঘুম চলে আসে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দাকে দেখো! তার রূহ আমার নিকট এবং শরীর আমার দরবারে সিজদা অবস্থায় রয়েছে।

www.dawateislami.net

(৩) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে প্রবল যুদ্ধে অটল ছিলো, এমনকি শহীদ হয়ে গেলো।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, ২৯০ পৃষ্ঠা)

আযান দিয়ে একাকী নামায আদায়কারী রাখাল

হে আশিকানে নামায! এই হাদীসে পাক দ্বারা কেউ এটা মনে করবেন না যে, একাকী নামায পড়া জামাআত সহকারে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, কখনোই এমন নয়। এই ফযীলত তো এমন জঙ্গল, মরুভূমি এবং পাহাড় ইত্যাদির জন্য, যেখানে বান্দা একা থাকে এবং এমন কোন মসজিদও নেই যেখানে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করবে। এর সমর্থনে **"সুনানে আবু দাউদ"** এর একটি হাদীসে পাক উপস্থাপন করছি, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের **প্রতিপালক** ঐ ছাগল পালের রাখালের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে, সেখানে নামাযের আযান দেয় এবং নামায পড়ে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার এই বান্দাকে দেখো! আযান দিচ্ছে আর নামায কায়েম করছে এবং আমাকে ভয় করছে, নিশ্চয় আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" (আবু দাউদ, ২/৭, হাদীস: ১২০৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **"মিরাত"** ১ম খন্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: জানা গেলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বাবস্থায় আযান দেয়া যদিও জঙ্গলে একা নামায পড়ে। **"মিরকাত (প্রণেতা)"** বলেন: আযানের বরকতে জ্বিন ও ফিরিশতারাও তার সাথে নামায পড়ে এবং সে জামাআতের সাওয়াব পায়। তাকবীরের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, তাকবীর বলা, কেননা আযান ও তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের অবগিতকরণ ছাড়াও আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। হাদীসে পাকের এই অংশ **(আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: (হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন:)

www.dawateislami.net

(উদ্দেশ্য হচ্ছে) ফিরিশতা দ্বারা নবীগণ ও আউলিয়াগণের রূহকে[১] বরং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন) আর এই অংশ (আমার এই বান্দাকে দেখো!) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: জানা গেলো, ফিরিশতা এবং নবীগণ ও আউলিয়াগণের রূহে এই শক্তি রয়েছে যে, এক জায়গায় অবস্থান করে সমস্ত জগতকে দেখে নেন, কেননা **আল্লাহ পাক** তাদেরকেই ইরশাদ করেন: “এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত বান্দাকে দেখো!”

সাত আসমানের ফিরিশতাদের সমসংখ্যক নেকী

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন কিতাব “**মাসায়িলে নামায**” এ লিখেন: নামায হলো সাত আসমানের ফিরিশতাদের ইবাদত, প্রথম আসমানে (১) ফিরিশতা কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) অবস্থায় আছে, দ্বিতীয় আসমানে (২) রুকু অবস্থায়, তৃতীয় আসমানে (৩) সিজদা অবস্থায়, চতুর্থ আসমানে (৪) কা'দা অর্থাৎ বসা অবস্থায়, পঞ্চম আসমানে (৫) তাসবীহ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করা অবস্থায়, ষষ্ঠ আসমানে (৬) তাহলীল (অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর ওযীফা) পাঠ করা অবস্থায়, সপ্তম আসমানে (৭) তামজীদ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র মহত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা) করা অবস্থায়। যখন মু'মিন বান্দা দুই রাকাত নামায উল্লেখিত পদ্ধতির (অর্থাৎ বর্ণনাকৃত কর্ম এবং পাঠ করার বিষয়গুলোর) আলোকে আদায় করে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: “তার আমল নামায় সাত আসমানের ফিরিশতাদের সমসংখ্যক নেকী লিখে দাও।” ইমাম নাজমুদ্দীন ওমর নাসাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “**খাসায়িল**” এ উল্লেখ করেন: জমিনের স্তর সমূহকেও এর দ্বারা অনুমান করা উচিৎ, গাছ এবং মিনার ও পাহাড় দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে আর চতুষ্পদ প্রাণী রুকু অবস্থায় এবং মাটির ভেতর থেকে আগমনকারী (যেমন; কীট পতঙ্গ) সিজদা অবস্থায় আর দেয়াল ও শুকনো ঘাস এবং বালি ইত্যাদি বসা অবস্থায় রয়েছে, কোরআনে করীমের আয়াত দ্বারা তাই প্রমাণ করে:

১. মিরকাত, ২/৩৬০, হাদীস ৬৬৫।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না; হ্যাঁ, তোমরা তাদের তাস্বীহ অনুধাবন করতে পারো না।

(মাসায়িলে নামায, ২৬ পৃষ্ঠা)

পড়তে রহো নামায খোদা হি কে ওয়াসতে! কেয়সী ফযিলাতে হে নামাযী কে ওয়াসতে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী আদব সহকারে নামায আদায় করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সব ইতর ও ফুল হোঙ্গে নিচাওয়ার পচিনে পর, খুঁশবো মে জব বাসায়েঙ্গী এ্যয় ভাইয়ুঁ! নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কন্যা সন্তানের সাতটি হক

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ✳ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করাতে বিষন্ন না হওয়া বরং আল্লাহর নেয়ামত মনে করা ✳ কন্যাদের অধিকহারে মনতুষ্টি ও যত্ন করা, কেননা তাদের অন্তর খুবই ছোট হয়ে থাকে ✳ দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ও ছেলে সন্তানের মাঝে সমান রাখা ✳ যে জিনিসই দিবে প্রথমে তাদের (অর্থাৎ কন্যা সন্তানকে) দিয়ে (অতঃপর) ছেলেদেরকে দেয়া ✳ নয় বছর বয়স থেকে নিজেদের সাথে ঘুমাতে না দেয়া, তার আপন ভাইয়ের সাথেও ঘুমাতে না দেয়া, বিয়ে শাদীতে যেখানে নাচ গান হয় সেখানে কখনোই যেতে না দেয়া ✳ কোন ফাসিক ও গুনাহগার বিশেষ করে বদ মাযহাবীর সাথে বিয়ে না দেয়া। (মাশআলাতুল আরশাদ হতে সংক্ষেপিত, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত

হে দয়ালু আল্লাহ! যে ব্যক্তি “পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত” পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে উভয় জগতের কল্যাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি গতরাতে আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি, আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম: সে পুলসিরাতের উপর কখনো হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে আর কখনো হাটুর উপর ভর করে চলছিলো, ইতিমধ্যে ঐ দরূদ এলো, যা সে আমাকে প্রেরণ করেছিলো, তা তাকে পুলসিরাতে দাঁড় করিয়ে দিলো, এক পর্যায়ে সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো। (মু'জামুল কবীর, ২৫/২৮২, হাদীস: ৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলতের ধারাবাহিকতা

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আসরের নামায, অতঃপর ফজরের নামায অতঃপর ইশা অতঃপর মাগরিব এরপর যোহর। আর পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার নামাযের জামাআত, অতঃপর ফজরের এরপর ইশার জামাআত। জুমার জামাআত এজন্যই উত্তম যে, এতে এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, যা একে অন্যান্য নামায থেকে শ্রেষ্ঠ করে থাকে আর ফজর ও ইশার জামাআত এজন্যই ফযীলতপূর্ণ, কেননা এতে পরিশ্রম বেশি। (ফয়যুল ক্বদীর, ২/৫৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” **(আল কওলুল বদী)**

নামাযের নিয়মানুবর্তীতা জান্নাতে নিয়ে যাবে

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি আপনার উম্মতের প্রতি দিন-রাতে পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি এই ওয়াদা করেছি, যে ব্যক্তি এই নামায সমূহ সময়মত নিয়মিত আদায় করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করবে না, তবে তার জন্য আমার নিকট কোন ওয়াদা নেই। **(আবু দাউদ, ১/১৮৮, হাদীস ৪৩)**

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের মহান ফযীলত

ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (তাবেয়ী বুর্যুগ) হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে উদ্ধৃত করেন: তিনি বলেন: আমি **“তাওরাতে”** কোন এক জায়গায় পড়েছি (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন): হে মূসা! ফজরের দুই রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মত আদায় করবে, যারা এটা পড়বে ঐ দিন রাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবো এবং সে আমার দায়িত্বে হবে। হে মূসা! যোহরের চার রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তাদেরকে প্রথম রাকাতের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিবো এবং দ্বিতীয় রাকাতের বিনিময়ে তাদের (নেকীর পাল্লা) ভারি করে দিবো আর তৃতীয় রাকাতের জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত করবো, যারা তাসবীহ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র পবিত্রতা বর্ণনা) বর্ণনা করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আর চতুর্থ রাকাতের বিনিময়ে তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দিবো, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা তাদের প্রতি আগ্রহ সহকার তাকাবে।। হে মূসা! আসলের চার রাকাত **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা আদায় করবে, তবে সাত আসমান ও জমিনের কোন ফিরিশতা অবশিষ্ট থাকবেনা, সবাই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ফিরিশতারা যাদের জন্য ক্ষমা চাইবে, তাদেরকে কখনোই আযাব দিবো না। হে মূসা! মাগরিবের তিন রাকাত, তা **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তবে আসমানের সকল দরজা খুলে দিবো, যে প্রয়োজনেই প্রার্থনা করবে পূরণ করেই দিবো।

হে মূসা! সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়[১] অর্থাৎ ইশারের চার রাকাত, **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা পড়বে, তা তাদের জন্য দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সকল কিছুর চেয়ে উত্তম। তা তাদেরকে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের করে দিবে, যেমনটি মায়ের পেট থেকে জন্ম হয়েছিলো। হে মূসা! **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতেরা অযু করবে, যেমনটি আমি হুকুম দিয়েছি। আমি প্রতিটি পানির ফোঁটার বিনিময়ে তাদেরকে এমন একটি জান্নাত দান করবো, যার প্রশস্থতা আসমান এবং জমিনের প্রশস্থতার সমান হবে। হে মূসা! **আহমদ** এবং **তাঁর** উম্মতের প্রতি বছর এক মাস রোযা রাখবে এবং তা হলো রমযান মাস। আমি তার প্রতিটি দিনের রোযার বিনিময়ে জান্নাতে একটি শহর দান করবো এবং এতে নফলের বিনিময়ে ফরযের সাওয়াব দান করবো আর এতে লাইলাতুল ক্বদর দান করবো, যে ব্যক্তি এই মাসে লজ্জিত হয়ে এবং সত্যমনে একবার ইস্তিগফার করবে, যদি সেই রাতে বা সেই মাসে মৃত্যুবরণ করে, তাকে **ত্রিশজন শহীদের** সাওয়াব দান করবো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার পাদটিকা, ৫/৫২-৫৪)

পড়তে রহো নামায কেহ জান্নাত মে জা'ওগে,
হোগা ওহ তুম পে ফযল কেহ দেখে হি জা'ওগে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফজরের নামাযের ফযীলত

ফজরের নামায আদায়কারী আল্লাহ পাকের হেফাযতে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **রাসুলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তায় থাকে।" (মু'জামুল কবির, ১২/২৪, হাদীস ১৩২১) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "তোমরা **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গ করোনা,

---

১. ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মতে, "শফক" হলো ঐ সাদা অংশের নাম, যা মাগরীবের লালচে বর্ণ অস্ত যাওয়ার পর সুবহে সাদিকের ন্যায় প্রসারিত থাকে।

যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে **আল্লাহ পাক** তাকে অধঃমুখে দোযখে নিক্ষেপ করবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৪৫, হাদীস ৫৯০৫)

নিয়মিত ফজরের নামায কে আদায় করতে পারে?

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামায একগ্রচিত্তে পড়ে, সে **আল্লাহ পাকের** হেফাযতে থাকে এবং বিশেষকরে ফজরের নামাযের বিষয়টি উল্লেখ করার হিকমত হলো, এই নামাযে পরিশ্রম বেশি এবং এই নামায নিয়মিত আদায় শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যার ঈমান খাঁটি, এজন্যই সে নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে থাকে।" অপর জায়গায় লিখেন: **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তা ভঙ্গের কঠিন শাস্তির হুমকি এবং ফজরের নামায আদায়কারীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে ভয় করার বর্ণনা রয়েছে। (ফয়যুল কদীর, ৬/২১৩-২১৪)

শয়তানের পতাকা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে গেলো, ঈমানি পতাকা সহকারে গেলো আর যে ব্যক্তি সকালে বাজারে গেলো, সে ইবলিশের (শয়তানের) পতাকার সহকারে গেলো। (ইবনে মাজাহ, ৩/৫৩, হাদীস ২২৩৪)

অনুগ্রহশীল ও শয়তানি দল

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিপিবদ্ধ করেন: অর্থাৎ মানুষের দুইটিই দল রয়েছে: (১) حِزۡبُ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দল) এবং (২) حِزۡبُ الشَّيۡطٰن (অর্থাৎ শয়তানের দল)। তাদের চেনার উপায় হলো, অনুগ্রহশীল দলের দিন শুরু হয় নামায এবং **আল্লাহ পাকের** যিকিরের মাধ্যমে আর শয়তানি দলের দিন শুরু হয় বাজার এবং দুনিয়াবী কাজের মাধ্যমে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! দুনিয়াবী কাজকর্ম নিষেধ নয় কিন্তু সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই না **আল্লাহ**র নাম, না **তাঁর** ইবাদত বরং তাতে (দুনিয়াবী কাজে) লেগে যাওয়া হলো শয়তানি কার্যকলাপ। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৯)

শয়তানের তিনটি গিট লাগানো

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ঘুমায়, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের অংশে তিনটি গিট লাগিয়ে দেয়, প্রতিটা গিটতে এই বিষয়টি অন্তরে গেঁথে দেয় যে, এখনো রাত অনেক বাকী আছে ঘুমিয়ে থাকো। অতএব যদি সে জাগ্রত হয়ে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করে তবে একটি গিট খুলে যায়। যদি অযু করে তবে দ্বিতীয় গিট খুলে যায় আর যদি নামায পড়ে তবে তৃতীয় গিটটিও খুলে যায়। অতঃপর সে খুশি ও উৎফুল্ল মনে সকাল শুরু করে, অন্যথায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং অলসতা সহকারে সকাল করে। (বুখারী, ১/৩৮৭, হাদীস ১১৪২)

সকালে মজার ঘুম আসার কারণ

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: শয়তান মানুষের চুলে বা সুতায় সকাল বেলা অলসতার তিনটি গিট লাগিয়ে দেয়, তাই সকাল বেলা খুবই মজার ঘুম আসে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই তিনটি গিট খোলার জন্য তিনটি আমল শিখিয়ে দিয়েছেন। (যা বর্ণনাকৃত হাদীস পাকে রয়েছে)। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৫৩)

ওয়াক্ত শুরু হতেই ফজরের সুন্নাত পড়ে নেওয়া উত্তম

"মলফুযাতে আলা হযরত" এর ৩৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: (ফজরের) প্রথম ওয়াক্তে সুন্নাত পড়া উত্তম।

www.dawateislami.net

কে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় সকাল করে?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের অংশ (অতঃপর সে খুশি ও উৎফুল্ল মনে সকাল শুরু করে) এর আলোকে বলেন: কেননা সে শয়তানের বন্দীদশা ও অলসতার চাদর থেকে মুক্তি পেয়ে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়েছে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি রাতে উঠে **আল্লাহ পাকের** যিকির করে না, অযু করে নামায পড়ে না, বরং শয়তানের আনুগত্য করে ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি ফজরের ওয়াক্ত চলে যায়, তখন সে চিন্তিত মন ও অনেক ধরনের দূশ্চিন্তা সহকারে এবং নিজের কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় অস্থির ও চিন্তিত হয়ে সকাল করে আর যে কাজই করার ইচ্ছা পোষণ করে তাতে বিফল হয়, কেননা সে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য থেকে দূরে সরে গিয়ে শয়তানের ধোঁকার ফাঁদে ফেঁসে গেছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/২৯০-২৯৬)

ইয়া ইলাহি! ফজর মে উঠনে কা হামকো শওক দেয়,
সব নামাযে হাম জামাআত সে পড়ে ওহ যওক দেয়।

শয়তান কানে প্রস্রাব করে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছে এবং নামাযের জন্য উঠনি। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সেই ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।" (বুখারী, ১/৩৮৮, হাদীস ১১৪৪)

ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত না হওয়া খুবই অমঙ্গলজনক বিষয়

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের এই অংশ (নামাযের জন্য উঠেনি) সম্পর্কে বলেন: (অর্থাৎ) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য বা ফজরের নামাযের জন্য (উঠেনি), প্রথমটি (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য না উঠা) বেশি প্রাধান্যযোগ্য, কেননা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ফজরের নামায

www.dawateislami.net

কখনো কাযা করতেন না এবং সম্ভবত এটা কোন মুনাফিকের ঘটনা, যে ফজরের নামাযের জন্য উঠেনি। বুঝা গেল, ফজরের নামযের জন্য জাগ্রত না হওয়া অনেক বড় অমঙ্গলজনক বিষয়, তাছাড়া অলসতাকারীর প্রতি অভিযোগ সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা জায়িয, গীবত নয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৫৪)

শয়তান নিশ্চয় প্রস্রাব করে

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, শয়তান আহার করে, পান করে এবং বিয়ে করে, তবে যদি প্রস্রাবও করে, এতে বিপত্তি কিসের! (ওমদাতুল ক্বারী, ৫/৪৮৩)

শয়তান কো ভাগায়েগি এ্যয় ভাইয়্যু! নামায,
ফেরদাউস মে বাসায়েগি এ্যয় ভাইয়্যু! নামায।

শয়তানের সুরমা ও প্রভৃতি

"কু'তুল কুলুব" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: শয়তানের নিকট **সাউত** (নাকে দেয়ার কোন জিনিস), **লাউক** (লেহন করার কোন জিনিস) এবং **যারুর** (চোখে দেয়ার কোন জিনিস) রয়েছে। যখন সে বান্দার নাকে **(সাউত)** ঢেলে দেয়, তখন তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, যখন **(লাউক)** লেহন করিয়ে দেয় তখন তার যবান (মুখ) মন্দ বলতে থাকে এবং যখন বান্দার চোখে **(যারুর)** ঢেলে দেয়, তখন সে সারারাত ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সকাল হয়ে যায়। (কু'তুল কুলুব, ১/৭৬)

ফজর কা ওয়াক্ত হো গেয়া উঠো,
এ্যয় গোলামানে মুস্তফা উঠো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য উঠার মাদানী ওযীফা

তাহাজ্জুদ ও ফজরে উঠার জন্য ঘুমানোর সময় ১৬তম পারার সূরা কাহাফের শেষের চার আয়াত পড়ে নিন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۰۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾ (১)

আর নিয়্যত করে নিন, "আমাকে এতটায় উঠতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله আয়াতে মুবারাকা পাঠ করার বরকতে চোখ খুলে যাবে। যদি প্রথমদিকে চোখ নাও খুলে তবুও নিরাশ হবেন না, ওযীফা পাঠ অব্যাহত রাখুন। اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে কাজ হয়ে যাবে।

জাগ্রত হওয়ার জন্য এলার্ম (Alarm) দিয়ে রাখুন

নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রত হওয়ার একটি মাধ্যম হলো, একটি নয় বরং তিনটি ঘড়িতে এলার্ম (Alarm) দিয়ে ঘুমানো, যাতে কোন কারণে একটি বন্ধ হয়ে যায় তবে আর দু'টি জাগানোর জন্য থাকবে। মোবাইল ফোনেও এলার্ম (Alarm) দেয়ার সুবিধে থাকে। যদি রাতে দেরিতে ঘুমানোর কারণে ফজরের নামাযের জন্য চোখ না খুলে এবং জাগিয়ে দেয়ার মতো কেউ না থাকে, তবে অবশ্যই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ুন।

১. **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই তাদের আতিথেয়তা। তারা সর্বদা তাতে থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না। আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার **রবের** বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার **রবের** বাণীসমূহ শেষ হবে না, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি। আপনি বলুন, 'প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং যার আপন **রবের** সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন **রবের** ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে।

www.dawateislami.net

ফুকহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "যখন এই সম্ভাবনা থাকে যে, ফজরের ওয়াক্ত চলে যাবে, তবে শরীয়াতের বিনা প্রয়োজনে তার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা নিষেধ। (রদ্দুল মুখতার, ২/৩৩)

ঘুমের পরিমাণ কমানোর পদ্ধতি

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যোহরের জামাআতের পূর্বে ঘুমানোর অভ্যস্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "আচ্ছা ঠিক দুপুরে ঘুমাও, কিন্তু এতক্ষণ নয় যে জামাআতের সময় চলে আসে। কিছুক্ষণ সময় কায়লূলা অর্থাৎ দুপুরে সামান্য আরাম করাই যথেষ্ট। যদি দীর্ঘক্ষণ ঘুম হওয়ার ভয় হয় তবে বালিশ রেখো না, বিছানাও বিছিওনা, কেননা বালিশ ও বিছানা ছাড়া ঘুমানোও সুন্নাত। ঘুমানোর সময় অন্তরে জামাআতের ভাবনায় ভীত রাখবে, কেননা চিন্তার (Tention) ঘুম উদাসীনতা হতে দেয়না। রাতের খাবার যথাসম্ভব দ্রুত খেয়ে নিবে, যাতে ঘুমানোর সময় খাদ্যের কারণে সৃষ্ট উষ্ণতা দূর হয়ে যায় এবং দীর্ঘ ঘুমের কারণ না হয়। সবচেয়ে উত্তম প্রতিকার হলো কম খাওয়া। ঘুমানোর সময় জামাআতের জন্য **আল্লাহ পাকের** তৌফিকের দোয়া ও **তাঁর** উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা। **আল্লাহ পাক** যখন আপনার ভাল নিয়্যত ও অকনিষ্ট আগ্রহ দেখবেন তখন অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।" এক জায়গায় বলা হয়েছে: পেটভরে খেয়ে রাতে ইবাদতের আশা করা, বন্ধ্যা মহিলা (যে মহিলা সন্তান জন্ম দিতে পারে না) থেকে সন্তান চাওয়ার মতোই। যে বেশি আহার করবে, (সে) বেশি পান করবে আর যে বেশি পান করবে, (সে) বেশি ঘুমাবে আর যে বেশি ঘুমাবে, (সে) নিজেই এই বরকত ও কল্যাণ হারাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৮৮-৯০)

আল্লাহ, আল্লাহ কে নবী সে ফরিয়াদ হে নফস কি বদী সে,
শব ভর সু'নে হি সে গরয থি তাঁরো নে হাজার দানত পাসয়িয়ে।

(হাদায়িখে বখশীশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যেনো সারারাত ইবাদত করলো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো যেনো সে অর্ধরাত ইবাদত করলো আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়লো, যেনো সে সারারাত ইবাদত করলো।" (মুসলিম, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৯১)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এর দু'টি অর্থ হতে পারে: **একটি** হলো, ইশার জামাআত সহকারে নামাযের সাওয়াব অর্ধরাতের ইবাদতের সমান এবং ফজরের জামাআত সহকারে নামাযের সাওয়াব অবশিষ্ট অর্ধরাতের ইবাদত করার সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দু'টি নামায জামাআত সহকারে পড়ে নিবে, তার জন্য সারারাত ইবাদতের সাওয়াব রয়েছে। **দ্বিতীয়টি** হলো, ইশার জামাআতের সাওয়াব অর্ধরাতের সমান এবং ফজরের জামাআতের সাওয়াব সম্পূর্ণ রাতের সমান, কেননা এই (ফজরের) জামাআত ইশার জামাআত থেকে অধিক কষ্টকর (অর্থাৎ নফসের জন্য বোঝা স্বরূপ), প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী। জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকবীরে উলা পাওয়া, যেমনটি কিছু কিছু ওলামায়ে কিরামগণ বলেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৬) **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ডের ৫০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে গেলো, তবে তাকবীরে উলার ফযীলত পেয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১/৬৯)

সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শ্রবণ করেছেন, তার বর্ণনাকারী হলেন, জামেউল কোরআন, তৃতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর

www.dawateislami.net

কেমনই শান! তাঁর একটি উপাধি হলো “**যুন নুরাইন**” (দুই নূরের অধিকারী), কেননা **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দুইজন শাহজাদীকে একের পর এক হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বিবাহ দিয়েছিন এবং ইরশাদ করেন: যদি আমার দশজন কন্যাও থাকতো, তবে আমি একের পর এককে তোমার সাথে বিবাহ দিতাম, কেননা আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট। (মু’জামু আওসাত, ৪/৩২২, হাদীস ৬১১৬)

নুর কি ছরকার সে পায়া দু শালা নুর কা,
হো মুবারক তুম কো যুন-নুরাইন জোড়া নুর কা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর উপনাম “আবু আমর” এবং তার উপাধি “জামেউল কোরআন”, তাকে “সাহেবুল হিজরতাইন” (অর্থাৎ দু’বার হিজরতকারী)ও বলা হয়, কেননা তিনি প্রথমে হাবশা এবং পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করেন।

(কারামতে ওসমান গণী, ৩-৪ পৃষ্ঠা)

ওসমানে গণীর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুস্মরণ

আমিরুল মু’মিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ একনিষ্ঠ আশিকে রাসুল বরং ইশ্কে মুস্তফার বাস্তব নমুনা ছিলেন। তিনি নিজের কথাবার্তা এবং চাল-চলনে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং কার্যাবলী অনুসরনে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমনিভাবে একদিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ মসজিদের দরজায় বসে ছাগলের বাহুর মাংস আনালেন এবং খেলেন অতঃপর নতুনভাবে অযু না করেই নামায আদায় করলেন এরপর বললেন: **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গায় বসে এটাই খেয়েছিলেন এবং এইভাবেই করেছিলেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/১৩৭, হাদীস ৪৪১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর শান খুবই সমুন্নত, তিনি তাঁর মুবারক জীবনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে দুইবার জান্নাত ক্রয় করেন। একবার **"বীরে রুমা"** কূপ ইহুদির কাছ থেকে ক্রয় করে মুসলমানদের পানি পান করার জন্য দান করে এবং দ্বিতীয়বার **"জায়শে ওসরাত** (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ)" এর সময়। তিনি তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে সাজ-সরঞ্জাম বিহীন দেখে প্রথমবার ১০০ টি উট, দ্বিতীয়বার ২০০ টি উট এবং তৃতীয়বার ৩০০ টি উট দেয়ার ওয়াদা করেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখেছি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শুনে নূরানী মিম্বর থেকে নিচে তাশরীফ নিয়ে এসে দুইবার ইরশাদ করলেন: "আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ) যা কিছু করবে তার ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ নাই।"

(তিরমিযী, ৫/৩৯১, হাদীস ৩৭২)

লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, সুন্নাতের অনুসরণ, খোদাভীতি এবং পরকালের চিন্তা তাঁর মুবারক জীবনের আলোকিত দিক। খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিলো যে, নিশ্চিত জান্নাতি হওয়ার পরও যখনই কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এমন ভাবে কান্না করতেন যে, অশ্রুতে তাঁর দাঁড়ি মুবারক ভিজে যেতো।

(তিরমিযী, ৪/১৩৮, হাদীস ২৩১)

ওফাত শরীফ: হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ১২ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী সনে জুমার দিন রোযা অবস্থায় প্রায় ৮২ বছর বয়সে খুবই নির্মমভাবে শাহাদতের সুধা পান করেন। শাহাদতের পর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا **রাসুলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে ইরশাদ করতে শুনেন: নিশ্চয় ওসমানকে জান্নাতে আলিশানভাবে দুলহা (বর) বানানো হয়েছে। (রিয়াযুন নাযারা, ২/৭৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মিলি তাকদীর সে মুঝ কো সাহাবা কি ছানাখানি,
মিলা হে ফয়যে ওসমানি মিলা হে ফয়যে ওসমানি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিনের ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার বিশেষ ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা বিন জার্‌রাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিনে আদায়কৃত জামাআত সহকারে ফজরের নামাযের চেয়ে উত্তম আর কোন নামায নেই, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যে এতে অংশগ্রহণ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(মু'জামুল কবির ১/১৫৬, হাদীস ৩৬৬)

নবীদের ধারনা নিশ্চিতের মতোই হয়ে থাকে

হে আশিকানে রাসূল! এই হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "আমার মনে হয়।" এটার ব্যাখ্যা হলো: নবীদের ধারনা নিশ্চিতের মতোই হয়ে থাকে।[১] সুতরাং এই অর্থ দাঁড়ালো যে, জুমার দিন ফজরের নামাযের জামাআত আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। হাদীসে মুবারাকায় যেখানেই গুনাহ ক্ষমার কথা বলা হয়েছে সেখানেই ছগীরা অর্থাৎ ছোট গুনাহের ক্ষমা হওয়াই উদ্দেশ্য, কেননা কবীরা গুনাহ অর্থাৎ বড় গুনাহ তাওবা দ্বারাই ক্ষমা হয়।

ফজর ও ইশার নামায চল্লিশ দিন জামাআত সহকারে আদায় করার মহান ফযীলত

যেই সৌভাগ্যবান নিয়মিত চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর এবং ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে, তাকে জাহান্নাম এবং মুনাফেকী থেকে মুক্ত করে

১. দেখুন: নুযহাতুল কারী, ১/৬৭৫।

www.dawateislami.net

দেয়া হয়, যেমনটি খাদিমে নবী, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ফজর ও ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়লো, **আল্লাহ পাক** তাকে দু'টি মুক্তি দান করবেন। **এক** আগুন থেকে, **দুই** নিফাক (অর্থাৎ মুনাফেকী) থেকে।"

(ইবনে আসাকির, ৫২/৩৩৮)

দোযখ থেকে মুক্তি

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত মসজিদে জামাআত সহকারে ইশার নামায এমনভাবে পড়ে যে, প্রথম রাকাত ছুটেনি, **আল্লাহ পাক** তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেন।" (ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৭, হাদীস ৭৯৮)

রিসালার (পুস্তিকা) বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিয়মিত জামাআত সহকারে নামায আদায়ের মানসিকতা বানাতে, নামাযের জন্য আরামের ঘুমের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার এবং সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে থাকা অধিক উপকারী। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি "মাদানী বাহার" শুনি: ফয়সালাবাদের এক যুবক ইসলামী ভাই ফ্যাশন খুবই পছন্দ করতো, যখনি মার্কেটে নতুন ফ্যাশনের প্যান্ট-শার্ট আসতো কিনে নিতো। দুনিয়ার রঙতামাশায় এতই মগ্ন ছিলো যে, তার নামায পড়ার ইচ্ছা করতো না। তার আম্মা ফজরের জন্য জাগালে "কাল থেকে পড়বো, এই জুমা থেকে নামায পড়া শুরু করবো" ইত্যাদি বলে ফাঁকি দিতো। তার বড় ভাই যে কলেজে পড়তো, সে সৌভাগ্যক্রমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, যার প্রভাব ঘরেও পৌঁছলো। বড় ভাই একদিন সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে ফিরে আসার সময় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিছু রিসালা (পুস্তিকা) নিয়ে আসে, যখন

ছোট ভাই এই পুস্তিকাগুলো পড়লো তখন তার মন চমকে উঠলো যে, এখন আমাকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা হতে হবে। সুতরাং সেও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হলো যেখানে সে "**কালো বিচ্ছু**" নামক বয়ান শুনলো। সে কাঁদতে কাঁদতে তাওবা করলো এবং চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজানো শুরু করে দিলো। সে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদও হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজ করতে করতে দরসে নিযামীতে ভর্তিও হলো এবং "উকিল ও জজ মজলিশ" এর বিভাগীয় যিম্মাদারও হলো।

এ্যয় বিমারে ইসয়াঁ তু আ'জা ইহাঁ পর,
গুনাহো কি দেগা দাওয়া মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফজর ও আসরের ফযীলত

ফিরিশতা পরিবর্তনের সময়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মাঝে রাত ও দিনের ফিরিশতারা পালাক্রমে আসে এবং তারা ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়। অতঃপর সেই ফিরিশতারা যারা তোমাদের সাথে রাত অতিবাহিত করেছে তারা উপরের দিকে চলে যায়, **আল্লাহ পাক** জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এসেছো? তখন তারা আরয করে: আমরা তাদেরকে নামায পড়া অবস্থায় রেখে এসেছি এবং যখন আমরা তাদের নিকট যাই তখনও তারা নামায পড়ছিলো। (বুখারী, ১/২০৩, হাদীস ৫৫৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬২ জন করে ফিরিশতা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদীসে পাকের অংশ (ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে যায়) এই প্রসঙ্গে বলেন: এখানে ফিরিশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো আমল লিপিবদ্ধকারী দুই ফিরিশতা অথবা মানুষের নিরাপত্তা প্রদানকারী ষাটজন ফিরিশতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬০ জন ফিরিশতা থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের সাথে ৬২ জন। এই জন্যই নামাযের সালাম এবং অন্যান্য সালামে তাদের নিয়্যত করা হয়। ঐ ফিরিশতাদের ডিউটি পরিবর্তন হতে থাকে, দিনে ও রাতে কিন্তু ফজর ও আসরে পূর্বের ফিরিশতারা যেতে পারে না, যতক্ষণ পরবর্তী ডিউটির ফিরিশতারা আগমন করে না, যাতে আমাদের শুরু এবং শেষের অবস্থার সাক্ষী বেশি হয়। এই অংশ (উপরের দিকে চলে যায়) প্রসঙ্গে লিখেন: নিজেদের “হেট কোয়াটার” এর দিকে চলে যায় যেখানে তাদের স্থান। মুফতী সাহেব হাদীসে পাকের এই অংশ (আমরা তাদের নামায পড়া অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাদের নিকট যাই তখনও তাদেরকে নামায পড়তে দেখি) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: এর অর্থ হয়তো এটাই, ফিরিশতারা নামাযীদের গোপনীয়তা রক্ষা করছে যে, আশপাশের নেকির আলোচনা এবং মধ্যবর্তী গুনাহের ব্যাপারে চুপ রয়েছে অথবা এই অর্থ হতে পারে, হে **মওলা**! যে বান্দার শুরু ও সমাপ্তি এরূপ হয়, এতে সর্বদা বরতকই থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৪-৩৯৪)**

ফিরিশতা সম্বলিত হাদীসের অনন্য মাদানী ফুল

✲ নামায একটি সর্বোত্তম ইবাদত, এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ✲ ফজর ও আসর অন্যান্য নামাযের তুলনায় অধিক ফযীলত মন্ডিত। ✲ এই হাদীসে পাকে ঐ দুই সময়ের গুরুত্ব ও মহত্বের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা ফজরের নামাযের পর রিযিক বন্টন হয় আর যখন দিনের শেষাংশে (অর্থাৎ আসরের সময়) আমলসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়, সুতরাং যেই ব্যক্তি এই দুই ওয়াক্তে ইবাদতে লিপ্ত থাকে

www.dawateislami.net

তার "রিযিক ও আমলে" বরকত দেয়া হয়। ✲ এই উম্মত সমস্ত উম্মত থেকে উত্তম এবং উম্মতের উত্তম হওয়া দ্বারা **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়াটা আবশ্যই প্রতীয়মান হয়। (ওমদাতুল ক্বারী, ৪/৬৫)

ফজর ও আসরের নামায আদায়কারী জাহান্নামে যাবে না

হযরত সায়্যিদুনা ওমারা বিন রুওয়াইবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করে (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায পড়ে) সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৩৬)

ফজর ও আসরের ফযীলতের রহস্য

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এটার দু'টি অর্থ হতে পারে: **একটি** হলো, নিয়মিত ফজর ও আসরের নামায আদায়কারী দোযখে চিরস্থায়ী ভাবে থাকার জন্য যাবে না, যদি যায় তবে অস্থায়ী হিসাবে যাবে। সুতরাং এই হাদীস শরীফ ঐ হাদীসের বিপরীত নয় যে, কিয়ামতের দিন কিছু লোক নামায নিয়ে আসবে কিন্তু নামায হকদারদের (অর্থাৎ যাদের হক ক্ষুন্ন করেছে তাদেরকে) দিয়ে দিতে হবে। **দ্বিতীয়টি** হলো, নিয়ামিত ফজর ও আসরের নামায আদায়কারীর اِنۡ شَآءَ الله অন্যান্য নামাযেরও তৌফিক অর্জিত হবে এবং সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকারও, কেননা এই নামাযই (নফসের উপর) বেশি কষ্টকর। যখন এই নামায নিয়মিত হয়ে যাবে তবে اِنۡ شَآءَ الله অবশিষ্ট নামাযও নিয়মিত পড়বে, সুতরাং এই হাদীসে পাকের প্রতি এই অভিযোগ নেই যে, মুক্তির জন্য শুধুমাত্র এই দুই নামাযই যথেষ্ট, অবশিষ্ট নামাযের প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন, এই দুই নামাযে দিন-রাতের ফিরিশতারা একত্রিত হয়। তাছাড়া তা দিনের প্রান্তের নামায আর এ দু'টি নফসের জন্য বেশি কষ্টকর, কেননা ভোরে ঘুমের সময় এবং আসর কাজকর্মে ব্যস্ততার সময়, এজন্যই এই নামায গুলোর মর্যাদা বেশি। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

আমেনার চাঁদ আকাশের চাঁদ দেখে ইরশাদ করলেন:

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন: "অতিশীঘ্রই (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তোমরা আপন **প্রতিপালককে** এভাবেই দেখবে যেমনিভাবে এই চাঁদকে দেখছো। তবে যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় তবে ফজর ও আসরের নামায কখনোই ত্যাগ করিও না।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই আয়াতে মুবারকাটি পাঠ করলেন:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ১৩০)

__কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:__ আর আপন রবের প্রসংশা সহকারে তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং অস্তমিত হবার পূর্বে।

(মুসলিম, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৩৪)

ইশ্‌কে রাসুলে ভরপুর ব্যাখ্যা

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণিমা রাতের চাদেঁর দিকে তাকালেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** চাঁদ আকাশের চাঁদকে দেখলেন, ডুবন্ত স্বল্প আলোর চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে যে চাঁদ না অস্তমিত হয়, না যার উজ্জলতায় স্বল্পতা আসে, প্রকাশ্যে আলোকিত চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে, যা মন ও প্রাণ, আত্মা ও ঈমানকে আলোকিত করে। রাতে আলো প্রদানকারী চাঁদকে সেই চাঁদ দেখেছে যেই চাঁদ অনন্তকাল ধরে সর্বদা দিন-রাত আলো ছড়াচ্ছে এবং ছড়াবে। আমি কি বলবো! আমার বলার ভাষাও নেই! اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى بَدْرِ النُّبُوَّةِ وَشَمْسِ الرِّسَالَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (__অনুবাদ__: হে **আল্লাহ**! দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং বরকত অবতীর্ণ করো নবুওয়তের চাঁদ এবং রিসালতের সূর্যের প্রতি) এরূপ বলো যে, ঐ চাঁদ যা সূর্য থেকে

আলো পায়, সেই চাঁদকে দেখেছে, যা সূর্যকে আলো দেয়, যে অন্তরে দিন প্রকাশ করে দেয়। (আকাশের) চাদঁও সৌভাগ্যবান, যাকে **আল্লাহ**র **প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছে, সেই চাদঁ (যা আজও আমরা দেখছি) তা ঐ চাদঁই যার উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি পড়েছে। এই হাদীস শরীফ عَامَّةُ الْمُسْلِمِيْن (অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান) এর জন্য দলীল যে, মুমিন **আল্লাহ পাক**কে হাশরের ময়দানেও নিজের চোখে দেখবে এবং জান্নাতেও দেখবে। স্বরণ রাখবেন, জান্নাতের সকল নেয়ামত নেক আমলের বিনিময়ে হবে, যদিও তা নিজের আমলের কারণে হোক, যার আমলের উসিলায় জান্নাতে গেলো তা হোক, কিন্তু **দীদারে ইলাহি (আল্লাহ পাকে**র দীদার) কোন আমলের বিনিময়ে হবে না, একমাত্র **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ অনুগ্রহেই হবে, ঐ দুই নামাযের নিয়মানুবর্তীতা এই দীদারের উপযুক্ততা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নিয়মানুবর্তীতা। দুনিয়ায় নামায এমনভাবে পড়ো, যেনো তুমি **আল্লাহ**কে দেখছো, কেননা এখানে হিজাব (অর্থাৎ পর্দা) আছে সেখানে হিজাব (অর্থাৎ পর্দা) উঠে যাবে অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাবে, **তাঁকে** দেখবে **তাঁর** সাথে কথা বলবে। (হাদীসে পাকে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে বলেন:) এই মহান বাণী দ্বারা বুঝা গেলো, এই আয়াতে তাসবীহ ও তাহমীদ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামায, যেহেতু ফজর ও আসরের নামাযে রাত ও দিনের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা একত্রিত হয়ে যায়, তাছাড়া ফজরের নামায ঘুমের অলসতার সময় এবং আসরে কাজকর্ম, ঘুরা-ফেরার অবসর সময়, এই দুই কারণে এই উভয় নামাযের প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿۷۸﴾ (<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: নিশ্চয় সকালের কোরআনে (অর্থাৎ নামাযে) ফিরিশতারা উপস্থিত হয়। (পারা ১৫, বনী ইসরাইল: ৭৮)), আসরের নামায প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন: حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ (<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: সজাগ দৃষ্টি রেখো সকল নামাযের প্রতি আর মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। (পারা ২, সূরা বাকারা: ২৩৮)) (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৫১৭-৫১৮)

www.dawateislami.net

তেরা দিল কো জলওয়ায়ে মাহে আরব দরকার হে,
চৌদভিঁ কি রাত চাঁদনী তেরি চাদঁনী আচ্ছি নেহি। (জওকে নাত)

শব্দার্থ: তেরা দিল: অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্তর। **মাহে আরব:** আরবের চাঁদ, অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ পাকের ১০০ বার দীদার

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: দুনিয়াবী জীবনে (জাগ্রত অবস্থায়) **আল্লাহ্ পাকের** দীদার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নির্ধারিত এবং পরকালে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের জন্য সম্ভব বরং হবেই। রইলো মনের দীদার বা স্বপ্নের, এটা অন্যান্য আম্বিয়া عَلَيۡهِمُ السَّلَام বরং আউলিয়াদেরও অর্জিত। **আমাদের ইমামে আযম (আবু হানিফা)** رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ **স্বপ্নে একশত বার যিয়ারত হয়েছে।** (তিনি আরো বলেন:) **তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাকের**) দীদার হবেই তবে এটা বলা যাবে না যে কিভাবে দেখবে! যেই বস্তুকে দেখবে তার মাঝে কিছুটা দূরত্ব হয়ে থাকে, দূরে নাকি কাছে, তা দর্শকের কোন দিকে থাকবে, উপরে নাকি নিচে, ডানে নাকি বামে, আগে নাকি পিছনে, **আল্লাহ্ পাক**কে দেখার ব্যাপারটি এসব কিছু থেকে পবিত্র হবে। অতঃপর রইলো, দীদার কিভাবে হবে? এটাই তো বলা হচ্ছে যে "কিভাবে" শব্দটির এখানে স্থান নেই, اِنۡ شَآءَ الله যখন দেখবো তখন বলবো। এরূপ সব কথার সারাংশ হলো, জ্ঞান যতটুকু বলে, তিনি খোদা নয় এবং যিনি খোদা, ততটুকু জ্ঞান পৌঁছে না এবং দীদারের সময় দৃষ্টি **তাঁকে** ছাড়া অন্য দিকে যাবে, এটা অসম্ভব (Impossible)। (বাহারে শরীয়াত, ১/২০-২২) **বাহারে শরীয়াত** প্রথম খন্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে, প্রত্যেকেই নিজের আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে এবং **তাঁর** অনুগ্রহের সীমা নেই। অতঃপর তাদেরকে দুনিয়ার এক সপ্তাহ সময়ের পর অনুমতি দেয়া হবে যে, আপন **প্রতিপালকের** যিয়ারত

www.dawateislami.net

করার এবং আরশে ইলাহী প্রকাশিত হবে আর **আল্লাহ পাক** জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগানে নূরের জ্যোতি বর্ষণ করবেন এবং জান্নাতীদের জন্য মিম্বর স্থাপন করা হবে, নূরের মিম্বর, মুক্তার মিম্বর, ইয়াকুতের মিম্বর, যবরজদের মিম্বর, স্বর্ণের মিম্বর, রূপার মিম্বর এবং তাদের (জান্নাতীদের) মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের জন মেশক ও কাপুরের স্তুপে বসবে এবং তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের আর কেউ নেই, নিজের ধারনায় চেয়ারে উপবিষ্টজনকে নিজের চেয়ে বড় মনে করবেনা এবং **আল্লাহ পাকে**র দীদার এমন স্পষ্টভাবে হবে, যেভাবে সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদকে প্রত্যেকেই আপন আপন স্থান থেকে অবলোকন করে যে, একজন দেখলে অপর জনের জন্য প্রতিবন্ধক হয় না এবং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেকের প্রতি জ্যোতি বর্ষণ করবেন, তাদের মধ্যে কেউ ইরশাদ করবেন: হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমার কি মনে আছে, যেদিন তুমি এরূপ এরূপ করেছিলে... ? দুনিয়ার কিছু অবাধ্যতা মনে করিয়ে দিবেন, বান্দা আরয করবে: তো হে **প্রতিপালক**! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? ইরশাদ করবেন: হ্যাঁ! আমার ক্ষমার প্রশস্থতার কারণেই তুমি এই মর্যাদায় পৌঁছেছো। (বাহারে শরীয়াত, ১/১৬০)

জিয়ে মে ওয়াইখা আমালাঁ ওয়াল্লে, খাঝ নয়ে মেরে পাল্লে,
জিয়ে মে ওয়াইখা রহমত রব দি, বাল্লে বাল্লে বাল্লে।

(**অর্থাৎ**- যখন আমি আমার আমলের দিকে তাকাই তখন কিছু পাই না এবং যখন আমার **প্রতিপালকে**র রহমতের দিকে তাকাই তখন খুশিতে মেতে উঠি)

আসরের নামাযের দ্বিগুণ প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আবু বসরা গিফারি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নুরানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই নামায অর্থাৎ আসরের নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদের লোকদের দেয়া হয়েছিলো, তখন তারা একে অবহেলা করলো সুতরাং যে তা নিয়মিত আদায় করবে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

(মুসলিম, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯২৭)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও আসরের নামায ফরয ছিলো কিন্তু তারা তা ছেড়ে দিয়েছিলো এবং আযাবের অধিকারী হয়েছে, তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৬৬)

দ্বিগুণ প্রতিদানের কারণ সমূহের মাদানী ফুল

✲ প্রথম প্রতিদান পূর্ববর্তী উম্মতের বিরোধীতা করে আসরের নামাযের নিয়মানুবর্তীতা রক্ষার জন্য পাবে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান আসরের নামায পড়ার কারণে পাবে, যেমনিভাবে অন্যান্য নামাযে পেয়ে থাকে। ✲ প্রথম প্রতিদান ইবাদতে নিয়মানুবর্তীতার জন্য পাবে এবং দ্বিতীয় প্রতিদান অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে বেচাকেনা ছেড়ে দেয়ার কারণে পাবে, কেননা আসরের সময় লোকজন বাজারে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। ✲ প্রথম প্রতিদান আসরের ফযীলতের কারণে পাবে, কেননা এটা **সালাতুল উসতা** (অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায), দ্বিতীয় প্রতিদান এর নিয়মানুবর্তীতার কারণে পাবে। (শরহে তাইবি, ৩/১৯। মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/১৩৯)

আমল হাতছাড়া হয়ে গেলো!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবুল মালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: এমন একদিন, যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, আমরা সাহাবীয়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা বুরায়দা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে জিহাদে ছিলাম, তিনি বলেন: আসরের নামায দ্রুত আদায় করো, কেননা **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিলো তার আমল হাতছাড়া হয়ে গেলো।” (বুখারী, ১/২০৩, হাদীস ৫৫৩)

আসরের নামায বর্জনের অভ্যস্ত ব্যক্তির প্রতি কুফরির আশঙ্কা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: সম্ভবত **“আমল”** দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসকল দুনিয়াবী কাজ, যার কারণে সে আসরের

www.dawateislami.net

নামায ছেড়ে দেয় এবং **"হাতছাড়া হয়ে যাওয়া"** দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, সেই কাজের বরকত শেষ হওয়া। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার জন্য আশঙ্কা রয়েছে যে, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, যার কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়। (অবশ্য) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আসরের নামায ছেড়ে দেয়া মানে কুফরি ও মুরতাদ হয়ে যাওয়া। মনে রাখবেন, আসরের নামাযকে কোরআনুল করীমে "মধ্যবর্তী নামায" আখ্যায়িত করে এর প্রতি খুবই জোর দিয়েছে, তাছাড়া এই সময়ে রাত ও দিনের ফিরিশতারা একত্রিত হয় আর এই সময়ে লোকজনের ঘুরা-ফেরা ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যস্ত হওয়ার সময়। এজন্যে অধিকাংশ লোক আসরের নামাযে অবহেলা করে, এ কারণে **(Reasons)** কোরআন ও হাদীস শরীফে আসরের নামাযের ব্যাপারে ব্যাপক জোর দেয়া হয়েছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৮১-৩৮২)

৪০ মিনিট পূর্বে প্রস্তুতি (ঘটনা)

আরিফ বিল্লাহ আবুল আব্বাস হারিসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আসরের নামাযের প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু করে দিতেন যখন যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হতে চল্লিশ মিনিট বাকী থাকতো। তার প্রস্তুতির ধরন এমন ছিলো, চোখ বন্ধ করে মোরাকাবায় লিপ্ত হয়ে যেতেন এবং কুমন্ত্রণা থেকে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকতেন আর এরূপ এজন্যই করতেন, যাতে তার মাঝে আসরের সময়টা এই অবস্থায় আসে যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি যেনো না আসে। (লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

একটি বয়ান অনেক নামাযী বানিয়ে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের গুরুত্ব নিজের অন্তরে জাগ্রত করতে, প্রত্যেক নামায একাগ্রচিত্তে সেই সময়ের মধ্যেই জামাআত সহকারে পড়া এবং অন্যকেও নামাযের জন্য প্রস্তুত করার মানসিকতা সৃষ্টির জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! নামাযী হওয়ার ও নামাযী বানানো সম্পর্কিত একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবন করি: উজিরাবাদ (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই তখন স্কুলের ছাত্র ছিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কোন মুবাল্লিগ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত **"বে নামাযীর শাস্তি"** বয়ানের ক্যাসেট তাকে উপহার দিলো। তার কথা অনুযায়ী ঘরে বাবা ছাড়া আর কেউ নামায পড়তো না। অতএব সে বয়ানের ক্যাসেটটি ঘরে চালালো, তার বাবাও সে বয়ানটি শুনলো এবং পরিবারের সদস্যদের এই বয়ানটি বারবার শুনার জন্য বললো। এই বয়ানের বরকতে সেই ইসলামী ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা নামাযী হয়ে গেলো, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদও হয়ে গেলো। অতঃপর এমন একটি সময় আসলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার ঘরে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতের ভরা ইজতিমাও হতে লাগলো। তার ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নাত পরিবেশন কারীও হয়েছিলো এবং জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নেজামীর শিক্ষার্থীও আর তার চাচাত ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআন হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

একিনান মুকাদ্দর কা ওহ হে সিকান্দর,
জিসে খেয়র সে মিল গেয়া মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার আসরের নামায চলে গেলো (অর্থাৎ যে জেনে শুনে আসরের নামায ছেড়ে দিলো[১]) যেনো তার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদ **"ওয়াতর"** হয়ে গেলো (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেয়া হলো)। (বুখারী, ১/২০২, হাদীস ৫৫২)

১. শরহে মুসলিম লিন নববী, ৫/১২৬।

www.dawateislami.net

ওয়াতর দ্বারা উদ্দেশ্য

হযরত আল্লামা আবু সুলাইমান খাত্তাবী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **ওয়াতর** এর অর্থ হলো: "ক্ষতি হওয়া বা ছিনিয়ে নেয়া", অতএব যার সন্তান সন্তুতি এবং ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তার ক্ষতি সাধন হলো যেনো সে একা হয়ে গেলো। সুতরাং নামায চলে যাওয়াতে মানুষের এমন ভাবে ভয় করা উচিৎ, যেমনিভাবে সে নিজের পরিবারের সদস্য ও ধন সম্পদ নষ্ট হওয়াকে ভয় করে।

(আকমালুল মুয়াল্লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম, ২/৫৭)

মৃত ব্যক্তির কবরে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে মনে হয়

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার মনে হয় যেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তখন সে চোখ খুলে উঠে বসে এবং বলে: "আমাকে ছাড়ো, আমি নামায পড়বো।" (ইবনে মাজাহ, ৪/৫০৩, হাদীস ৪২৭২)

হে ফিরিশতারা! প্রশ্নোত্তর পরে করিও...

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (সূর্য অস্ত যাচ্ছে মনে হয়) এর আলোকে বলেন: এই অনুভুতি "মুনকার নকির" এর জাগানোর পরেই হয়, দাফন যে সময়েই হোক না কেন। যেহেতু আসরের নামাযের ব্যাপারে বেশি জোর দেয়া হয়েছে এবং সূর্য ডুবে যাওয়াটা এর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার দলীল, তাই এই সময়টি দেখানো হয়। হাদীসে পাকের এই অংশ (আমাকে ছেড়ে দাও আমি নামায পড়ে নিই) এর আলোকে লিখেন: "হে ফিরিশতারা! প্রশ্ন পরে করো, আসরের সময় চলে যাচ্ছে, আমাকে নামায পড়তে দাও।" এরূপ সে বলবে, যে দুনিয়ায় নিয়মিত আসরের নামায পড়তো, **আল্লাহ পাক** আমাদেরও নসীব করুক। এইজন্য **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

حٰفِظُوۡا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوۃِ الۡوُسۡطٰی ٭

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: সকল নামাযের হেফাযত করো এবং মধ্যবর্তী নামাযের।

অর্থাৎ "সকল নামাযের বিশেষ করে আসরের নামাযের বেশি হেফাযত করো।" সূফীয়ানে কিরামগণ বলেন: "যেরূপ জীবন ধারন করবে, সেরূপ মৃত্যুবরণ করবে, এবং যেরূপ মৃত্যুবরণ করবে, সেরূপই উঠবে।" মনে রাখবেন, মুমিনদের তখন এরূপ মনে হবে, যেনো আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, মৃত্যুকষ্ট ইত্যাদি সবকিছুই ভুলে যাবে। সম্ভবত এই আরয (আমাকে ছেড়ে দাও! আমি নামায পড়ে নিই) এর কারণে প্রশ্নোত্তরই হবে না আর যদি হয়ও তবে খুবই সহজ ভাবে হবে, কেননা তার এই উক্তি সকল প্রশ্নেরই উত্তর হয়ে গেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৪২)

কিয়া পুচতে হো মুঝ সে, নকিরাইন! লাহাদ মে
লো দেখ লো! দিল চি'র কে, আরমানে মুহাম্মদ (صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

রিযিক বন্টনের সময়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শা'রানী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: আমি সায়্যিদি আলী হাওয়াস رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ কে এরূপ বলতে শুনেছি: অনুভূতি সম্পন্ন রিযিক, যা আমাদের শরীরের খোরাক হয়ে থাকে, তা ফজর উদিত হওয়া থেকে (অর্থাৎ যখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন থেকে শুরু করে) সূর্য উদিত হয়ে এক বল্লম উঁচু হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়া ২০ মিনিট পর পর্যন্ত) **আল্লাহ পাক** বন্টন করেন এবং আত্মার খোরাক অর্থাৎ অন্তরের খোরাক, যা দেখা যায় না (অর্থাৎ মন ও মস্তিষ্কের প্রশান্তি যার উপর নির্ভর করে) আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্টন হয়ে থাকে। (লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, এই সময় গুলো অলসতায় অতিবাহিত করো না বরং ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমে অতিবাহিত করো।

www.dawateislami.net

মুনাফেকীর একটি নিদর্শন

খাদিমে নবী, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: এটা মুনাফিকের নামায যে, বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করা, এমনকি যখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী চলে আসে (অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়[১]) তখন দাঁড়িয়ে চারবার ঠোঁট মারে, যেনো এতে সামান্য পরিমাণ **আল্লাহ**র যিকির করতে হয়। (মুসলিম, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪১২)

এই হাদীস শরীফ থেকে তিনটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়

মুফাসসীরে কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই হাদীস থেকে তিনটি মাসআলা প্রতীয়মান হয়: একটি হলো, দুনিয়াবী কাজে ফেঁসে আসরের নামায দেরী করে (অর্থাৎ মাকরূহ ওয়াক্তে) পড়া মুনাফিকের নিদর্শন। দ্বিতীয়টি হলো, সূর্যাস্তের ২০ মিনিট পূর্বে থেকে মাকরূহে তাহরিমীর সময়, মুস্তাহাব সময়ে আসরের নামায পড়ে নেওয়া উচিৎ। তৃতীয়টি হলো, রুকু ও সিজদা খুবই প্রশান্তি সহকারে করা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্রুততার সহিত (নামাযীর) সিজদাকে মুরগির ঠোঁট মারার সাথে তুলনা করেছেন, যা সে মাটি থেকে কোন শস্য দানা খাওয়ার সময় দ্রুত ঠোঁট মারতে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৮১)

আসরের পর ঘুমাইও না

রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার জ্ঞান লোপ পেতে থাকে, তবে সে যেনো নিজেকেই তিরস্কার করে।"

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৪/২৭৮, হাদীস ৪৮৯৭) (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৫)

১. মিরকাত, ২/৩০০।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

নামাযো কে আন্দর, খুশো এ্যয় খোদা দে,
পায়ে গাউছ আচ্ছা, নামাযী বানা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসরের সুন্নাত সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

(১) **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুক, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে। (আবু দাউদ, ২/৩৫, হাদীস ১২৭১) (২) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়বে, **আল্লাহ পাক** তার শরীরকে আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। (মু'জাম কবির, ২৩/২৮১, হাদীস ৬১১) (৩) যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়বে, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না। (মু'জাম আওসাত, ২/৭৭, হাদীস ২৫৮) (বাহারে শরীয়াত, ১/৬৬১)

আসরের সুন্নাত সম্পর্কে মাদানী ফুল

আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত পড়া সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা। এতে (এবং ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকাতে) প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতের শুরুতে সানা, اَعُوْذُ بِاللهِ এবং بِسْمِ الله পড়ুন। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতের পর "কা'দা" বা বৈঠক ফরয। উভয় বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাত' এরপর দরূদে ইব্রাহিম এবং দোয়াও পড়ুন। চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা শুরু করার পর যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় তবে দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে জামাআতে যোগ দিন। কিন্তু যোহর এবং **জুমার** সুন্নাতে কবলিয়া অর্থাৎ ফরযের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাত পড়া হয়, তা চার রাকাত পূর্ণ করে নিন। এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**" ৮ম খন্ডের ১২৯-১৩৬ পৃষ্ঠায় দেখে নিতে পারেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মাগরিবের নামাযের ফযীলত

কবুলকৃত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব

খাদিমে নবী হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো, তার জন্য **কবুলকৃত হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব** লিখা হবে আর তা এমনই, যেনো সে শবে কদরে ইবাদত করলো।" (জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯০, হাদীস ২২৩১১)

মাগরিবের ফরযের পর ৬ রাকাত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: **(১)** যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়ে আর এর মাঝখানে কোন অশ্লীল কথা না বলে, তবে তা ১২ বছরের ইবাদতের (সাওয়াবের) সমপরিমাণ করা হবে। (তিরমিযী, ১/৪৩৯, হাদীস ৪৩৫) **(২)** যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়ে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়। (মু'জাম আওসাত, ৫/২৫৫, হাদীস ৭২৪৫)

আওয়াবিনের নামাযের পদ্ধতি

মাগরিবের তিন রাকাত ফরয নামায পড়ার পর **ছয় রাকাত** একই সালামে পড়ুন, প্রতি দুই রাকাতের পর কা'দা অর্থাৎ বৈঠক করুন এবং এতে আত্তাহিয়্যাত, দরূদে ইব্রাহিম এবং দোয়া পড়ুন, প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম রাকাতের শুরুতে সানা, তাউয ও তাসমিয়্যাহ (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللهِ ও بِسۡمِ اللهِ)ও পড়ুন। ষষ্ট রাকাতের কা'দার অর্থাৎ বৈঠকের পর সালাম ফিরিয়ে নিন। প্রথম দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলো আর অবশিষ্ট চার রাকাত নফল। এটাই হলো আওয়াবিন (অর্থাৎ তাওবাকারীদের নামায)। (আল ওযীফাতুল কারীমা, ২৬ পৃষ্ঠা) চাইলে দুই দুই রাকাত করেও পড়তে পারবে। **বাহারে শরীয়াত** প্রথম খন্ডের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মাগরিবের পর ছয় রাকাত

www.dawateislami.net

পড়া মুস্তাহাব, একে **সালাতুল আওয়াবিন** বলে। আর তা এক সালামেই সব পড়ুক বা দুই সালামে অথবা তিন সালামে অর্থাৎ **প্রতি দুই রাকাতের পর সালাম ফেরানো উত্তম**। (দুররে মুখতার ও রদ্দে মুখতার, ২/৫৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবু খলিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা আতা খুরাসানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম, নামাযের পর যখন আমি ফিরে আসতে লাগলাম, তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন: "মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় সম্পর্কে মানুষ বেশি উদাসীন, এটা আওয়াবিন নামায (অর্থাৎ তাওবাকারীদের নামায) এর সময়। যে ব্যক্তি এই সময়ে নামায অবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত করলো, সে জান্নাতের বাগানে রয়েছে।"

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫/২৫৭)

ইশার নামাযের ফযীলত

মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার নামায বোঝা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুনাফিকদের জন্য সকল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোঝা স্বরূপ নামায হলো ফজর ও ইশা এবং এর মধ্যে যা ফযীলত রয়েছে তা যদি জানতো তবে অবশ্যই উপস্থিত হতো, যদিও পশ্চাদদেশের (অর্থাৎ বসার সময় শরীরের যে অংশ মাটির সাথে লেগে যায়) উপর ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অর্থাৎ যেমনভাবেই সম্ভব হয় আসতো।"

(ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৭, হাদীস ৭৯৭)

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কেননা মুনাফিকরা শুধুমাত্র দেখানোর জন্য নামায পড়ে, অন্যান্য ওয়াক্তে তো যেমন তেমন করে পড়ে নেয় কিন্তু ইশার সময় ঘুমের প্রাধান্য, ফজরের সময় ঘুমের মজা তাদের বিভোর করে দেয়। একনিষ্ঠতা ও প্রেম সকল সমস্যাকে দূর করে দেয়, তারা এতে অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং এই দুই নামায তাদের নিকট অনেক বড় বোঝা মনে হয়, এ থেকে বুঝা যায়, যে সকল মুসলমান এই দুই নামাযে অলসতা করে, তারা মুনাফিকের ন্যায় কাজ করে। (মিরকাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৬)

মুনাফিকরা ইশা ও ফজরে আসার সামর্থ্য রাখে না

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাদের এবং মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন হলো ইশা ও ফজরের নামাযে উপস্থিত হওয়া, কেননা মুনাফিকরা এই দুই নামাযে আসার সামর্থ্য রাখে না।” (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১৩৩, হাদীস ২৯৮)

হাদীসে কোন মুনাফিক উদ্দেশ্য?

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই হাদীসে বর্ণনাকৃত মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য (**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগের জঘন্যতম কাফির নয়, যারা নিজেকে মিথ্যা মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করতো, কিন্তু অন্তরে কাফির ছিলো বরং এখানে উদ্দেশ্য) **“মুনাফিকে আমলী”** অর্থাৎ আমলগতভাবে মুনাফিক। (অথচ তারা বাস্তবে মুসলমান) হাদীসের এই অংশ “মুনাফিকরা এই দুই নামাযে আসার সামর্থ্য রাখে না” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আমরা এই দুই নামায নিপুণতার সহিত এবং উৎফুল্ল মনে আদায় করি, আমাদের এই দুই নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে মসজিদে আসতে কোন কষ্ট হয় না আর মুনাফিকদের জন্য এই দুই নামায অনেক বোঝা মনে হয়, তাই তারা এই দুই নামায নিপুণতা ও

উৎফুল্লতার সহিত আদায় করার সামর্থ্য রাখে না। (সামনে অগ্রসর হয়ে আরো বলেন:) প্রকাশ থাকে, মুনাফিকরা (আমলী) ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয় বরং অভ্যাসের কারণে নামায পড়ে আর যেহেতু তার নফস নামায পড়াকে অপছন্দ করে তাই সে সবার সাথে নয় বরং নিজের ঘরে একাকী নামায পড়ে। (তিনি আরো বলেন:) কিছু কিছু আরেফিনদের (**আল্লাহ পাকে**র পরিচয় লাভকারী) উক্তি হলো: ফজরের নামায নিয়মিত আদায় করাতে দুনিয়াবী কঠিনতম কাজ সহজ হয়ে যায়, **আসর এবং ইশার নামাযে** জামাআতের নিয়মানুবর্তীতায় **যুহ্দ** সৃষ্টি করে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা নসীব হয়), "কুপ্রবৃত্তির" অনুসরন করা থেকে নফস বিরত থাকে। (ফয়যুল ক্বদীর, ১/৮৪-৮৫)

ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইশার পূর্বে ঘুমাবে, **আল্লাহ পাকে** তার চোখে ঘুম না দিক। (জমউল জাওয়ামে, ৭/২৮৯, হাদীস ২৩১৯২)

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের বিচারককে একটি চিঠি লিখেন, যাতে এটা লিখা ছিলো; যে ব্যক্তি ইশার পূর্বে শুয়ে যায়, **আল্লাহ** করুক যেনো তার চোখে ঘুম না আসে, যে শুয়ে যায় তার চোখে যেনো ঘুম না আসে, যে শুয়ে যায় তার চোখে যেনো ঘুম না আসে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/৩৫, হাদীস ৬)

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী সম্পর্কে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: জনাবে ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই দোয়া অবশ্য অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য। মনে রাখবেন, ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পর বিনা প্রয়োজনে জাগ্রত থাকা (এই দু'টি কাজ) সুন্নাত পরিপন্থি আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপছন্দনীয় কিন্তু ইশার পূর্বে ঘুমিয়ে গিয়ে নামাযই না পড়া এবং অনুরূপভাবে ইশার পর জাগ্রত থেকে ফজর কাযা করে দেয়া হারাম, কেননা হারাম সম্পাদনের মাধ্যমও হারাম হয়ে থাকে। (মিরাত, ১/৩৮৮)

www.dawateislami.net

ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ

"বাহারে শরীয়াতে" বর্ণিত রয়েছে: দিনের শুরুতে ঘুমানো বা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৬)**

ইশার পর কথাবার্তা বলার তিনটি অবস্থা

(১) ইলমী কথাবার্তা, কারো নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা বা এর উত্তর দেয়া অথবা এ ব্যাপারে গবেষণা ও নিরীক্ষণ করা এধরনের কথাবার্তা ঘুমানো থেকে উত্তম। **(২)** মিথ্যা গল্প কাহিনী বলা, মজা করা, হাসি ঠাট্টার কথা বলা মাকরূহ। **(৩)** ভালবাসার কথাবার্তা বলা যেমন; স্বামী-স্ত্রীর সাথে বা মেহমানের সাথে তাদের ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কথা বলা, এটা জায়িয। এই ধরনের কথা বলে শেষে **আল্লাহ পাকে**র যিকিরে লিপ্ত হয়ে যান এবং তাসবীহ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কথা শেষ করা উচিৎ। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৬)**

নামাযের নামকরণের কারণ

ফজর: ফজর এর অর্থ: "সকাল"[১] যেহেতু ফজরের নামায সকাল বেলা পড়া হয়, তাই এই নামাযকে ফজরের নামায বলা হয়।

যোহর: যোহরে একটি অর্থ হলো: "দুপুর", যেহেতু এই নামায দুপুরের সময় পড়া হয়, তাই একে যোহরের নামায বলা হয়।

আসর: আসর অর্থ: "দিনের শেষ অংশ" যেহেতু এই নামায এই সময়ে আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে আসরের নামায বলা হয়।

মাগরিব: মাগরিবের অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যেহেতু মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে মাগরিবের নামায বলা হয়।

---

১. কানযুল ঈমানের অনুবাদ, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল: ৭৮।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ইশা: ইশার শাব্দিক অর্থ হলো: রাতের প্রারম্ভিক অন্ধকার[১], যেহেতু এই নামায অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর আদায় করা হয়, তাই এই নামাযকে ইশার নামায বলা হয়। (শরহে মুশকিলুল আসার লিত ত্বাহাবি, ৩/৩১-৩৪)

তু পাচোঁ নামাযোঁ কা পাবন্ধ কর দে,
পায়ে মুস্তফা হাম কো জান্নাত মে ঘর দে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার ফযীলত

জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি **জুমার** দিন দুইশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে **জুমা মুবারকের** নেয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। আফসোস! আমরা দূর্ভাগারা **জুমা** শরীফকেও অন্যান্য দিনের ন্যায় উদাসীনতায় অতিবাহিত করে দিই, অথচ **জুমার** দিন হলো ঈদের দিন, **জুমা** হলো “সায়্যিদুল আয়াম” অর্থাৎ সকল দিনের সরদার, **জুমার** দিন জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জলিত করা হয় না, **জুমার** রাতে দোযখের দরজা খোলা হয় না, **জুমা** দিনকে কিয়ামতের দিন দুলহার (বর) ন্যায় উঠানো হবে, **জুমার** দিন মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান শহীদের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং কবরের আযাব হতে

১. নুযহাতুল ক্বারী, ২/২৪৫।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসাররাত)**

নিরাপদ হয়ে যায়। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তি অনুযায়ী, **জুমার** দিন হজ্ব হলে তবে এর সাওয়াব ৭০টি হজ্বের সামান, **জুমার দিন একটি নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণ বেশি।** (যেহেতু **জুমার** সম্মান অনেক বেশি সেহেতু) **জুমার দিনের গুনাহের আযাবও ৭০ গুণ বেশি হবে।** **(মিরাত থেকে সংক্ষেপিত, ২/৩২৩, ৩২৫ ও ৩৩৬)**

জুমা মুবারক এর ফযীলতের কথা আর কি বলবো! **আল্লাহ্ পাক জুমা** সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ সূরা “**সূরাতুল জুমা**” অবতীর্ণ করেন, যা কোরআনুল করীমের ২৮তম পারায় রয়েছে। **আল্লাহ্ পাক সূরা জুমার** ৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদার গণ! যখন নামাযের আযান হয় **জুমার** দিবসে তখন **আল্লাহ্র** যিকিরের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম জুমা কখন আদায় করেছিলেন?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন **মদীনা তায়্যিবায়** তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন ১২ রবিউল আউয়াল (৬২২ হিজরী) রোজ সোমবার চাশতের সময়ে কুবা নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এখানে অবস্থান করলেন এবং মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। **জুমার** দিন **মদীনায়ে তায়্যিবার** দিকে সফর করলেন। বনী সালিম ইবনে আউফের উপত্যকায় **জুমার** সময় হলো, সেই স্থানে লোকেরা মসজিদ বানালো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে **জুমা** আদায় করলেন এবং খুতবা দিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও সেই জায়গায় আলিশান **মসজিদে জুমা** প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যিয়ারতকারীরা এর বরকত অর্জনের জন্য এর যিয়ারত করে এবং সেখানে নফল নামায আদায় করে থাকে।

জুমার অর্থ

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাটি এই দিনেই একত্রিত করা হয়েছে, তাছাড়া **এইদিনে মানুষ একত্রিত হয়ে নামায আদায় করে,** এই কারণেই একে **জুমা** বলা হয়। ইসলামের পূর্বে আরববাসীরা একে **আরুবা** বলতো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩১৭)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি জুমা পড়েছেন

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি **জুমা** পড়েছেন, এই জন্যই যে, হিজরতের পরই **জুমা** শুরু হয়েছে, এরপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দশ বছর পর্যন্ত জাহেরী হায়াতে ছিলেন, এই সময়ে **জুমা**র সংখ্যা এতই হয়।

(মিরাত, ২/৩৪৬। লুমআত, ৪/১৯, ১৪১৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

অলসতায় তিন জুমা বর্জনকারীর অন্তরে মোহর

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন **জুমা** বর্জন করবে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন।" (তিরমিযী, ২/৩৮, হাদীস ৫০০)

জুমা ফরযে আইন (অর্থাৎ যা আদায় করা প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষের উপর আবশ্যক) আর এর ফরযের ভিত্তি যোহরের চেয়ে বেশি জোরালো আর তা অস্বীকারকারী কাফির। (দুররে মুখতার, ৩/৫। বাহারে শরীয়াত, ১/৮৬২)

ইমামতির মর্যাদা লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার নামাযের জন্য অনেক আগে পৌঁছে যাওয়া, প্রথম সারিতে এবং প্রথম তাকবীরের সাওয়াব অর্জনের জন্য আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **“মাদানী বাহার”** শুনি: ফালিয়া (পাঞ্জাব) এর নিকটবর্তী এলাকার এক যুবক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নাটক ও অশ্লিল সিনেমা এবং গান-বাজনা শুনায় অভ্যস্ত ছিলো, তার কোমরে ব্যথা দেখা দিলে সে মদ্যপান করে সেটার গুনাহে ভরা চিকিৎসা খুঁজতে লাগলো। নামায পড়া তো এক দিকে, সে নামাযের সঠিক নিয়মও জানতো না, কিন্তু তার বিবেক তাকে নিন্দা করতে লাগলো যে, মুসলমান হয়েও আমি নামায পড়তে জানি না। এরই মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ তার ওয়ার্কশপে কাজ করার জন্য চাকরী নিলো, তখন তার মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পাগড়ী, দাঁড়ি এবং সুন্নাতের উপর আমল করা খুবই পছন্দ হলো যে, এই যুবকটি সাধারণ মানুষ থেকে কতইনা ব্যতিক্রম! ইসলামী ভাইয়ের সহচর্য প্রভাবিত করতে লাগলো এবং সে তাকেও উৎসাহ দিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যেতো। যখন রমযান মাস আসলো তখন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উৎসাহে সে আশিকানে রাসুলের সাথে **ইতিকাফ** করলো, গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং ঈদের সময়ে তিন দিনের কাফেলায় সফরও করলো। ইতিকাফে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র রঙে রঙিন হয়ে গেলো, অতঃপর ৪১ দিনের কাফেলা কোর্সও করে নিলো, পরবর্তীতে মানসিকতা সৃষ্টি হলে ১২ মাসের কাফেলায়ও সফর করলো। অবশেষে ইমাম কোর্স করার পর একটি মসজিদে ইমামতি করতে লাগলো। তার ওসিলায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকত তার ঘরের সদস্যদেরও নসীব হলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

اِنْ شَآءَ الله ভাই সুধর জাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মরজে ইসয়াঁ সে চুটকারা তুম পাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিন পাগড়ী পরিধানের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতারা **জুমার** দিন পাগড়ী পরিধান কারীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২/৩৯৪, হাদীস ৩০৭৫)

আল্লাহ পাক ও ফিরিশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ

হে আশিকানে নামায! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতারা **জুমার** দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি দরূদ প্রেরণের কথা আলোচনা হয়েছে, মনে রাখবেন! এর দ্বারা প্রচলিত দরূদ উদ্দেশ্য নয় বরং **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দার প্রতি দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো রহমত অবতীর্ণ করা আর ফিরিশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। (ফাতহুল বারী, ১২/১৩১)

এক জুমা ৭০ জুমার সমান

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন ৭০টি জুমার সমান।** (জামে সগীর, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১০১)

আরোগ্য প্রবেশ করে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "যে ব্যক্তি **জুমার** দিন নিজের নখ কাটে, **আল্লাহ পাক** তার কাছ থেকে রোগ দূরীভূত করে আরোগ্য প্রবেশ করিয়ে দেন।" (কু'তুল কুলুব, ১/১১৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

দশদিন পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা

হযরত সায়্যিদুনা আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন নখ কাটে, **আল্লাহ পাক** তাকে দ্বিতীয় **জুমা** পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং তিনদিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন নখ কাটবে, এর দ্বারা রহমত আসবে আর গুনাহ চলে যাবে। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬/২২৬। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮-৬৬৯)**

রিযিক স্বল্পতার একটি কারণ

হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: **জুমা**র দিন নখ কাটা মুস্তাহাব, হ্যাঁ যদি বেশি বড় হয়ে যায় তবে **জুমা**র জন্য অপেক্ষা করবে না যে, নখ বড় হওয়া ভাল নয়, কেননা নখ বড় হওয়া রিযিক স্বল্পতার কারণ।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬/২২৫)

ফিরিশতারা সৌভাগ্যবানদের নাম লিখে

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **জুমা**র দিন আসে তখন মসজিদের দরজায় ফিরিশতারা আগমনকারীদের নাম লিখেন, যারা আগে আসে তাদের নাম আগে লিখেন, সর্বপ্রথম আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **একটি উট সদকা** করে, এরপর আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **একটি গরু সদকা** করে, এরপর আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **ভেড়া সদকা** করে, অতঃপর এর পরবর্তী ব্যক্তির উদাহরণ, যে **মুরগি সদকা** করে, অতঃপর এর পরবর্তী ব্যক্তির উদাহরণ, যে **ডিম সদকা** করে এবং যখন ইমাম (খুতবার জন্য) বসে যায় তখন তাঁরা (ফিরিশতারা) আমলনামা বন্ধ করে নেয় এবং এসে খুতবা শ্রবণ করে।" **(বুখারী, ১/৩১৯, হাদীস ৯২৯)**

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেছেন: ফিরিশতারা **জুমা**র দিন ফজর উদিত হওয়া থেকে দন্ডায়মান থাকে, কারো মতে; সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু সত্য এটাই যে, সূর্য ঢলে পড়া (অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া) থেকে শুরু হয়, কেননা সেই সময় হতেই **জুমা**র সময় শুরু হয়ে থাকে, বুঝা গেলো, সেই ফিরিশতারা আগমনকারী প্রত্যেকের নাম জানে, মনে রাখবেন! যদি প্রথমেই ১০০ জন ব্যক্তি একসাথেই মসজিদে আসে, তবে সকলেই প্রথমে আগমনকারী হবে। (মিরাত, ২/৩৩৫)

আগেকার যুগে জুমার প্রতি উৎসাহ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আগেকার যুগে সেহেরীর সময় এবং ফজরের পর রাস্তা মানুষে পরিপূর্ণ দেখা যেতো, তারা প্রদীপ নিয়ে **জুমা**র নামাযের জন্য জামে মসজিদের দিকে যেতো, যেনো মনে হতো ঈদের দিন, এক পর্যায়ে **জুমা**র নামাযের জন্য আগে চলে যাওয়ার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেলো। অতএব বলা হলো যে, ইসলামে যে প্রথম বিদআত (নতুন প্রচলন) প্রকাশ পেলো, তা হলো জামে মসজিদের দিকে আগে যাওয়া ছেড়ে দেয়া। আফসোস! মুসলমানদের কোনভাবেই ইহুদিদের প্রতি লজ্জা আসে না যে, তারা তাদের উপাসনালয়ে শনিবার এবং রবিবার সকাল সকাল চলে যায়। তাছাড়া দুনিয়াবী উপার্জনে আগ্রহী ব্যক্তি বেচাকেনা ও দুনিয়াবী উপকার লাভের জন্য সকাল সকাল বাজারে চলে যায়, আর আখিরাত অন্বেষন কারীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন করে না! (ইহ্য়াউল উলুম, ১/২৪৬)

গরীবদের হজ্জ

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِيْن অর্থাৎ "**জুমার** নামায মিসকিনদের হজ্জ।" আর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاء অর্থাৎ "**জুমার** নামায গরীবদের হজ্জ।"

(জমউল জাওয়ামে, ৪/৮৪, হাদীস ১১১০৮-১১১০৯)

জুমার জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হজ্জ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য প্রত্যেক **জুমার** দিন একটি হজ্জ ও একটি ওমরা বিদ্যমান, সুতরাং **জুমার** নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হলো হজ্জ এবং **জুমার** নামাযে পর আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হলো ওমরা।" (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৩/৩৪২, হাদীস ৫৯৫)

হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: (**জুমার** নামাযের পর) আসরের নামায পড়া পর্যন্ত মসজিদেই থাকুন আর যদি মাগরীবের নামায পর্যন্ত অবস্থান করে তবে উত্তম। বলা হয়, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে (**জুমা** আদায় করার পর সেখানেই অবস্থান করে) আসরের নামায পড়ে, তার জন্য হজ্জের সাওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি (সেখানে অবস্থান করে) মাগরীবের নামায পড়ে, তবে তার জন্য হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৪৯) **যেখানে জুমা পড়া হয় তাকে "জামে মসজিদ" বলে।**

সকল দিনের সরদার

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**জুমার** দিন হলো সকল দিনের সর্দার এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বড় আর **আল্লাহ পাকের** নিকট ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার চেয়ে বড়। এতে পাচঁটি বিশেষত্ব রয়েছে: (১) **আল্লাহ পাক** এই দিনেই আদম عَلَيۡهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এই দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে অবতরন করান। (৩) এই দিনে তাঁকে মৃত্যু দান করেন।

(৪) এই দিনে এমন একটি মুহুর্ত আছে, বান্দা সেই মুহুর্তে যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম জিনিস চাইবে না। (৫) এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কোন নৈকট্যতম ফিরিশতা আসমান ও জমিন এবং বাতাস ও পাহাড় আর নদী এমন নেই যে, **জুমা**র দিনকে ভয় করে না।" (ইবনে মাজাহ, ২/৮, হাদীস ১০৮৪)

প্রাণীদের কিয়ামতের ভীতি

অপর এক বর্ণনায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: কোন প্রাণী এমন নেই যে, **জুমা**র দিন সকাল বেলা সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে চিৎকার করে না, শুধু মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১১৫, হাদীস ২৪৬)

দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **জুমা**র দিন এমন একটি মুহুর্ত আছে, যদি কোন মুসলমান তা পেয়ে সেই সময় **আল্লাহ পাকে**র নিকট কিছু চায় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে অবশ্যই দিবেন আর সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত।

(মুসলিম, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৫২)

আসর ও মাগরিবের মধ্যখানে অন্বেষণ করুন

হুযুর পুর নুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**জুমা**র দিন যেই সময়টুকুর আশা করা হয়, ত আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্বেষন করো।"

(তিরমিযী, ২/৩০, হাদীস ৩৮৯)

বাহারে শরীয়াত প্রণেতার বাণী

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দোয়া কবুলের সময় বা মুহুর্তের ব্যাপারে দু'টি মজবুত বাণী রয়েছে: (১) ইমামের খুতবার জন্য বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত (২) **জুমা** দিনের শেষ সময়।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৭৫৩)

www.dawateislami.net

ঘটনা

হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সেই সময় স্বয়ং হুজরায় অবস্থান করতেন এবং নিজের খাদিমা ফিদ্দা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বাহিরে দাঁড় করিয়ে দিতেন, যখন সূর্যাস্ত শুরু হতো তখন খাদিমা তাঁকে সংবাদ দিতেন, তার সংবাদে সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন। (মিরাত, ২/৩২০) উত্তম হলো, সেই সময়ে (কোন) পরিপূর্ণ দোয়া করা, যেমন; এই কোরআনী দোয়া: رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (পারা ২, সূরা বাকারা: ২০১) (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও এবং আখিরাতের মঙ্গল দাও আর আমাদিগকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।) (মিরাত, ২/৩২৫) দোয়ার নিয়্যতে দরূদ শরীফও পড়তে পারেন, কেননা দরূদ পাকও মহত্বপূর্ণ দোয়া।

প্রত্যেক জুমায় ১ কোটি ৪৪ লাখ জাহান্নাম থেকে মুক্ত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **জুমা**র দিন ও রাতে ২৪ ঘন্টায় এমন কোন ঘন্টা নেই, যাতে **আল্লাহ পাক ছয় লাখ** জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৩/২৯১,২৩৫, হাদীস ৩৪২১,৩৪৭১)

কবরের আযাব থেকে নিরাপদ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন বা **জুমা**র রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) মৃত্যুবরণ করবে, তাকে কবরের আযাব থেকে বাচিঁয়ে নেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, **তার উপর শহীদের মোহর লাগা থাকবে**। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮১, হাদীস ৩৬২৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এক জুমা থেকে অপর জুমা গুনাহের ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন গোসল করে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে পবিত্রতা অর্জন করে আর তেল লাগায় এবং ঘরে যে সুগন্ধি রয়েছে তা লাগায় অতঃপর নামাযের জন্য বের হয় এবং দুই ব্যক্তিকে পৃথক করে না অর্থাৎ দুই ব্যক্তি বসে আছে তাদেরকে সরিয়ে মাঝখানে বসে না এবং যে নামায তার জন্য লিখা হয়েছে তা পড়ে এবং ইমাম যখন খুতবা পড়ে তখন নিরব থাকে, **তার জন্য ঐ গুণাহ সমূহ, যা এই জুমা থেকে অপর জুমার মধ্যে সংগঠিত হবে, ক্ষমা করে দেয়া হবে।**

(বুখারী, ১/৩০৫, হাদীস ৮৮৩)

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী হলেন **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এই মহত্বপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে করেন: “যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, তার উচিৎ, আমার সাহাবীদেরকে ভালবাসা।” (তাফসীরে কুরতুবি, ৬/২০৩) তাঁর উপনাম হলো ‘আবু আব্দুল্লাহ’। তিনি **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আযাদকৃত সাহাবী ছিলেন, তিনি ফারাসী বংশীয় ছিলেন, পারস্যের শহরের আসফাহান নামক এলাকার অধিবাসী ছিলেন, দ্বীনের অন্বেষণে দেশ ছেড়ে পরদেশী হয়েছিলেন, প্রথমে খ্রীষ্টান হয়ে তাদের কিতাব অধ্যয়ন করেন, অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এমনকি তাঁকে অনেক আরবীরা গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলো এবং ইহুদিদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলো, তাঁর মুনিব তাকে মুকাতব (টাকা পরিশোধ করে মুক্তির চুক্তি) করে দিয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে তাঁর চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করে মুক্ত করে দিলেন, তিনি দশজনের চেয়েও

www.dawateislami.net

বেশি মুনিবের হাত বদল হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে পৌঁছেন। (মিরআতুল মানাজিহ, ৮/৩৩) **"মুকাতব"** ঐ গোলামকে বলা হয়, যে তার মুনিবের নিকট মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। (জাওহারা, ২/১৪২)

আযাদ হওয়ার পর সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গোলামীর শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, অতঃপর তিনশত খেজুর গাছ এবং চল্লিশ উকিয়া রূপার বিনিময়ে আযাদ হলেন এবং সাহসী মুজাহিদের ন্যায় পরবর্তীতে সংগঠিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (ইবনে আসাকির, ১/৩৭৭,৩৮৯) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শও তাঁর ছিলো। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ২/৫১)

সায়্যিদুনা সালমানের মর্যাদা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিলে, নিজের সময়ের অধিকাংশ অংশই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অতিবাহিত করতেন এবং ফয়যানে **মুস্তফা** লাভে ধন্য হতেন, এর বিনিময়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْت অর্থাৎ সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত। (মুসনাদে বায্যার, ১৩/১৪০, হাদীস ৬৫৩৪) এর মত সুসংবাদ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেন, অপর এক স্থানে এই মহান সুসংবাদ দ্বারা সম্মানীত হয়েছেন যে "জান্নাত সালমান ফারসির আকাঙ্ক্ষী।"

(তিরমিযী, ৫/৪৩৮, হাদীস ৩৮২২)

অনাড়ম্বরতার অনন্য ঘটনা

রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি ওফাতের পর সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেকদিন মদীনা শরীফে অবস্থান করেন, অতঃপর হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতের সময় "ইরাকে" বসবাস শুরু করেন।

www.dawateislami.net

কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ তাকে "মাদায়িন" এর গভর্ণর নিয়োগ করেন। গভর্ণরের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় পদে অধিষ্টিত হওয়ার পরও তিনি খুবই সাধারন জীবন অতিবাহিত করেন, একদিন "মাদায়িন" এর বাজারে যাচ্ছিলেন, এক অচেনা ব্যক্তি তাকে কুলি মনে করে মাল উঠাতে বললো, তিনি চুপচাপ মাল উঠিয়ে তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। লোকেরা দেখে বললো: হে সাহাবীয়ে রাসুল! আপনি এই মাল কেন উঠিয়েছেন? রাখুন! আমরা এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। জিনিসের মালিক অবাক হয়ে গেলো, অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলো এবং জিনিসগুলো নামাতে চাইলো কিন্তু তিনি বললেন: আমি তোমার জিনিসগুলো উঠানোর নিয়্যত করেছি, এখন এগুলো তোমার ঘর পযর্ন্ত পৌঁছেই দিবো।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৪/৬৬)

সম্পূর্ণ বেতন মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসি رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ **আল্লাহ্**র পথে সম্পদ ব্যয় করা খুবই পছন্দ করতেন সুতরাং বেতন হিসাবে চার কিংবা পাঁচ হাজার দিরহাম পেতেন কিন্তু সম্পূর্ণ বেতন মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে খেজুর পাতার টুকরি বানিয়ে অল্প দিরহাম উপার্জন করতেন এবং এগুলো দিয়েই নিজে জীবন যাপন করতেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৪/৬৫) **আল্লাহ্ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হামে ইযযত এনায়েত হো কভি ভী খোয়ার মত করনা
খোদা! সালমান কা সদকা, হামারি মাগফিরাত করনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন গোসল করে, তার গুনাহ ও অপরাধ সমূহ মিটিয়ে দেয় হয় এবং যখন হাঁটতে শুরু করলো, তখন প্রতিটি কদমের বিনিময়ে বিশটি নেকী লিখে দেয়া হয়। (মু'জাম কবীর, ১৮/১৩৯, হাদীস ২৯২)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: প্রতিটি কদমের বিনিময়ে বিশ বছরের আমল লিখে দেয়া হয় এবং যখন নামায শেষ করে, তখন সে দুইশত বছরের আমলের প্রতিদান পায়। (মু'জাম আওসাত, ২/৩১৪, হাদীস ৩৩৯৭)

মৃত পিতামাতার নিকট প্রতি জুমায় আমল উপস্থাপন করা হয়

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ পাকে**র নিকট আমল উপস্থাপন করা হয় এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং পিতা-মাতার সামনে প্রতি **জুমা**বার। তারা নেকী দেখে খুশি হয় এবং তাদের চেহারার পরিছন্নতা ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং **আল্লাহ**কে ভয় করো এবং নিজের মরহুমদেরকে **নিজের গুনাহ** দ্বারা কষ্ট দিও না।

(নাওয়াদিরুল উসুল, ২/২৬০)

জুমার দিনের পাচঁটি বিশেষ আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাঁচটি বিষয় যে ব্যক্তি একদিনে করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে **জান্নাতী** হিসাবে লিখে দিবেন। (১) যে রোগীকে দেখতে যাবে (২) জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে (৩) রোযা রাখবে (৪) **জুমা**র নামাযে যাবে এবং (৫) গোলাম আযাদ করবে। (আল ইহসান বিতারতিবি সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪/১৯১, হাদীস ২৭৬০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র নামায পড়লো, সেই দিন রোযা রাখলো, কোন রোগীকে দেখতে গেলো, কারো জানাযায় উপস্থিত হলো এবং কারো বিয়েতে অংশগ্রহণ করলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(মু'জাম কবীর, ৮/৯৭, হাদীস ৭৪৮৪)

শুধু জুমার দিন রোযা রাখবেন না

বিশেষভাবে শুধুমাত্র **জুমা**বার বা শুধুমাত্র শনিবার রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহি। তবে হ্যাঁ, যদি কোন নির্দিষ্ট তারিখে **জুমা**বার বা শনিবার চলে আসে তবে সমস্যা নেই। যেমন; ১৫ শাবান, ২৭ রজব ইত্যাদি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**জুমা**র দিন তোমাদের জন্য ঈদ, এই দিনে রোযা রেখো না, কিন্তু এর পূর্বে বা পরের দিনও রোযা রাখো। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৭১, হাদীস ১১)

দশ হাজার বছরের রোযার সমান

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **জুমা**র রোযা অর্থাৎ যখন এর সাথে বৃহস্পতিরাত বা শনিবারও যুক্ত হয়, তবে বর্ণিত হয়েছে, **দশ হাজার বছরের রোযার সমান**। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৫৩)

জুমার রোযা কখন মাকরূহ?

জুমার রোযা সর্বাস্থায় মাকরূহ নয়, মাকরূহ শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন বিশেষভাবে **জুমা**র রোযা রাখা হয়। সুতরাং **জুমার রোযা কখন মাকরূহ?** এই ব্যাপারে **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে প্রশ্নোত্তরটি দেখুন: **প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, **জুমা**র দিন নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি **জুমা**র দিন রোযা রাখলো, একজন তাকে বললো:

www.dawateislami.net

জুমার দিনতো মুসলমানের ঈদের দিন, এই দিন রোযা রাখা মাকরূহ এবং জোর করে দুপুরের পর রোযা ভঙ্গ করিয়ে দিলো। **উত্তর: জুমা**র রোযা বিশেষকরে এই নিয়্যতে রাখা যে, আজ **জুমা**র দিন এই দিনে রোযা রাখা উচিৎ, তবে তা মাকরূহ, কিন্তু এমন মাকরূহ নয় যে, ভঙ্গ করা আবশ্যক, আর যদি কোন বিশেষ নিয়্যত ছিলো না, তবে একেবারেই কোন সমস্যাও নেই, অপর ব্যক্তির যদি মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে জানা নাও থাকে, তবে তো অভিযোগ করাটাই বোকামি এবং রোযা ভঙ্গ করানো শরীয়াতের উপর প্রভাব বিস্তার করাই আর যদি জানানোও হয়েছে, তবুও মাসাআলা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো, রোযা ভঙ্গ করানো নয়, আর তাও দুপুরের পর, যে অধিকার নফল রোযার ক্ষেত্রে পিতামাতা ছাড়া আর কারো নেই, ভঙ্গকারী এবং ভঙ্গ করানো ব্যক্তি উভয়ে গুনাহগার হলো, ভঙ্গকারীর উপর কাযা করা ওয়াজিব কিন্তু কাফফারা একেবারেই নয়। وَاللهُ اَعْلَمُ

মাদানী পোষাক দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলো

জুমার দিনে বিভিন্ন নেকীর সাওয়াব অর্জনের আগ্রহ বাড়াতে, অধিকহারে দরূদ ও সালাম পড়ার উৎসাহ পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি **"মাদানী বাহার"** উপস্থাপন করছি: ডেহেরকি (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে ভবঘুরে এবং গার্ল ফ্রেন্ডের ফাঁদে আটকে ছিলো। দিন রাত সর্বদা সাউন্ড সিস্টেমে খুবই উচ্চ আওয়াজে গান শুনতো। পরিবারের সদস্যরা বুঝাতো কিন্তু সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো। একদিন কোথাও বন্ধুদের সাথে বসে ছিলো, হঠাৎ নাত শরীফ পড়ার আওয়াজ শুনা গেলো, যা তার খুব পছন্দ হলো, সে আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিলো সেদিকে যেতে যেতে নাতের মাহফিলে পৌঁছে গেলো, যেখানে সাদা পোশাক, মাথায় পাগড়ী শরীফ উপরে সাদা চাদর পরিহিত, বাবরী চুল এবং দাঁড়ি সজ্জিত নাত পরিবেশনকারী নাত

www.dawateislami.net

পড়তেছিলো। তাদের মনে দাগ কেটে গেলো যে, আমার জীবনটাইবা কেমন! জীবনের মজা তো এরাই উপভোগ করছে, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে **তাঁর** সুন্নাতের উপর আমল করে। সেই নাতের মাহফিলে বসে বসেই সে নামায পড়ার দৃঢ় নিয়্যত করলো এবং পড়াও শুরু করে দিলো। অতঃপর তার পরিচিত কেউ তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে অনুষ্ঠিতব্য **রমযানুল মুবারকে**র ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিলো, সে তো প্রথম থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি আন্তরিক ছিলো, সাথেসাথেই রাজি হয়ে গেলো। ইতিকাফে একটি কালাম পড়া হলো "কাশ কে না দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা" যা শুনে তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, অতঃপর আসরের পর আখিরাতের চিন্তার বিষয়ে বয়ান হলো, তখন তার অন্তর নাড়া দিয়ে উঠলো, সে অতীতের গুনাহ থেকে সত্যমনে তাওবা করে নিলো। এরপর চেহারায় দাঁড়ি, মাথায় বাবরী চুল এবং পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো। اَلْحَمْدُ لِله ইতিকাফের পর নিজের এলাকায় "সদায়ে মদীনা" দিয়ে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে লাগলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করে একটি হালকার যিম্মাদারী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

গীত গা'নে কি আ'দত নিকাল জায়েগি, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
বে জা বক বক কি খাসলত ভি টল জায়েগি, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিন মা-বাবার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়ের বা একজনের কবরে প্রত্যেক **জুমা**র দিন যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়, **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণকারী হিসাবে লিখে দিবেন। (মু'জাম আওসাত, ৪/৩২১, হাদীস ৬১১৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পিতামাতার কবরে "সূরা ইয়াসিন" পাঠ করার ফযীলত

আল্লাহ পাকের নিকট আমরা গুনাহগারদের ক্ষমা প্রার্থনাকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন আপন পিতামাতা বা একজনের কবর যিয়ারত করে এবং কবরের পাশে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আলকামিল ফিল যুআফায়িল রিজাল, ২/২৬)

তিন হাজার ক্ষমা

দয়ালু নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক **জুমা**র দিন পিতামাতা বা একজনের কবর যিয়ারত করে, সেখানে সূরা ইয়াসিন পড়ে, তবে **আল্লাহ পাক** সূরা ইয়াসিনের হরফের সমপরিমাণ তার জন্য মাগফিরাত দান করবেন। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ১৪/২৭২) **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রতি **জুমা** শরীফে পিতামাতার বা একজনের কবরে উপস্থিত হয়ে সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর তো তরীই পার হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইয়াসিন শরীফে ৫টি রুকু ৮৩টি আয়াত ৭২৯টি বাক্য এবং প্রায় ৩০০০ হরফ (শব্দ) রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله **প্রায় তিন হাজার মাগফিরাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।**

জুমার দিন সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর ক্ষমা হবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং **জুমা**র মধ্যবর্তী রাতে) সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস ৪)

রূহ সমূহ একত্রিত হয়

জুমার দিন রুহ সমূহ একত্রিত হয়, সুতরাং এই দিনে কবর যিয়ারত করা উচিৎ এবং এই দিন জাহান্নাম প্রজ্জলিত করা হয়না। (দুররে মুখতার, ৩/৩৯)

www.dawateislami.net

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কবর যিয়ারতের উত্তম সময় হলো **জুমার** দিন ফজরের নামাযের পর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৩)

সূরা কাহাফের ফযীলত

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত: **আল্লাহর প্রিয় রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **জুমার** দিন **সূরা কাহাফ** পাঠ করে, তার পা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রসারিত হবে, যা কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকিত হবে এবং **দুই জুমার মধ্যবর্তী যা গুনাহ হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।**" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস ২)

দুই জুমার মধ্যবর্তী নূর

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **জুমার** দিনে **সূরা কাহাফ** পাঠ করে, তার জন্য দুই **জুমার** মধ্যবর্তী নূর আলোকিত হবে।" (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৩/৩৫৩, হাদীস ৫৯৯৬)

কা'বা পর্যন্ত নূর

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি **জুমার** রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং **জুমার** মধ্যবর্তী রাত) **সূরা কাহাফ** পাঠ করে, তার জন্য সেখান থেকে কা'বা পর্যন্ত নূর আলোকিত হবে।" (দারেমি, ২/৫৪৬, হাদীস ৩৪০৭)

"সূরা হা-মীম দুখান" এর ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমার** দিন বা বৃহস্পতিবার রাতে **সূরা আদ-দুখান** পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। (মু'জাম কবির ৮/২৬৪, হাদীস ৮০২৬) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: তার ক্ষমা হয়ে যাবে। (তিরমিযী, ৪/৪০৭, হাদীস ২৮৯৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সত্তর হাজার ফিরিশতার ক্ষমা প্রার্থনা

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রাতে **সূরা আদ-দুখান** পড়ে, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" **(প্রাগুক্ত, ৪/৪০৬, হাদীস ২৮৯৭)**

জুমার দিন ফজরের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলত

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন ফজরের নামাযের পূর্বে তিনবার أَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ [১] পাঠ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি হয়।

(মু'জাম আওসাত, ৫/৩৯২, হাদীস ৭৭১৭)

জুমার নামাযের পর

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের ২৮তম পারার সূরা **জুমা**র ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন নামায শেষ হলো, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং **আল্লাহ**র অনুগ্রহ তালাশ করো আর **আল্লাহ**কে খুব স্বরণ করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে **"তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান"** এর ৯৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: এখন (অর্থাৎ **জুমা**র নামাযের পর) তোমাদের জন্য জায়িয যে, আর্থিক (জীবিকার) কাজে নিয়োজিত হয়ে যাও বা ইলম অন্বেষনে বা রোগীর সেবায়

---

১. অনুবাদ: আমি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং আমি তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবো।

www.dawateislami.net

বা জানাযায় অংশগ্রহণ বা ওলামায়ে কিরামের সাক্ষাতে অথবা এই ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে নেকী অর্জন করো।

জুমার মুস্তাহাব

জুমার নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে যাওয়া, মিসওয়াক করা, উত্তম এবং সাদা কাপড় পরিধান করা, তেল এবং সুগন্ধি লাগানো ও প্রথম কাতারে বসা মুস্তাহাব এবং গোসল করা সুন্নাত। (আলমগিরী ১/১৪৯। গুনিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

জুমার গোসলের সময়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **জুমার** গোসল নামাযের জন্য সুন্নাত, **জুমার** দিনের জন্য সুন্নাত নয়। সুতরাং যার উপর **জুমার** নামায নেই তার জন্য এই গোসল সুন্নাত নয়। কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **জুমার** গোসল **জুমার** নামাযের নিকটতম সময়ে করো, কেননা এর অযু দিয়ে **জুমা** পড়ো, কিন্তু মূলত **জুমার** গোসলের সময় ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু হয়ে যায়। (মিরাত, ২/৩৩৪) বুঝা গেল, মহিলা এবং মুসাফির ইত্যাদি যাদের উপর **জুমা** ওয়াজিব নয় তাদের জন্য **জুমার** গোসলও সুন্নাত নয়।

যাদের উপর নামায ফরয কিন্তু কোন শরয়ী কারণে **জুমা** ফরয নয়, তাদের জন্য **জুমার** দিন যোহর ক্ষমা নেই, তাতো পড়তেই হবে।

জুমার গোসল সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **জুমার** নামাযের জন্য গোসল করা সুন্নাতে যায়িদা (অর্থাৎ সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা), তা ছুটে গেলে কোন সমস্যা নেই। (রদ্দুল মুহতার, ১/৩৩৯)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

খুতবার সময় কাছাকাছি থাকার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সামুরাহ বিন জুনদুব رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খুতবার সময় উপস্থিত থাকো এবং ইমামের নিকটেই থাকো, তা এই কারণেই যে, মানুষ যতই দূরে থাকবে, জান্নাতে ততই পিছনে থাকবে, যদিওবা সে (মুসলমান) জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, ১/৪১০, হাদীস ১১০৮) জান্নাতে পিছনে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতে প্রবেশ করাতে বা জান্নাতে মর্যাদায় পিছিয়ে থাকবে।

জুমার সাওয়াব পাবে না

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র সময় কথা বলে যখন ইমাম খুতবা প্রদান করছে, তবে তার উদাহরণ সেই গাধার ন্যায়, যে পিঠে কিতাব উঠিয়ে নিলো আর তখন অন্য কেউ তাকে বললো যে, "চুপ থাকো" তবে সে (অর্থাৎ "চুপ থাকো" যে বললো) **জুমা**র সাওয়াব পাবে না।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪৯৪, হাদীস ২০৩৩)

চুপচাপ খুতবা শুনা ফরয

যে সকল বিষয় নামাযে হারাম, যেমন; খাওয়া-দাওয়া, সালাম দেয়া ও সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি এসব খুতবার সময়ও হারাম, এমনকি اَمۡر بِالۡمَعۡرُوۡف (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ) দেয়াও হারাম, তবে হ্যাঁ, খতিব اَمۡر بِالۡمَعۡرُوۡف (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ) দিতে পারবে। যখন খুতবা পড়ে, তখন সকল উপস্থিতির উপর খুতবা শুনা এবং চুপ থাকা **ফরয**, যারা ইমাম থেকে দূরে থাকবে যে, খুতবার আওয়াজ তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না, তাদেরও চুপ থাকা **ওয়াজিব**। যদি কাউকে মন্দ কথা বলতে দেখে, তবে হাত ও মাথার ইশারায় নিষেধ করতে পারবে, কিন্তু মুখে বলা **নাজায়িয**। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৪। দুররে মুখতার, ৩/৩৯)

www.dawateislami.net

খুতবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না

খতিব সাহেব যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিলো, তবে উপস্থিতিরা মনে মনে দরূদ শরীফ পড়বে, তখন মুখে উচ্চারণ করে পড়ার অনুমতি নেই, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম নিলে তখন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ মুখে উচ্চারণ করে বলার অনুমতি নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৫। দুররে মুখতার, ৩/৪০)

বিয়ের খুতবা শুনাও ওয়াজিব

জুমার খুতবা ছাড়াও অন্যান্য খুতবা শুনাও ওয়াজিব, যেমন; দুই ঈদের খুতবা ও বিয়ের খুতবা ইত্যাদি। (দুররে মুখতার, ৩/৪০)

প্রথম আযান হতেই ব্যবসা বাণিজ্যও নাজায়িয

প্রথম আযান হতেই (**জুমা**র নামাযের জন্য যাওয়ার) চেষ্টা (শুরু করে দেয়া) ওয়াজিব এবং বেচাকেনা ইত্যাদি যা এই চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা পরিহার করা ওয়াজিব। এমনকি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বেচাকেনা করলো, তাও নাজায়িয এবং মসজিদে ক্রয়বিক্রয় করা তো জঘন্যতম গুনাহ আর খাবার খাচ্ছিলো এমন সময় **জুমা**র আযানের আওয়াজ আসলো, যদি এই ভয় থাকে যে, খাবার খেলে **জুমা** ছুটে যাবে তবে খাবার রেখে দিবে এবং **জুমা**য় চলে যাবে। **জুমা**র জন্য প্রশান্ত ও গাম্ভীর্যতা সহকারে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৫। আলমগিরী, ১/১৪৯। দুররে মুখতার, ৩/৪২)

বর্তমানে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের যুগ, মানুষ অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় খুতবা শুনার মত মহান ইবাদতেও ভূলভ্রান্তি করে গুনাহ সম্পাদন করছে, সুতরাং অনুরোধ হলো, অসংখ্য নেকী অর্জনের জন্য প্রত্যেক জুমায় খতিব সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার আযানের পূর্বে এই ঘোষণা করুন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

খুতবার ৭টি মাদানী ফুল

✱ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন মানুষের কাঁধ টপকিয়ে সামনে যায়, সে জান্নামের দিকে সেতু তৈরি করলো।” (তিরমিযী, ২/৪৮, হাদীস ৫১৩) এর একটি অর্থ হলো, এর উপর দিয়ে লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বাহারে শরীয়াতের হাশিয়া, ১/৭৬১-৭৬২)

✱ খতিবের দিকে মুখ করে বসা সুন্নাতে সাহাবা। সুতরাং যারা কাতারের ডানে বামে বসেছেন, তারা খতিবের মিম্বরের দিকে ফিরে যান।

✱ বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেছেন: দু’যানু (যেভাবে আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় বসে সেভাবে) হয়ে বসে খুতবা শুনুন, প্রথম খুতবায় হাত বাঁধবে, দ্বিতীয় খুতবায় রানের উপর হাত রাখবে, তবে اِنْ شَآءَ الله দুই রাকাত নামাযের সাওয়াব পাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৩৮)

✱ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: খুতবায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম শুনে মনে মনে দরূদ পড়বে, কেননা মুখ বন্ধ রাখা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৬৫)

✱ **দুররে মুখতারে** রয়েছে : খুতবার সময় আহার করা, কথা বলা যদিওবা سُبْحٰنَ الله বলা, সালামের উত্তর দেয়া বা নেকীর দাওয়াত দেয়া **হারাম**। (দুররে মুখতার, ৩/৩৯)

✱ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: খুতবার সময় হাঁটা চলা করা **হারাম**। ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এমনও বলেছেন; যদি এমন সময় এলো যে, খুতবা শুরু হয়ে গেছে তবে মসজিদের যেখানেই পৌঁছেছে সেখানেই বসে যাবে, সামনে অগ্রসর হবে না, কেননা এটা কাজ হয়ে যাবে এবং খুতবার সময় কোন কাজ করা জায়িয নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৩৩)

✱ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: খুতবার সময় কোন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখাও **হারাম**। (প্রাগুক্ত, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

সে দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো?

জুমার ফযীলত দ্বারা উপকৃত হতে এবং বর্ণনাকৃত কোরআনী সূরা সমূহ পড়ার উৎসাহ পেতে আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শুনি এবং আন্দোলিত হই: **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে আসার পূর্বে "ওয়াকেন্ড" এর যুবক ইসলামী ভাই অন্যান্য যুবকের মত মোবাইল ফোনের আসক্ত ছিলো, নিজের মোবাইলে গান শুনতো, সিনেমা দেখতো, গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতো, দেরীতে ঘুমাতো এবং দেরীতে ঘুম থেকে উঠতো, ফজর এবং অন্যান্য নামাযও কাযা করে দিতো। পিতা মারা গিয়েছিলো, মা বুঝাতে চাইলেও বুঝতে চাইতো না। তার এলাকায় কিছু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা থাকতো, যারা তাকে বুঝালো যে, আপনি আশিকানে রাসুলের সহচর্যে "ফয়যানে মদীনায়" ইতিকাফ করুন, সেখানে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হবে, যার মধ্যে নামাযের সঠিক নিয়ম, বিশুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ পাঠ করা ইত্যাদি। এভাবে সে তার শহরের মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনায়" ইতিকাফ করতে সফল হয়ে গেলো এবং যখন ইতিকাফ থেকে ফিরে আসলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছিলো, নামায পড়তে লাগলো এবং তার মায়ের অনুগতও হয়ে গেলো, যেলি মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও অর্জন করলো।

ভাই গর চাহতে হো "নামাযেঁ পড়োঁ", মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
নেকীয়ুঁ মে তামান্না হে "আগে বাড়োঁ", মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীরকে দূর্বলকারী বিষয়

চিকিৎসকদের মতে, এই বিষয়গুলো শরীরকে দূর্বল করে দিতে পারে: চিন্তা ভাবনা বেশি করা, ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে অধিকহারে পানি পান করা (মাঝে মাঝে সামান্য পানি করে নিলে সমস্যা নাই) এবং টক বস্তু অধিকহারে খাওয়া।

(ইহইয়াউল উলুম, ৬৮৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জামাআতের ফযীলত

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "জামাআতের ফযীলত" অংশটি সম্পূর্ণ পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে জামাআতের প্রেমিক বানিয়ে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আর ইসলামী বোনেরা পড়ে বা শুনে নিলে তবে তাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মাঝে ভালবাসা পোষনকারী যখন নিজেদের মধ্যে সাক্ষাত করে এবং হাত মিলায় আর **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক প্রেরণ করে, তবে তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনদে আবু ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে নামায! দয়ালু **আল্লাহর** রহমতে আমাদেরকে যে অগণিত নিয়ামতরাজি দান করা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার মধ্যে নামাযও একটি মহান নিয়ামত এবং অনুরূপভাবে **জামাআত সহকারে** নামায আদায়ের দৌলতও কোন সাধারণ নিয়ামত নয়, **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ ও দয়ায় এটাও আমাদের জন্য অগণিত নেকি অর্জনের মাধ্যম। **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে সূরা বাক্বারার ৪৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এর (অর্থাৎ রুকুকারীদের সাথে রুকু করো) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **জামাআত সহকারে** নামায পড়ো, কেননা **জামাআত সহকারে** নামায একাকী নামাযের তুলনায় সাতাশ (২৭) গুণ বেশি উত্তম। (তাফসীরে নঈমি, ১/৩৩০)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও জামাআত সহকারে নামায (ঘটনা)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে প্রবল অসুস্থতা উপস্থিত হয়েছিলো, হযরত বিলাল رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নামাযের সংবাদ দেয়ার জন্য উপস্থিত হলেন তখন ইরশাদ করলেন: "আবু বকরকে বলো, যেনো লোকদের নামায পড়িয়ে দেয়।" অতঃপর যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ নামায পড়াতে মগ্ন ছিলেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন শরীর মুবারকে কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন, তখন উঠে দু'জন ব্যক্তিকে সাহায্য করার সৌভাগ্য দান করে মসজিদের দিকে এভাবে তাশরিফ নিয়ে গেলেন যে, **তাঁর** মুবারক কদম মাটিতে লেগে ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদধ্বনি (অর্থাৎ কদম মুবারকের আওয়াজ) অনুভব করলেন তখন পিছনে সরতে লাগলেন, **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইঙ্গিত করলেন (যেনো পিছনে না যায়) অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বাম পাশে বসে গেলেন, আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বসে নামায পড়ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইক্বতিদা (অর্থাৎ পিছনে নামায আদায়) করছিলেন এবং লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর (ইকতিদা করছিলেন)। (বুখারী, ১/২৫৪, হাদীস ৭১৩)

www.dawateislami.net

আমরাও বড় আশিকে রাসূল!

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **জামাআতে**র প্রতি অনেক বেশি মনের আকর্ষন প্রকাশ পায়, কেননা প্রবল অসুস্থ অবস্থায়ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **জামাআত** বর্জন করা পছন্দ করেননি। আর আহ! এখন ইশকে রাসূলের কেবল উচ্চ আওয়াজের দাবীই রয়ে গেছে, আফসোস! সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের **জামাআত** তো **জামাআত**, নামায পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে!

পেয়ারে নবী কি আঁখ কি, ঠান্ডাক নামায হে
জান্নাত মে লে চলে গি জো, বে শক নামায হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক নযরে জামাআত সহকারে ফরয নামায

✪ ফরয নামায **জামাআত সহকারে** আদায় করাতে **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের উপর আমল করা হয়। ✪ ঈমানদার হওয়ার সাক্ষী। ✪ **আল্লাহ পাক জামাআত সহকারে** নামায আদায়কারীদের ভালবাসেন। ✪ **জামাআত সহকারে** নামায পড়া, একাকী পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি উত্তম। ✪ **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা **জামাআত সহকারে** নামায আদায়কারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন। ✪ **জামাআত সহকারে** ইশার নামায পড়া যেনো অর্ধেক রাত কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করার সমতুল্য। ✪ ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়া যেনো সারারাত কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করার সমতুল্য। ✪ **জামাআত সহকারে** নামায আদায়কারী পুলসিরাত সবার আগে বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করবে। ✪ **জামাআত সহকারে** নামায আদায়কারীর শান ও মর্যাদা দেখে হাশরবাসীরা ঈর্ষা করবে। ✪ তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। ✪ আগমনকারী প্রত্যেক

www.dawateislami.net

কদমের বিনিময়ে সাওয়াব পাবে। ✪ মসজিদের দিকে গমনকারী প্রতিটি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ✪ একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। ✪ দয়ালু **আল্লাহ** তার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন ✪ নামাযের জন্য গমনকারী প্রতিটি কদম সদকা স্বরূপ। ✪ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় থাকবে কল্যাণের উপর থাকবে। ✪ **আল্লাহ পাকের** হেফাযতে থাকবে। ✪ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির মাধ্যম। ✪ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। ✪ কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে। ✪ জাহান্নাম, মুনাফেকি এবং উদাসিনতা থেকে মুক্তি নসীব হবে। ✪ পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। ✪ **জামাআত সহকারে** নামাযে তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) পাওয়া একশত উট পাওয়া থেকেও উত্তম।

খোদা! সব নামাযেঁ পড়োঁ বা'জামাআত,
করম হো পায়ে তাজেদারে রিসালাত।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত সহকারে নামায আদায় করার গুরুত্ব

আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: প্রত্যেক বিবেকবান, বালেগ, স্বাধীন এবং সক্ষম (অর্থাৎ যারা সামর্থ্য রাখে) মুসলমান (পুরুষের) উপর **জামাআত সহকারে** নামায পড়া ওয়াজিব এবং বিনা অপারগতায় একবারও **জামাআত** বর্জনকারী গুনাহগার এবং বারবার বর্জনকারী ফাসিক বরং একদল ওলামার মতে, যাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ হাম্বল (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ)ও রয়েছেন, তাঁরা **জামাআতকে ফরযে আইন** বলেছেন। যদি ফরযে আইন নাও মানা হয়, তবে এর ওয়াজিব ও আবশ্যক হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাধারণত আমল এমনই ছিলো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফরয নামায **জামাআত সহকারে** আদায় করতেন, কিন্তু কোন অপারগতা ব্যতীত। (ফুয়ূযুল বারি, ৩/২৯৭)

www.dawateislami.net

জাহান্নাম সে ইয়া রব! আমাঁ মাঙ্গতা হোঁ, মুহাম্মদ ﷺ কে সদকে জিনাঁ মাঙ্গতা হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের প্রিয়

আমিরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, **আল্লাহ পাক জামাআত সহকারে** নামায আদায়কারীদেরকে ভালবাসেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২/৩০৯, হাদীস: ৫১১২)

জামাআত সহকারে নামাযের পর দোয়া কবুল

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা **জামাআত সহকারে** নামায পড়ে অতঃপর **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের চাহিদার জন্য প্রার্থনা করবে, তবে **আল্লাহ পাক** এবিষয়ে লজ্জা বোধ করেন যে, বান্দার সেই চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফিরে যাবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৯৯, হাদীস: ১০৫৯১)

হে আশিকানে নামায! নিশ্চয় চাহিদা পূরণের জন্য **সালাতুল হাজত** পড়া এবং অন্যান্য ওযীফা পাঠ করা খুবই ভাল, কিন্তু **জামাআত সহকারে** ফরয নামায আদায় করে নিজের চাহিদার জন্য প্রার্থনা করা উত্তম আমল।

জামাআত সে গর তু নামাযেঁ পড়ে গা, খোদা তেরা দা'মান করম সে ভরে গা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পঁচিশ (২৫) গুণ বেশি উত্তম

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পুরুষের নামায মসজিদে **জামাআত সহকারে** পড়া, ঘরে ও বাজারে পড়া থেকে পঁচিশ (২৫) গুণ বেশি উত্তম। (বুখারী, ১/২৩৩, হাদীস ৬৪৫)

www.dawateislami.net

সাতাশ (২৭) গুণ বেশি উত্তম

সাহাবি ইবনে সাহাবি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"জামাআত সহকারে** নামায পড়া একাকী পড়া থেকে সাতাশ (২৭) গুণ বেশি উত্তম।" (বুখারী, ১/২৩২, হাদীস ৬৪৫)

সমূদ্রে সৈকতে যেতে প্রস্তুত কিন্তু....

হে আশিকানে রাসূল! মনে করুন, কারো নিকট বিদ্যমান সামগ্রী তার নিজের শহরে একশ (১০০) টাকা বাজার দর রয়েছে এবং যদি সাগর পাড়ি দিয়ে এই একই সামগ্রী বিক্রি করে তবে পঁচিশ'শ (২৫০০) বা সাতাশ'শ (২৭০০) টাকায় বিক্রি করতে পারবে, তবে নিশ্চয় সে সমূদ্র সৈকতে গিয়েই নিজের সামগ্রী বিক্রি করা পছন্দ করবে, কেননা পঁচিশ (২৫) গুণ বা সাতাশ (২৭) গুণ লাভ কে ছাড়তে চাইবে! আফসোস! দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তো দূর-দূরান্তের সফর করার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু ঘর থেকে কয়েক কদম গিয়ে মসজিদে **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করে এক নামাযের বিনিময়ে সাতাশ (২৭) নামাযের সাওয়াব অর্জন করাতে কতিপয় লোক অলসতা করে এবং ঘরেই নামায আদায় করে নেয়।

পরহেযগারদের সাওয়াব বেশি অন্যদের কম

আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এই দু'টি হাদীসে পঁচিশ গুণ এবং সাতাশ গুণ ফযীলতের উল্লেখ হয়েছে, এই (মর্যাদার পার্থক্য) মতভেদ **ইখতিলাফে আশখাস** (অর্থাৎ মানুষের দ্বীনি মর্যাদায় পার্থক্য হওয়ার) ভিত্তিতে অর্থাৎ যদি কেউ আলিম মুত্তাকি ও পরহেযগার হয়ে থাকে এবং বিনয়ের সহিত **জামাআত সহকারে** নামায পড়ে তবে তার জন্য সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হবে, অন্যথায় পঁচিশ গুণ সাওয়াব হবে। অথবা এই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু অধিক সাওয়াব, নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নয়। (ফয়যুল বারী, ৩/৩০০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

ভা'ই মসজিদ মে জামাআত সে নামাযেঁ পড় সদা,
হোঁ গে রাজি মুস্তফা হো জায়ে গা রাজি খোদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক বুযুর্গ বলেন

হে আশিকানে রাসূল! এই হাদীসে পাক "জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে গণিমত মনে করো।" (মুসতাদরাক, হাদীস ৭৯১৬) অনুযায়ী নিজের জীবন থেকে পরিপূর্ণ উপকার গ্রহণ করে যতটুকু সম্ভব **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করে আমাদের অত্যধিক সাওয়াবের ভান্ডার গড়ে নেওয়া উচিৎ। অন্যথায় মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর **জামাআতের** সাওয়াব অর্জন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না এবং নিজের উদাসিনতায় ভরা জীবনের প্রতি খুবই আফসোস হবে। **এক বুযুর্গ বলেন:** "আমি ইমামের সাথে **জামাআত সহকারে** নামায পড়বো এবং ইমাম নামাযে এই আয়াত পড়বেন:

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۟ ﴿١﴾
(পারা ৩০, সূরা গাশিয়া, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আপনার নিকট ঐ বিপদের সংবাদ এসেছে যা ছেয়ে যাবে।

আমার নিকট আমার একাকী নামাযে একশত আয়াত পাঠ করা থেকে অধিক উত্তম।" (মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ১/৩৯১, হাদীস ২০২৬)

জামাআত ছুটে যাওয়াতে সেই একই নামায ২৫ বার পড়লেন (ঘটনা)

হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দু'জন মহান ছাত্র হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর ছাত্র হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ইবনে সিমায়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একশ তিন (১০৩) বছর বয়স পেয়েছেন, তিনি প্রতিদিন দুইশত (২০০) রাকাত নফল নামায পড়তেন (তারিখে বাগদাদ, ২/৪০৪) আর **জামাআত সহকারে** নামাযের প্রেরণার অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি বলতেন: নিয়মিত চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আমার একবার ব্যতীত কখনোই তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) ছুটে নাই। আমার মাতা যেদিন ইন্তিকাল হয়েছেন,

www.dawateislami.net

সেদিন এক ওয়াক্ত **জামাআত** ছুটে গিয়েছিলো, তখন আমি এই মনে করে যে, **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করলে পঁচিশ (২৫) গুণ সাওয়াব পেতাম, তাই সেই নামায আমি একাকী পঁচিশ (২৫) বার পড়েছি, অতঃপর আমার কিছুক্ষণ তন্দ্রাভাব এসে গেলো, তখন কেউ স্বপ্নে এসে বললো: “পঁচিশ বার নামায তো তুমি পড়ে নিয়েছো কিন্তু ফিরিশতাদের **আমিন** এর কি করবো?” (তাহযিবুত তাহযিব, ৭/১৯১, নং- ৬১৭২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমিন এর অর্থ

হে আশিকানে নামায! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দার **জামাআতের** প্রেরণার কথা কি বলবো! **জামাআত** ছুটে যাওয়াতে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ইবনে সিমায়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেই নামায ২৫ বার পড়লেন! দোয়া এবং সুরা ফাতিহার পর ”**আমিন**” বলতেন, “**আমিন**” এর অর্থ হলো: “এমনই হোক।” ফিরিশতাদের “**আমিন**” বলাটাই বা কেমন! যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন ইমাম “غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝” বলবে তখন “**আমিন**” বলো! কেননা যার উক্তি (অর্থাৎ **আমিন** বলা) ফিরিশতাদের বলার (উক্তির) ন্যায় হবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, ১/২৭৫, হাদীস ৭৮২)

দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের মাদানী পোশাক দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলো

জামাআত সহকারে নামায পড়ার প্রেরণা পেতে এবং অপরকেও এর উৎসাহ দেওয়ার মানসিকতা তৈরী করতে **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** ফয়সালাবাদের এই ইসলামী ভাই নিজে তো **দা’ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না কিন্তু তার ছোট ভাই মাদরাসাতুল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মদীনা ফয়যানে মদীনা ফয়সালাবাদ থেকে কোরআনে করীম হিফয করছিলো। সে তার ছোট ভাইকে ফয়যানে মদীনায় নিজে দিয়ে আসতো আবার নিয়েও আসতো। সেখানে যখন ইসলামী ভাইদের এবং মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ দেখতো তখন তার অন্তরেও এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতো যে, আমিও তাদের ন্যায় হয়ে যাই এবং সকল মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়ে নেক ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে যাই। তখন সে বাড়ির পাশের মসজিদে ইশার নামায পড়তে গেলো, তখন সেখানে দাঁড়ি এবং পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাইদের দেখে এমন ভাবে প্রভাবিত হলো যে, সাথে সাথে দাঁড়ি শরীফ রাখার নিয়্যত করে নিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলো, মাদানী পরিবেশের বরকত তার জীবনের অংশ হয়ে গেলো এবং পূর্বে সে নিজে নামায পড়তো না, এখন শুধু নিজে পাক্কা নামাযী নয় বরং পরিবারকেও ফজরের নামাযের জন্য জাগাতে লাগলো। তার উৎসাহে তার বন্ধুরাও নামাযী এবং দাঁড়ি রেখে দিলো। তারা আশিকানে রাসূলের সাথে দশদিনের সুন্নাত ইতিকাফও করেছে, যেখানে তারা নামায সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলো এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা পেলো। **আল্লাহ পাক** তাদের এবং আমাদের সারা জীবন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রাখুক। আমিন

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল,
হে ফয়যানে গাউছ ও রযা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত ছুটে যাওয়ার কারণে সাত দিন পর্যন্ত বিরহ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! সেই যুগ এসে গেছে যে, অসংখ্য নামাযীও এখন **জামাআতে**র তোয়াক্কা করে না বরং যদি কখনো নামাযও কাযা হয়ে যায় তবে কোন প্রকার দুঃখ অনুভুত হয়না আর আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অবস্থা

www.dawateislami.net

এমন ছিলো, যদি তাঁদের কারো তাকবীরে উলা (অর্থাৎ প্রথম তাকবীর) ছুটে যেতো তবে তিনদিন আর যদি **জামাআত** ছুটে যেতো তবে সাতদিন পর্যন্ত দুঃখ (আফসোস) করতেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

জামাআত ছুটে যাওয়াতে পরবর্তী নামায পর্যন্ত ইবাদত

সাহাবি ইবনে সাহাবি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এর যদি কখনো **জামাআত** ছুটে যেতো তবে পরবর্তী নামায পর্যন্ত নফল পড়তে থাকতেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যদি তাঁর ইশার **জামাআত** ছুটে যেতো তবে সারারাত ইবাদতে অতিবাহিত করে দিতেন। (আল আসাবাতু ফি তামিযিস সাহাবাতি, ৪/১৬০)

হার সাহাবিয়ে নবী! জান্নাতি জান্নাতি, চার ইয়ারানে নবী! জান্নাতি জান্নাতি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত ছুটে যাওয়াতে কান্না করতে লাগলেন

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর যখন **জামাআত** ছুটে যেতো তখন নিজের দাঁড়ি ধরে কান্নায় বসে যেতেন।

(ইবনে আসাকির, ২১/২০৩)

সাহাবীরা জেনে শুনে জামাআত বর্জন করতেন না

হে আশিকানে নামায! সাহাবী ও আউলিয়াদের رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم ব্যাপারে এই ধারণাও হতে পারে না যে, তাঁরা জেনেশুনে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত **জামাআত** বর্জন করেছেন, কোন অপারগতার ভিত্তিতে **জামাআত** ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থা হতো। আহ! এখন আমাদের একটি অংশ শরয়ী কোন অপারগতা ব্যতিত **জামাআত** ছেড়ে দেয়ার বিপদে পতিত হতে দেখা যায় এবং যার **জামাআত** ছুটে যায়, তার আফসোস হওয়া তো দূরের বিষয়, তার হাসি-ঠাট্টা ও কথা-বার্তায় কোন পার্থক্যও আসে না!

www.dawateislami.net

রাকাত পেতে অযুতে ছাড়

জামাআত তো **জামাআত**, যদি রাকাত পাওয়ারও আশা থাকে, তবে অযুতে ছাড় দেয়ার বিষয়টিও বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ড ৩য় অধ্যায়ের ৫৮৩ পৃষ্ঠায় মাসআলা নম্বর ২ হলো: **জামাআতে** অংশগ্রহণ করা যে, এর কোন রাকাত ছুটে না যায়, তা অযুতে অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা থেকে উত্তম এবং তিনবার করে অঙ্গসমূহ ধৌত করা তাকবীরে উলা পাওয়া থেকে উত্তম অর্থাৎ অযুতে তিনবার করে ধৌত করলে তবে রাকাত চলে যাবে, তবে উত্তম হলো যে, তিনবার ধৌত করবে না এবং রাকাত ছুটতে দিবে না আর যদি জানে যে, রাকাত পাওয়া যাবে কিন্তু তাকবীরে উলা পাওয়া যাবে না, তবে তিনবার করে ধৌত করবে।"

আযানের আওয়াজ শুনার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত **জামাআত সহকারে** আদায় করতেন। তিনি আজানের ধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনার জন্য পশ্চিম দিকে একটি ছোট্ট জানালা তৈরী করে রেখেছিলেন, যদি মুয়াজ্জিন আযান দিতে দেরী করতো তবে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিতেন যে, আযানের সময় হয়ে গেছে। (সিরাত ইবনে জাওযি, ১১২ পৃষ্ঠা) যখন মুয়াজ্জিন আযান দিতেন তখন চেষ্টা করতেন যে, আযানের আওয়াজের সময় মসজিদে প্রবেশ করতে।

(তবকাতে ইবনে সাআ'দ, ৫/৭৮২) (হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয এর ৪২৫টি ঘটনা, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

মসজিদের দিকে জানালা তৈরী করুন

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! খলিফায়ে রাশিদ আমিরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর **জামাআত সহকারে** নামায পড়ার প্রতি আগ্রহ! এখন তো মুসলমানের লোকালয়ে লাউড স্পিকারে আযান হচ্ছে, ঘরে আযানের আওয়াজ আসাটা আরো সহজ হয়ে গেছে।

www.dawateislami.net

তবে যে সমস্ত ঘরে আওয়াজ পৌঁছে না সেই ঘরে আওয়াজ পৌঁছানোর নিয়্যতে মসজিদের দিকে জানালা রেখে এর সাওয়াব অর্জন করা উচিৎ। মনে রাখবেন! সাওয়াব ভাল নিয়্যতের কারণেই অর্জিত হয়, যদি শুধু আলো বা রৌদ অথবা বাতাস আসা-যাওয়ার জন্য তৈরী করা হয় তবে সাওয়াব হবে না। এ কথা বুঝার জন্য একটি চমৎকার ঘটনা শ্রবণ করুন।

মুরীদের বাড়ির জানালা (ঘটনা)

হযরত মাওলানা রুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মসনবি শরীফে"** বর্ণনা করেন: একজন নতুন মুরীদ নতুন বাড়ি তৈরী করলো এবং তার পীর সাহেবকে উদ্বোধন করার জন্য তাশরীফ নিয়ে আনার আমন্ত্রণ জানালো, পীর সাহেব তাশরীফ আনলেন এবং পুরো বাড়ি পরিদর্শন **(Survey)** করে মুরীদকে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি বাড়িতে জানালা **(Window)** কোন "নিয়্যতে" করিয়েছেন? আরয করলেন: "আমার নিয়্যত ছিলো, এর মাধ্যমে বাড়িতে আলো আসবে।" একথা শুনে পীরে কামিল বললেন: জানালা বানানোর সময় যদি আপনি এই নিয়্যত করে নিতেন, এর মাধ্যমে আযানের আওয়াজ ঘরে আসবে, তবে আলো তো আসতোই, জানালা তৈরী করাতে সাওয়াবও পেয়ে যেতেন, ভবিষ্যতে নিয়্যত এরূপ করবেন যা একজন মুমিনের শান অনুযায়ী হয় অর্থাৎ প্রতিটি ছোট বড় কাজ ভাল নিয়্যতে করুন, কেননা আমলের সাওয়াব নির্ভর করে ভাল নিয়্যতের উপর। (মসনবি মানবি মাআ তাফসিরে ইরফানি মসনবি মানবি, ২/২৮৯)

খোব আচ্ছি নিয়্যতেঁ হার কাম মে করতে রাহো, রব কো রাজি কর কে তুম সুয়ে জিনাঁ বাড়তে রাহো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরতের জামাআত সহকারে নামায পড়ার আগ্রহ

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে দূর-দূরান্তে সফর করতে হয় আর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

নামায **জামাআত সহকারে** আদায় করেছি। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৮৫ পৃষ্ঠা) **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের** এক স্থানে বলেন: আমি রবিউল আউয়াল শরীফের মজলিশ শেষ করে সন্ধ্যা থেকে এমন অসুস্থ হয়ে গেলাম যে, এরূপ আর কখনো হয়নি, আমি অসিয়তনামাও লিখে দিয়েছিলাম, আজও (অসুস্থ আর দুর্বলতার কারণে) এই অবস্থা যে, দরজার সাথে লাগানো মসজিদ (তবুও **জামাআত সহকারে** নামায পড়ার জন্য) চারজন ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতো এবং নিয়ে আসতো।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

খোদা কি মাহাব্বত নবী কি মাহাব্বত, কে পেয়কর হে বে'শক মেরে আলা হযরত।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত সহকারে নামাযের আশ্চর্যজনক আগ্রহ

আগেকার মুসলমানদের মাঝে **জামাআত সহকারে** নামাযের অতুলনীয় আগ্রহ ছিলো, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: (১৮তম পারা সুরা নূর এর ৩৭নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:)

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيۡتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَالۡاَبۡصَارُ ﴿۳۷﴾ۙ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করেনা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, না বেচা-কেনা **আল্লাহর** স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম রাখা ও যাকাত প্রদান করা থেকে তারা ভয় করে ঐ দিনকে, যেদিন উল্টে যাবে অন্তর ও চক্ষুসমুহ।

এ আয়াতে মুবারকার তাফসীরে লিখেন: এরা ঐ সমস্ত লোক ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা কামার ছিলেন তারা যদি লোহা পেটানোর জন্য হাতুড়ি উপরে উঠাতেন আর আযানের আওয়াজ শুনা যেতো তবে হাতুড়ি লোহার মারার পরিবর্তে

www.dawateislami.net

সাথে সাথে রেখে দিতেন এবং চামড়ার কর্মীরা চামড়ায় সূঁই ঢুকানো অবস্থায় রইলো আর যদি তখন আযানের ধ্বনি কানে আসে তবে সূঁই বের না করেই চামড় ও সূঁই সেভাবেই রেখে **জামাআত সহকারে** নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে চলে যেতেন। (কিমিয়ায়ে সাআ'দাদ, ১/৩৩৯)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর দেখলেন ..... (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বাজারে ছিলেন, মসজিদে নামাযের জন্য ইকামত বলা হলো, তিনি দেখলেন, বাজারের লোকেরা উঠলো এবং দোকান বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করে নিলো। তখন তিনি বললেন যে, এই আয়াতে মুবারকা “رِجَالٌ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ...” (অর্থাৎ ঐসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করেনা...) এরূপ লোকদের জন্যই।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৮, ৩৭নং আয়াতের পাদটিকা) (তাফসিরে বাগভী, ৩/২৯৬)

জামাআত সে তো গর নামাযেঁ পড়ে গা, খোদা তেরা দামান করম সে ভরে গা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতের মহান ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমান বিন মাযউন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কে ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, অতঃপর বসে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতে থাকে, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে যায়, তবে তার জন্য **জান্নাতুল ফেরদৌসে** সত্তরটি (৭০) মর্যাদা হবে, প্রতি দু'টি মর্যাদার মাঝে এতটুকু দূরত্ব হবে, যতটুকু একটি প্রশিক্ষিত **(Trained)** দ্রুতগামী উন্নত জাতের ঘোড়া সত্তর (৭০) বছরে অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি যোহরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো তার জন্য **জান্নাতে আদনে** পঞ্চাশটি (৫০) মর্যাদা হবে, প্রতি দু'টি মর্যাদার মাঝে এতটুকু দূরত্ব হবে, যতটুকু একটি প্রশিক্ষিত **(Trained)** দ্রুতগামী

www.dawateislami.net

উন্নত জাতের ঘোড়া পঞ্চাশ (৫০) বছরে অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি আসরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, তার জন্য ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে এরূপ আটজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব হবে, যারা **আল্লাহ**র ঘরের খেদমতকারী হবে আর যে মাগরিবের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, তার জন্য হজ্বে মাবরুর (তথা কবুলকৃত হজ্ব) এবং কবুলকৃত ওমরার সাওয়াব হবে, আর যে ইশার নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, তার জন্য **লাইলাতুল ক্বদরে** কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করার সমপরিমাণ সাওয়াব হবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৩৭, হাদীস ৯৭৬১)

হযরত উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর পরিচিতি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলীলুল ক্বদর (মহা মর্যাদাবান) সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ। তাঁর উপনাম হলো **আবুস সায়িব**। (সেয়রে আ'লামুন নাবলা, ৩/৯৯) তিনি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধভাই ছিলেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৪৮) উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা বিনতে ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর মামাজান। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৭/৬৫) আর হযরত খাওলা বিনতে হাকিম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর স্বামী। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০/২৯) তাছাড়া আসহাবে সুফফার একজন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। (মিরকাত, ৪/১৯২) ১৩ জন পুরুষের পর ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (সেয়রে আ'লামুন নাবলা, ৩/৯৯) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম রাখেন **আস সালাফুস সালেহ** (অর্থাৎ নেক বুযুর্গ)। (মারেফাতুস সাহাবা, ৩/৩৬৪) আপন প্রিয় সাহাবীগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সম্পর্কে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমার সাহাবাগণনের মধ্যে যে যেখানেই ইন্তিকাল করবে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকদের জন্য সরদার ও নূর বানিয়ে উঠানো হবে।” (তিরমিযী, ৫/৪৬৪, হাদীস ৩৮৯১)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যেই ভূমিতে আমার কোন সাহাবার ওফাত ও দাফন হবে, কিয়ামতের দিন সেই ভূমির সকল মুসলমান ঐ সাহাবীর সাথে হাশরের

ময়দানের দিকে যাবে এবং এই সাহাবী তাদের সবার জন্য আলোর প্রদীপ হবে, তাঁর আলোয় সকল লোক কবর থেকে হাশর পর্যন্ত এবং হাশর থেকে জান্নাত পর্যন্ত পুলসিরাত ইত্যাদি অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৪)

ইবাদত ও রিয়াযত

হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইবাদত ও রিয়াযতের নূর দ্বারা নিজের সময়কে আলোকিত করতেন। দিনে রোযা রাখতেন আর সারা রাত ইবাদত করতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৫১, নং- ৩৩৭) অনাড়ম্বরতার অবস্থা এমন ছিলো যে, একবার সবখানে চামড়ার তালি লাগানো পুরাতন চাদর পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করলেন, যা দেখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবীগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৫০, নম্বর ৩৩৫) তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বেই নিজের উপর মদ্যপান হারাম করে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলেন যে, কখনো এমন কোন জিনিস পান করবো না, যার দ্বারা জ্ঞান লোপ পায় আর নিকৃষ্ট লোকেরা ঠাট্টা করে। (আল ইসতিআব, ৩/১৬৬)

ইন্তিকাল মুবারক

এক বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীর শা’বান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। (জামিউল উসূল, ১৪/৩১৪) ওফাতের পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গালে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন, এমনকি মুবারক চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গালের উপর তাশরীফ নিতে লাগলো। (ইবনে মাজাহ, ২/১৯৮, হাদীস ১৪৫৬) এ দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজেদেরকে আয়ত্বে রাখতে পারলেন না এবং অনবরত কাঁদতে লাগলেন, অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু সায়িব! তুমি এই দুনিয়া থেকে এভাবে চলে গেলে যে, তুমি দুনিয়ার কোন জিনিস থেকে কিছু নাওনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৫১, নং- ৩৩৭) তাঁর জানাযার নামায **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়ান। (ইবনে মাজাহ, ২/২০০, হাদীস ১৫০২)

কবরের উপর চিহ্ন লাগালেন

হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়া প্রথম সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবি সেয়বা, ৮/৩৫৭, নম্বর ২৯১) দাফনের পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাঁর কবরে পাথর পুতে দিলেন, যাতে কবরের চিহ্ন থাকে এবং নবীর বংশধরদের ইন্তিকালের পর এই কবরের পাশে দাফন করা যায়। (আবু দাউদ, ৩/২৮৫, হাদীস ৩২০৬। মিরকাত, ৪/১৯৬, ১৭১১নং হাদীসের পাদটিকা) এরপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পুত্র হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এবং শাহাজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি যয়নব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর পাশে দাফন করেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ১/১১৩। মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৫১১, হাদীস ২১২৭) মুহাজির সাহাবাদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ মধ্যে কেউ ইন্তিকাল করলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হতো যে, আমরা একে কোথায় দাফন করবো? তখন আদেশ দেয়া হতো: আমাদের পূর্বে ইন্তিকালকারী উসমান বিন মাযউনের পাশে। (মুসতাদরাক, ৪/১৯১, হাদীস ৪৯১৯) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আলা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: হযরত উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আমাদের ঘরে ওফাত গ্রহণ করেন। ইন্তিকালের রাতে আমি স্বপ্নে হযরত উসমান বিন মাযউন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জন্য একটি ঝর্ণা দেখলাম, যার পানি ছিলো প্রবাহমান। যখন একথা আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বললাম তখন ইরশাদ করেন: "এটা তাঁর আমল।" (বুখারী, ২/২০৮, হাদীস ২৬৮৭) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاهِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী কে পেয়ারে পেয়ারে হযরতে উসমান বিন মাযউন,
মুনাওয়ার বখত ওয়ালে হযরতে উসমান বিন মাযউন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হজ্বে মাবরুর ও কবুলকৃত ওমরার সাওয়াব

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন মাযউন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: হে উসমান! যে ব্যক্তি ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** আদায় করে অতঃপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত **আল্লাহ্ পাকের** যিকির করতে থাকে, তবে তার জন্য হজ্বে মাবরুর এবং কবুলকৃত ওমরার সাওয়াব রয়েছে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৩৮, হাদীস ৯৭৬২)

হজ্বে মাবরুর কোন হজ্বকে বলা হয়?

হে আশিকানে রাসূল! এ হাদীসে পাকে “**মাবরুর হজ্ব**” এর আলোচনা হয়েছে। আসুন! জেনে নিই “**হজ্বে মাবরুর**” দ্বারা কোন হজ্ব উদ্দেশ্য। যেমনটি হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “**হজ্বে মাবরুর**” এর অর্থ হলো: **কবুলকৃত হজ্ব** বা ঐ হজ্ব যাতে কোন গুনাহ সংগঠিত হয়নি। (আত তায়সির, ২/১৫৮) হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক স্থানে লিখেন: **হজ্বে মাকবুল** ও মাবরুর হলো তাই, যা ঝগড়া বিবাদ ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত এবং বিশুদ্ধভাবে আদায় করা হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৮৭) অপর স্থানে লিখেন: **হজ্বে মাবরুর** দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ হজ্ব, যাতে গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয় বা ঐ হজ্জ, যাতে লৌকিকতা ও লোক দেখানো থেকে বিরত থাকা হয় অথবা ঐ হজ্ব, যার পর হাজী মৃত্যু পর্যন্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে, হজ্ব নষ্টকারী কোন আমল করে না। খাজা হাসান বসরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বলেন: হজ্বে মাকবুল ঐ হজ্বকে বলে, যার পর হাজী দুনিয়ার প্রতি বিমুখ, আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, অথবা **হজ্বে মাবরুর** হলো ঐ হজ্ব, যা হাজীর অন্তরকে এমনভাবে নম্র করে দেয় যে, তার অন্তরে ভাবনা, চোখ অশ্রুসিক্ত থাকে। হজ্ব করা সহজ, হজ্বকে সামলে রাখা কঠিন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৪১)

খোদা হজ্বে মাবরুর কি দেয় সাআদাত, মদীনে কি করতা রহোঁ মে যিয়ারত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যোহরের জামাআতের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি যোহরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, তার জন্য ঐ রকম পঁচিশ (২৫) নামাযের সাওয়াব এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে ৭০টি মর্যাদা **(Ranks)** বৃদ্ধি হবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৩৮, হাদীস ৯৭৬২)

ফজর ও ইশার জামাআতের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: **(১)** "যে ব্যক্তি ইশার নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, সে যেনো সারারাত নামায পড়লো এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, সে যেনো সারাদিন নামায পড়লো।" (মু'জাম কবীর, ১/৯২, হাদীস ১৪৮) **(২)** "যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো এবং জামাআত থেকে কোন রাকাত ছুটে যায়নি, তবে তার জন্য জাহান্নাম ও কপটতা থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৬২, হাদীস ২৮৭৫)

সারারাত ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **জামাআত সহকারে** ইশার নামায পড়লো, যেনো অর্ধরাত কিয়াম (ইবাদত) করলো এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়লো, যেন সারারাত কিয়াম (ইবাদত) করলো।"

(মুসলিম, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৯১)

হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এ হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এর দু'টি অর্থ হতে পারে: একটি হলো, ইশার **জামাআত সহকারে** নামাযের সাওয়াব অর্ধরাত ইবাদতের সমান এবং ফজরের **জামাআত সহকারে** নামাযের সাওয়াব অবশিষ্ট অর্ধরাত ইবাদতের সমান, তাই যে ব্যক্তি এই উভয় নামায

www.dawateislami.net

জামাআত সহকারে পড়ে নিলো, তার সারারাত ইবাদতের সাওয়াব অর্জিত হবে। দ্বিতীয়টি হলো, ইশার **জামাআতের** সাওয়াব অর্ধরাতের সমান এবং ফজরের **জামাআতের** সাওয়াব সারারাত ইবাদতের সমান, কেননা তা (অর্থাৎ ফজরের) **জামাআত** ইশার **জামাআত** থেকে (নফসের জন্য) বেশি বোঝা স্বরূপ, প্রথম অর্থটিই বেশি শক্তিশালী। **জামাআত** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীর) পাওয়া, যেমনটি কতিপয় উলামাগণ বলেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৬)

নেকীর দাওয়াতের মহান ফযীলত

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله! যদি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায **জামাআত সহকারে** আদায় করার অভ্যাস গড়ে নেন, তবে মহান প্রতিদান ও সাওয়াবের অধিকারী হবেন আর যদি সৌভাগ্য হয়! এর পাশাপাশি অপরকেও নেকীর দাওয়াত দিয়ে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যান, তবে আপনার প্রতিদান ও সাওয়াবে অসংখ্য বৃদ্ধি হয়ে যাবে। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ- অর্থাৎ নিশ্চয় নেকীর পথপ্রদর্শক নেকী সম্পাদনকারীর মতোই। (তিরমিযী, ৪/৩০৫, হাদীস ২৬৭৯) আফসোস! বর্তমানে নামাযী মুসলমানের একটি বড় অংশ রয়েছে, যারা মসজিদের **জামাআত** ছেড়ে ঘর, দোকান, অফিস ইত্যাদিতে **জামাআত সহকারে** নামায পড়ে নেয়, অথচ শরয়ী অপরাগতা না থাকা অবস্থায় আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মসজিদে **জামাআত সহকারে** নামায পড়া ওয়াজিব।

মে পাঁচোঁ নামাযে পড়োঁ বাজামাআত,
হো তাওফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমি একটি নতুন জীবন পেলাম

মসজিদের **জামাআতে** অংশগ্রহণ করার আগ্রহ পেতে এবং মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** করাচীর এক ইসলামি ভাই ছোটবেলা থেকে নেশায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, সকালে নাস্তার স্থলে গাঁজা ও হিরোইনের নেশা করতো। অনেক ডাক্তারের চিকিৎসা করানো হলো কিন্তু নেশা ছাড়াতে পারেনি। বিভিন্ন গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে ছিলো। বিয়ের পর স্ত্রী সন্তানরাও তার কারণে চিন্তিত থাকতো। কোনভাবে রবিউল আউয়াল শরীফে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে পৌঁছে গেলো, সেখানে একজন বয়স্ক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করলো এবং তার মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, আমি ১২ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করবো। মাদানী কাফেলার শুরু শুরুতে তার নেশা করতে না পারার কারণে কষ্ট তো হয়েছে, না ঠিকভাবে ঘুম আসতো, না ক্ষুধা লাগতো কিন্তু সে ইবাদতে লেগে রইলো এবং কেঁদে কেঁদে নিজের গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, চার বা পাঁচ দিন পর ক্ষুধা লাগা শুরু হলো এবং রাতে ঘুমও আসতে লাগলো, মাদানি কাফেলায় সফরের বরকতে নেশা থেকে তার মন বিরত হলো আর সে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায নয় বরং তাহাজ্জুদ এবং ইশরাক চাশতও পড়তে লাগলো। মাথায় পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো। তার বক্তব্য হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে এসে আমি একটি নতুন জীবন পেলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার স্ত্রী সন্তানরাও এখন আমার উপর সন্তুষ্ট।

এ শরাবী তু আ, আ জুয়াড়ী তু আ,
ছুটে বদ আ'দতে কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামাআত সহকারে নামায পড়ার ১১টি হিকমত

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নামায **জামাআত সহকারে** কেন পড়ানো হয়! এতে কি হিকমত? মসজিদে হাযিরি কেন দেওয়া হয়? অতঃপর এর উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: **জামাআতে** দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক হিকমত রয়েছে, দুনিয়াবী হিকমত হলো, ❋ **জামাআতে**র বরকতে জাতিতে শৃঙ্খলা (**Discipline**) বজায় থাকে যে, মুসলমান নিজেদের প্রতিটি কাজের জন্য ইমামের ন্যায় নেতা ও আমীর মনোনিত করে নেয়, অতঃপর আমীরের এমন আনুগত্য করে, যেভাবে মুক্তাদি ইমামকে করে। ❋ **জামাআতে**র মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে একতা বৃদ্ধি পায়। ❋ প্রতিদিন পাঁচবার সাক্ষাত এবং সালাম দোয়া অন্তরের শত্রুতা দূর করে। ❋ জাতির মাঝে সময়ের নিয়মানুবর্তীতা অভ্যাস হয়ে যায় যে, সকল লোক **জামাআতে**র জন্য তাড়াতাড়ি আসে। ❋ **জামাআত** দ্বারা অহঙ্কারীদের অহঙ্কার ভঙ্গ হয় যে, সেখানে বাদশাহকে ফকিরের সাথে দাঁড়াতে হয় তাছাড়া ❋ মসজিদে আমাদের কমিটি, ঘর বা সাধারন মজলিস, যেখানে একত্রিত হয়ে মুসলমান গুরুত্বপূর্ণ (দ্বীনি) পরামর্শ করতে পারে, যেনো মসজিদে প্রতিদিন মহল্লার পাঁচটি কনফারেন্স হয়ে থাকে, মসজিদে নববী থেকেই ইসলামী সৈন্য বাহিনী বের হয়ে যুদ্ধ ইত্যাদি করতো। দ্বীনি উপকারীতা হলো: ❋ যদি **জামাআত সহকারে** একজনের নামায কবুল হয়ে যায় তবে সবার কবুল। ❋ **জামাআতে** যেনো মুসলমানের প্রতিনিধি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থিত হয়ে থাকে এবং প্রকাশ্য যে, শাসকের নিকট একাকীর (ব্যক্তি) পরিবর্তে দলগতভাবে যাওয়া বেশি সম্মানের হয়ে থাকে। ❋ **জামাআতে** মানুষ **আল্লাহ**র কোর্টে উকিল অর্থাৎ ইমামের মাধ্যমে আবেদন করে থাকে, যার দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ❋ মসজিদে আসা যাওয়াতে প্রতিটি কদমে একটি করে নেকী অর্জন হয়। ❋ **জামাআত** দ্বারা পুরুষকে ধর্মীয় প্রধান, উলামা, ছুফিগণের আদব শিক্ষা দেয়া হয়।

(আসরারুল আহকাম মাআ রাসায়িলে নাঈমী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খোদা সব নামাযেঁ পড়োঁ বাজামাআত,
করম হো পায়ে তাজেদারে রিসালাত।

মকবুল ব্যক্তিদের অনুসরনকারীদের মাগফিরাত (ঘটনা)

আলা হযরতের পিতা, হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (হযরত সায়্যিদুনা) ওয়াহাব বিন মুনাব্বীহ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) পিছনের সারিতে দাড়ায়মান হতেন এবং বলতেন: আমি "তাওরাতে" দেখেছি: উম্মতে মুহাম্মদীর কতিপয় (মাকবুল) লোক যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, (তখন) যে ব্যক্তি তার পিছনে থাকে ক্ষমা হয়ে যায়। (জাওয়াহিরুল বয়ান ফি আসরারুল আরকান, ৭০ পৃষ্ঠা)

আমি চুল আঁচড়াচ্ছিলাম (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা সালেহ বিন কায়সান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রম সহকারে নিজের ছাত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিক্ষা দিলেন, তা এই বিষয় দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযের **জামাআতে** অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সম্মানিত শিক্ষক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন বললেন: "আমি তখন চুল আঁচড়াচ্ছিলাম।" ব্যথিত হয়ে বললেন: "চুল আঁচড়ানোকে নামাযের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে!" এবং এই সংবাদ মিশরে তাঁর সম্মানিত পিতাকে দিয়ে দিলেন। তিনি তখনই নিজের বিশেষ ব্যক্তিকে সন্তানকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যিনি মদীনা শরীফে পৌঁছতেই সর্বপ্রথম তাঁর (অর্থাৎ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের **জামাআত সহকারে** নামাযে প্রতিবন্ধক) চুল মুন্ডিয়ে দিলেন অতঃপর অন্য কথা বললেন। (সিরাত ইবনে জাওযী, ৪১ পৃষ্ঠা) সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিফল ছিলো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যক্তিত্ব ঐ সকল মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র ছিলো, যাতে "বনু উমাইয়া"র অনেক যুবক পতিত ছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ইমাম যে অবস্থায় থাকুক জামাআতে যোগ দিন

হে আশিকানে নামায! দেখলেন তো আপনারা! আগেকার যুগের সম্মানীত শিক্ষকগণ নিজের ছাত্রদের নামায সম্পর্কে কিভাবে নজরদারী করতেন! আহ! এখন তো সেই যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, অনেক শিক্ষকের দৃষ্টি কেবল বেতনের উপরই আটকে আছে! ছাত্র নামায পড়ুক বা না পড়ুক তার প্রতি কোন পরোয়া নেই! **জামাআত সহকারে** নামায পড়ার জন্য মসজিদে আগমনকারী সৌভাগ্যবানদের প্রতি আবেদন: যখন **জামাআত** দাঁড়িয়ে যায় তখন না চুল আঁচড়াবেন, না পাগড়ী শরীফ পরিধানে সময় নষ্ট করবেন, দ্রুত **জামাআতে** যোগ দিন। ইমাম সাহেব যখন কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) অবস্থায়, তার রুকুতে যাওয়া অবস্থায় তাছাড়া কা’দায়ে উলা (অর্থাৎ প্রথম আত্তাহিয়াত) অবস্থায় হোক তবে দাঁড়ানোর জন্য অপেক্ষা করবেন না, ইমাম সাহেব যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায় সাথে সাথেই **জামাআতে** যোগ দিন। তবে ইমাম সাহেব সালাম ফিরায় তখন যোগ দিতে পারবে না, হ্যাঁ ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করার সময় যোগ দিতে পারবে। “**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**”য় রয়েছে: যে ব্যক্তি সাহু সিজদা পর কা’দায় ইমামের সাথে যোগ দিলো, তবে **জামাআতে** যোগ দিলো, সেই ভিত্তিতে (অর্থাৎ নামায শুরু হওয়াটা) বিশুদ্ধ হয়ে গেলো । (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/২১১)

আহ! শুধু দুনিয়াবী শিক্ষার প্রতি নজরদারী

বর্ণিত ঘটনায় ঐসকল পিতামাতার জন্যও শিক্ষার মাদানী ফুল রয়েছে, যারা নিজের সন্তানদের প্রশিক্ষণের প্রতি উপযুক্ত নজরদারী করেন না, তাদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষা সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কিন্তু সন্তান নামায পড়লো কি পড়লো না, তার প্রতি কোন পরোয়া নেই, মনে রাখবেন! সন্তানের শিক্ষা কেবল এর নাম নয় যে, তাদের দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন এবং তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন বরং তাদেরকে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

অনুগত বানানোর চেষ্টা করাও পিতামাতার দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত। (সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মাকতাবাতুল মদীনার ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"তরবিয়্যতে আওলাদ"** অবশ্যই অধ্যয়ন করুন)

ইয়া রব বাচালে তু মুঝে নারে জাহিম সে,
আওলাদ পর ভি বলকে জাহান্নাম হারাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক অন্ধের ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমতে একজন অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার নিকট এমন কেউ নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অনুমতি চাইলেন যে, তাকে যেনো নিজের ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিয়ে দেয়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন তখন ডাকলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি কি নামাযের আযান শুনো? আরয করলো: হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: তবে তা গ্রহণ করো।

(মুসলিম, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৮৬)(মিরা'ত, ২/১৬৮)

অন্ধের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়

অন্ধের জন্যও উত্তম হলো, সে মসজিদে এসে **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করবে কিন্তু তার জন্য মসজিদে এসে **জামাআত সহকারে** নামায পড়া ওয়াজিব নয়। যেমনটি **"বাহারে শরীয়াত"** ১ম খন্ডের ৫৮৩ থেকে ৫৮৪ পৃষ্ঠায় ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব **"দুররে মুখতার"** এর উদ্ধৃতিতে **জামাআত** বর্জন করার ২০টি কারণ (অপারগতা) বর্ণিত হয়েছে। এর অপারগতা নম্বর ৬ হলো: **অন্ধ,** যদিও অন্ধের কেউ এরূপ রয়েছে, যে হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

একজন অন্ধ সাহাবীর প্রশ্ন (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনা মুনাওয়ারায় হিংস্র প্রাণী অনেক রয়েছে আর আমি হলাম অন্ধ, তবে কি আমার অনুমতি রয়েছে যে, ঘরে নামায পড়ে নিবো? ইরশাদ করলেন: حَیَّ عَلَى الصَّلٰوۃ، حَیَّ عَلَى الْفَلَاح শুনো? আরয করলেন: জি হ্যা! ইরশাদ করলেন: তবে (**জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার জন্য) উপস্থিত হও।” (নাসায়ী, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৪৮)

অন্ধের জন্য জামাআত সহকারে নামায পড়া উত্তম

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসের আলোকে পাদটিকায় বলেন: যে অন্ধ রাস্তা চিনে না, নেয়ার মতোও কেউ নেই, বিশেষ করে হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকলে তখন তার জন্য অবশ্যই অনুমতি রয়েছে কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে) উত্তমের উপর আমল করার নির্দেশনা দিয়েছেন যে, অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করুক, যারা বিনা অপরাগতায় ঘরে পড়ে নেয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১/৫৭৯)

মদীনা এখন হিংস্র প্রাণীর আধিক্য থেকে পবিত্র হয়ে গেছে

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এ হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: মনে রাখবেন! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বে, মদীনা মুনাওয়ারা, মহামারী ও রোগ-ব্যধিতে পূর্ণ ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে পাক সেখান থেকে মহামারীকে বের করে দিয়ে সেখানকার মাটিকেও শিফা (আরোগ্য দানকারী) বানিয়ে দিলেন, কিন্তু প্রথম প্রথম কিছু সাপ বিচ্ছু এবং নেকড়ে ইত্যাদি ছিলো, পরবর্তিতে **আল্লাহ পাক** তা থেকে মদীনাকে প্রায় পরিস্কার করে দিলেন অর্থাৎ **ইয়াসরিব**কে **তৈয়্যবা** বানিয়ে দিলেন। (মুফতি সাহেব আরো বলেন) এটা ঐসময়ের ঘটনা যখন সেখানে এই হিংস্র প্রাণী বিদ্যমান ছিলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭৮)

www.dawateislami.net

চলো সবাই মিলে করি যিকিরে মদীনা

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণিত ব্যাখ্যায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কদমের বরকতে **ইয়াসরিব** এর **তৈয়্যবা** (পবিত্র) হয়ে যাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। **ইয়াসরিব** কি? তা জানার জন্য **"চলো সবাই মিলে করি মদীনার যিকির..."** **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ২৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা"** এর ১৯৪ থেকে ১৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয় থেকে কিছুটা পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হলো:

মদীনা মানুষকে পুতঃপবিত্র করে দিবে

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমাকে এমন এক লোকালয়ের দিকে হিজরত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা সকল লোকালয়কে গ্রাস করবে (সবগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে), লোকেরা একে **'ইয়াসরীব'** বলে আর তা হলো **'মদীনা'**, (এই লোকালয়) মানুষকে এমনভাবে পুতঃপবিত্র করবে যেভাবে চুল্লী লোহার মরিচাকে।" (বুখারী, ১/৬১৭, হাদীস ১৮৭১)

মদীনাকে ইয়াসরিব বলা গুনাহ

মদীনা মুনাওয়ারাকে "ইয়াসরিব" বলা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২১তম খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মদীনায়ে তায়্যিবাকে ইয়াসরিব বলা নাজায়িয ও নিষেধ এবং গুনাহ আর সম্বোধনকারী গুনাহগার। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যারা মদীনাকে **"ইয়াসরিব"** বলে, তার উপর তাওবা করা ওয়াজিব, মদীনা পবিত্র, মদীনা পবিত্র। আল্লামা মুনাভী **"তাইসির শরহে জামেউ সগির"** এ বলেন: এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মদীনা তৈয়্যিবার **ইয়াসরিব** নাম রাখা হারাম, কেননা **ইয়াসরিব** বলাতে তাওবার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তাওবা গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। (আত তাইসির, ২/৪২৪)(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৬)

www.dawateislami.net

ইয়াসরিব বলা নিষেধ কেন?

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **'আশিআতুল লুমআত শরহে মিশকাতে'** লিখেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে লোকজনের বসবাস এবং একত্রিত হওয়া আর এই শহরের প্রতি ভালবাসার কারণেই এর নাম রেখেছেন **'মদীনা'** এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে **ইয়াসরিব** বলতে নিষেধ করেছেন, কারণ এটি হলো জাহেলীয়তের যুগের নাম কিংবা এ কারণে যে, শব্দটি 'ثَرۡبٌ' শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ ধ্বংস ও ফ্যাসাদ আর 'تَثۡرِيۡبٌ' অর্থ গালমন্দ করা এবং নিন্দা করা অথবা এ কারণে যে, ইয়াসরিব কোন মূর্তির নাম কিংবা কোন অত্যাচারী ও অবাধ্য ব্যক্তির নাম ছিলো। ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের তারিখ গ্রন্থে একটি হাদীস শরীফ এনেছেন, যে ব্যক্তি **"একবার ইয়াসরিব"** বলবে, তবে তার (কাফফারা স্বরূপ) **"দশবার মদীনা"** বলা উচিৎ।(১) পবিত্র কোরআনে যে يٰۤاَهۡلَ يَثۡرِبَ (অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসী) এসেছে, তা মূলতঃ মুনাফিকদেরই উক্তি (অর্থাৎ তাদেরই বলা কথা) ছিলো যে, ইয়াসরিব বলে তারা **মদীনা মুনাওয়ারা**র অবমাননার মনোভাব পোষণ করতো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যারা ইয়াসরিব বলবে, তারা যেনো **আল্লাহ পাকে**র দরবারে তাওবা করে নেয়(২) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেউ কেউ বলেন: **মদীনা মুনাওয়ারা**কে যে ইয়াসরিব বলবে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির কণ্ঠে কালামে পংক্তিতেও **'ইয়াসরিব'** শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে এবং **আল্লাহ পাকই** সর্বজ্ঞ আর মহত্ব ও শান ওয়ালার জ্ঞান সর্বোতভাবে পোক্ত এবং সব দিক থেকে পরিপূর্ণ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৯)

---

১. তারিখে কবীর, ৬/২৬, হাদীস ৮২৮২।

২. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪০৯, হাদীস ১৮৫৪৪।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

জিন্দেগী কিয়া হে! মদীনে কে কিসি কোচে মেঁ মউত,
মওউত পাক ও হিন্দ কে জুলমত কদে কি জিন্দেগী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত মাফ হওয়ার ২০টি অপারগতা

এ সকল অপারগতা থেকে যেকোন অপারগতার কারণে **জামাআত** বর্জনকারী গুনাহগার হবেনা: (১) অসুস্থ ব্যক্তি, যার মসজিদে যেতে কষ্ট হয়। (২) অক্ষম হওয়া। (৩) যার পা কেটে গেছে। (৪) প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হলে। (৫) এমন বৃদ্ধ যে, মসজিদ পর্যন্ত যেতে অপারগ। (৬) অন্ধ ব্যক্তি, যদিও অন্ধের এমন কেউ রয়েছে, যে হাত ধরে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে। (৭) প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, (৮) অতিরিক্ত কাদা প্রতিবন্ধক হলে। (৯) তীব্র শীত, (১০) ঘুটঘুটে অন্ধকার হলে। (১১) ঝড় তুফান হলে। (১২) সম্পদ বা খাদ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা হলে। (১৩) ঋণদাতা পথে আটকানোর ভয় থাকলে এবং সে (অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তি) অভাবগ্রস্থ হলে। (১৪) অত্যাচারীর ভয় থাকলে। (১৫) পায়খানা (বা) (১৬) প্রস্রাব (অথবা) (১৭) বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল বেগ হলে। (১৮) খাবার সামনে উপস্থিত আর নফস সেদিকে আকাঙ্ক্ষীত থাকলে। (১৯) কাফেলা চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে। (২০) রোগীর সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি, কারণ **জামাআতে**র জন্য গেলে তার (অর্থাৎ রোগীর) কষ্ট হবে ও ঘাবড়ে যাবে। এসবগুলোই **জামাআত** বর্জন করার উপযুক্ত কারণ। (দুররে মুখতার, ২/৩৪৭-৩৪৯। বাহারে শরীয়াত, ১/৫৮৩-৫৮৪)

জামাআতের ভিন্ন ভিন্ন ৩০টি মাদানী ফুল

জামাআত কার উপর ওয়াজিব?

(১) প্রত্যেক বিবেকবান, প্রাপ্তবয়স্ক, সক্ষম পুরুষ মুসলমানের উপর **জামাআত** ওয়াজিব, শরয়ী অপরাগতা ব্যতিত একবারও বর্জনকারী গুনাহগার ও

www.dawateislami.net

জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। কয়েকবার নামায বর্জনকারী ফাসিক এবং সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত থাকে না, প্রতিবেশিরা না বুঝালে তারাও গুনাহগার হবে।

মহিলার উপর জামাআত ওয়াজিব নয়

(২) মহিলার জন্য যেকোন নামাযের **জামাআতে** উপস্থিত হওয়া জায়িয নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ৫৮৪ পৃষ্ঠা) আর তাদের **জামাআত** করা বা অংশগ্রহণ করার অনুমতিও নেই।

(৩) জুমা ও দুই ঈদে **জামাআত** শর্ত। (জুমা ও দুই ঈদের আরো শর্তবলী রয়েছে) (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৩৪১-৩৪২)

মহিলা এবং জুমা ও ঈদের নামায

(৪) মহিলারা জুমার নামায পড়বেনা, অন্যদিনের ন্যায় যোহরের নামাযই পড়বে, ঈদের নামায তাদের জন্য নেই।

তারাবীহ ও বিতরের জামাআতের মাসআলা

(৫) তারাবীতে **জামাআত** সুন্নাতে কেফায়া, যদি মসজিদের সব লোক ছেড়ে দেয় তবে সবাই গুনাহগার হবে এবং যদি কোন একজন ঘরে একা পড়ে নেয় তবে গুনাহগার হবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি নেতা (Leader), তার উপস্থিতিতে **জামাআত** বড় হয় এবং বর্জন করলে লোক কমে যাবে, তার অপারগতা ব্যতিত **জামাআত** বর্জন করার অনুমতি নাই। (আলমগিরী, ১/১১৬)

(৬) তারাবীহ মসজিদে **জামাআত সহকারে** পড়া উত্তম যদি ঘরে **জামাআত সহকারে** পড়ে তবে **জামাআত** বর্জন করার গুনাহ হবে না কিন্তু ঐ সাওয়াব পাবে না যা মসজিদে **জামাআত সহকারে** পড়াতে ছিলো। (আলমগিরী, ১/১১৬)

(৭) রমযান মাসে বিতরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়া উত্তম, হোক তা সেই ইমামের পিছনে, যার পিছনে ইশা ও তারাবীহ পড়েছে অথবা অন্যের পিছনে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/ ৬০৬)

www.dawateislami.net

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

(৮) সূর্য গ্রহণের নামায **সুন্নাতে মুয়াক্কাদা** এবং চন্দ্র গ্রহণের নামায মুস্তাহাব। সূর্য গ্রহণের নামায **জামাআত সহকারে** পড়া মুস্তাহাব আর একা একাও পড়া যেতে পারে এবং যদি **জামাআত সহকারে** পড়া হয় তবে খুতবা ব্যতিত জুমার সকল শর্তাবলী এর জন্য শর্ত, ঐ ব্যক্তি এর **জামাআত** করতে পারবে, যে জুমার নামাযে ইমামতি করতে পারে, তিনি না হলে একা একা পড়বে, ঘরে বা মসজিদে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৭৭-৮০)

তাকবীরে উলার ফযীলত অর্জন হওয়ার উপায়

(৯) জামাআতে যোগ দেয়া, যেনো কোন রাকাত বাদ না যায়, অযুতে তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করা থেকে উত্তম এবং তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করা তাকবীরে উলা পাওয়া থেকে উত্তম অর্থাৎ অযুতে তিনবার করে অঙ্গ ধৌত করতে গেলে তবে রাকাত চলে যাবে, তবে উত্তম হলো, তিনবার করে ধৌত না করা এবং রাকাত ছুটতে না দেয়া আর যদি জানে, রাকাত তো পেয়ে যাবে, কিন্তু তাকীবরে উলা পাবে না, তখন তিনবার করে ধৌত করবে। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৫৮৩)**

(১০) যদি প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে গেলো, তবে (কতিপয় উলামার মতে) তাকবীরে উলার ফযীলত অর্জন হয়ে যাবে। **(আলমগিরী, ১/৬৯)**

(১১) যার **জামাআত** ছুটে যায় তার উপর ওয়াজিব নয় যে, অন্য মসজিদে **জামাআতে**র সন্ধান করবে, তবে হ্যাঁ তা মুস্তাহাব। **(দুররে মুখতার, ২/৩৪৭)**

শিশুদের কাতারে দাঁড়ানোর মাসআলা

(১২) যখন কাতার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তখন যদি একজন বুদ্ধিমান অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু থাকে তবে সে যেকোন কাতারে এমনকি প্রথম কাতারেও যেখানেই চাইবে দাঁড়াতে পারবে। **(দুররে মুখতার, ২/৩৭৭)**

(১৩) যদি একের অধিক শিশু থাকে তবে তাদের কাতার বড়দের শেষ কাতারের পিছনে বানান। (দুররে মুখতার, ২/৩৭৭)

(১৪) কিছু লোক শিশুদেরকে কাতারের এক কোণায় পাঠিয়ে দেন, এ পদ্ধতি ভুল, কোণাও কাতারের অন্তর্ভুক্ত, শিশুদের কাতার বড়দের কাতারের শেষে বানান।

প্রত্যেক কাতার পিছনের কাতার থেকে উত্তম

(১৫) পুরুষের প্রথম কাতার যা ইমামের নিকটতম, দ্বিতীয় কাতার থেকে উত্তম এবং দ্বিতীয় কাতার তৃতীয় কাতার থেকে উত্তম وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس, (অর্থাৎ এবং এভাবে অনুমান করুন)। (আলমগীরি, ১/৮৯) উদ্দেশ্য হলো, সামনের কাতার তার পিছনের কাতার থেকে উত্তম।

(১৬) মুক্তাদির জন্য উত্তম স্থান হলো, ইমামের নিকটে থাকা এবং উভয় দিকেই সমান, তবে ডান দিকটা উত্তম। (আলমগিরী, ১/৭৯)

(১৭) প্রথম কাতার উত্তম হওয়া জানাযার নামায ব্যতিত আর জানাযার নামাযে শেষ কাতার উত্তম। (দুররে মুখতার, ১/৩৭২-৩৮৪)

(১৮) সামনের কাতারে জায়গা আছে আর পিছনের কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে তবে কাতারকে ফাঁক করে সামনে গিয়ে খালি জায়গায় দাঁড়াবে। (আলমগিরী, ১/৮৯) এজন্য যে, হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে: “যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে প্রশস্ততা দেখে তা পূর্ণ করবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে।” (মু'জামায যাওয়ায়িদ, ২/২৫১, হাদীস ২৫০৩) আর এটা তখনই করবে, যখন ফিতনা-ফাসাদের আশংকা থাকবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৭৬)

(১৯) **(জামাআত** চলাকালিন অবস্থায়) মসজিদের বারান্দায় জায়গা থাকার পরও উপরের তলায় ইকতিদা করা (অর্থাৎ **জামাআত সহকারে** নামায পড়া) মাকরূহে (তাহরীমি), অনুরূপভাবে কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় পিছনে দাঁড়ানো নিষেধ। (দুররে মুখতার, ২/৩৭৪)

www.dawateislami.net

ইমামের পূর্বে রুকু বা সিজদায় যাওয়া

(২০) ইমামের পূর্বে রুকু করলো কিন্তু তার মাথা উঠানোর পূর্বেই ইমামও রুকু করলো তবে রুকু হয়ে গেলো, তবে শর্ত হলো, সে তখনই রুকু করলো যখন ইমাম ফরয কিরাত সমপরিমাণ পড়ে নিয়েছে, অন্যথায় রুকু হবেনা এবং এমতাবস্থায় ইমামের সাথে বা ইমামের পর যদি দ্বিতীয় বার রুকু করে নেয় তবে হয়ে যাবে, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইমামের পূর্বে রুকু বা যেকোন রোকন আদায় করাতে অবশ্যই গুনাহগার হবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬২৪)

(২১) ইমামের পূর্বে মুক্তাদি সিজদায় চলে গেলো এবং তার মাথা উঠানোর পূর্বে ইমামও সিজদায় পৌঁছে গেলো, এতে সিজদা তো হয়ে গেলো কিন্তু মুক্তাদির এরূপ করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৯৪)

একাকী ফরয শুরু করে দিলো তখনই জামাআত দাঁড়িয়ে গেলো!

(২২) একাকী ফরয নামায মাত্র শুরু করেছে অর্থাৎ প্রথম রাকাতের সিজদা করেনি, এমন সময় **জামাআত** দাঁড়িয়ে গেলো তখন ভেঙ্গে (এই ভঙ্গ করাটা মুস্তাহাব) **জামাআতে** যোগ দিবে। (তানবিরুল আবসার ও দুররে মুখতার, ২/৬০৬-৬১০)

(২৩) **জামাআত** দাঁড়িয়ে যাওয়া দ্বারা মুয়াজ্জিনের তাকবীর বলা উদ্দেশ্য নয় বরং **জামাআত** শুরু হয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য, মুয়াজ্জিনের তাকবীর বলাতে নামায ভঙ্গ করা যাবে না, যদিও প্রথম রাকাতের সিজদা তখনও করা হয়নি। (রদ্দুল মুখতার, ২/৬০৮)

(২৪) নামায ভঙ্গ করার জন্য বসারও প্রয়োজন নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একপাশে সালাম ফিরিয়ে ভঙ্গ করে দিবে। (আলমগিরী, ১/১১৯)

(২৫) **জামাআত** শুরু হয়ে যাওয়াতে নামায তখনই ভঙ্গ করবে, যেস্থানে নামায পড়া হচ্ছে সেই স্থানেই **জামাআত** শুরু হয়, যদি ঘরে নামায পড়ছে আর মসজিদে **জামাআত** শুরু হলো বা এক মসজিদে পড়ছে এবং আরেকটি মসজিদে **জামাআত** শুরু হলো তখন ভঙ্গ করার বিধান নেই, যদিওবা প্রথম রাকাতের সিজদা করা হয়নি। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬০৮)

www.dawateislami.net

একাকী ফজর ও মাগরিবের নামায পড়ার সময় জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার মাসআলা

(২৬) ফজর ও মাগরিবের এক রাকাত পড়া হয়েছে তখন **জামাআত** শুরু হলো, তবে দ্রুত নামায ভঙ্গ করে **জামাআতে** যোগ দিবে, যদিওবা দ্বিতীয় রাকাত শুরু করে দিয়েছে। তবে যদি দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা করে নিলো, এখন আর এই দুই নামায ভঙ্গ করার অনুমতি নেই এবং নামায পূর্ণ করার পর নফলের নিয়্যতেও যোগ দিতে পারবে না, কেননা ফজরের পর নফল নামায জায়িয নেই এবং মাগরিবে এই জন্যই যে, তিন রাকাত বিশিষ্ট নফল নামায নেই আর যদি মাগরিবে নফলের নিয়্যতে যোগ দিলো তবে মন্দ কাজ করলো, ইমামের সালাম ফিরানোর পর আরো এক রাকাত মিলিয়ে চার রাকাত করে নিন, আর যদি ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নেয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং চার রাকাত কাযা করবে। (আলমগিরী, ১/১১৯)

(২৭) যদি নফল (বা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা) শুরু করলো এবং **জামাআত** শুরু হয়ে গেলো, তবে নফল (বা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা) ভঙ্গ করার অনুমতি নেই বরং দুই রাকাত পূর্ণ করে নিন, যদিও প্রথম রাকাতের সিজদা করা হয়নি এবং যদি তৃতীয় রাকাত পড়ছে, তবে চার রাকাত পূর্ণ করবে। (বিস্তারিত: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১২৯-১৩৬)

(২৮) জুমা বা যোহরের সুন্নাত পড়ছে এমতাবস্থায় খুতবা বা **জামাআত** শুরু হয়ে গেছে, তখন চার রাকাত পূর্ণ করে নিন। (তানবিরুল আবসার ও দুররে মুখতার, ২/৬১১)

(২৯) কাযা নামায শুরু করলো আর **জামাআত** শুরু হয়ে গেলো তবে পরিপূর্ণ করেই যোগ দিবে, তবে হ্যা, যেই কাযা শুরু করা হয়েছে যদি ঠিক সেই কাযার জন্যই **জামাআত** শুরু হয়, তবে ভঙ্গ করে যোগ দিবে।

(৩০) ইমাম রুকুতে ছিলো আর আপনি তাকবীর বলে ঝুঁকছিলেন, তখনই ইমাম দাঁড়িয়ে গেলো তবে যদি রুকুর সীমানায় সামান্যতম সময় পরস্পর অংশগ্রহণ হয়ে যায় তবে রাকাত পেয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১/১২০)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

হে আমাদের প্রিয় **আল্লাহ পাক**! ইসলামী ভাইদের কাতার ঠিক করে **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার তৌফিক দান করো! আর আমাদের নামায কবুল করো! আমাদের অলসতাকে ক্ষমা করো! হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে তোমার পছন্দনীয় নামায আদায় করার সৌভাগ্য দান করো এবং আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হো করম এ্যয় রব্বে রহমত! পায়ে সূরুরে রিসালত,
না নামাযে বাজামাআত, কি ছুটে কভি সাআদাত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার ৩০টি নিয়্যত

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৫ম খন্ডের ৬৭৩-৬৭৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ৪০টি নিয়্যত থেকে সাহায্য নিয়ে সহজ শব্দ নির্বাচন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাছাড়া কিছু নিয়্যত বাদ দিয়ে এবং কিছু নতুন সংযোজনও করা হয়েছে। নিজের অবস্থা অনুযায়ী এর মধ্য থেকে যতগুলো সম্ভব ততগুলো নিয়্যত করে নিন, اِنْ شَآءَ الله প্রতিটি নিয়্যতে আলাদা আলাদা ১০টি করে নেকী অর্জিত হবে।

(১) আল্লাহ পাকের দিকে আহবানকারী মুয়াজ্জিন সাহেবের ডাকে সাড়া দিচ্ছি **(২) জামাআত সহকারে** নামায পড়তে যাচ্ছি **(৩)** তাহিয়াতুল মসজিদের নফল পড়তে যাচ্ছি **(৪)** নফল ইতিকাফ করতে যাচ্ছি **(৫)** মসজিদের যিয়ারত করবো **(৬)** মসজিদ দৃষ্টি গোচর হলে দরূদ পড়বো **(৭)** পথে লিখিত যে কাগজ পাবো, উঠিয়ে আদবের স্থানে রেখে দিবো **(৮)** যে ব্যক্তি পথ ভুলে যাবে তাকে পথ দেখিয়ে দিবো **(৯)** অন্ধ ব্যক্তির হাত ধরে তাকে পথ চলতে সাহায্য করবো **(১০)** মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা এবং **(১১)** বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করবো **(১২-১৩)** উভয় বার দোয়া পড়বো **(১৪) জামাআত সহকারে**

www.dawateislami.net

নামাযে মুসলমানদের বরকত অর্জন করবো **(১৫)** মুসলমানদের সালাম করবো **(১৬)** কেউ সালাম দিলে উত্তর দিবো **(১৭)** মুসলমানের সাথে মুচকি হেসে মুসাফাহা (করমর্দন) করবো **(১৮)** কোন আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত হলে তার সাথে খুশিমনে উত্তম রূপে সাক্ষাত করে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সাওয়াবের অধিকারী হবো **(১৯)** উলামায়ে দ্বীন এবং নেককার মুসলমানদের যিয়ারত করবো **(২০)** যে মুসলমানের হাঁচি আসবে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তবে এর উত্তরে يَرْحَمُكَ الله বলবো **(২১)** অসুস্থ পেলে সেবা **(২২)** দুঃখী পেলে তবে সমবেদনা জানাবো **(২৩)** জায়িয কারণে আনন্দিত ব্যক্তির সাক্ষাত হলে মুবারকবাদ জানাবো **(২৪)** সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাত হলে তবে মাসআলা শিখবো **(২৫)** (জ্ঞানীরা এই নিয়্যত করতে পারেন) যারা জানেনা তাদের মাসআল জানাবো, দ্বীন শিখাবো **(২৬)** নেকীর দাওয়াত দিবো **(২৭)** অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো **(২৮)** দুই মুসলমানের মাঝে ঝগড়া হলে তবে যথাসম্ভব মীমাংসা করে দিবো **(২৯)** জানাযা পেলে জানাযার নামায পড়বো **(৩০)** সুযোগ পেলে দাফন করে যাবো।

ট্রেন দূর্ঘটনায় প্রাণ বেঁচে গেলো

মসজিদে যাওয়ার জন্য নিয়্যত করার অভ্যাস গড়তে, ভাল ভাল নিয়্যতের প্রেরণা পেতে এবং সাওয়াব বৃদ্ধির মানসিকতা সৃষ্টি করতে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যান। **মাদানী বাহার:** এরিয়া এফ.সি. লিয়াকতাবাদ (করাচী) এর ইসলামী ভাই এক মাসের মাদানী কাফেলায় কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করলো। রাওয়াল পিন্ডি পর্যন্ত ট্রেনে সফর করার কথা ছিলো। ফজরের নামাযের জন্য ট্রেন থামলো না তখন মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলরা ট্রেনেই ফজরের নামায আদায় করলো, যোহরের শেষ সময়ে ট্রেন থামলো তখন যোহরের নামায আদায় করলো, অতঃপর আসরের সময়ও চলে যাচ্ছিলো এমন সময় আলীপূর চাট্টা (পাঞ্জাবে) যখনই ট্রেন থামলো তখন তারা প্ল্যাটফর্মে নামায পড়লো, সালাম

www.dawateislami.net

ফিরানোর পর দেখলো যে, ট্রেন চলতে শুরু করেছে, ইসলামী ভাইয়েরা দৌঁড়ে চড়তে লাগলো, একজন স্বাস্থ্যবান ইসলামী ভাই দরজায় লাগানো পাইপ ধরেছিলো কিন্তু সে উঠতে পারেনি এবং ট্রেনের সাথে ঝুলতে লাগলো, এক ইসলামী ভাই এক হাতে খুঁটি ধরলো আরেক হাতে তার হাত ধরলো কিন্তু সে প্লাটফর্মে পড়ে গেলো, অন্যদিকে সেই ইসলামী ভাইয়ের হাতও খুঁটি থেকে ছুটে গেলো এবং সে প্লাটফর্মের পরিবর্তে বগীর নিচে পড়ে গেলো এবং রেল লাইন ও প্লাটফর্মের মাঝখানে আটকে গেলো, কমপক্ষে দুই বগী চলে গেছে, তার কোমর, নিতম্ব, পাঁজর এবং কনুই গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলো এবং সে বেহুঁশ হয়ে গেলো, ইমারজেন্সিভাবে ট্রেন থামানো হলো, তখন মাদানী কাফেলার সদস্যরা তার অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো, তারা তাকে বের করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, অতঃপর পুলিশ এসে তাকে বের করলো, এক ইসলামী ভাইয়ের নিকট কোন এক বুযুর্গের ফুঁক দেয়া পানি ছিলো, যা তার মুখে ছিটিয়ে দেয়া হলো তখন তার হুঁশ ফিরে আসলো এবং কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করতে লাগলো আর একটু পর আবারো বেহুঁশ হয়ে গেলো। সেখানে আশেপাশে কোন বড় হাসপাতাল ছিলো না, অতএব তাকে ট্রেনে করে উজিরাবাদ (পাঞ্জাব) নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করলো, তার আবারো হুঁশ ফিরে এসেছে তখন মাগরিবের আযান হচ্ছিলো, সে স্ট্রেচারেই ইশারায় নামায আদায় করলো এবং দোয়া করতে লাগলো। যখন এক্সরে করা হলো তখন দেখা গেলো সকল হাঁড় ঠিক আছে, যদিওবা মাংসে আঘাত ছিলো। ডাক্তার ও পুলিশরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো যে, এমন ভয়ঙ্কর ভাবে পড়ার পরও সে বেঁচে গেলো কিভাবে? সুতরাং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কার মুরীদ? তখন সে তার পীর সাহেবের নাম বললো (যে, তিনি গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুরীদ বানিয়ে থাকেন)। এটা শুনে তারা বলতে লাগলো আমাদেরও তাঁর মুরীদ বানিয়ে দিন। অতঃপর ডাক্তাররা সবাইকে মাদানী কাফেলার পরিচয় করানো হলো তখন সেখানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলো যে, নাতখানি শুরু হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছুদিনের মধ্যেই সে করাচী ফিরে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

ফযল কি বারিশেঁ, রহমতেঁ নে'মতেঁ,

গর তুমহে চাহিয়েঁ, কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দৃষ্টি নত রাখাতে অন্তর পবিত্র হয়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দৃষ্টিকে নত রাখা অন্তরকে প্রত্যেক গুনাহ থেকে খুবই ভালভাবে পবিত্র করে থাকে এবং **আল্লাহ**র ইবাদত ও নেকী বৃদ্ধির কারণ হয়। যদি তুমি দৃষ্টিকে নত রাখার পরিবর্তে প্রত্যেক জিনিসের উপর ফ্রিভাবে দৃষ্টি পাত করো তবে তোমার চোখ অহেতুক জিনিস দেখতে দেখতে হারামের উপরও পতিত হতে থাকবে! এখন যদি তুমি জেনে শুনে হারাম জিনিষের দিকে দৃষ্টিপাত করো তবে তা একটি গুনাহের কাজ। (মিনহাজুল আবেদিন, ৬২ পৃষ্ঠা)

মন্দ মৃত্যুর ভয়ে...

হে সবুজ গম্বুজ দর্শন প্রত্যাশীরা! পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দৃষ্টির ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য এবং মন্দ মৃত্যুর ভয়ে নিজের দৃষ্টিকে প্রায় নত রাখতেন। (হিকায়াতেঁ অউর নসিহতেঁ, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টিকে নত রাখার জন্য অনন্য মাদানী ফুল

কুদৃষ্টির পাশাপাশি অনর্থক দৃষ্টিপাত থেকেও বাঁচা এবং লজ্জায় অধিকাংশ সময় দৃষ্টিকে নত রাখাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে “চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো” বলা হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ আরয করলো: ইয়া সায়্যিদী! আমি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়তে চাই, এমন কোন কথা বলুন যা দ্বারা সাহায্য অর্জন করবো। বললেন: এই মানসিকতা তৈরী করে রাখো যে, **আমার**

www.dawateislami.net

দৃষ্টি অন্য কিছু দেখার পূর্বে একজন অবলোকনকারী (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) **আমাকে দেখছেন।** (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১২৯) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

চুপ কে লোগো সে কিয়ে জিস কে গুনাহ, ওহ খবরদার হে কেয়া হোনা হে।
আরে আও মুজরিম বে পরওয়া দেখ! সর পে তলওয়ার হে কেয়া হোনা হে।

(হাদায়িখে বখশীশ শরীফ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

একটি জামাআত শেষ হয়ে গেলে তবে....

একটি **জামাআত** শেষ হয়ে গেলো তবে দ্বিতীয় **জামাআত**ও করতে পারবে, যেমন; কোন ইসলামী ভাই **জামাআত** পায়নি এবং ইমামতির উপযুক্তও তবে সে ইমামতি করবে আর যারা ফরয আদায় করে নিয়েছে তারা তার পিছনে নফলের নিয়্যতে নামায আদায় করে নিবে। কিন্তু যারা ফজর, আসর এবং মাগরিবের নামায পড়ে নিয়েছে, তারা এখন নফল পড়তে পারবে না।

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে উপস্থিত হলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায পড়ে নিয়েছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কেউ কি আছো যে, তাঁকে সদকা করবে (অর্থাৎ তাঁর সাথে নামায পড়ে নিবে, যেনো তাঁর **জামাআতে**র সাওয়াব অর্জিত হয়ে যায়) একজন (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) তাঁর সাথে নামায পড়লেন। (তিরমিযী, ১/২৫৯, হাদীস ২২০। আবু দাউদ, ১/২৩৭, হাদীস ৫৭৪)

২৬ গুণ সাওয়াবের সদকা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ তাঁর কল্যাণ এবং উপকার করতে

www.dawateislami.net

গিয়ে তাঁর সাথে নামায পড়বে, যাতে তাঁর **জামাআতে**র সাওয়াব অর্জিত হয়ে যায়, তবে তা এরূপ হবে যেনো সে ঐ ব্যক্তিকে সদকা দিলো, এতে এই দলীল রয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে নেকীর পথ দেখানো এবং এর উৎসাহ দেয়া সদকা স্বরূপ। আল্লামা মুযহির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে সদকা বলেছেন, কেননা তিনি তাঁর উপর ২৬ গুণ সাওয়াবের সদকা করলেন (অর্থাৎ তাঁর ২৭ গুণ নামাযের সাওয়াব অর্জন হলো), যদি সেই ব্যক্তি একা নামায পড়তো তবে তাঁর কেবল এক নামাযের সাওয়াব অর্জন হতো। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২৫)

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক

জামাআত সহকারে নামায পড়ার আশিকগণ! শরয়ী অনুমতি ব্যতিত জেনে শুনে প্রথম **জামাআত** যেনো ছেড়ে না দেয় এবং এমন স্থানেও দ্বিতীয় **জামাআত** কখনোই করবে না, যেখানে ফিতনা ও ঘৃণার জন্ম দেয়, যেমন; ইমাম সাহেব বা অন্যান্য নামাযীরা এরূপ মনে করে আপত্তি করলো যে, জেনে শুনে এরূপ করছে।

ইসলামী বোন ও জামাআত

ইসলামী বোনদের **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার শরীয়াতে অনুমতি নেই, সুতরাং তাদের উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব নয় এবং জুমার পরিবর্তে তারা প্রতিদিনের ন্যায় যোহরের নামায আদায় করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায একাকী নিজে ঘরেই পড়বে বরং ভিতরের কক্ষে পড়লে আরো বেশি উত্তম। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলাদের দালানে (অর্থাৎ বড় কক্ষে) নামায পড়া উঠানে **(Courtyard)** নামায পড়া থেকে উত্তম এবং কুঠরিতে (অর্থাৎ ছোট কক্ষে) নামায পড়া দালান (অর্থাৎ বড় কক্ষে) পড়া থেকে উত্তম।" (আবু দাউদ, ১/২৩৫, হাদীস ৫৭০)

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

মুফাসসিরে কোরআন, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: সারমর্ম হলো, যেহেতু মহিলার জন্য পর্দা অনেক বেশি উচ্চ মর্যাদার সেহেতু যত বেশি পর্দায় নামায পড়বে তত বেশি উত্তম হবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭১)

নামাযের জন্য উত্তম পোশাক ও আতর লাগানো মুস্তাহাব

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" ৩য় খন্ডের ৩০০ থেকে ৩০১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (৮ম পারা, সূরা আ'রাফ, ৩১নং আয়াতে রয়েছে: خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন সৌন্দর্যকে গ্রহণ করুন যখন মসজিদে যাবেন।) (خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ অর্থাৎ আপন সৌন্দর্যকে গ্রহণ করুন) অর্থাৎ নামাযের সময় কেবল সতর ডাকার জন্য যথেষ্ট (অর্থাৎ পর্দার স্থানকে গোপন করা) পোশাকই পরিধান করো না বরং এর সাথে ঐ পোশাক যেনো সুন্দরও হয়। অর্থাৎ উত্তম পোশাকে আপন **দয়ালু প্রতিপালকের** সামনে উপস্থিত হও। অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে, সুগন্ধ লাগানো এটাও সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নামাযের জন্য এবিষয় গুলোর প্রতিও সজাগ থেকো। সুন্নাত হলো, মানুষ উত্তম পোশাক সহকারে নামাযের জন্য উপস্থিত হবে, কেননা নামাযে **দয়ালু প্রতিপালকের** নিকট প্রার্থনা রয়েছে, তো **এজন্যই সাজসজ্জা করা এবং আতর লাগানো মুস্তাহাব,** যেভাবে সতর ঢাকা (এর বিস্তারিত সামনে আসছে) এবং পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব (ফরয)। **শানে নুযূল:** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পূর্বে মহিলারা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতো এবং এরূপ বলতো যে, কেউ আমাকে একটা কাপড় দিবে, যার দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকবো, আজ কিছু বা সবই প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং যা প্রকাশিত হয়ে যাবে তা আমি কখনো হালাল করবো না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো।"

(মুসলিম, ১২৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৫৫১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এ আয়াত “خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ” দ্বারা অবগত হওয়া আহকাম

এ আয়াতে সতর ঢাকা এবং কাপড় পরিধান করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং এতে দলীল রয়েছে, সতর ঢাকা নামায, তাওয়াফ বরং প্রত্যেক অবস্থায় ওয়াজিব। আর এটাও জানা গেলো, নামায যতটুকু সম্ভব উত্তম পোশাকে পড়ুন এবং মসজিদে উত্তম অবস্থায় আসুন। দূর্গন্ধযুক্ত পোশাক, দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে আসবে না। অনুরূপভাবে মসজিদে উলঙ্গ অবস্থায় প্রবেশ করো না (সতর ঢাকার অর্থ হলো: পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটুসহ শরীরের এই পুরো অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যক আর মহিলাদের জন্য এই পাঁচটি অঙ্গ: মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পায়ের পাতা (অর্থাৎ পায়ের তালুর উপরের অংশ) ব্যতিত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। তবে যদি উভয় হাত (কব্জী পর্যন্ত), পা (টাখনু পর্যন্ত) পরিপূর্ণভাবে খোলা থাকে তবে একদল মুফতীর ফতোয়া মতে নামায বিশুদ্ধ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২/৩৯,৪৪,৪৫) **পবিত্রতা:** নামাযীর শরীর, পোশাক এবং যে জায়গায় নামায পড়ছে সে জায়গা প্রত্যেক প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যক। (শরহে বেকায়া, ১/১৫৬)

মসজিদ সমূহকে পুতঃপবিত্র রাখা সম্পর্কে ৩টি হাদীস

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৯, হাদীস ৭৫৭) (২) হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মসজিদকে শিশু ও পাগল, ক্রয় বিক্রয় ও ঝগড়া, উচ্চ আওয়াজ, শাস্তি প্রদান করা এবং তলোয়ারের আওয়াজ থেকে বাঁচাও।” (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৫, হাদীস ৭৫০) (৩) হযরত আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে উচ্চস্বরে হারানো বস্তু সন্ধান করতে শুনবে তখন বলবে: “**আল্লাহ পাক** ঐ হারানো বস্তুর সন্ধান তোমায় না দিক, কেননা মসজিদ এই কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি।” (মুসলিম, ২২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬০)

www.dawateislami.net

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান এর বর্ণনা পরিপূর্ণ হয়েছে) (মসজিদ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"মসজিদকে সুবাসিত রাখুন"** অধ্যয়ন করুন)

দামী পোশাকে নামায

ইমাম আযম আবু হানিফা হযরত নুমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাতের নামাযের জন্য দামী পোশাক, সেলোয়ার, পাগড়ী এবং চাদর পরিধান করতেন, যার মূল্য দেড় হাজার দিরহাম ছিলো, ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি রাতে নামাযে এরূপ পোশাক পরিধান করতেন এবং বলতেন: যখন আমরা মানুষের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত করি তবে **আল্লাহ পাকে**র সাথে উন্নত মানের পোশাকে কেন সাক্ষাত করবো না! (রুহুল বয়ান, ৩/১৫৪ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত নামাযের জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করতেন

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন চিশতি নেজামী ফখরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি কয়েক বৎসর আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফতোওয়া লিখার খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনি বলেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারা জীবন অত্যাবশ্যকীয় ভাবে **জামাআত সহকারে** নামায পড়েন এবং যতই গরম হোক না কেন সর্বদা পাগড়ী এবং আচকান (জামার উপর পরিহিত একটি পোশাক) সহকারে নামায পড়তেন (অর্থাৎ নামাযের জন্য পোশাকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন)। বিশেষ করে ফরয নামায তো কেবল টুপি ও জামা পরিধান করে কখনো আদায় করেননি। আরো বলেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেরূপ সতর্কতার সহিত নামায পড়তেন, বর্তমানে এরূপ দেখা যায় না। সর্বদা আমার দু'রাকাত তাঁর এক রাকাত হতো এবং অন্যান্য লোক আমার চার রাকাতে কমপক্ষে ছয় (৬) রাকাত বরং আট (৮) রাকাতও পড়ে নিতো। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১৫৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ময়লাযুক্ত পোশাকে নামায পড়া ঠিক নয়

ইমামে আ'যম ও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর নামাযের প্রেরণা শত কোটি মারহাবা! উত্তম পোশাকে নামায পড়ার আগ্রহ! **আল্লাহ**! **আল্লাহ**! কাজকর্ম এবং ময়লা অবর্জনা পোশাকে নামায পড়া ঠিক নয়, নামাযের জন্য কমপক্ষে এমন পোশাক তো হওয়া উচিৎ, যা দাওয়াতে কিংবা কোন দুনিয়াবী অফিসার ইত্যাদির নিকট যাওয়ার সময় পরিধান করা হয়। হ্যাঁ, পোশাক সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া উচিৎ এবং এমন পোশাক পরিধান করা উচিৎ, যা সমাজে ধর্মীয় মুসলমান যেমন; উলামা ও নেককার লোকেরা পরিধান করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে

হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে অযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য চললো এবং ইমামের সাথে নামায পড়লো, তবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(ইবনে খোযাইমা, ২/৩৭৩, হাদীস ১৪৮৯)**

জামাআত পাওয়া কাকে বলে?

"বাহারে শরীয়াত" প্রথম খন্ডের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় মাসআলা নম্বর ১৮ হলো: যে ব্যক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের এক রাকাত ইমামের সাথে পেলো তবে সে **জামাআত** পেলো না, তবে হ্যাঁ, **জামাআতে**র সাওয়াব পাবে, যদিওবা "কা'দায়ে আখিরা"য় হোক না কেন, বরং যে তিন রাকাত পেলো, সেও **জামাআত** পেলোনা, **জামাআতে**র সাওয়াব পাবে। কিন্তু যার কোন রাকাত ছুটে গেলো সে তত সাওয়াব পাবেনা, যত সাওয়াব প্রথম (অর্থাৎ শুরু) থেকে অংশগ্রহণকারী পাবে। এই মাসআলার সারাংশ হলো: কেউ শপথ করলো "অমুক নামায **জামাআত সহকারে**

www.dawateislami.net

পড়বে" এবং (কিন্তু) কোন রাকাত ছুটে গেলো, তবে শপথ ভঙ্গ হয়ে গেলো, কাফ্‌ফারা দিতে হবে, তিন বা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাযেও এক রাকাত পাওয়া না গেলে তবে **জামাআত** পাওয়া হলো না এবং **লা হিক**(১) এর হুকুম সম্পূর্ণ **জামাআত** পাওয়া ব্যক্তির ন্যায়। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ২/৬২১-৬২২)

জমিনের টুকরোর পরস্পর কথাবার্তা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় মাটির একটি অংশ অন্য অংশেকে (অর্থাৎ প্রতিবেশি অংশকে) ডেকে বলে: আজ তোমার উপর দিয়ে কি কোন নেক বান্দা গমন করেছে, যে তোমার উপর নামায পড়েছে বা **আল্লাহ**র যিকির করেছে? যদি সে হ্যাঁ বলে, তবে (প্রশ্নকারী অংশ) এই কারণে নিজেকে গর্বিত মনে করে।"

(মু'জাম আউসাত, ১/১৭১, হাদীস ৫৬২)

জমিনের টুকরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে

হযরত আতা খোরাসানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে বান্দা জমিনের কোন অংশের উপর সিজদা করে তবে সেই জমিনের অংশ কিয়ামতের দিন তার (সিজদাকারীর) পক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং তার মৃত্যুর দিন তার জন্য কাঁদবে।

(আল বাদুরুস সাফিরা, ২৮১ পৃষ্ঠা, নম্বর ৮২৮)

হে আশিকানে নামায! জমিনের অংশের আনন্দ এবং সেই অংশকে নিজের নামাযের সাক্ষী বানানোর নিয়্যতে যেখানে যেখানে সম্ভব হয়, স্থান বদলে বদলে

---

১. **লা হিক** হলো; যে ইমামের সাথে প্রথম রাকাতে ইকতিদা করলো কিন্তু ইকতিদার পর তার সব রাকাত অথবা কিছু ছুটে গেলো, তা অপারগতার কারণে ছুটে যাক, যেমন; অলসতা বা ভীড়ের কারণে রুকু সিজদা করতে পারেনি, অথবা নামাযে তার হাদস হয়ে গেছে (অর্থাৎ অযু ভঙ্গ হয়ে গেছে) কিংবা মুকিম মুসাফিরের পিছনে নামায আদায় করলো বা "নামাযে খউফে" প্রথম দলের যে রাকাত সমূহ ইমামের সাথে পায়নি, তা অপরাগতায় হোক, যেমন; ইমামের পূর্বে রুকু সিজদা করে নিলো অতঃপর এর পুনরাবৃত্তিও করলো না, তবে ইমামের দ্বিতীয় রাকাত, তার প্রথম রাকাত হবে, তৃতীয় রাকাত দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাত হবে তৃতীয় আর শেষে এক রাকাত পড়তে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৮৮)

www.dawateislami.net

নামায পড়া উত্তম, যেমন; এক জায়গায় ফরয পড়লেন তো সেখান থেকে সরে সুন্নাত অতঃপর স্থান পরিবর্তন করে নফল। এভাবে اِنْ شَآءَ الله এই অংশ কিয়ামতের দিন নামাযের সাক্ষ্য দিবে।

মাওলা আলীর জায়গাকে সাক্ষী বানানোর আশায় নামায পড়া

হযরত সায়্যিদুনা মুজম্মী তাইমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত; আমিরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বায়তুল মাল (**State Treasury**) পরিষ্কার করাতেন, অতঃপর এতে এই আশায় নামায আদায় করতেন যে, কিয়ামতের দিন এই জায়গা তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ১/১৬৯)

জমিনকেও খুশি করো!

হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে আমাদের থেকে এই সাধারণ প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে যে, যখন আমরা মসজিদের বাম দিকে দেখি যে, এখানে নামায পড়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তবে আমরা (বাম দিকের অংশের) খুশির জন্য সেই স্থানে নামায পড়ে তাকে সম্মান করবো, কেননা জমিনের অংশ পরস্পর গর্ব করে। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** আমাদের কেমন খুশি করার আদেশ দিয়েছেন আর এই কর্মে (অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুসমূহের) সমতা করার অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তির একটি জুতা ছিড়ে যায়, তখন তাকে বলা হয়, সে হয়তো দু'টিই পরবে অথবা দু'টিই রেখে দিবে আর উভয় পায়ের প্রতি ন্যায় বিচার করতে গিয়ে একটি জুতা পরবে না। আর এটা এমন তথ্য, যা শুধু **আল্লাহ** ওয়ালারাই জানেন, কেননা **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সঠিক অন্তর্দৃষ্টির কারণে তাঁরা এই বিয়ষটি জানেন যে, প্রতিটি জিনিস জীবিত আর অন্যান্য লোকদের এ দিকে ধ্যান থাকে না, কেননা তাদের অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত নয়। (লিওয়াকিহুল আনওয়ারুল খুদসিয়া, ৭৪ পৃষ্ঠা) (যার মাধ্যমে গোপন বস্তু সমূহের জ্ঞান অর্জন হয়ে যায়, অন্তরের এই অবস্থাকে তাসাউফের ভাষায় "**কাশফ**" (অন্তর্দৃষ্টি) বলে)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَاللّٰه স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

জমিনের অংশ বলে উঠলো! (ঘটনা)

ইমাম শা’রানি আরো বলেন: একবার আমার দ্বীনি ভাই শায়খ আফজাল উদ্দীন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আমার নিকট বসে ছিলো, আমি “খালিজের শাসন” আমলে আমার জামে মসজিদের নির্মাণে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ সেই শুষ্কস্থানের জমিনের এক টুকরো তাঁকে বলতে লাগলো: “আপনি মহল্লাবাসীকে বলে দিন যে, তারা যেনো আমাকেও এই জামে মসজিদে প্রবেশ করিয়ে দেয়, কেননা আমি একটি সম্মানিত অংশ।” সুতরাং তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ মহল্লাবাসীকে সে অংশ সম্পর্কে বললেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আসলো এবং সেই স্থানকে ইস্তিঞ্জা খানা বানিয়ে দিলো, যখন শায়খ আফজাল উদ্দীন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আসলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এরূপ কে করেছে? আমি বললাম: অমুক। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং বললেন: এই অংশটি সম্মানিত হওয়ার পরও এতে ইস্তিঞ্জা খানা কিভাবে বানালো? শায়খ আফজাল উদ্দীন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর নূরে ক্বলবের আধিক্যের কারণে এই খেয়াল ছিলো, জমিনের অংশের জীবিত হওয়া এবং তাদের পরস্পরের মাঝে লজ্জাবোধ হওয়া, যেভাবে তাদের উপলব্ধি রয়েছে, অনুরূপভাবে অন্যদেরও রয়েছে, (তাই তিনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বললেন), **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। (লাওয়াকেয়েল আনওয়ারুল কুদসিয়্যা, ৭৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কালো বিচ্ছু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জমিনের বিভিন্ন অংশকে নিজের নেকীর সাক্ষী বানানোর প্রেরণা পেতে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! আপনাদের একটি **মাদানী বাহার** শুনাচ্ছি: ডাজকোট (ফয়সালাবাদ) এর এক যুবক ইসলামী ভাই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিলো,

www.dawateislami.net

মাঝে মাঝে নামায তো পড়তো, কিন্তু না অযুর ফরয জানতো, না নামাযের শর্তাবলী জানা ছিলো! খারাপ অনুষ্ঠানে আগে ভাগে উপস্থিত থাকতো, এমন নির্ভিক ছিলো যে, অলিগলি বা বংশের কারো বিবাহ হলে তখন সেখানে নিজের পিতামাতা এবং ভাই বোনের সামনে নির্লজ্জ ভাবে মেয়েদের সাথে নাচতো। অতঃপর তার জীবনে টার্নিং পয়েন্ট এভাবে এলো যে, তাকে কেউ মুলতান শরীফে হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিলো। তার অংশগ্রহণ করার আগ্রহ তো হলো কিন্তু গ্রাম থেকে সাথে যাওয়ার জন্য কেউ প্রস্তুত হলো না, অবশেষে সে তার ক্লাস মেটকে দাওয়াত দিলো তখন সে রাজি হয়ে গেলো, এভাবে তারা দুই বন্ধু মুলতান ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, সেখানে বিশেষ পর্বে মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী "কালো বিচ্ছু"** বিষয়ের উপর বয়ান করলো, যা শুনে সে **খোদাভীতি**তে কেঁপে উঠলো এবং সেখানেই দাঁড়ি রাখার নিয়্যত করে নিলো আর বাকি জীবন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে অতিবাহিত করার সংকল্প করে নিলো, ঘরে ফিরার পর যখন তার ভাই তাকে দাঁড়ি রাখা অবস্থায় দেখলো, তখন সবার মতো বলতে লাগলো: এখন তোমার বয়সই বা কত! পরে রেখে নিও অথবা ছোট ছোট করে রেখো, কলেজেও তো যেতে হবে, লোকে কি বলবে! একথা শুনে সে বললো: ভাই! এখন আর কাটবো না, যা কিছু হোক না কেনো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে করতে সে তার এলাকায় মাদানী কাফেলার যিম্মাদারও হয়েছে, অতঃপর তার মানসিকতা তৈরী হলে দরসে নিজামিতেও ভর্তি হয়ে গেলো। তার অন্য যুবকদের নিকট বার্তা হলো যে, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, এসে যাও! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে এসে যাও, اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতের বরকত অর্জিত হবে।

দিল কি কলক ধুলে, দরদে ইচইয়াঁ টলে,
আও সব চল পড়েঁ, কাফেলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদের দিকে যাওয়ার ফযীলত

প্রতিটি কদমে মর্যাদা বৃদ্ধি ও গুনাহ ক্ষমা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা ভালভাবে অযু করে মসজিদের দিকে যায় এবং তার নিয়্যত শুধু নামাযেরই হয়ে থাকে তবে তার প্রতিটি কদমে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং তার গুনাহ মুছে দেয়া হয়, যখন সে নামায পড়ে নেয়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ স্থানে বসে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ. اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** তাকে ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ!** তাকে দয়া করো।" (বুখারী, ১/২৩৩, হাদীস ৬৪৭) অপর এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ. اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. مَالَمْ يُؤْذِفِيْهِ. مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ ـ "হে **আল্লাহ!** তাকে দয়া করো! হে **আল্লাহ!** তাকে ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ!** তার তাওবা কবুল করো! (এই দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে) যতক্ষন (সে বান্দা কাউকে) কষ্ট না দেয় বা অযু ভঙ্গ না করে। (মুসলিম, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫০৬)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নামায ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে তখন....

হাফেজ আবু মুহাম্মদ দিময়াতি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এ হাদীসের আলোকে বলেন: এই হাদীসে মুবারাকা থেকে স্পষ্ট হলো, যদি বান্দা শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর থেকে বের হয়, তবে তার এই মহান সাওয়াব অর্জিত হবে আর যদি সে ঘর থেকে নামাযের পাশাপাশি অন্য কেনো (দুনিয়াবী) উদ্দেশ্যেও বের হয় তবে প্রতিটি কদমে অর্জনকৃত সাওয়াব পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হবে না।

(আল মুতাজারুর রা'বিহ ফি সাওয়াবিল আমলিস সা'লিহি, ৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গুনাহ মুছে দেয়া তো গুনাহগারদের জন্য তবে নেক বান্দাদের জন্য কি?

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এটা (অর্থাৎ একটি গুনাহ মুছে দেয়া এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া) গুনাহগারদের জন্য। নেককারদের জন্য প্রতিটি কদমে দু'টি নেকী এবং দু'টি মর্যাদা বৃদ্ধি, কেননা যা দ্বারা গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা হয়, তা দ্বারা গুনাহহীনদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৩৬)

ফিরিশতাদের দোয়া পাওয়ার জন্য সেখানেই পড়ে থাকো

আল্লামা ইবনে বাত্তাল মালেকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি এটা চায় যে, পরিশ্রম ছাড়াই তার গুনাহ ঝরতে থাকুক, তার উচিৎ, নামাযের পর নিজের নামাযের স্থানকে আঁকড়ে ধরে রাখা, যাতে ফিরিশতারা তার জন্য অধিকহারে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে (আর এভাবে তার গুনাহ ঝরতে থাকে), কেননা তাদের (অর্থাৎ ফিরিশতাদের) দোয়া কবুল হওয়ার আশা রয়েছে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى
(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সুপারিশ করে না কিন্তু তারই পক্ষে, যাকে তিনি পছন্দ করেন।

(উমদাতুল ক্বারী, ৩/৪৬৯)

মর্যাদা বৃদ্ধি ও গুনাহের ক্ষমা কার জন্য?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন (অর্থাৎ অযু ইত্যাদি) করে অতঃপর মসজিদে যায়, তবে যে কদম চলবে প্রতিটি কদমের পরিবর্তে **আল্লাহ পাক** নেকী লিখে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন ও গুনাহ মুছে দেন। (মুসলিম, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৮৮)

www.dawateislami.net

ইহরাম পরিধানকারী হাজীর ন্যায় সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য নিজ ঘর থেকে অযু করে বের হয় তবে তার সাওয়াব ইহরাম পরিধানকারী হাজীর ন্যায়। (আবু দাউদ, ১/২৩১, হাদীস ৫৫৮)

ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের মাঝে

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা হলো: কেননা হাজী কা'বায় যায় এবং সে (অর্থাৎ নামায আদায়কারী) মসজিদে, এই দু'টি **আল্লাহ**র ঘর। হাজী হজ্বের ইহরাম পরিধান করে আর সে নামাযের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয় এবং যেমন হজ্ব নির্দিষ্ট তারিখে হয়ে থাকে কিন্তু হাজী ঘর থেকে বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সর্বদা প্রতিদান পেতে থাকে, তেমনই নামাযের **জামাআত** যদিও নির্দিষ্ট সময়ে হয় কিন্তু নামাযীর বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত **আল্লাহ পাকে**র রহমতেই থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৪৯)

জান্নাতে মেহমানদারী

হযর সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন।

(বুখারী, ১/২৩৭, হাদীস ৬৬২)

নিয়মিত জামাআত আদায়কারী জান্নাতী রিযিক পাবে

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: সকাল ও সন্ধ্যায় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বদা অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার অভ্যস্ত হবে, সে সর্বদা জান্নাতী রিযিক পাবে। **নুযুল** ঐ খাবারকে বলে, যা মেহমানের জন্য রান্না করা হয়, যেহেতু তা কষ্টকর হয় এবং

www.dawateislami.net

মেজবানের সক্ষমতা অনুযায়ী, তাই জান্নাতী খাবারকে **নুযুল** বলা হয়েছে, অন্যথায় জান্নাতী লোকেরা সেখানে মেহমান হবে না বরং মালিক হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৩৩-৪৩৪) মসজিদে আসার ব্যাপারে নিয়্যতের মধ্যে একটি এটাও যে, যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন **আল্লাহ পাকে**র দান লাভ করারও নিয়্যত করা।

(আশিআ'তুল লুমআত (উর্দু), ২/১০৫)

যেকোন ইবাদতের জন্য মসজিদে আসা যাওয়া সাওয়াব

আল্লামা ইবনে বাত্তাল মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ হাদীসে **জামাআতে** উপস্থিত হওয়া এবং নিয়মিত মসজিদে নামাযের জন্য আসার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং যখন **আল্লাহ পাক** বান্দার জন্য মসজিদে আসা যাওয়ার কারণে জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন তবে যে ব্যক্তি **জামাআত** সহকারে একনিষ্ঠতার সহিত নামায পড়বে এবং এর প্রতিদানের আশা রাখবে তবে তোমাদের কি ধারনা! **আল্লাহ পাক** তার জন্য কী কী ব্যবস্থা করতে পারেন! এবং তার প্রতি কিরূপ দয়া করবেন! (শরহে ইবনে বাত্তাল, ২/২৮৫)

গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সয়্যিদুনা উসমান গণি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে অযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য গমন করলো এবং ইমামের ইকতিদায় (অর্থাৎ **জামাআত সহকারে**) ফরয নামায পড়লো, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(সহিহ ইবনে খোযাইমা, ২/৩৭৩, হাদীস ১৪৮৯)

তোমার প্রতিটি কদমের পরিবর্তে সাওয়াব অর্জিত হয় (ঘটনা)

তা'বেয়ী বযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আমার বাড়ি মসজিদ থেকে

www.dawateislami.net

দূরে ছিলো, তখন আমি আমার বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার ইচ্ছা করলাম, যাতে আমি মসজিদের নিকট এসে যেতে পারি তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে নিষেধ করে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: **তোমার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে সাওয়াব অর্জন হয়।** (মুসলিম, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫১৮)

মসজিদ থেকে ঘর দূরে রাখার হিকমত (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: আমি একজন ব্যক্তিকে জানি যার ঘর মসজিদে নববী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে ছিলো এবং তার **(জামাআত সহকারে)** নামায কখনো কাযা হতো না, আমি তাকে পরমর্শ দিলাম যে, গাধা কিনে নিন যাতে এতে আরোহন করে রোদ এবং অন্ধকারে সহজে (মসজিদে) আসতে পারবেন। তিনি বললেন: আমার নিয়্যত হলো, আমার জন্য ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা এবং মসজিদ থেকে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়ার সাওয়াব লিখা হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সেই সাহাবীকে) ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাক** এই সকল (সাওয়াব) তোমার জন্য একত্রিত করে দিয়েছেন।"

(মুসলিম, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫১৪)

দূর থেকে আগমনকারীর জন্য বেশি সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামাযের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাওয়াব অর্জনকারী ব্যক্তি সেই, যে বেশি দূর থেকে নামাযের জন্য হেঁটে আসে, অতঃপর ঐ ব্যক্তি বেশি সাওয়াব অর্জন করে, যে এর থেকে কম দূরত্বের, কিন্তু অন্যের চেয়ে বেশি কদম হাঁটে এবং যে নামাযের অপেক্ষা করতে থাকে এমনকি ইমামের সাথে নামায পড়ে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি প্রতিদান পায়, যে নামায পড়ে ঘুমিয়ে যায়।

(বুখারী, ১/২৩৪, হাদীস ৬৫১)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দূর থেকে আসাতে বেশি সাওয়াবের কারণ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দূর থেকে হেঁটে আসাতে সাওয়াব এই জন্য বেশি যে, এতে কষ্ট হয় এবং উত্তম আমল হলো যাতে বেশি কষ্ট হয়। (তাছাড়া আরো বলেন:) যেমনিভাবে দূরত্বের কারণে প্রতিদান বৃদ্ধির উপায়, তেমনিভাবে দীর্ঘ অপেক্ষাও প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ, কেননা এই দু'টিতেই পরিশ্রম রয়েছে বেশি।

(উমদাতুল ক্বারী, ৪/২৩৭, ৬৫১নং হাদীসের পাদটিকা)

কদমের চিহ্ন লিখা হবে

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; মসজিদে নববীর পাশে জমিন খালি হয়ে গেছে তখন বনু সালেমা (নামক গোত্র) ইচ্ছা করলো যে, মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত (**Shift**) হয়ে যাবে (অর্থাৎ থাকার জন্য চলে আসবে), যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সংবাদ পেলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছলো যে, তোমরা মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছো? তারা আরয করলো: জি হ্যা, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি। ইরশাদ করলেন: হে বনু সালেমা! তোমাদের ঘরেই থাকো, তোমাদের কদমের চিহ্ন লিখা হবে, তোমাদের ঘরেই থাকো, তোমাদের কদমের চিহ্ন লিখা হবে।

(মুসলিম, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫১৯)

অলস ব্যক্তির জন্য ঘর মসজিদের নিকট হওয়াই ভাল

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসের আলোকে লিখেন: মনে রাখবেন, ঘর মসজিদ থেকে দূর হওয়া মুত্তাকিদের জন্য সাওয়াবের মাধ্যম, তারা দূর থেকে **জামাআতের** জন্য আসবে কিন্তু অলসদের জন্য সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া, কেননা তারা দূরত্বের কারণে ঘরেই পড়ে নিবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৩৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মসজিদে যাওয়ার সময় ছোট ছোট কদম রাখা

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন; আমি **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে নামায পড়তে যেতাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছোট ছোট কদম রাখতেন। একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি জানো আমি ছোট ছোট কদম কেনো রাখি? আরয করলাম: **আল্লাহ্ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযের অন্বেষণে থাকে, যেনো নামাযেই থাকে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: আমি ছোট ছোট কদম এই জন্য রাখি, যেনো নামাযের অন্বেষণে অধিক কদম চলতে পারি। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২/১৫১, হাদীস ২০৯২)

প্রতিটি কদমে সদকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নামাযের জন্য গমনকালে প্রতিটি কদম সদকা স্বরূপ।" (বুখারী, ২/২৭৯, হাদীস ২৮৯১)

প্রত্যেক ইবাদতের জন্য চলা কদম সদকা স্বরূপ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: "মিরকাত (প্রণেতা)" বলেন: নামাযের কথা উল্লেখ করাটা উদাহরণ স্বরূপ, অন্যথায় তাওয়াফ, রোগী দেখা, জানাযায় অংশগ্রহণ, ইলমে দ্বীনের অন্বেষণ মোটকথা প্রতিটি নেকীর জন্য কদম ফেলা (যাওয়া) সদকা স্বরূপ।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯৭)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হিংসার মেঘ কেটে গেলো

সাওয়াব অর্জনের দিকে পরিচালিত হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সহচর্য খুবই ফলদায়ক। **মাদানী বাহার:** দারুস সালাম টুবা (পাঞ্জাব) এর একটি গ্রামের ইসলামী ভাই ইলমে দ্বীন ও নামায থেকে দূরে ছিলো কিন্তু খেলাধুলার অনেক নিকটে ছিলো। পিতামাতা তাকে ঘরের কাজকর্ম করতে বলতো কিন্তু সে সব কিছু ছেড়ে খেলার মাঠে চলে যেতো। অতঃপর তার এমন এক ভুল হয়ে গেলো যে, প্রতিবেশিরা এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রাও তাকে ঘৃণা করতে লাগলো। তার এলাকার একজন যুবক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযী ছিলো, ঐ যুবকের পরিবারের সদস্যরা তাকে বলতো যে, আমাদের সন্তানকেও নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যেও, যখন ঐ ইসলামী ভাই তাকে নামাযের জন্য যেতে বলতো, তখন সে এরূপ বলতো যে, আমার কাপড় ঠিক নাই অথবা কোন বাহানা বানিয়ে নিতো। গ্রামে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত দু'জন ইসলামী ভাইও থাকতো, তারা তাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করলো (ব্যক্তিগত ভাবে বুঝালো) এবং মাকতাবাতুল মদীনার বয়ানের সিডি দিলো যে, এগুলো শুনবে এবং মসজিদে নামায পড়ার জন্য দাওয়াতও দিলো। সে নামায পড়তে লাগলো। অতঃপর ২০০৮ সালে মুলতান শরীফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হলো, তখন সেও অংশগ্রহণ করলো, সেখানে দাঁড়ির বিষয়ে মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান শুনে তার উপর এমন প্রভাব পড়লো যে, সাথে সাথে দাঁড়ি বৃদ্ধি করা শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে পথ চলতে চলতে সে যেলী হালকার যিম্মাদার হয়ে গেলো, অতঃপর এলাকায়ে মুশাওয়ারাতের নিগরান, তারপর ডিভিশন পর্যায়ের মাদানী কাফেলার যিম্মাদারও হলো। চোখের দেখা পরিবর্তন এসে গেলো এবং সেই মহল্লাবাসী যারা তাকে ঘৃণা করতো, এখন তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে দোয়া করতে বলে। পিতামাতাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তানাযযুল কে গেহরে গাড়ে মে থে উন কি, তারাক্কি কা বায়িচ বানা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

কল্যাণের উপর থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: তোমরা যতক্ষন পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে, কল্যাণের উপরই থাকবে। (তারিখে দামেশক, ৩৩/২৫৮)

নামাযী হিসাবে গণ্য করা হয়

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামাযের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকা ব্যক্তি নামায আদায়কারীর মতোই এবং নিজের ঘর থেকে বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নামাযীদের মাঝে গণ্য করা হয়।

(আল ইহসানু বিতারতিব সহীহ ইবনে হাব্বান, ৩/২৪৩, হাদীস ২০৩৬)

ফিরিশতাদের নিকট গর্ব

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম, অতঃপর যারা ফিরে যাওয়ার তারা চলে গেলো এবং যারা সেখানে বসা ছিলো তারা অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন দ্রুত তাশরিফ নিয়ে আসলেন যে, **তাঁর** নিঃশ্বাস দীর্ঘ হচ্ছিলো এবং ইরশাদ করেন: তোমাদের জন্য সুসংবাদ! তোমাদের **প্রতিপালক** আসমানের দরজাসমূহ থেকে একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাদের মাঝে তোমাদের নিয়ে গর্ব

করে ইরশাদ করছেন: “আমার ঐ সকল বান্দাদের দেখো! যারা একটি ফরয আদায় করে নিয়েছে আর অপরটির জন্য অপেক্ষায় আছে।” (ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৮, হাদীস ৮০১)

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: এই আয়াতে মুবারাকা ইশার নামাযের অপেক্ষা করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে:

تَتَجَافٰی جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

(পারা ২১, সূরা আস সিজদা, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের পার্শ পৃথক হয় শয্যা সমূহ থেকে।

(তিরমিযী, ৫/১৩৬, হাদীস ৩২০৭)

গুনাহ ধৌতকারী আ’মল

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কষ্টের সময় পরিপূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা, গুনাহকে ভালভাবে ধৌত করে দেয়। (আল মুসতাদরাক, ১/৩৪২, হাদীস ৪৬৮)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হে আশিকানে নামায! “(কষ্টের সময় পরিপূর্ণ) অযু করা” এর ব্যাখ্যা অন্য একটি হাদীসে পাকের আলোকে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এভাবে করেন: কষ্ট দ্বারা শীত বা অসুস্থতা অথবা পানির স্বল্পতা বা অধিক মূল্যে কিনার যুগই উদ্দেশ্য অর্থাৎ যখন অযু পরিপূর্ণভাবে করা কষ্টকর হয় তখন পরিপূর্ণ করা। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৩৩) হাদীসে পাকের এই অংশ (এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা) এর ব্যাখ্যা হলো: অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামায পড়ে অপর ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষা করা, তা মসজিদে বসে হোক বা এভাবে যে, শরীর ঘর মধ্যে অথবা দোকানে আর কান আযানের দিকে ও অন্তর মসজিদের দিকে লেগে আছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৩৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

নামাযের অপেক্ষমান অবস্থায় মসজিদে ওফাতের আকাঙ্ক্ষা (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন সায়েব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হাবিব সুলামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, আমি আরয করলাম: যদি আপনি বিছানায় এসে যান তবে ভাল হয়, কেননা তা অধিক মোলায়েম ও আরামদায়ক। বললেন: আমাকে অমুক **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই হাদীসে পাক শুনালো: “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের স্থানে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে তখন সে নামাযেই হয়ে থাকে এবং ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে: اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡلَہٗ، اَللّٰھُمَّ ارۡحَمۡہُ (হে **আল্লাহ**! তাকে ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ**! তার প্রতি দয়া করো)।” অতঃপর বললেন: আমি চাই যে, আমার ওফাত আমার মসজিদের ভিতরেই হোক।”

(আয যুহুদ লিইবনে মুবারক, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪২০। আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সা’আদ, ৬/২১৪)

মউত আ’জায়ে তেরে যিকির কে দো’রান মুঝে,
দিল সে কেহতা হো আমিন এ্যয় মেরে আল্লাহ!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

চল্লিশ দিন তাকবীরে উলা সহকারে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য চল্লিশ দিন “তাকবীরে উলা” সহকারে **জামাআত সহকারে নামায** পড়লো, তার জন্য দু’টি মুক্তি লিখা হয়, একটি আগুন থেকে অপরটি কপটতা থেকে। (তিরমিযী, ১/২৭৪, হাদীস ২৪১)

৪০ সংখ্যার উৎকর্ষতা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ এই আমলের বরকতে সেই ব্যক্তি দুনিয়ায় মুনাফিকদের আমল থেকে

www.dawateislami.net

নিরাপদ থাকবে, তার একনিষ্ঠতা নসীব হবে, কবর ও আখিরাতে আযাব থেকে মক্তি পাবে। মনে রাখবেন, মানুষের পরিবর্তন 'চল্লিশে'ই হয়ে থাকে, সন্তান মায়ের পেটে ৪০ দিন শুক্রাণু, অতঃপর ৪০ দিন রক্ত, ৪০ দিন মাংসের টুকরো থাকে, জন্মের পর মায়ের ৪০ দিন নিফাস আসতে পারে, ৪০ বৎসর পর জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়, এ জন্য এখানেও ৪০ সংখ্যাটি উল্লেখ হয়েছে। একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি ৪০ দিন একনিষ্টতা অবলম্বন করবে, তবে তার অন্তরের দিকে মুখে প্রজ্ঞার ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। এই হাদীস সুফিয়ানে কিরামদের গুণাবলীর মূল। **"মিরকাত প্রণেতা"** বলেন: সালফে সালেহীনের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের) যদি কোন **জামাআত** ছুটে যেতো, তবে সাত দিন পর্যন্ত মানুষ (তাদের নিকট) সমবেদনার জানাতে আসতো। তাকবীরে তাহরিমা পাওয়ার অর্থ হলো: ইমামের কিরাত শুরু হওয়ার পূর্বে মুক্তাদি "سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ" (পরিপূর্ণভাবে) পড়ে নিতে পারবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৬১১)

তাকবীরে উলা কাকে বলে?

তাকবীরে উলা নামায শুরু করার সময় বলা সর্বপ্রথম তাকবীরকে বলা হয়, একে তাকবীরে তাহরিমাও বলা হয়। **বাহারে শরীয়াত** প্রথম খন্ডের ৫৭১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (ইমামের সাথে) যদি প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে যায় তবে তাকবীরে উলার ফযীলত পেয়ে গেলো। (আলমগিরী, ১/৬৯)

তাকবীরে উলা ও মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী

দা'ওয়াতে ইসলামীর "মারকাযী মজলিশে শূরা" এর মরহুম রুকন (সদস্য) মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **জামাআত সহকারে** নামাযের প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল ছিলেন। অনেকবার ট্রেনে যদি পাঞ্জাব যেতে হতো তখন (সোজা পাঞ্জাব যাওয়ার পরিবর্তে) করাচী থেকে হায়দারাবাদ পর্যন্ত

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(ট্রেনের পরিবর্তে) বাসে সফর করতেন যাতে নামায সহজেই আদায় করা যায়। যদি ট্রেন আসতে দেরি হতো তবে মসজিদে গিয়ে **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার চেষ্টা করতেন। সর্বদা প্রত্যেক নামায প্রথম সারিতে আদায় করার চেষ্টা থাকতো। তাঁর এক বন্ধু মুফতী সাহেব বর্ণনা করেন যে, "মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই বাআমল ছিলেন, "মাদানী ইনআমাতে"র আমলকারী ছিলো, অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকতেন, আমি অনেকবার তাঁকে অযুর পর নফল (অর্থাৎ তাহিয়্যাতুল অযু) আদায় করতে দেখেছি, সাধারণত আযানের পূর্বে অযু করে নিতেন এবং যখনই আযান হতো মসজিদে চলে যেতো এবং সাধারণত প্রথম সারিতে নামায পড়তেন, আমি তাঁর সাথে প্রায় চার বৎসর ছিলাম কিন্তু আমি তাঁর তাকবীরে উলা ছুটতে দেখিনি।" (মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী, ৫২ পৃষ্ঠা)

জামাআত কি মওলা এনায়াত হো উলফত,
করম হো পায়ে মুস্তফা জানে রহমত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিরিশতা দরূদ প্রেরণ করে

উম্মুল মু'মীনিন হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা ঐসকল লোকদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়।"

(আল মুস্তাদরাক, ১/৪৭০, হাদীস ৮০৯)

সারিবদ্ধ হওয়া ও দরূদ প্রেরণ করার অর্থ

(সারিবদ্ধ হওয়া) অর্থাৎ তা এভাবে সারিবদ্ধ হওয়া যে, যদি খালি জায়গা থাকে তবে তা পূর্ণ করে বা সারিতে কোন দূর্বলতা থাকলে তা পূরণ করে দেয়।[১]

১. হাশিয়াতুস সিন্দী মাআ ইবনে মাজাহ, ১/৫২৭, ৯৯৫ নং হাদীসের পাদটিকা।

www.dawateislami.net

(দরূদ প্রেরণ করার) উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ পাক** সারিবদ্ধ হওয়াদের (কাতার সোজা কারীদের) ক্ষমা করে দেন এবং ফিরিশতাদেরকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ দেন। (আত তাইসির, ১/২৬৩)

প্রথম কাতারের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যদি লোকেরা জানতো যে, আযান এবং প্রথম কাতারে কী রয়েছে, তবে যদি লটারী করা ছাড়া তা না পেতো তবে লটারীই করতো।” (বুখারী, ১/২২৪, হাদীস ৬১৫)

নেকির কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য মতানৈক্যও ইবাদত

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এ অংশ (যদি লোকেরা জানতো যে, আযান এবং প্রথম কাতারে কী রয়েছে) এর আলোকে লিখেন: (অর্থাৎ) যদিও আমরা এই দু’টির (অর্থাৎ প্রথম কাতার এবং আযান) ফযীলত অনেক বর্ণনা করেছি কিন্তু এরপরও যথার্থভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তা তো দেখেই বুঝা যাবে, জানা গেছে, **ফি-সবিলিল্লাহ** (বিনা পারিশ্রমিক) আযান ও ইকামত বলা এবং নামাযের প্রথম কাতারে বিশেষ করে ইমামের পিছনে দাঁড়ানো খুবই উত্তম, যার ফযীলত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হাদীসে পাকের এই অংশ (তবে যদি লটারী করা ছাড়া তা না পেতো তবে লটারীই করতো) এর আলোকে লিখেন: আর্থৎ যদি প্রতিটি মানুষ চায় যে, এই দু’টি কাজ আমি করবো এবং এতে ঝগড়া (অর্থাৎ মতানৈক্য) সৃষ্টি হয়, যার সমাধান লটারী দ্বারাই হয়, বুঝা গেলো, নেকীতে (এরূপ) ঝগড়াও (অর্থাৎ মতানৈক্য করা, যাতে কোন প্রকারের শরয়ী মন্দ বিয়ষ, যেমন: অসদাচরণ ও অন্যায়ভাবে মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি হতে পারবে না) ইবাদত এবং লটারী দ্বারা ঝগড়া বন্ধ করা পছন্দনীয় কাজ। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৯৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

মুয়াজ্জিন সাহেব যখন শহীদ হয়ে গেলো... (ঘটনা)

পূর্ববর্তী মুসলমানরা আযান দেয়ার কিরূপ উৎসাহ পোষণ করতেন, তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করুন: ইমাম তাবারি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উল্লেখ করেন: যখন কাদেসিয়্যা বিজয় হলো তখন সকাল হয়ে গিয়েছিলো এবং লোকেরা শত্রুর পিছু নিয়েছিলো, যখন তারা ফিরে আসলো তখন যোহরের সময় হয়ে গেয়েছিলো আর **মুয়াজ্জিন সাহেব শাহাদাতের সুধা পান করেছিলো,** অতঃপর লোকেরা "আযান" দেয়ার জন্য পরস্পর ঝগড়া করতে লাগলো এবং অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, তলোয়ার বের হয়ে যাবে! অতএব হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাদের মাঝে লটারী করলেন এবং যার নাম লটারীতে উঠলো তিনি **আযান** দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। (শরহে সহীহ বুখারী লি ইবনে বেতাল, ২/২৪৪)

মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেবের মাসআলা

এ ঘটনা দ্বারা জানা গেলো, যদি মুয়াজ্জিন পূর্ব থেকেই নিযুক্ত থাকেন তবে তিনিই আযান দিবেন, যেমনটি বর্তমানে মসজিদে মুয়াজ্জিন থাকে। ঘটনাটিতে "আশিকানে আযান" এর মধ্যে ঝগড়া ঐ অবস্থায় সংগঠিত হয়েছিলো যে, মুয়াজ্জিন সাহেব শাহাদত বরণ করেছিলেন। অন্যথায় না ঝগড়া হতো, না লটারী হতো।

লটারীর দেয়ার পদ্ধতি

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া আম্বিয়াগনের সুন্নাত, জর্ডান নদীতে কলম নিক্ষেপ করা তো লটারীই ছিলো, (এ ঘটনাটি পরবর্তিতে আসবে)। এতে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। (তিনি আরো বলেন:) মনে রাখবেন, লটারী বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, সবচেয়ে সহজ হলো, মানুষের নাম আলাদা আলাদা কাগজে লিখে তা ভাঁজ করে নেয়া এবং কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা ভাঁজ করা কাগজ উঠানো, যার নামের কাগজ উঠবে, সেই অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। (তাফসীরে নঈমী, ৩/৩৮১,৩৮৩)

www.dawateislami.net

তিনজন নবীর সাথে লটারীর ব্যাপারটি সংগঠিত হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তিনজন এমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام রয়েছেন, যাঁদের সাথে লটারীর ব্যাপারটি সংগঠিত হয়েছে, ❋ হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام ❋ হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام ❋ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (শরহে সহীহ বুখারী লিইবনে বেতাল, ৮/৭৫)

এই তিনজন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ঘটনাবলী ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য করুন:

হযরত ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام ও লটারী

হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام কে **আল্লাহ পাক “নি'নাওয়া”** শহরের অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। **নি'নাওয়া** এটা মওসিল এলাকার একটি বড় শহর ছিলো। সেখানকার মানুষ মুর্তি পূজা করতো। হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام তাদের ঈমান আনয়ন এবং মুর্তি পূজা ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু তারা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** রাসূল عَلَيْهِ السَّلَام কে অমান্য করলো এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করলো। হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام তাদের সংবাদ দিলেন যে, তোমাদের উপর অতি শীঘ্রই আযাব আসবে। একথা শুনে শহরের লোকজন পরস্পরের পরামর্শ করলো যে, হযরত ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام কখনোই কোন মিথ্যা কথা বলেননি, এ জন্য দেখো যে, যদি তিনি রাতে এ শহরে অবস্থান করেন তবে বুঝে নিবে কোন ভয় নেই আর যদি তিনি এ শহরে রাত অতিবাহিত না করেন তবে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, অবশ্যই আযাব আসবে। রাতে লোকেরা দেখলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام শহর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন এবং আসলেই সকাল হতে না হতেই আযাবের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো, চারিদিকে কালো মেঘ আসতে লাগলো এবং চারিদিক থেকে ধোঁয়া উঠে শহরে ছেয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে শহরবাসীরা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আযাব

www.dawateislami.net

আসছেই, তারা হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام কে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেলো না। এবার শহরবাসীরা আরো বেশি ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গেলো। সুতরাং শহরের সকল লোক **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং সবাই মহিলা, সন্তান সন্ততি বরং নিজেদের গৃহপালিত পশু (অর্থাৎ গরু ছাগল) সাথে নিয়ে এবং ফাটা ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো এবং সত্য অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ঈমান আনয়ন করার ঘোষনা করতে লাগলো। স্বামী স্ত্রী থেকে এবং ছেলে মা থেকে আলাদা হয়ে সবাই তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত হয়ে গেলো এবং **আল্লাহ**র দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলো এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলো আর যত ধরনের হক নষ্ট করেছিলো সবাই পরস্পর ক্ষমা চাইতে লাগলো। মোটকথা সত্য তাওবা করে **আল্লাহ পাকে**র নিকট এই ওয়াদা করতে লাগলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام যা কিছু বার্তা নিয়ে এসেছে, আমরা তার উপর সত্য অন্তরে ঈমান এনেছি। **আল্লাহ পাকে**র শহরবাসীদের অস্থিরতা ও একনিষ্ঠ কান্নাকাটির প্রতি দয়া হলো এবং আযাব উঠিয়ে নিলেন, ধোঁয়া এবং আযাবের মেঘ দূর হয়ে গেলো এবং সকল লোক পূনরায় শহরে ফিরে এসে নিরাপত্তা ও আরামের সহিত বসাবাস করতে লাগলো।

(তাফসীরে সাভী, ৮৯৩-৮৯৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক এই ঘটনাটি উল্লেখ করে কোরআন পাকের ১১তম পারা সূরা ইউনূসের ৯৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۹۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনূর, আয়াত ৯৮)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> তবে এমন কোন জনপদ নেই (যারা আমার আযাব দেখে) ঈমান এনেছে অতঃপর সেই ঈমান তাদের কাজে এসেছে, কিন্তু একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায়। যখন (তারা) ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি পার্থিব জীবনে অপসারিত করে দিয়েছি এবং একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিয়েছি।

www.dawateislami.net

আযাব দূর হওয়ার দোয়া

নি'নাওয়া শহরের উপর যখন আযাবের চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো এবং (হযরত) ইউনূস (عَلَیۡہِ السَّلَام) কে খোঁজার পরও লোকেরা পেলো না, তখন শহরবাসীরা ভীত হয়ে তাদের এক আলিম সাহেবের নিকট গেলো, যিনি ঈমানদার ও যুগের শায়খ ছিলেন আর তার নিকট ফরিয়াদ করতে লাগলো, তখন তিনি আদেশ দিলেন যে, তোমরা এই ওযীফা পড়ে দোয়া করো: [১] یَا حَیُّ حِیۡنَ لَاحَیَّ وَیَاحَیُّ یُحۡیِ الۡمَوۡتٰی وَیَا حَیُّ لَااِلٰہَ اِلَّا اَنۡتَ অতএব লোকেরা এটা পড়ে দোয়া করতে লাগলো তখন আযাব দূর হয়ে গেলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৮০, নম্বর ৭৭৭৮) কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ফুয়াইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: নি'নাওয়া শহরের আযাব যে দোয়ার বরকতে দূর হয়ে গেলো, সেই দোয়া ছিলো এটা: [২] اَللّٰھُمَّ اِنَّ ذُنُوۡبَنَا قَدۡ عَظُمَتۡ وَجَلَّتۡ وَاَنۡتَ اَعۡظَمُ وَاَجَلُّ فَافۡعَلۡ بِنَا مَا اَنۡتَ اَھۡلُہٗ وَلَا تَفۡعَلۡ بِنَا مَا نَحۡنُ اَھۡلُہٗ۔

(তাফসীরে খাযিন, ২/৩৩৬)

মাছের পেটে

হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَیۡہِ السَّلَام আযাব দূর হয়ে যাওয়ার পর যখন শহরের নিকটে আসলো তখন শহরে আযাবের কোন চিহ্ন দেখলো না, লোকেরা আরয করলো: আপনার গোত্রে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন তিনি বললেন যে, কিভাবে আমার গোত্রে যাবো! আমি তো তাদেরকে আযাবের সংবাদ দিয়ে শহর থেকে চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আযাব আসেনি, তো এজন্য (مَعَاذَ اللہ) সেই লোকেরা আমাকে মিথ্যুক মনে করে হত্যা করে দিবে। একথা বলে রাগান্বিত অবস্থায় শহর থেকে ফিরে আসলেন এবং একটা নৌকায় আরহন করলেন। এই নৌকাটি যখন

---

১. অনুবাদ: হে এখনো জীবিতরা! যখন কেউ জীবিত ছিলো না, হে সেই জীবিত সত্বা! যে মৃতকে জীবিত করে এবং হে জীবিত সত্বা! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

২. অনুবাদ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমাদের গুনাহ অনেক বেশি, কিন্তু তুমি মহান ও উচ্চ, আমাদের সহিত সেই কাজ সম্পাদন করো না আমরা যার অধিকারী বরং আমাদের সাথে তোমার শান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

www.dawateislami.net

সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলো তখন দাঁড়িয়ে গেলো। সেখানকার লোকদের এরূপ বিশ্বাস ছিলো যে, সেই নৌকাই সমুদ্রের মাঝে আটকে যায়, যাতে কোন পলায়নকৃত গোলাম আরোহণ করে। সুতরাং নৌকার লোকজন লটারী করলো, তখন লটারীতে হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম আসলো, নৌকার যাত্রীরা তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে অগ্রসর হয়ে গেলো এবং সাথে সাথেই একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেললো, মাছের পেটে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো। কিন্তু তখন তিনি এই আয়াতে পাক "لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" (১৭তম পারা, আম্বিয়া, আয়াত ৮৭) ওযীফা পড়া শুরু করে দিলেন তখন এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তাঁকে এই অন্ধকার কক্ষ থেকে মুক্তি দিলেন এবং মাছ কিনারায় এসে তাঁকে বাহির করে দিলো। তখন তিনি খুবই দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। **আল্লাহ পাকের** শান যে, সে স্থানে লাউ এর লতাপাতা উৎপন্ন হয়ে গেলো এবং তিনি এর ছায়ায় আরাম করতে থাকেন, অতঃপর যখন একটু সুস্থ হলেন তখন নিজের সম্প্রদায়ের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন। সবাই তাঁকে খুবই ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন।

(তাফসীরে সাভী, ৩/৮৯৪। আজায়িবুল কোরআন, ১২৪-১২৬)

শিক্ষনীয় মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! এ ঈমান তাজাকারী কোরআনি ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, যখনই বিপদ আসে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিৎ। এ ঘটনায় হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام এর মহান মুজিযার উল্লেখ রয়েছে, অন্যথায় মাছের পেটে মানুষের জীবিত থাকা অসম্ভব। এতে **আল্লাহ পাকের** সত্য নবীর পরীক্ষার বর্ণনা রয়েছে, আর তা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, যখনই কোন পরীক্ষা আসে তখন অভিযোগ করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং **তাঁর** পবিত্রতা বর্ণনা উচিৎ, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইউনূস عَلَيْهِ السَّلَام মাছের পেটে আয়াতে করীমাকে ওযীফা হিসাবে পাঠ করলেন এবং এই ওযীফার বরকতে তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তি পেলেন।

www.dawateislami.net

মুসিবত মে খোদা কি বারগাহ মে গিড়গিড়াওগে, নাজাত উসকে করম সে পাওগে ছুটকারা পাওগে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام ও লটারী

হযরত হান্নাহ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) তাঁর কন্যা মরিয়ম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) জন্ম হতেই তাঁকে একটি কাপড়ে মুড়িয়ে নিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন, যেখানে চার হাজার খাদেম থাকতো এবং তাদের সর্দার সাতাশ (২৭) বা সত্তর (৭০) জন ছিলো যাদের আমির ছিলো হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام। যেহেতু বিবি মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সম্মানিত পিতা হযরত ইমরান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বনি ইসরাঈলের ইমাম ছিলেন, তাই এই সত্তর (৭০) জনের মধ্যে প্রত্যেকেই হযরত মরিয়ম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) কে পাওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেই চাইতো যে, তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য আমি অর্জন করি, হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তাঁর সবচেয়ে বেশি অধিকারী আমি, কেননা তাঁর খালা আমার নিকাহে রয়েছে, আহবার (অর্থাৎ ইহুদীদের ওলামা, যে সেখানে খাদেমদের সর্দার ছিলো) বললো: যদি আত্মীয়তার ভিত্তিতে এই অধিকার পাওয়া যেতো তবে তাঁর আম্মাজান পেতো, এখন সমাধান এতেই যে, লটারী করা হোক, যার নাম লটারীতে উঠবে সে তাকে পাবে। তারা সবাই জর্ডান নদীর দিকে নিজ নিজ কলম নিয়ে গেলো, যা দ্বারা অহী (অর্থাৎ তাওরাত) লিখা হতো এবং এটা সিদ্ধান্ত হলো যে, যার কলম পানিতে ডুববে না, বয়ে যাবে না, সে হযরত মরিয়ম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) কে পাবে এবং যার কলম ডুবে যাবে বা বয়ে যাবে, সে তাঁর উপযুক্ত নয়, সুতরাং এমনই করা হলো, সবার কলম ডুবে গেলো বা বয়ে গেলো কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর কলম পানিতে ভেসে রইলো, সুতরাং হযরত মরিয়ম (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) এর লালন পালনের ভার তাঁকেই সমর্পণ করা হলো, কিছু কিছু বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, তিনবার লটারী করা হলো এবং প্রতিবারেই এরূপ হলো। তা কোরআনুল করীমে (৩য় পারা সূরা আলে ইমরান,

www.dawateislami.net

৩৭নং আয়াতে) ইরশাদ করেন: وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّاؕ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যাকারিয়ার তত্বাবধানে দিলেন) অপর স্থানে (আলে ইমরান, ৪৪নং আয়াতে) ইরশাদ করেন: اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যখন তারা তাদের কলমগুলি দ্বারা লটারী টানছিলো যে, মরিয়ম কার লালন পালনের দায়িত্বে থাকবে)। হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام সায়িদাতুনা মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস এর উপরে একটি ঘর বানালো যার দরজা বায়তুল মুকাদ্দসের মাঝখানে ছিলো, যেখানে সিড়ি দ্বারা যেতে পারতো, হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام ব্যতিত সেখানে কেউ যেতো না। (তাফসীরে নঈমী, ৩/৩৭১-৩৭৬)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও লটারী

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরের ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং সেই সফরে সকল সম্মানিতা বিবিদের নেয়া সম্ভব হতো না, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের মাঝে ইনসাফ (অর্থাৎ ন্যায় বিচার) করতে গিয়ে লটারী করতেন এবং সফরের জন্য তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করতেন না বরং এই বিষয়টি **আল্লাহ পাকে**র নিকট সমর্পণ করে দিতেন এবং যাঁর নাম লটারীতে উঠতো তাঁকে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন এবং সেই সফরে অবশিষ্ট সকল সম্মানিতা বিবির হকসমূহ শেষ হয়ে যেতো অতঃপর যখন সফর থেকে তাশরীফ নিয়ে অসতেন তখন যার পালা আসতো সেই সম্মানিতা বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং নিজের সফরের দিনগুলোকে পালার মধ্যে বন্টন করতেন না। (শরহে সহীহ বুখারী লিইবনে বেতাল, ৮/৭৭)

প্রত্যেক লটারীই কি সুন্নাত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! প্রতিটি বিষয়ে লটারী সুন্নাত নয়, লটারী জায়িযও হয়ে থাকে আবার না জায়িযও। আফসোস! আজকাল তো مَعَاذَ الله

গুনাহে ভরা লটারীর যুগ চলছে এবং এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলা হচ্ছে। জুয়ার ধ্বংসলীলা জানতে **ফয়যানে সুন্নাত** ২য় খন্ডের অধ্যায় “**গীবতকি তাবাকরিয়া**” এর ১৮৪ থেকে ১৯১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করা اِنْ شَآءَ اللّٰه উপকারী সাব্যস্ত হবে।

একটি বয়ান জীবনকে পাল্টে দিলো

হে আশিকানে রাসূল! দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসা এবং এসে ইলমে দ্বীনের দৌলত অর্জন করার মানসিকতা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** সোহান ওয়ালা পোল এর একজন ইসলামী ভাইয়ের পূর্বের অবস্থা এমন ছিলো যে, পিতামাতার কথা শুনতো না, নামায পড়ারও মানসিকতা ছিলো না, রমযানের রোযা রাখতো না, বড় ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করা, দুষ্ট বন্ধুদের সাথে ঘুরাফেরা করা, মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করা। একদিন তার মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসার দাওয়াত দিলো কিন্তু সে অগ্রাহ্য করলো। কিছুদিন পর ইমাম সাহেব আবারো দাওয়াত দিলো, তখন তার বন্ধুরা পরস্পর বলতে লাগলো যে, চলো দেখি এই মাওলানারা কি বলে! যখন সে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছলো তখন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** “গীবত” বিষয়ে বয়ান করছিলো, সেই বয়ান শুনে তার নিজের গুনাহের অনুভূতি হলো, সেই ইজতিমায় সে কেঁদে কেঁদে তাওবা করলো এবং কিছুদিন পর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করতে সফল হয়ে গেলো, যেখানে সে অনেক কিছু শিখতে পারলো। মাদানী পরিবেশে আসা যাওয়ার বরকতে খারাপ সহচর্য এবং খারাপ কাজ ছেড়ে দিলো, দাঁড়ি বৃদ্ধি করা প্রথম ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার পর থেকে শুরু করে দিয়েছিলো, পাঁচ মাস পর মাথায় পাগড়ি সাজিয়ে নিলো। “**ফয়যানে সুন্নাত**” থেকে দরস দিতে লাগলো এবং মাদানী কাজ করতে করতে এলাকায়ে মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে দ্বীনের খিদমতে ১২টি মাদানী কাজ করার

www.dawateislami.net

সুযোগও পেলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে একমাসের ইতিকাফে বসার সৌভাগ্যও নসীব হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْن

বুড়ি সোহবতোঁ সে কিনারা কাশি কর,
কে আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের প্রথম কাতার পাওয়ার প্রেরণা

১৪তম পারা সূরা হিজর এর ২৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْکُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِیْنَ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমার জানা আছে তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়েছে আর নিশ্চয় আমার জানা আছে যারা তোমাদের মধ্যে পিছনে রয়েছে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এই আয়াতে মুবারাকার শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রথম কাতারে **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার ফযীলত বর্ণনা করলে তখন সাহাবীগণ (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) প্রথম কাতারে স্থান পাওয়ার জন্য খুবই তৎপর হলেন এবং তাঁদের ভিড় হতে লাগলো আর যাঁদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে ছিলো তাঁরা দূরবর্তী ঘর বিক্রি করে নিকটে ঘর করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন যাতে প্রথম কাতারে জায়গা পাওয়া থেকে কখনো বঞ্চিত না হন। এ প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, সাওয়াব "নিয়্যত" এর উপরই নির্ভরশীল এবং **আল্লাহ পাক** অগ্রগামীদের সম্পর্কেও জানেন আর যাঁরা যুক্তিসঙ্গত কারণে পিছনে রয়ে গেছেন তাদের সম্পর্কেও জানেন। তাঁদের 'নিয়্যত' সম্পর্কেও অবগত আছেন আর **তাঁর** নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" পঞ্চম খন্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াতের শানে নুযুল থেকে একটি বিষয় এটাও জানা যায়, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের এতো প্রেরণা ও আগ্রহ পোষণ করতেন যে, প্রথম কাতারের ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর পর্যন্ত বিক্রি করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিষয় এটা বুঝা গেলো, **জামাআত সহকারে** আদায় করা নামাযের প্রথম কাতারের অনেক ফযীলত রয়েছে।

জানাযায় কোন কাতার উত্তম?

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নামাযের আহকাম"** এর ২৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: উত্তম হলো, জানাযায় তিনটি কাতার হওয়া। যেহেতু হাদীসে পাকে রয়েছে: "যার (জানাযার) নামায তিন কাতারে আদায় করা হয়েছে তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" যদি উপস্থিতি সর্বমোট সাতজন হয় তবে একজন ইমাম হবেন আর প্রথম কাতারে তিনজন দাঁড়াবে, দ্বিতীয় কাতারে দুই জন এবং তৃতীয় কাতারে একজন দাঁড়াবে। (গুনিয়া, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) জানাযার নামাযে পিছনের কাতার সব কাতারের চেয়ে উত্তম। (দুররে মুখতার, ৩/১৩১)

শয়তান ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়....

আল্লাহ পাক ও **তাঁর** নিষ্পাপ ফিরিশতারা প্রথম কাতারের লোকদের প্রতি রহমত প্রেরণ করে থাকে, তাই আমাদের প্রথম কাতার পাওয়ার জন্য ভরপুর চেষ্টা করা উচিৎ। প্রথম কাতারে জায়গা থাকার পরও যারা অলসতার কারণে পিছনের কাতারে থেকে যায়, তারা এই হাদীসে পাক শ্রবণ করুন এবং প্রথম কাতারের গুরুত্বকে বুঝার চেষ্টা করুন । যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা প্রথম কাতারে দরূদ (অর্থাৎ রহমত) প্রেরণ করেন, লোকেরা আরয করলো: আর দ্বিতীয় কাতারে? ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতারা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

দরূদ প্রেরণ করেন প্রথম কাতারে, লোকেরা আবারো আরয করলো: আর দ্বিতীয় কাতারে? ইরশাদ করেন: দ্বিতীয় কাতারের উপরও। আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কাতারসমূহ সোজা করো এবং কাঁধের সাথে কাঁধ লাগিয়ে সোজা হও আর আপন ভাইদের হাতে কোমল হয়ে যাও! আর প্রশস্ততাকে (**Gaps**) বন্ধ করো, কেননা শয়তান ভেড়ার (**Sheep**) বাচ্চার ন্যায় তোমাদের মাঝে ঢুকে যায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/৬৯৫, হাদীস ২২৩২৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: দ্বিতীয় দ্বারা উদ্দেশ্যে পিছনের কাতার সমূহ এবং হতে পারে যে, বিশেষকরে দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য। (তিনি আরো বলেন:) প্রথম কাতারের উপর **আল্লাহ**র রহমত বেশি আর অবশিষ্ট কাতারে কম। সুফিদের মতে বুঝা যায়, **আল্লাহ**র রহমত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বলার সাথে সম্পৃক্ত, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রহমত অবতীর্ণের সংবাদ দিয়েছিলেন। যতক্ষণ প্রথম কাতারের উল্লেখ করেছেন ততক্ষণ তাই **আল্লাহ**র রহমতের উপযুক্ত ছিলো আর যখন দ্বিতীয় কাতারের নাম নিলেন তখন নাম নেয়ার বরকতে তাও রহমতের উপযুক্ত হয়ে গেলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৮৮)

আপন ভাইদের হাতে কোমল হয়ে যাও

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**"য় হাদীসে পাকের এই অংশ (আপন ভাইদের হাতে কোমল হয়ে যাও) সম্পর্কে লিখেন: মুসলমানদের হাতে কোমল হয়ে যাওয়া হলো, যদি সামনের কাতারে কিছু ফাঁক (খালি জায়গা **Gaps**) থেকে যায় এবং নিয়্যত বেঁধে নেয়, এখন কোন মুসলমান আসলো, সে এই ফাঁকে (**Gaps**) দাঁড়াতে চায় তবে মুক্তাদির উপর হাত রেখে ইশারা করবে, তখন তাদের প্রতি আদেশ রয়েছে যে, চেপে যাবে এবং জায়গা দিয়ে দিবে যাতে কাতার পূর্ণ হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৪)

www.dawateislami.net

ভেড়া ছাগলের বাচ্চা

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: ভেড়া ছাগলের ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রায় দেখা যায় যে, যেখানে কিছু লোককে দাঁড়াতে দেখে এবং দুই ব্যক্তির মাঝখানে কিছুটা ফাঁক পায়, তারা সে ফাঁকের (Gaps) মাঝদিয়ে এদিক থেকে ওদিকে বের হয়, অনুরূপভাবে শয়তান যখন কাতারে খালি জায়গা পায় অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য ঢুকে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৩)

আল্লাহ পাকের শান যে, শয়তান কাতারের খালি জায়গায় ঢুকতে পারে কিন্তু পায়ের মাঝখান দিয়ে পারেনা, প্রতিটি জিনিসের প্রভাব আলাদা।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৮৮)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাতার সোজা করাতেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا، اِسْتَوُوْا،فَوَ الَّذِی نَفْسِیْ بِیَدِہٖ اِنِّیْ لَاَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِیْ، کَمَا اَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ۔ অর্থাৎ কাতার সোজা করো, কাতার সোজা করো, কাতার সোজা করো, ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে এমনভাবে দেখি যেভাবে তোমাদের আমার সামনে থেকে দেখি। (সুনানে নাসায়ী, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নামায দেখছেন

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের এই অংশ (আমার পেছন থেকে এমনভাবে দেখি যেভাবে তোমাদের আমার সামনে থেকে দেখি) এর আলোকে বলেন: সুতরাং এরূপ মনে করে নামায পড়ো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নামাযকে দেখছেন, এই ভেবে তোমরা নামায সঠিক ভাবেও পড়বে এবং তোমাদের অন্তরে মনোযোগ এবং বিনয়ও সৃষ্টি হবে, যদি কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক নামাযে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের নামাযে এই মনোভাব রাখে, তবে অনেক স্বাদ অনুভুত হবে আর এই আমল পরীক্ষিত। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৮৭)

www.dawateislami.net

কাতার সোজা করা দ্বারা উদ্দেশ্য?

হে আশিকানে নামায! বুঝা গেলো, কাতার পরিপূর্ণভাবে সোজা হওয়া উচিৎ এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোও জরুরী, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাঁধের উচ্চতা নয়! কেননা কারো কাঁধ বড় আবার কারো কাঁধ ছোট বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাঁধ একই লাইনে থাকা, সুতরাং প্রত্যেক ইসলামী ভাই এটা দেখে নিন যে, তার উভয় পাশে দাঁড়ানো ইসলামী ভাইদের এবং নিজের কাঁধ সবই একই লাইনে সোজা আছে কিনা, যদি এভাবে প্রত্যেক ইসলামী ভাই সতর্কতা অবলম্বন করে তবে কাতার ঠিক হতে পারে।

কাতার সোজা না করা গুনাহ

বুখারী শরীফের প্রণেতা হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হাদীসে পাকে কাতার সোজা করার আদেশ অনুযায়ী কাতার সোজা করা ওয়াজিব কিন্তু তা নামাযের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, কাতার সোজা না করাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে বা নামায অপূর্ণ রয়ে যাবে, তবে যদি নামাযী কাতার সোজা না করে তবে গুনাহগার হবে। (উমদাতুল কারী, ৪/৩৬৪) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কোন কাতারে খালি জায়গা রাখা মাকরূহে তাহরিমী (অর্থাৎ নাজায়িয ও গুনাহ), যতক্ষণ পর্যন্ত সামনের কাতার পূর্ণ হবে না ততক্ষণ অন্য কাতার কখনো বানাবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৭/৪৯)

কাতার সোজা করার তিনটি মহান ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: **(১)** ঐ কদমের চেয়ে বেশি কোন কদমের সাওয়াব নেই, যা এই জন্যই চলে যে, কাতারের ফাঁককে (Gaps) বন্ধ করবে। (মু'জাম আওসাত, ৪/৬৯, হাদীস ৫২৪০) **(২)** যে কাতারের খালি জায়গা বন্ধ করে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে। (মুসনাদিল বাযার, ১০/১৫৯, হাদীস ৪২৩২) **(৩)** যে কাতারের খালি জায়গা

www.dawateislami.net

বন্ধ করবে, **আল্লাহ পাক** তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। (মু'জাম আওসাত, ৪/২২৫, হাদীস ৫৭৯৭)

سُبْحٰنَ الله! সামনের কাতারে যদি জায়গা খালি রয়ে যায় আর কোন ইসলামী ভাই সেই খালি জায়গা পূর্ণ করার নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয় তবে প্রতিটি কদমে অসংখ্য সাওয়াব এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে সে কাতারের খালি জায়গা পূর্ণ করতে সফল হয়ে যায় তবে মাগফিরাতের সুসংবাদ রয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদের এ মহান সাওয়াব অর্জন করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সামনের কাতারে খালি জায়গা রয়ে গেলে তবে কি করবে?

হে নামাযী ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কাতারবন্দি হয়ে নামায শুরু হয়ে যায় এবং নিয়্যত বাঁধার পর মুক্তাদী দেখে যে, তার সামনের কাতারে এক ব্যক্তির পরিমাণ জায়গা ফাঁক (**Gaps**) রয়েছে তবে নামায অবস্থায় অগ্রসর হয়ে সামনের কাতারের ফাঁক পূর্ণ করবে কিন্তু কেবল এক কাতার পর্যন্ত যাবে, বেশি কাতার অতিক্রম করবে না, কেননা তা "আমলে কাসির" হয়ে যাবে আর এভাবে তার নিজের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি দ্বিতীয় কাতারে কোন ব্যক্তি নিয়্যত বেঁধে নিলো, এরপর তার প্রথম কাতারে খালি জায়গা চোখে পড়লো তবে অনুমতি রয়েছে যে, নামায় অবস্থাতেই অগ্রসর হওয়া এবং গিয়ে খালি জায়গা পূর্ণ করা, কেননা এই সামান্য চলা শরীয়াতের বিধানের উপর আমল করার জন্যই হলো, হ্যাঁ দুই কাতারের পার্থক্য হলে যাবে না, কেননা এতে চলার পরিমাণ বেশি হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৬)

সফেঁ দুরুসত রাখো ভাইয়োঁ! জামাআত মে, আগর না মানো গে পড় জাওগে হালাকত মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রথম কাতারের ব্যক্তিদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব প্রশ্নোত্তর

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: জুমার **জামাআতে** প্রথম কাতারে দুই বা তিনজন ব্যক্তি যাদের দাঁড়ি মুন্ডানো (অর্থাৎ ক্লিন শেভড) এবং এক ব্যক্তির কর্তনকৃত (অর্থাৎ এক মুষ্টি থেকে কম ছিলো), সে একথা বললো: বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পিছনে বসে আছেন, তারা সামনের কাতারে এসে যান এবং দাঁড়ি মুন্ডানো আর কর্তনকৃত যারা রয়েছেন তারা পিছনে চলে যান, সুতরাং সে গুনাহ করলো নাকি করেনি? এবং সামনের কাতারে দাঁড়ি মুন্ডানো ব্যক্তি আর পিছনের কাতারে পরহেযগার এবং মুত্তাকী ব্যক্তি রয়েছে, তাদেরকে প্রথম কাতারে নিয়ে আসবে আর দাঁড়ি মুন্ডানোদের পিছনে সরিয়ে দিবে, নাকি দিবে না? এবং ঐ সকল লোক যারা দাঁড়ি মুন্ডানো এই মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে নামাযের জন্য চলে যায় এবং একজনের সাথে একজন বা দু'জন দাঁড়ি ওয়ালারাও যায় এবিষয়টি সেই লোকেরা খুবই অপছন্দনীয় মনে করলো।

উত্তর: দাঁড়ি ছোট করা (অর্থাৎ এক মুষ্টি থেকে কম করা), মুন্ডানো হারাম এবং একাজ সম্পাদনকারী ফাসিক, তাকে বুঝানো হোক, পথপ্রদর্শন করা হোক, উত্তম হলো, ইমামের নিকটে জ্ঞানী লোক থাকা এবং সেই জ্ঞানী লোক যিনি মুত্তাকী হবেন, মুত্তাকীর উচিৎ ছিলো, তার প্রথমে আসা, প্রথমেই জায়গা পেতো, এখন অন্য ধরনের লোক প্রথমে এসে গেলো তবে তাদের উচিৎ ছিলো, মুত্তাকীদের (অর্থাৎ পরহেযগারদের) জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া, অন্যথায় তাদের (অর্থাৎ দাঁড়ি মুন্ডনো ইত্যাদিদের) সরানোর কোন কারণ নেই, বিশেষকরে যখন ফিতনার আশংকা থাকে, আ'মলে হেদায়ত নম্রভাবে হওয়া উচিৎ যাতে কঠোরতার কারণে জিদ আরো বেড়ে না যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/১৯৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলিমে দ্বীন, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং মুত্তাকীরা আসলে তবে তাঁদের সম্মানের উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে প্রথম কাতারে জায়গা দিয়ে

www.dawateislami.net

পিছনের কাতারে চলে যাওয়া উচিৎ, কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, আসুন! এই প্রশ্ন ও এর উত্তর লক্ষ্য করি:

নেকীতে ইছার করা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি আলিমে দ্বীনকে বা অন্য কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান করতে গিয়ে তাঁদের প্রথম কাতারে নিজের স্থান দিয়ে দেয় আর নিজে পেছনে চলে যায় তবে এটা নেকীতে ইছার করা হলো, এভাবে নেকীতে ইছার করা কি সঠিক? কেননা ফুকহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: لَا اِيۡثَارَ فِى الۡقُرُبَاتِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীল কাজে ইছার হয় না। (আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ১০১ পৃষ্ঠা)

উত্তর: এরূপ করা জায়িয, কেননা যখন কম উত্তম নেকী এবং অতি উত্তম নেকী উভয়ের মাঝে মুখামুখি হয় তখন অতি উত্তম নেকী অবলম্বন করা উচিৎ আর জ্ঞানী ও বৃদ্ধ ব্যক্তির (প্রকাশ্য ফাসিক ব্যতীত) সম্মান করা প্রথম কাতারে দাঁড়ানো থেকে উত্তম, যেমনটি "**রদ্দুল মুহতার**"এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: যদি কোন ব্যক্তি প্রথম কাতার পাওয়াতে সফল হয়ে যায়, অতঃপর বয়সে তার চেয়ে বড় অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন আলিমে দ্বীন আসলো তবে তার জন্য উত্তম হবে যে, নিজে পেছনে সরে আসা এবং তাঁদেরকে সম্মান করে আগে বাড়িয়ে দেয়া। **মুসলিম শরীফে** বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পান করার বস্তু আনা হলো, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা পান করলেন, **তাঁর** ডান দিকে একটি শিশু ছিলো, (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا ছিলেন) এবং বাম পাশে বয়স্ক সাহাবারা ছিলেন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا কে ইরশাদ করলেন: তুমি আমাকে অনুমতি দিচ্ছো যে, আমি এটি (অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট পানীয়) তাদেরকে দিয়ে দিই? তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا আরয করলেন: না! (**আল্লাহর** শপথ! আপনার পক্ষ থেকে পাওয়া আমার অংশ (অর্থাৎ তাবাররুক) আমি কাউকে ইছার করবো না)

www.dawateislami.net

অতএব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রটি তাঁকে প্রদান করে দিলেন। এ মাসআলা ও হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো, ওলামা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান প্রথম কাতারে দাঁড়ানো এবং ডান দিকের হকদারকে পাত্র দেয়া থেকে উত্তম। (এই জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রথমে পানির পাত্র দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন) অতএব এই নেকী ইছারের মাধ্যমে অপর উত্তম নেকীর প্রতি প্রত্যাবর্তন হওয়া। তবে যদি কোন ব্যক্তি কাতারে নিজের জায়গা এমন কোন ব্যক্তিকে দেয়, যে আলিমও না এবং বৃদ্ধও না, তবে তা কোন কারণ ব্যতীত নেকী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং শরীয়াতের চাহিদার বিরোধীতা।

(রদ্দুল মুহতার, ২/৩৭২-৩৭৩)

বুদ্ধিমান শিশুকে নামাযরত অবস্থায় পেছনে সরিয়ে দেয়া অত্যাচার

আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: فَاِنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ الۡمُمَيِّزِ الَّذِى يَعۡقِلُ الصَّلَاةَ صَحِيۡحَةٌ قَطۡعًا (অর্থাৎ যে শিশু ভাল মন্দের পার্থক্য করতে পারে এবং নামায বুঝে তার নামায নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ) (তাছাড়া আরো বলেন:) কিছু অজ্ঞ লোক, যারা এরূপ অত্যাচার করে যে, ছেলেরা প্রথম থেকেই নামাযে রত আছে, এখন সে আসলো তখন নিয়্যত বাঁধা অবস্থায় সরিয়ে এক পাশে করে দেয় এবং নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায়, এটা একেবারেই অজ্ঞতা, অনুরূপভাবে এটা মনে করে যে, শিশুরা পাশে দাঁড়ালে তবে পুরুষের নামায হবেনা, এটা ভুল ও গুনাহ, যার কোন ভিত্তি নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৫১)

বড়দের কাতারে ছোটদের মাসআলা

কাতারে যদি বুদ্ধিমান শিশু দাঁড়ায় তবে **জামাআতে** কোনরূপ সমস্যা হবে না, তবে হ্যাঁ! যদি অবুঝ হয় তবে এর কারণে কাতার কর্তিত বলে বিবেচিত হবে সুতরাং তাকে সরানোর বিধান রয়েছে, আর বুদ্ধিমান শিশুদের কাতার প্রাপ্তবয়স্কদের কাতারের পেছনে তৈরী করার যে বিধান রয়েছে, তা অত্যাবশ্যক নয় অর্থাৎ শিশুদের

www.dawateislami.net

কাতার প্রাপ্তবয়স্কদের পেছনে বানানো ওয়াজিব নয়। যেমনটি **ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রাসূলে** বর্ণিত রয়েছে: يُصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ (প্রথমে পুরুষদের কাতার অতঃপর শিশুদের কাতার বানাবে) এই বিধানটি আবশ্যক নয়। (ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রসুল, ১/৩৩৮) তবে হ্যাঁ! বুদ্ধিমান শিশু নামায শুরু করেনি তবে তাকে শিশুদের কাতারে দাঁড় করাবে।

খেলার মাঠ থেকে ইলমে দ্বীনের রাজপথে

হে আশিকানে নামায! কাতার সোজা করার গুরুত্ব অন্তরে জাগ্রত করতে এবং কাতার সোজা করার প্রেরণা পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** হাফেজাবাদ শহর থেকে পাচঁ কিলোমিটার দূর একটি গ্রামের অধিবাসী একজন যুবক ইসলামী ভাই উদাসীনতা পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিলো, সিনেমা ও নাটক দেখা, অশ্লিল বই পড়া, পিতামাতার মনে কষ্ট দেওয়া, ছোট ভাইদের মারা তার অভ্যাস ছিলো। নামাযও কাযা করে দিতো, কিন্তু ফজরের নামায পড়ে নিতো, কেননা পিতামাতা বকাঝকা করে মসজিদের দিকে পাঠিয়ে দিতেন। প্রায় খেলার মাঠে দিন কাটিয়ে দিতো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাই তাকে নেকীর দাওয়াত দিতো, কিন্তু সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো, সে তাকে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা পড়ার জন্য দিতো, যার মধ্যে কিছু কিছু পুস্তিকা সে পড়ে নিতো। ইসলামী ভাইয়ের ধারাবাহিক বুঝানোর কারণে ধীরে ধীরে নামাযী হলো, দরস ও বয়ানও গভীর ভাবে শুনতে লাগলো, অতঃপর এমন একদিন আসলো, সে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণও করলো। সম্মিলিত দোয়ায় তার মাঝে ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি তার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযীও হয়ে গেলো। একদিন ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে বয়ান শুনে জামেয়াতুল মদীনা শিয়ালকোটে চলে গেলো এবং দরসে নিজামিতে ভর্তি হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে লাগলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

সানওয়ার জায়ে গি আখিরাত اِنْ شَآءَ الله, তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডানপাশে বেশি সাওয়াব

ইমামের মাঝখানে হওয়া সুন্নাত, কাতারের উভয় দিকে লোক সমান হলো এবার আগমনকারী কাতারের ডানপাশে এসে যোগ দিবে, কেননা এতে সাওয়াব বেশি। যেমনটি হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা কাতারের ডান দিকে দন্ডায়মান ব্যক্তির প্রতি রহমত প্রেরণ করেন।"

(আবু দাউদ, ১/২৬৮, হাদীস ৬৭৬)

কাতারের ডান দিকের ফযীলতের কারণ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কাতারের ডান দিকের লোকদের প্রতি রহমত প্রেরণ করার কারণ হলো, ডানের বামের তুলনায় প্রতিটি বিষয়ে ফযীলত অর্জিত। (শরহে আবি দাউদ লিল আইনি, ৩/৬৬৮) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: সুরমা লাগানো, নখ ও বগলের লোম অপসারন করা, ক্ষৌরকর্ম এবং গোঁফ কাটানো, মসজিদে আসা এবং মিসওয়াক করা ইত্যাদি সবকিছুতে সুন্নাত হলো, ডান হাত বা ডান দিক থেকে শুরু করা, কেননা নেকী লিখক ফিরিশতা ডান দিকে থাকে, এই কারণে এই দিক উত্তম, এমনকি ডান দিকের প্রতিবেশি বাম দিকের প্রতিবেশি থেকে বেশি উত্তম আচরণের উপযুক্ত। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৮৭)

দ্বিগুণ সাওয়াব কখন?

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মসজিদের বাম দিককে

একারণেই পূর্ণ করে যে, এই দিকে (অর্থাৎ অন্য দিকে) লোক কম তবে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।” (মু'জাম কবীর, ১১/১৫২, হাদীস ১১৪৫৯)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাতারের ডান দিকের ফযীলত বর্ণনা করলেন তখন লোকেরা বাম দিক ছেড়ে দিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এ কথা আরয করা হলো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ অবস্থায় বাম দিকের লোকদেরকে ডান দিকের লোকের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করে দিলেন, তবে বাম দিকের লোকদের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান ঐ অবস্থার সঙ্গে বিশেষায়িত, যখন বাম দিক ছেড়ে দেয়া হবে। (ফয়যুল কাদীর, ২/২৩৬, হাদীস ৮৮৬৫)

ডান দিকের তুলনায় বাম দিক উত্তম হওয়ার অবস্থা

ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রাসূল ১ম খন্ডের ৩৪৪ থেকে ৩৪৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত **“প্রশ্নোত্তর”** অবলোকন করুন: **প্রশ্ন:** যদি ইমামের ডানে মুক্তাদী বেশি হয় এবং বামে কম হয় বা উভয় দিকে সমান হয় তবে নতুন আগত মুক্তাদীর কোথায় দাঁড়ানো উচিৎ? **উত্তর:** বামে মুক্তাদী কিছু কম হলো, তবে আগত মুক্তাদীর বামদিকে দাঁড়ানো উত্তম, কেননা তা اَقْرَب اِلَى الْاِمَام (অর্থাৎ ইমামের অধিক নিকটতম) আর উভয় দিকে সমান হওয়া অবস্থায় ডানদিকে দাঁড়ানো উত্তম।

ইমামের ফরয নামযের পর ঘুরে যাওয়া সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন আযীব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **“রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইক্তিদায় যখন আমরা নামায পড়তাম, তখন ডানদিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম, যাতে **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপন নূরানী চেহারা আমাদের দিকে করেন।” (মুসলিম, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৪২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: একটি হলো: **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রায় (সালাম ফিরানোর পর) ডানদিকে মুখ করে দোয়া করতেন। দ্বিতীয়টি হলো: **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর চেহারা মুবারক দেখা উত্তম ইবাদত, সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) শুধু এই কারণেই কাতারের ডানদিককে পছন্দ করতেন, যাতে নামাযের পর দীদার নসীব হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১১২)

হাবীব ইস হাল সে বড় কর বি হালে যার হো জায়ে,
জু হোনা হো সু হো জায়ে মগর দীদার হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমামের ঘুরে যাওয়ার হিকমত

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এ থেকে জানা যায়, নামায শেষ করে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় ডান দিকে চেহারা মুবারক ঘুরাতেন (তাছাড়া আরো বলেন:) সর্বদা ডান দিকেই ঘুরতেন না, অধিকাংশ সময় ডান দিকে ঘুরতেন এবং অনেক বার এমনও হতো যে, বাম দিকে ঘুরতেন, হাদীসে মুবারাকায় নির্দিষ্ট নেই যে, শুধু ঐসকল নামাযের পর ঘুরতেন, যারপর নফল নামায নেই, (বর্ণনাটি) সাধারণ, যাতে প্রকাশ্য যে, প্রত্যেক নামাযের পরই ঘুরতেন, এরপর নফল নামায থাকুক বা না থাকুক। (নুযহাতুল ক্বারী, ২/৫০০)

সালামের পর ঘুরে না বসা ইমাম সুন্নাত বর্জনকারী হবে

হে আশিকানে রাসূল! ইমামের জন্য সুন্নাত হলো, সালাম ফিরানোর পর ডানে অথবা বামে ঘুরে যাবে বা মুক্তাদীর দিকে নিজের মুখ করে নিবে, তবে মুক্তাদীর দিকে মুখ করা অবস্থায় এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, শেষ কাতার

www.dawateislami.net

পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেনো তার সোজাসুজি নামায না পড়ে। আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন: (ইমামের জন্য) সালামের পর কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা প্রত্যেক নামাযে মাকরূহ, সে ডানে বামে বা চাইলে মুক্তাদীর দিকে মুখ করে নিবে কিন্তু যখন কোন মাসবুক (অর্থাৎ অর্ধেক **জামাআতে** অংশগ্রহণকারী) তার সোজাসুজি থাকে যদিও সে শেষের কাতারে নামায পড়ছে, তবে পূর্বদিকে অর্থাৎ মুক্তাদীর দিকে মুখ করবে না, যাইহোক ঘুরাটাই উদ্দেশ্য, যদি না ঘুরে আর কিবলামুখী বসে থাকে তবে সুন্নাত বর্জন ও মাকরূহে পতিত হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২/২০৫-২০৬)

জামাআতের পর মুক্তাদীর জন্য একটি মুস্তাহাব কাজ

মুক্তাদীর জন্য মুস্তাহাব হলো, সালাম ফিরানোর পর কাতার ভঙ্গ করে সামনে পেছনে হয়ে বসা, ঐভাবে না বসা, যেভাবে নামাযে ছিলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন: মুক্তাদীর জন্য শরয়ী ভাবে এতটুকু মুস্তাহাব যে, কাতার ভঙ্গ করে দেয়া এবং নামাযের পর সে অবস্থায় না বসা, যেভাবে নামাযে ছিলো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২/২০৭) তবে পেছনে যাওয়ার সময় খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, কোন নামাযী ব্যক্তির সোজা নিজের চেহারা যেনো না হয় তাছাড়া যেনো কোন নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে না হয়, অনুরূপভাবে পেছনে যাওয়ার সময় কারো যেনো ধাক্কা না লাগে এটাও খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন: যদি দুই ব্যক্তি নিজেরা **জামাআত** করলো তবে তখনও কি ইমামের জন্য কিবলার দিক থেকে ঘুরে যাওয়া সুন্নাত?

উত্তর: এই অবস্থায় কিবলার দিক থেকে ঘুরে যাওয়া সুন্নাত নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমামের ঠিক পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য ১০০ নামাযের সাওয়াব

এক বর্ণনায় রয়েছে: প্রথম কাতারে ইমামের ঠিক পেছনে **(জামাআত সহকারে)** নামায আদায়কারীর জন্য একশ (১০০) নামাযের সাওয়াব লিখা হয় এবং প্রথম কাতারের ডানের লোকদের জন্য পঁচাত্তর (৭৫) নামাযের এবং বামের লোকদের জন্য পঞ্চাশ (৫০) নামাযের সাওয়াব আর অবশিষ্ট সমস্ত কাতারের লোকদের জন্য পঁচিশ (২৫) নামাযের সাওয়াব লিখা হয়। **(আল বাহরুর রায়িক, ১/৬১৯)**

সর্বপ্রথম কার উপর রহমত অবতীর্ণ হয়?

আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহর** রহমত প্রথমে ইমামের উপর অবতীর্ণ হয় অতঃপর প্রথম কাতারে যে ইমামের সোজাসুজি ঠিক পেছনে রয়েছে তার উপর, অতঃপর প্রথম কাতারের ডান দিকের ব্যক্তিদের উপর এরপর বাম দিকের ব্যক্তিদের উপর অতঃপর দ্বিতীয় কাতারে ঠিক ইমামের পেছনের ব্যক্তির উপর এরপর দ্বিতীয় কাতারের ডানে অতঃপর বামে এভাবে শেষ কাতার পর্যন্ত। **(ফতোওয়ায়ে রযবীযা, ৫/৪২৪)**

প্রথম কাতারের ব্যক্তিদের থেকে দ্বিগুণ সাওয়াব

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং দেখে যে, প্রথম কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে, তবে তার প্রথম কাতারে ঢুকে মানুষকে কষ্টে পতিত করা উচিৎ নয়। **(উমদাতুল কারী, ৪/১৮৬, ৬১৫নং হাদীসের পাদটিকা)** **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার ভয়ে প্রথম কাতার ছেড়ে দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে প্রথম কাতারের লোকদের চেয়ে দ্বিগুণ সাওয়াব দিবেন।”

(মু'জাম আওসাত, ১/১৬৫, হাদীস ৫৩৭)

www.dawateislami.net

দ্বিগুণ প্রতিদানের শর্ত

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক বর্ণনা করার পর বলেন: এটা তখনই, যখন নামায শুরু না হয়, যদি নামায শুরু হয়ে যায় এবং প্রথম কাতারে জায়গা খালি থাকে তবে সে কাতারের মাঝ দিয়ে সামনে যাবে (এবং সেই জায়গা পূর্ণ করবে)। (রদ্দুল মুহতার, ২/৩৭২)

যদি সামনের কাতার খালি দেখে তবে ...

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি সামনের কাতারের লোকেরা জায়গা খালি (Gap) রেখে দেয় এবং অন্য কাতারের ব্যক্তিরাও তা খেয়াল করলো না, কিন্তু নিজেদের কাতারে ভালভাবে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং নিয়্যত বেঁধে নিলো অথচ তাদের উপর আবশ্যক ছিলো যে, প্রথম কাতারের লোকেরা অন্যায় করেছিলো, তারা প্রথমে সেই কাতার পূর্ণ করতো অতঃপর দ্বিতীয় কাতার বানাতো, এখন এক ব্যক্তি আসলো আর সে প্রথম কাতারে খালি জায়গা দেখলো, তার অনুমতি রয়েছে যে, এই দ্বিতীয় কাতারের মাঝখান দিয়ে যাওয়া আর খালি জায়গা পূর্ণ করা, কেননা দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা অন্য মনস্ক হয়ে নিজেরাই দোষী হলো এবং এই দ্বিতীয় কাতারের মাঝখান দিয়ে যাওয়া জায়িয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৫) **বাহারে শরীয়াতে** রয়েছে: এটা তখনই, যখন ফিতনার সম্ভাবনা না থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৮৬-৫৮৭)

ইমামের জন্য একটি সুন্নাত

ইমামের জন্য সুন্নাত হলো, তিনি **জামাআত** কায়েম কারার সময় কাতার সোজা করাবেন, কেননা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপই করতেন। হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন আযীব رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাতারের এক কিনারা থেকে অপর কিনারা পর্যন্ত যেতেন এবং

www.dawateislami.net

আমাদের কাঁধে বা বুকে হাত লাগাতেন আর ইরশাদ করতেন: "পৃথকভাবে দাঁড়াইও না, কেননা তোমাদের অন্তর ভিন্ন হয়ে যাবে।" (ইবনে খুযাইমা, ৩/২৬)

অন্তরে ভিন্নতা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা হাফিয ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: হাদীসের অর্থ হলো: যখন তোমরা প্রকাশ্যে ভিন্ন হয়ে গেছো, তবে শাস্তি স্বরূপ তোমাদের অন্তরে অনৈক্য প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, এটাও হতে পারে, তোমরা নিজেদের বাহ্যিক দিককে ভিন্নতা করো না, কেননা বাহ্যিক ভিন্নতা তোমাদের বাতেনি ভিন্নতার দলিল স্বরূপ। (কাশফুল মাশকিল মিন হাদীসিল সহীহাইন, ২/২০৫)

যেনো চেহারা বিকৃত হয়ে না যায়!

হযরত সায়্যিদুনা নু'মান বিন বশির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের কাতার সোজা করাতেন, একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক লোককে বুক সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখতে দেখে ইরশাদ করেন: "তোমাদের অবশ্যই নিজেদের কাতারকে সোজা রাখতে হবে, অন্যথায় ভয় রয়েছে যে, **আল্লাহ পাক** যেনো তোমাদের চেহারা বা সত্তাকে বিকৃত করে না দেন।"

(তিরমিযী, ১/২৬২, হাদীস ২২৭)

কাতার সোজা না করাতে বিনয় ও একাগ্রতা থাকে না

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ যদি তোমাদের নামাযের কাতার বাঁকা থাকে তবে তোমাদের মাঝে অনৈক্য ও ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাবে, শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে অথবা তোমাদের অন্তর বিকৃত হয়ে যাবে যে, তাদের মধ্যে কোমলতা, মনোযোগ, বিনয় ও একাগ্রতা থাকবে না বা সন্দেহ রয়েছে যে, তোমাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে, যেভাবে আগেকার সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছিলো, এখানে وَجْهٌ বা এর অর্থ সত্তা অথবা এর অর্থ চেহারা, মনে রাখবেন!

www.dawateislami.net

সাধারণ বিকৃতি (অর্থাৎ পুরো গোত্রের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার) প্রকাশ্য আযাব **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের দ্বারা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বিশেষ বিকৃতি (অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তির চেহারা বিকৃত হওয়ার) আযাব এখনো হতে পারে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৮২)

কাতার সোজা করা ছেড়ে দিলে পরস্পরের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসউদ আনছারি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ বলেন: "এই জন্যই বর্তমানে তোমাদের মাঝে অনেক মতানৈক্য।" (মুসলিম, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৮২) অর্থাৎ তোমরা কাতার সোজা কারার কাজটি ছেড়ে দিয়েছো, তাই তোমাদের মাঝে ঝগড়া এবং মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৮৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে মনে হয় না কোথাও কাতার ঠিক হয়, সাধারণত প্রত্যেক স্থানেই কাতারে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, সম্ভবত এই কারণেই প্রত্যেক জায়গায় পরস্পরের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে বরং প্রায় ঘর যেনো যুদ্ধের মাঠে পরিনত হয়েছে! দয়া করে! নিজেদের উপর দয়া করুন! আর কাতার ঠিক করার প্রতি ব্যাপকভাবে সতর্ক থাকুন। হে **আল্লাহ পাক!** আমরা তোমার কহর ও গযব থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি! আমাদেরকে কাতার ঠিক রাখার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাতার ঠিক করার পদ্ধতি

আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: কাতারের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে শরীয়াতে কঠোর ভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তিনটাই বর্তমানে مَعَاذَ الله ব্যাপকভাবে হচ্ছে (অর্থাৎ যেনো ছেড়ে দেয়া হয়েছে), এই কারণে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ছড়িয়ে পড়ছে। **প্রথমত:** "تَسۡوِيَه" (অর্থাৎ কাতার

www.dawateislami.net

সোজা হওয়া) কাতার সোজা হওয়া, বক্র না হওয়া, আকাঁবাকা না হওয়া, মুক্তাদী যেনো আগে পিছে না হয়, সবার গর্দান, কাঁধ, টাখনু পরস্পর সোজা এক লাইনে হওয়া। **দ্বিতীয়তঃ** “اِتْمَام” (অর্থাৎ সামনের কাতার উভয় কোণা পর্যন্ত পূর্ণ হওয়া) যতক্ষন পর্যন্ত কাতার পূর্ণ হবে না, দ্বিতীয় কাতার শুরু করবে না, পবিত্র শরীয়াতে এর এতই গুরুত্ব রয়েছে যে, যদি কোন কাতার অপূর্ণ থাকে যেমন; একজন ব্যক্তির জায়গা খালি ছিলো তা পূর্ণ করা ব্যতিত পেছনে আরেকটি কাতার বানানো হলো, পরে এক ব্যক্তি আসলো, সে সামনের কাতার অপূর্ণ দেখলো, তবে তার প্রতি হুকুম হলো যে, সেই কাতারের মাঝখান দিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়ানো এবং সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা, কেননা তারা শরীয়াতের আদেশের বিরোধীতা করে নিজেরাই নিজেদের সম্মানকে বাতিল করলো (অর্থাৎ নিজের সম্মান হারিয়ে ফেললো), **যারা এভাবে কাতার পূর্ণ করবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তৃতীয়তঃ** “تَرَاص” “অর্থাৎ ভালভাবে লেগে দাঁড়ানো যে, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝ (২৮তম পারা, আস সাফ, ৪) **(অনুবাদঃ)** “এরূপ কাতার, যেন তা দেয়াল, শিশা ঢালাই করা হয়েছে।” শিশা গলিয়ে ঢেলে দিলে সব জায়গা ভরে যায় কোথাও ফাঁকা (Gap) থাকে না, এরূপ কাতার বন্ধদের **আল্লাহ পাক** পছন্দ করেন। এটাও (অর্থাৎ “تَرَاص”) কাতার পরিপূর্ণকারী বিষয় এবং বর্ণনাকৃত তিনটি বিষয় শরয়ীভাবে ওয়াজিব। এখানে **চতুর্থ** কাজ আরো রয়েছে: “تَقَارُب” অর্থাৎ যে কাতার পাশাপাশি হওয়া, (দুই কাতারের) মাঝখানে সিজদার উপযুক্ত হওয়া। (অর্থাৎ ব্যস এতটুকু দূরত্বে হওয়া যে, প্রত্যেক সাইজের নামাযী যেনো পেছনের কাতারে সহজে সিজদা করতে পারে। সম্পূর্ণ কাতারে অতিরিক্ত ফাঁকা থাকলে তবে নাজায়িয ও গুনাহ (অর্থাৎ পূর্ণ কাতার থেকে ফাঁকা কম হলে তবে) সুন্নাত বর্জন হবে)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২১৯) অপর এক স্থানে বলেন: কাতারে লেগে দাঁড়ানো এবং গ্যাপ দূর করা খুবই জরুরী আর ফাঁকা রাখা নিষেধ ও নাজায়িয, এমনকি কাতার পূর্ণ করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি রয়েছে, যার ব্যাপারে

www.dawateislami.net

হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। (আরো বলেন:) প্রকাশ থাকে, এরকম কঠিন কাজ (অর্থাৎ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মারাত্মক ব্যাপার) যার কারণে এই কঠোর শাস্তির সতর্কতা রয়েছে, তখনই জায়িয রাখা হয়েছে যখন কাতার সোজা না করা, তা থেকে বেশি কঠোর ও মন্দ ছিলো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪৬-৪৭)

নিঃশ্বাসে শয়তান জ্বলে যায়! কার?

হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি (**জামাআত সহকারে** নামাযের) কাতারে ফাঁকা (অর্থাৎ Gap) না থাকে তবে শয়তান এতে প্রবেশ করে কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না, তাই যখন সে কাতারের নিকটবর্তী হবে তখন কাতার বদ্ধদের নিঃশ্বাসে জ্বলে যাবে, কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** সমর্থন ও সাহায্য **জামাআতের** সাথে রয়েছে।

(লিওয়াকিহিল আনওয়ারুল কুদসিয়া, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাতার মিলানোর ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কাতারকে মিলিয়ে রাখবে, **আল্লাহ পাক** তাকে মিলিয়ে দিবেন আর যে কাতারকে বিচ্ছিন্ন করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।" (নাসায়ী, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮১৬)

কাতারের মাঝে ব্যাগ ইত্যাদি রাখা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি কাতারে এমন কোন জিনিস (যেমন; সেন্ডেল, থলে এবং ব্যাগ ইত্যাদি) রাখে, যা কাতার পূর্ণ হওয়াতে প্রতিবন্ধক হয়, সেও কাতার বিচ্ছিন্ন করার শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/১৭৯, ১১০২নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** কাতার মিলানোদের মিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে আপন রহমত দ্বারা মিলিয়ে দিবেন আর তার মর্যাদা উচ্চ করে তাকে নেক লোকদের শান ও মর্যাদা দ্বারা নিকটতম করে দিবেন এবং **আল্লাহ পাক** কাতারকে বিচ্ছিন্নকারীকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে আপন সাওয়াব থেকে এবং আপন অতিরিক্ত রহমত থেকে দূর করে দিবেন। **(ফয়যুল কদীর, ২/৯৬, ১৩৬৭নং হাদীসের পাদটিকা)**

সম্রাটদের হাঁড়

হে আশিকানে নামায! কাতার বিচ্ছিন্ন করার গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং কাতারের খালি জায়গা বন্ধ করা ও করানোর অনুভূতি বাড়াতে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হোন। **মাদানী বাহার:** ফয়সালবাদের এক ইসলামী ভাই প্রথম প্রথম সাধারণ যুবকদের ন্যায় বিভিন্ন গুনাহ, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, মা-বাবার মনে কষ্ট দেয়া এবং নামায না পড়া ইত্যাদীতে লিপ্ত ছিলো। প্রেমের কবিতা ও গল্প পাঠের আগ্রহী ছিলো। গুনাহের ফাঁদ থেকে তার মুক্তির শুরু এভাবে হলো যে, একদিন সে ঘটনাক্রমে আসরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেলো, সেই মসজিদের ইমাম সাহেব **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। নামাযের পর তার ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো তখন তিনি তাকে মসজিদে দেখে অনেক খুশি হলো এবং মিশুকতা অবলম্বন করলো। সে ইমাম সাহেবের রুমে গেলো তখন সেখানে বিভিন্ন পুস্তিকা রাখা ছিলো, একটি পুস্তিকায় লিখা ছিলো: "**সম্রাটদের হাঁড়**" তার আগ্রহ জন্মালো যে, জানিনা এতে কি লেখা আছে! সে ইমাম সাহেব থেকে পড়ার জন্য সেই পুস্তিকাটি নিয়ে নিলো। যখন ঘরে এসে পড়লো তখন অনেক ভাল লাগলো, এই পুস্তিকায় দুনিয়া নশ্বর এবং আখিরাত অবিনশ্বর হওয়ার মানসিকতা দেয়া হয়েছিলো। সে ইমাম সাহেবকে সেই পুস্তিকাটি ফিরিয়ে দিলো এবং আরো কিছু পুস্তিকা নিলো,

www.dawateislami.net

সে দেখলো যে, প্রায় প্রতিটি পুস্তিকায় "মাদানী ইনআমাত" পুস্তিকার উল্লেখ্য রয়েছে, তার মাদানী ইনআমাত পুস্তিকাটি দেখার আগ্রহ হলো, তখন ইমাম সাহেব থেকে তাও দিলো। যখন পড়লো তখন জানতে পারলো যে, এতে বিভিন্ন প্রশ্নাবলী লিখা রয়েছে, যার উত্তর লিখতে হয়, সে সেই পুস্তিকাটি পড়ে রেখে দিলো। তখন মুলতানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হলো, যার দাওয়াত তাকেও দেয়া হয়েছিলো, সে রাজি তো হলো কিন্তু পরে তার কুমন্ত্রণা আসতে লাগলো যে, সেখানে কোন বিপদে না পড়ে যাই, এই মানুষগুলো সেখানে গিয়ে জানিনা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করবে! কখনো শয়তান এভাবে বাধাঁ দেয় যে, তাদের মানুষকে ইজতিমায় নিয়ে যাওয়াতে কমিশন রয়েছে, সে কুমন্ত্রণার ফাঁদে ফেঁসে গেলো এবং যেতে অপারগতা দেখালো। যখন একদিন বাকি ছিলো তখন ইসলামী ভাইয়েরা আবারো দাওয়াত দেয়ার জন্য আসলো তখন তাদের একনিষ্ঠতার সহকারে বুঝানো কয়েক মিনিটেই প্রভাব দেখালো এবং সে এই কুমন্ত্রণা থেকে প্রাণে বাঁচলো আর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। ইজতিমায় বয়ান, যিকির এবং দোয়া তার অন্তরে দাগ কাটলো এবং ফিরে এসে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে লাগলো। অবশেষে সে তার গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করতে সফল হয়ে গেলো, পাচঁ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করতে লাগলো, তার পিতা-মাতার নিকটও ক্ষমা চাইলো, তারাও ছেলের পরিবর্তনে আশ্চর্য হলো। যাই হোক সে "মাদানী ইনআমাত" এর পুস্তিকাও পূরণ করা শুরু করলো এবং মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকার জন্য সদায়ে মদীনাও দিতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী তরবিয়তি কোর্সের সৌভাগ্যও অর্জন করলো।

সালামত রাহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল,
বাচে বদ নযর সে সদা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রথম কাতার থেকে পেছনে যাওয়া ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষ সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পেছনে যেতে থাকবে, এমনকি **আল্লাহ পাক** তাকে (আপন রহমত থেকে) বঞ্চিত করে আগুনে (অর্থাৎ জাহান্নামে) নিক্ষেপ করবেন।" (আবু দাউদ, ১/২৬৯, হাদীস ৬৭৯)

নামাযের প্রভাব প্রতিটি নেকীর উপর পড়ে

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি অলসতার কারণে প্রথম কাতারে আসতে বিলম্ব করবে অথবা প্রথম কাতারে জায়গা থাকার পরও পেছনে দাঁড়াবে তবে সে ধর্মীয় সব কাজেই অলস হয়ে যাবে এবং মন্দ কাজে নির্ভীক হয়ে যাবে, যার প্রতিফল এমন হবে যে, জাহান্নামে চলে যাবে এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ থাকবে। বুঝা গেলো, সকল ধর্মীয় কাজের মাঝে নামায সর্বাগ্রে, **নামাযের প্রভাব প্রতিটি নেকীর উপর পতিত হয়।** অথবা এটাই উদ্দেশ্য, তা অলসতাকারী এবং গুনাহগারদেরকে পরে জাহান্নাম থেকে বের করবে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝۴
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝۵
(পারা ৩০, সূরা মাউন, আয়াত ৪,৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐ নামাযীর জন্য অনিষ্ট রয়েছে, যারা আপন নামাযকে ভুলে বসেছে।

নামাযে অলসতার অনেক ধরণ রয়েছে। ফুকাহারা বলেন: খালি মাথায় বা আস্তিন ঘুটিয়ে নামায পড়ো না, কেননা তা অলসতার নিদর্শন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭৯)

খালি মাথায় নামায পড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে খালি মাথায় নামায পড়ার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ডের ৬৩১নং পৃষ্ঠায় ৩৮ ও ৩৯ নম্বর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

মাসআলায় রয়েছে: অলসতা করে খালি মাথায় নামায পড়া। অর্থাৎ টুপি পরা বোঝা মনে করা বা গরম লাগা, মাকরূহে তানযীহি এবং যদি নামাযকে নগন্য মনে করা উদ্দেশ্য (অর্থাৎ নামাযকে হালকা মনে করে এরূপ করা) হয়, যেমন; নামায তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যার জন্য টুপি, পাগড়ী পরিধান করতে হবে তবে তা কুফর এবং বিনয় ও একাগ্রতার জন্য খালি মাথায় পড়লো তবে তা মুস্তাহাব। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯১)** নামাযে টুপি পড়ে গেলে তবে উঠিয়ে নেয়া উত্তম, যদি তা আমলে কাসিরের (এর সংজ্ঞা সামনে আসছে) প্রয়োজন না হয়, অন্যথায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি বারবার উঠাতে হয় তবে ছেড়ে দেবে আর না উঠানো দ্বারা নামাযে মনোযোগ বেশি হয়, তবে না উঠানো উত্তম। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯১)**

আমলে কাসিরের অর্থ

আমলে কাসির নামাযকে ভঙ্গ করে দেয়, যা নামাযের আমলও নয় বা নামাযকে সংশোধনের জন্যও করা হয়নি। যে কাজ সম্পাদনকারীকে দূর থেকে দেখে তার নামাযে না হওয়ার সন্দেহ থাকে না, বরং যদি ধারণা প্রবল হয় যে, নামাযে নেই তখন **আমলে কাসির**। আর যদি দূর থেকে দেখে সন্দেহ হয় যে, সে নামাযে আছে কি নাই তবে **আমলে কলিল** এবং নামায ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৬০৯। দুররে মুখতার, ২/৪৬৪)

আস্তিন উঠিয়ে নামায পড়া

উভয় আস্তিন থেকে যদি একটি আস্তিনও অর্ধ কব্জি থেকে বেশি উঠিয়ে রাখে তবে নামায **মাকরূহে তাহরিমী** হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৪। দুররে মুখতার, ২/৪৯০)**

"হাফ হাতা" নিয়ে নামায পড়া কেমন?

হাফ হাতা শার্ট বা জামা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহি ও অপছন্দনীয়, যদি তার কাছে অন্য পোশাক বিদ্যমান থাকে। হযরত সদরুশ শরীয়া

www.dawateislami.net

মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "যার নিকট পোশাক রয়েছে আর শুধু হাফ হাতা (**Half sleeves**) গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়ে তবে মাকরূহে তানযীহি আর পোশাক বিদ্যমান নেই তবে তানযীহি নয়।" (ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ১/১৯৩) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত কিবলা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হাফ হাতা পোশাক, জামা বা শার্ট, কাজকর্ম করার পোষাকে অন্তর্ভুক্ত (কাজকর্ম করার পোশাক পরিধান করে মানুষ সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে যেতে সংকোচ করে) তাই যে ব্যক্তি হাফহাতা জামা পরিধান করে অপরের সামনে যেতে পছন্দ করে না, তাদের নামায মাকরূহে তানযীহি (অপছন্দনীয়) এবং যে ব্যক্তি এরূপ পোশাক পরিধান করে সবার সামনে যেতে কোন খারাপ অনুভূতি হয় না, তার নামায মাকরূহ নয়। (ওয়াকারুল ফতোয়া, ২/২৪৬)

বেনামাযী প্রতিবেশিকে নামাযের দাওয়াত দিন

হে আল্লাহকে ভয়কারী ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিবেশিকেও নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করা উচিৎ, আপনার প্রতিবেশি যদি বেনামাযী হয়, তবে তাকে নামাযের দাওয়াত দিন, যদি সে নামাযী হয় এবং **জামাআতে** অলসতা করে, তাকে **জামাআতে**র জন্য বলুন। শরীয়াতের বিনা অপারগতায় **জামাআত সহকারে** নামায না পড়া ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, তাকে বুঝালে তবে সে **জামাআত সহকারে** নামায পড়া শুরু করে দিবে তবে এখন তাকে বুঝানো ওয়াজিব হয়ে গেলো, না বুঝালে গুনাহগার হবেন।

জামাআতে না আসা ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নিন

মসজিদের পেশ ইমামদের খেদমতে পরামর্শ স্বরূপ আরয করছি, তিনি যেনো তাঁর মুক্তাদীদের দেখাশুনা করেন, তাদের মধ্যে কে **জামাআত সহকারে** নামায পড়েছে আর কে পড়েনি, যদি কোন নামাযী নামাযে অনুপস্থিত থাকে তবে তার দোকান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

বা বাড়িতে গিয়ে অথবা ফোন করে তার খোঁজ নিন, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান এবং অলসতার কারণে না আসলে তবে তাকে নেকীর দাওয়াত দিন এবং সকল ইসলামী ভাইয়েরও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ। তাছাড়া ইসলামী বোনদেরও উচিৎ, তারা তাদের সন্তানের বাবা থাকলে তাকেও এবং অন্যান্য মাহারিমদেরকে **জামাআত সহকারে** নামায পড়ার জন্য বুঝাতে থাকা। সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর ইচ্ছা যে, আহ! সকলে নামাযী বরং তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে যেতো।

জামাআত কা জযবা বাড়া ইয়া ইলাহি!
হো শওকে তাহাজ্জুদ আতা ইয়া ইলাহি!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের জন্যও বের হও! (ঘটনা)

আমিরুল মু'মীনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে ফজরের নামাযে অনুপস্থিত পেলেন তখন তাকে বার্তা পাঠালেন, সেই ব্যক্তি উপস্থিত হলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোথায় ছিলেন? সে আরয করলো: আমি অসুস্থ ছিলাম, যদি আপনার বার্তা বাহক আমার নিকট না আসতো তবে আমি ঘর থেকে বের হতাম না, তিনি বললেন: **যদি তুমি অন্য কারো নিকট আসতে পারো তবে নামাযের জন্যও বের হও।** (মুসান্নিফ ইবনে আবি শেয়বা, ১/৩৭৯)

প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জামাআত ক্ষমা নেই

হে জান্নাত প্রত্যাশীগণ! এই ঘটনা থেকে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা অসুস্থ অবস্থায় সবখানে আসা যাওয়া করে কিন্তু সামান্য অসুস্থতায়ও মসজিদের **জামাআত** বর্জন করে। মনে রাখবেন! মসজিদের **জামাআতে** অংশগ্রহণ করতে শুধু ঐসকল রোগীর জন্য ক্ষমাযোগ্য, যার মসজিদে আসতে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হয় বা অনেক কষ্ট করতে হয়।

জামাআতে অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের খোঁজ নাও!

হযরত আমিরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তোমরা তোমাদের ভাইকে মসজিদে **জামাআত সহকারে** নামাযের সময় খুঁজে নাও! যদি **জামাআতে** তাদের না পাও তবে খোঁজ নাও যে, কেনো আসেনি, যদি তারা অসুস্থ হয় তবে তাদের দেখতে যাও! যদি সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোন শরয়ী অপারগতা ব্যতিত আসেনি তবে তাকে বুঝাও এবং **আল্লাহ পাকের** আযাব সম্পর্কে ভীত করো। (তাযকিরাতুল ওয়ায়েযিন, ৩৩ পৃষ্ঠা)

শিক্ষার জন্য জানাযাকে জামাআত বর্জনকারীর ঘরে নিয়ে যাও!

মৃত্যুকে স্বরণকারীরা! আল্লাহ পাক আপনাদের মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করুক। আমিন। **জামাআত** বর্জনকারীদের খোঁজা আপন ইসলামী ভাইয়ের কল্যাণ কামনারই অন্তর্ভুক্ত, আগেকার লোকেরা **জামাআত** বর্জনকারীকে অনেক তিরস্কার করতো, এমনকি কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْن যদি কোন জানাযার সাথে থাকতেন তখন আদেশ দিতেন যে, জানাযাকে ঐ ব্যক্তির বাড়ির দিকে নিয়ে চলো, যে **জামাআত সহকারে** নামায পড়তে মসজিদে আসে না, আর এতে এই ইঙ্গিত থাকতো যে, যেভাবে জানাযা একটি লাশ, তেমনি সেও মৃত, যে ব্যক্তি নামায বর্জন করে বা অপারগতা ছাড়াই **জামাআতে** অংশগ্রহণ করে না। যেনো নামায ও **জামাআতই** মুসমানের জীবন। (তাযকিরাতুল ওয়ায়েযিন, ৩৩ পৃষ্ঠা)

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খোঁজ নিলেন (ঘটনা)

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নামাযীদের খোঁজ খবর নেয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করুন আর সে অনুযায়ী আমল করার মানসিকতা বানিয়ে নিন, যেমনটি তিনি ফজরের নামাযে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন আবি হাছমাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখেননি। বাজারে তাশরীফ

www.dawateislami.net

নিয়ে গেলেন, পথে সায়্যিদুনা সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাড়ি ছিলো, তাঁর মা হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন: সকালের নামাযে, আমি সুলাইমানকে দেখিনি! তিনি বললেন: রাতে (নফল) নামায পড়তে থাকে অতঃপর ঘুম এসে গেলো, সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বললেন: “ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়া, এটা আমার নিকট রাতে ইবাদত করা থেকে উত্তম।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/১৩৪, হাদীস ৩০০)

নফলের কারণে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই “ঘটনার” আলোকে লিখেন: এর মাধ্যমে জানা যায়, হযরত ওমর ফারুক (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ)ও **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ন্যায় মসজিদে উপস্থিতিদের তদারকি করতেন যে, কে নামাযে এলো আর কে এলো না? ঘটনার এই অংশ (ফজরের নামাযে আমি সুলাইমানকে দেখিনি) এর আলোকে বলেন: (তবে) সে কি অসুস্থ বা কোথাও সফরে চলে গেছে? কেননা সে যুগে কোন মুসলমান **জামাআতে** না আসাটা তার অসুস্থতা বা সফরের প্রমাণ বহন করতো, মনে রাখবেন! হযরত শিফা (رَضِىَ اللهُ عَنْهَا) এর নাম লায়লা বিনতে আব্দুল্লাহ ছিলো, শিফা উপাধী ছিলো, তিনি প্রথম মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অনেক যুদ্ধে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে ছিলেন। ঘটনার এ অংশ (ফজরের নামায **জামাআত সহকারে** পড়া, এটা আমার নিকট রাতে ইবাদত করা থেকে উত্তম) এর আলোকে লিখেন: কেননা **জামাআত**, বিশেষ করে ফজরের নামাযের **জামাআত** গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আর রাতের ইবাদত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল, “নফলের” কারণে ওয়াজিব ছুটে যাওয়া উচিত নয়, (হযরত) আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি তাহাজ্জুদের কারণে ফজরের **জামাআত** ছুটে যায় তবে তাহাজ্জুদ ছেড়ে দাও। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১৭৯)

তুম পড়ো সারি নামায বা জামাআত ভাইয়ু! ফযলে রব সে পাওগে জান্নাত মে রাহাত ভাইয়ু!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে ঘটনাটি শ্রবণ করলেন, তাতে দ্বিতীয় খলিফা, আমিরুল মু'মিমীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُ এর কল্যাণময় আলোচনা ছিলো। তাঁর উপনাম ছিলো "আবু হাফস" এবং উপাধী "ফারুকে আ'যম"। এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ৩৯ জন পুরুষের পর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে নবুয়তের ঘোষনার ৬ষ্ঠ বৎসর ঈমান আনয়ন করেন। তাঁর ইসলাম কবুল করাতে মুসলমানরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাঁরা অনেক বড় সহায্যকারী পেয়ে গেলো যে, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে মিলে **মর্যাদাময় হেরেমে প্রকাশ্যে নামায আদায় করলেন।** তিনি ইসলামী যুদ্ধে বীরত্বের সহিত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং **রাসুলে পাক** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল ইসলামী আন্দোলন এবং সন্ধি ও যুদ্ধ ইত্যাদি সকল পরিকল্পনায় উজির ও উপদেষ্টা হিসেবে **বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন।**

সাহাবা অউর আহলে বাইত কি দিল মে মুহাব্বত হে,
বা-ফয়যানে রযা মে হোঁ গাদা ফারুকে আ'যম কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওমর ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী

(১) আসমানের সকল ফিরিশতা (হযরত) ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে সম্মান করে আর জমিনের প্রতিটি শয়তান তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। (ইবনে আসাকির, ৩৩/৮০) (২) (হযরত) আবু বকর এবং (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللّٰه عَنۡهُمَا) এর প্রতি মুমিনরা ভালবাসা পোষণ করে আর মুনাফিকরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।[১]

১. ইবনে আসাকির, ৩৩/২২৫।

www.dawateislami.net

(৩) (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) জান্নাতবাসীদের প্রদীপ স্বরূপ।[১] (৪) সে (হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) ঐ ব্যক্তি, যে বাতিলকে পছন্দ করে না।[২] (৫) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর সন্তুষ্টি এবং (হযরত) ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর সন্তুষ্টি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি। (জমউল জাওয়ামেয়ে, ৪/৩৬৮, হাদীস ৫৫৬)

পসে সিদ্দীকে আকবর মুস্তফা কে সব সাহাবা মে,
হে বে শক সব সে উচাঁ মরতাবা ফারুকে আ'যম কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত শরীফ

ফজরের নামাযে এক হতভাগা আবু লু'লু ফিরোয নামক (অগ্নিপুজারী) কাফির তাঁর উপর খঞ্জর (চুরি) দ্বারা আঘাত করলো এবং আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তিন রাত পর শাহাদতের সূধা পান করেন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স শরীফ ৬৩ বছর ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জানাযার নামায পড়ান এবং রওজায়ে পাকের ভেতরে মুহার্‌রামুল হারাম ২৪ হিজরীতে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নূরানী পার্শ্ব মুবারকে দাফন হন, যিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পার্শ্ব মুবারকে আরাম করছেন। (আত তা'দিল ওয়াত তাজরি'হ লিল বা'জী, ৩/১০৫৪) (আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার ৫১ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা "**ফারুকে আ'যম** رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **এর কারামত**" পাঠ করুন)

রহে তেরি আতা সে ইয়া খোদা! তেরি এনায়ত সে,
হামারে হাত মে দামান সদা ফারুকে আ'যম কা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৯/৭৭, হাদীস ১৪৪৬১।
২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৩০২, হাদীস ১৫৫৮৫।

www.dawateislami.net

গুনাহগারদের গুনাহ করতে না পারাতে দুঃখ হয়!

হে আশিকানে রাসুল! আহ! যদি আমাদের ইবাদতেও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়ে যেতো! আহ! আমাদেরও ইবাদতের আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো! আহ! আমাদেরও **জামাআত** ছুটে যাওয়াতে দুঃখীত হওয়া নসীব হতো! আহ! কষ্টের অনুভুতি কিভাবে সৃষ্টি হবে। আফসোস! **জামাআত** তো **জামাআত** এখন আমাদের অধিকাংশেরই অবস্থা এমন যে, مَعَاذَ الله যদি কারো নামায ছুটে যায় তবুও কোন দুঃখ হয় না! সত্য বলতে কি, **জামাআত** এবং নামাযের দুঃখকারীগণ দুঃখ করে গেছেন এবং আপন উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন, আহ! এখন অধিকাংশই আমাদের মত গুনাহগার দুনিয়াদার রয়ে গেছি, সেই নেক বান্দাদের নেকী ছুটে গেলে দুঃখ হতো আর আমরা গুনাহগারদের দুনিয়াবী ক্ষতি হলে দুঃখ হয়, তাদের কখনোও ঘটনাক্রমে **জামাআত** ছুটে গেলে তবে ব্যাকুল হয়ে যেতো আর আমাদের কোন গ্রাহক হাত থেকে ছুটে গেলে তখন ব্যাকুল হয়ে যাই, তাদের কোন সুন্নাত ছুটে গেলে আফসোস করতেন বরং অনেক সময় কাফ্ফারা স্বরুপ দান সদকা করতেন আর আমরা দারিদ্রতা বা অসামর্থ্য হওয়ার কারণে যদি কোন গুনাহে ভরা ফ্যাশন বা গুনাহের সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হই তবে আক্ষেপ করি। মোটকথা সৌভাগ্যবান নেক বান্দারা সাওয়াব অর্জন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং গুনাহগার বান্দাদের দুনিয়া অর্জন এবং গুনাহের উপর গুনাহ করার জন্য সর্বদা সক্রিয় ও সতর্ক দেখা যায়। আহ! শত কোটি আফসোস!!

ওয় মুআযযায থে যামানে মে মুসলমান হো কর,
অউর তুম খোয়ার হোয়ে তারিকে কোরআঁ হো কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শিশুরা হারিসা (এক প্রকার খাদ্য) এবং সারিফায়ে (মুরগীর মাথা ও পা) বিক্রয় করতো

যদি কেউ সঠিকভাবে অনুভব করে যে, **জামাআত সহকারে** নামায আদায় করার কি বরকত রয়েছে এবং **জামাআত** বর্জন করাতে কি ক্ষতি রয়েছে, তবে যতই অপরাগতা হোক সম্ভবত সে **জামাআত** ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হবে না, মসজিদ যতই দূরে হোক এবং যতই ভাড়া খরচ হোক সে সর্বাবস্থায় **জামাআত** অর্জন করার চেষ্টা করবে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমাদের আগেকার বুযুর্গরা নিজের দিনের প্রথম আর শেষ অংশকে আখিরাতের জন্য এবং মধ্যবর্তী অংশকে ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই ভোরে হারিসা (অর্থাৎ গমের আটা, সিদ্ধ মাংস এবং দুধের তৈরী এক প্রকার খাবার) এবং সারিপায়ে কেবল বাচ্চারাই বিক্রি করতো, কেননা মুসলমান ব্যবসায়ীরা তখন মসজিদে অবস্থান করতো।” **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৩২৯)**

জিন্দেগী আমদ বরায়ে বন্দেগি,
জিন্দেগী বে বন্দেগী শারমিন্দেগী।

(অর্থাৎ আমরা জীবন পেয়েছি দয়ালূ **প্রতিপালকের** ইবাদত ও বান্দেগীর জন্য, এজন্য যদি জীবন ইবাদত ও বান্দেগী ব্যতিত অতিবাহিত করি তবে আখিরাতে লাঞ্ছিত হতে হবে)

سُبْحٰنَ الله! তা কেমন পবিত্র যুগ ছিলো যে, মসজিদ রাতদিন পূর্ণ থাকতো এবং আহ! বর্তমানে মসজিদ ইবাদতকারী শূন্য দেখা যাচ্ছে, আহ! এমন যেনো হয়ে যেতো যে, হালাল উপার্জন, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির দেখাশুনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের পর অবশিষ্ট সময় আমরা যিকির ও দরূদ, আখিরাতের চিন্তা এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্যে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জনকারী হয়ে যেতাম!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

ওয় হে আয়িশ ওয়া ইশরত কা কোয়ি মহল ভি,
জাহাঁ তক মে হার গড়ি হো আজল ভি
ব্যস আব আপনে ইস জাহল সে তো নিকাল ভি,
ইয়ে জিঁনে কা আনদায আপনা বদল ভি
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহি হে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

যদি জামাআত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি জেনে যেতো তবে...

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যদি এই **জামাআত সহকারে** নামায ছুটে যাওয়া ব্যক্তি জানতো যে, এই ছুটে যাওয়া ব্যক্তির জন্য কি রয়েছে, তবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে উপস্থিত হতো।” (মু’জাম কাবীর, ৮/২৬৬, হাদীস ৭৮৮৬)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ো বা জামাআত,
হো তওফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

“গোসলের পদ্ধতি” পুস্তিকা পড়ার বরকত

হে আশিকানে রাসূল! জামাআত বর্জন করার বদঅভ্যাস দূর করতে, নিজেকে নিয়মিত নামাযী বানাতে, নামায এবং অযু ও গোসলের জরুরী মাসায়িল জানতে **দা’ওয়াতে ইসলামী** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে অধিকহারে মাদানী কাফেলায় সফর করুন। **মাদানী বাহার:** লাহোরের এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের আধিক্যে লিপ্ত ছিলো, নামায কাযা করা অনেক বড় গুনাহ, এ বিষয়ে তার অনুভূতিই ছিলো না, শুধু জুমা বা ঈদের

www.dawateislami.net

নামায পড়ে নিতো। একবার রমযান শরীফ আসন্ন ছিলো, হঠাৎ তার দৃষ্টি ঘরে রাখা (মাকতাবাতুল মদীনার) একটি পুস্তিকার উপর পড়লো, যার নাম ছিলো: "গোসলের পদ্ধতি" সে যখন পড়লো তখন সে আশ্চর্য ও চিন্তিত হয়ে গেলো, আমার তো আজ পর্যন্ত গোসলের সঠিক পদ্ধতিই জানা ছিলো না। সে ঐদিন থেকেই তার গোসল বিশুদ্ধ করলো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করে দিলো এবং মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকার প্রতি ভালবাসা এমন বৃদ্ধি পেলো যে, বর্ণনা দেয়ার সময়ে তার মতে ৯০ ভাগ পুস্তিকা পড়া হয়ে গিয়েছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পুস্তিকা গুলো পড়ার বরকতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো এবং দরসে নিজামী করতে লাগলো।

আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা
তুম আ'যাও দেয় গা সিখা মাদানী মাহোল (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মসজিদের ফযীলত

ইয়া রব্বে মুস্তফা! যে কেউ "মসজিদের ফযীলত" অংশটি সম্পূর্ণ পড়ে বা শুনে নিবে, তার অন্তরে মসজিদেসত্যিকারের ভালবাসা দান করো এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে আলিমান ঘর দান করো। আমিন।

দরূদ শরীরের ফযীলত

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে দরূদে পাক দ্বারা সজ্জিত করো কেননা তোমাদের আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(আল ফেরদৌস বিমাচুরিল খিত্তাব, ২/২৯১, হাদীস ৩৩৩০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ সমূহ জান্নাতে যাবে

হে আশিকানে রাসূল! নামাযীর সাথে মসজিদের গভীর সম্পর্ক থাকে, ঈমানদারেরা মসজিদকে পূণরুজ্জীবিত করে, মসজিদ সম্মানের স্থান, কাবা শরীফ এবং সকল মসজিদ জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৫২৮ পৃষ্ঠা) নিঃসন্দেহে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে।

মসজিদের খেদমতকারীর ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **তাজেদারে মদীনা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কাউকে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মসজিদের দেখাশুনা করতে দেখবে, (এক বর্ণনায় রয়েছে: মসজিদের খেদমত কারীকে দেখবে) তখন তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষী দাও, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ

(সূরা তাওবা, ১০ পারা, আয়াত নং ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ পাকের মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে।

(তিরমিযী, ৪/২৮০, হাদীস নং ২৬২৬, ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৯, হাদীস ৮০২)

মসজিদ আবাদ করার অর্থ

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসে পাকের এই অংশে (মসজিদের খেদমতকারীকে দেখে) ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেন, উত্তম হলো, এই ফযীলত (অর্থাৎ তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে) এই সকল লোকের জন্য মেনে নেয়া যায়, যারা ইতিকাফ, ইবাদত, এমনকি নামায ও যিকিরের মাধ্যমে মসজিদ আবাদ রাখা, তার প্রতি মনোযেগী হওয়া বা মসজিদের শহীদ হওয়া অংশ নির্মাণ এবং তার নিদর্শন অব্যাহত রাখার চেষ্টা ইত্যাদির কারণে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (ফয়দ্বুল কদীর, ১/৪৫৯, হাদীস ৬৩৪)

মসজিদ মে বেইঠনা বিহ ইবাদত হে ভায়ো!
কাতরানা মসজিদে সে হালাকাত হে ভায়ো!

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ আপন শাহজাদাকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন: বৎস! মসজিদ তোমার ঘর হওয়া চাই, নিঃসন্দেহে আমি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

মদীনার তাজেদার হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: মসজিদ মুত্তাকী (অর্থাৎ পরহেযগারদের) ঘর, আর যার ঘর মসজিদ হবে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা, রহমত এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার পুলসিরাত দ্বারা সুরক্ষিতভাবে অতিক্রম করার মাধ্যমে সহজে গমন করার হয়ে থাকে। (মুসান্নিফে ইবনে আবু শায়বা, ৮/১৭২, হাদীস ১)

মসজিদকে ঘর বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, ঐখানে আরাম করবে বরং উদ্দেশ্য হলো এটাই যে,মসজিদে এতো বেশি ইবাদতে সময় অতিবাহিত করবে যেভাবে ঘরে সময় অতিবাহিত করে বা মসজিদের দিকে তার অন্তরকে এভাবে মনোযোগী করা যেভাবে ঘরের মধ্যে মনোযোগী হয়ে থাকে।

নূরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তি (ঘটনা)

দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত ১৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ফয়যানে মিরাজ” এর ৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: মিরাজের সফরের মহান রাতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন এক ব্যক্তির পাশ দিকে গমন করেছিলেন যিনি আরশের নূরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় ছিল। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জানানো হলো, সে ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মধ্যে তার মুখকে আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখতো, তার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন আর কখনো আপন পিতা-মাতাকে মন্দ বলার বা তাদের অসম্মান করার কারণ হয়নি। (আল আউলিয়াহু মাআ মাওসুআহু ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ২/৪১৪, হাদীস ৯৫)

সাদা উটের ন্যায় মসজিদ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** দুনিয়ার মসজিদ সমূহকে সাদা উটের ন্যায় উঠাবেন, যাদের পা (আম্বর) বিশেষ সুগন্ধি যুক্ত হবে, আর তাদের ঘাড় সমূহ জাফরানের ন্যায় এবং মাথা মুশকের ন্যায় হবে, যখন তার নাকের রশি সবুজ যুমরদের হবে, আর সেগুলোকে আবাদ কারীরা ও মুয়াযি্যন

(অর্থাৎ আযান প্রদানকারীরা) তাকে আঁকড়ে ধরবে, আর ইমাম সাহেবগণ হাঁকাবেন, ঐ মসজিদ সমূহ নির্মাণকারীরাও তাদের সাথে থাকবেন, কিয়ামতের ময়দানে বিদ্যুতের ন্যায় অতিক্রম করবে, কিয়ামতের দিন লোকেরা বলবে: এই লোকেরা কি **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা? নাকি আম্বিয়ায়ে কেরাম? ঘোষণা দেয়া হবে: এই লোকেরা ফেরেশতাও না আম্বিয়ায়ে কেরামও না বরং এরা উম্মতে মুহাম্মদীর ঐ সকল লোক যারা মসজিদ সমূহকে আবাদকারী এবং হিফাযতকারী।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৬/২১৬)

আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির জামিনদার

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের জামিনদার হলে **আল্লাহ পাক,** যদি জীবিত থাকে তাহলে রিযিক দেয়া হবে, আর যদি মৃত্যু বরণ করে তাহলে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, (১) যে আপন ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম প্রদান করে, **আল্লাহ পাক** তার জামিনদার (২) যে মসজিদের দিকে গমন করে **আল্লাহ পাক** তার জামিনদার (৩) যে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় সফর করে **আল্লাহ পাক** তার জামিনদার। (আল ইহসান বি'তারতীবে সহীহ ইবনে হিব্বান, ১/৩৫৯, হাদীস ৪৯৯)

মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার শক্তিশালী দূর্গ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদ সমূহে যিকির করার জন্য বসাও যেহেতু সাওয়াবের মাধ্যম হয়ে থাকে। সেজন্য শয়তান মসজিদে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করতে দেয় না। "নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সংগঠন" অব্যাহত রাখুন এবং মসজিদ সমূহকে বেশি বেশি আবাদ করুন আর শয়তানকে অকৃতকার্য ও নিরাশ করে দিন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান ইবনে মাকিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে: اَلۡمَسۡجِدُ حِصۡنٌ حَصِیۡنٌ مِّنَ الشَّیۡطٰن অর্থাৎ শয়তান থেকে বাঁচার জন্য মসজিদ একটি শক্তিশালী দূর্গ। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮/১৭৬, হাদীস ৬)

www.dawateislami.net

অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরাইদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (আবু দাউদ, ১/২৩২, হাদীস ৫৬১)

আল্লাহ পাক মেহমানদারী ব্যবস্থা করেন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মসজিদে সকাল সন্ধ্যা গমন করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন, যতবার যাবে তাবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন।

(মুসলিম, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫২৪) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

আরশের ছায়ার অধিকারী

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **আল্লাহ পাক** সাত প্রকারের ব্যক্তিকে নিজের আরশের ছায়া প্রদান করবেন যে দিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই, যার অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মসজিদে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (মুসলিম, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৮১)

মসজিদ থেকে পৃথক হওয়াটা পছন্দ হয় না

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এটা হয়ে থাকে যে) যখন বান্দা **আল্লাহ পাকের** ইবাদতকে প্রাধান্য দেয় এবং ইবাদতের মুহাব্বত তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে তখন তার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে আর মসজিদ থেকে পৃথক হওয়াটা তার ভালো লাগে না, কেননা সে তাতে বিভিন্ন নেকী করে স্বাদ ও শান্তি পায়। তবে ইবাদতকে প্রাধান্য দিয়ে সে **আল্লাহ পাকের** দয়া অর্জন করে, এই জন্য

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাকে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান প্রদান করবেন।

(ফয়জুল কাদীর, ৪/ ১১৮, হাদীস ৪৬৪৬)

পানির মধ্যে মাছ যেমন মসজিদের মধ্যে মুমিন তেমন

সূফীগণ বলেন: মুমিন মসজিদের মধ্যে এমন হয়ে থাকে যেভাবে মাছ পানিতে থাকে আর মুনাফিক এমন খাঁচায় চড়ুই পাখি যেমন। এই জন্য নামাযের পর বিনা কারণে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া ভালো না, **আল্লাহ পাক** সামর্থ্য দান করলে তবে মসজিদে প্রথমে আসবো এবং শেষে বের হবো, আর যখন বের হবো তখন কান আযানের দিকে মনোযোগী করে রাখবো যে কখন আযান হয় আর মসজিদে যাব। (মিরাতুল মানাযিহ ১ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

মুজে মসজিদো সে দে উলফত ইলাহী!
করো খোব তেরী ইবাদত ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের প্রিয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হাবীব হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদের সাথে মুহাব্বাত রাখে **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের মাহবুব (অর্থাৎ প্রিয়) বান্দা বানিয়ে নেন।

(মু'জাম আওসাত, ৪/৪০০, হাদীস ৬৩৮৩)

নিজের প্রিয় বানানোর অর্থ

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: (যে মসজিদের সাথে মুহাব্বত রাখে) অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইতিকাফ, নামায, **আল্লাহ পাকের** যিকির এবং ইলমে দ্বীন শিখে শেখানোর জন্য মসজিদে বসার অভ্যাস গড়ে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের মাহবুব (অর্থাৎ প্রিয়) বান্দা বানিয়ে নেন, আর

www.dawateislami.net

প্রিয় বান্দা বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাকে নিজের হিফাযতের দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আশ্রয় প্রদান করেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদের মধ্যে অধিক হারে বসতেন আর বলতেন: মসজিদ মর্যাদাবানদের বৈঠক খানা। (ফয়দ্বুল কাদীর, ৬/১১২-১১৩)

আল্লাহ ওয়ালা কে?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমি **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতে শুনেছি নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** ঘরকে আবাদ করীরাই হলো প্রকৃত **আল্লাহ** ওয়ালা।

(মু'জাম আওসাত, ২/৫৮, হাদীস: ২৫০২)

ইয়া দিল মেরা মসজিদ মে লাগ জায়ে ইয়া রব!
না সুসতি তেরে যিকির মে আয়ে ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে কথাবার্তা বলা

চল্লিশ বছরের আমল নষ্ট

ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যে মসজিদের মধ্যে কথা বলে, **আল্লাহ পাক** তার চল্লিশ বছরের নেক আমলকে নষ্ট করে দেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১১। গামযুল উয়ূন, ৩/১৯০)

যেভাবে গবাদিপশু ঘাস খেয়ে ফেলে

মাদারিক শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা নেকী সমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে গবাদি পশু ঘাস খেয়ে ফেলে।

(তাফসীরে নাসাফী, ৯১৬ পৃষ্ঠা) (উভয় বর্ণনা ফতোওয়ায়ে রযবিয়া শরীফ থেকে নকল করা হয়েছে)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, এমন একটি সময় আসবে যখন মসজিদ সমূহে দুনিয়াবি কথাবার্তা হবে, তোমরা তাদের সাথে বসো না, কেননা তাদের সাথে **আল্লাহ্ পাকের** কোন সম্পর্ক নেই। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/ ৮৭, হাদীস ২৯৬২)

মসজিদকে সম্মানকারী দুই বুযুর্গ

মসজিদ **আল্লাহ্ পাকের** ঘর এজন্য মুসলমানের উচিত তাকে সম্মান করা কেননা মসজিদকে সম্মান করা মানে দয়ালু **আল্লাহ্ পাককে** সম্মান করা। (১) এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কখনো মসজিদে কোন জিনিসের দ্বারা টেক লাগিয়ে পা প্রসারিত করে দিইনি, আর তাতে কখনো দুনিয়াবি কথাবার্তা বলিনি। তিনি এই কথা এজন্য বলেছেন যাতে তাঁর কথা সবাই শুনে অনুস্মরণ করে।

(২) ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা খালাফ বিন আয়ূব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে বসা ছিলেন তখন একটি ছেলে খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো, তিনি উঠে মসজিদের বাইরে আসলেন তারপর ঐছেলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যখন তাঁর কাছ থেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন: আমি এতো বছর ধরে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলিনি। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

মসজিদে বসা

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে মসজিদে বসে থাকে মূলত সে **আল্লাহ্ পাকের** মজলিশেই বসে থাকে, এজন্য এই বরকত পূর্ণ মজলিশে উত্তম কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোন কথা বলা উচিত নয়। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২০৭)

চাদর দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে মারল

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام ঐ ব্যক্তিকে মসজিদে বেশি বসা থেকে বাধা দিতেন যে মসজিদের আদবের ব্যাপারে জানতো না। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام

একবার একটি দল (অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক) কে মসজিদে অনর্থক কাজে মশগুল দেখলেন, তখন আপন চাদর দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে মারলেন এবং তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিলেন আর বললেন: তোমরা **আল্লাহ পাকের** ঘরকে দুনিয়ার বাজার বানিয়ে নিয়েছো! অথচ এটা আখিরাতের বাজার। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ১৬২ পৃষ্ঠা)

মসজিদে বসার ৫টি নিয়্যত

মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৭ পৃষ্ঠা সম্ভলিত কিতাব, “লুবাবুল ইয়াহইয়া” এর ৩৬৬ থেকে ৩৬৭ পৃষ্ঠা এর মধ্যে রয়েছে: যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে বসে তবে (১) নামাযের অপেক্ষার নিয়্যত করবে কারণ নামাযের অপেক্ষাকারী যেন নামাযেই থাকে, (২) মসজিদে ইতিকাফের নিয়্যত করবে, (৩) অঙ্গসমূহকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা এবং (৪)মসজিদকে নিজের জন্য নিরাপত্তার স্থান (অর্থাৎ গুনাহ থেকে বাঁচার নিরাপত্তার স্থান) বানানোর নিয়্যত করবে (৫) **আল্লাহ পাকের** যিকির, কোরআনের তিলাওয়াত শুনার নিয়্যত করবে তখন যেসব ধারাবাহিক ভাবে নেকি রয়েছে যেগুলো নিয়্যতের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। (সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলছে) সমস্ত (জায়েয) চলা ফেরা (যেমন উঠা, বসা, চলা,দাঁড়ানো ইত্যাদি) ভাল নিয়্যতে ইবাদতে পরিণত হয়। মানুষের উচিত, নিজের জীবনের এক মুহুর্ত সময়ও নষ্ট না করা এবং এ নিয়্যতের মধ্যমে পশুদের কাছ থেকে পৃথক থাকুন কেননা পশুদের পদ্ধতি এটা যে, তারা প্রত্যেক কাজ ইচ্ছা ও নিয়্যত ব্যতিত করে থাকে।

(লুবাবুল ইয়াহইয়া (উর্দু) ৩৬৬-৩৬৭ পৃষ্ঠা)

মসজিদে হাসার শাস্তি

প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে। (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খিত্তাব, ২/৪৩১, হাদীস ৩৮৯১)

www.dawateislami.net

মুসকি হাসা আর অট্ট হাসির পরিচয়

যখন মসজিদে হাসার এই পরিণাম হয়, তাহলে অট্ট হাসি দেওয়াটার কি পরিণাম হবে? হ্যাঁ মসজিদে প্রয়োজনে মুসকি হাসা নিষেধ নয়, মুসকি হাসির পরিচয় হলো, এভাবে হাসা যেন আওয়াজ নিজেও না শুনে যারা সাথে রয়েছে তারাও যেন না শুনে। (আততারিফাতু লিল জুরজানি, ৩৮ পৃষ্ঠা) হাসার পরিচয় হলো, এতটুকু আওয়াজে হাসা যেন নিজে আওয়াজ শুনে, যারা সাথে আছে তারা যেন না শুনে। (আত তারিফাতু লিল জুরজানি, ৯৮ পৃষ্ঠা) আর অট্ট হাসি এতটুকু আওয়াজে হাসা দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে সেও শুনে থাকে। (আত তারিফাতু লিল জুরজানি, ১২৬ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্ট হাসি দেননি।

মসজিদ পরিষ্কার করার সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মসজিদ হতে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিবে **আল্লাহ্ পাক** তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ কারবেন। (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৯, হাদীস ৭৫৭)

আমি জান্নাতে দেখছি

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারী একজন মহিলার ওফাতের পর তার সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: আমি তাকে এ মসজিদের ময়লা পরিষ্কার করার কারণে জান্নাতে দেখছি।”

(মু’জাম কাবীর, ১১/১৯০, হাদীস ১১৬০৭) (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১০২ পৃষ্ঠা)

বিয়ের ব্যবস্থাপত্র

যদি ছেলের বিয়ে না হয় তাহলে সে নিজে আর মেয়ের আত্মীয়তা বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধাঁ হয়ে দাঁড়ালে তার ভাই কিংবা পিতা সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে

www.dawateislami.net

এবং তাড়াতাড়ি আত্মীয়তা হয়ে যাওয়ার নিয়্যতে প্রতিদিন কমপক্ষে একবার মসজিদে এমন সময় ঝাঁড়ু দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন যে সময় মূলত ঝাঁড়ু দেওয়ার প্রয়োজন হয়, اِنْ شَآءَ الله দয়া হয়ে যাবে।

বিরান মসজিদ কিভাবে আবাদ হলো!

আল্লাহ পাক এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত দ্বারা অন্তরকে উজ্জীবিত করা, **আল্লাহ** ও প্রিয় নবীর স্বরণ দ্বারা অন্তরের বিরান ঘরকে আবাদ করা, **আল্লাহ পাকের** রহমতে জান্নাত পাওয়ার জন্য মসজিদকে আবাদ করুন। আসুন! মসজিদ আবাদ করা সম্পর্কে একটা মাদানী বাহার শ্রবণ করি": দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় ইসলামী ভাই কোট মিট্টন (পাঞ্জাব) থেকে এক এলাকায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য আগমন করেন। এলাকায়ে দাওরার মাঝে তার অতিক্রম "শায়খা মহল্লার" পাশে হয়েছে। সেখানে তার দৃষ্টি একটা এরকম মসজিদে পড়লো। যেটি তালা বদ্ধ ছিল। আশিকানে রাসূল মহল্লা বাসীর সাথে মিলে মসজিদ খুললো এবং সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করলো এবং লোকদের নামায পড়া আর মসজিদ আবাদ রাখার জন্য মনমানসিকতা তৈরী করিয়ে সেখান থেকে চলে আসে। মসজিদের সৌন্দর্য এসে গেল কিন্তু আফসোস সৌন্দর্য বেশি দিন থাকে নাই। ধীরে ধীরে নামাযী কম হতে লাগলো এবং মসজিদে আবার বিরান হয়ে যেতে লাগলো। দ্বীনের প্রতি মুহাব্বাত পোষণকারী ইসলামী ভাইয়ের পক্ষ থেকে একবার পূনঃরায় সেটার আলোকিত করার চেষ্টা করা হল কিন্তু সেটাও প্রয়োজন মত টিকে থাকতে পারে নাই। তৃতীয় বার" কোট মট্টন" থেকে পূনঃরায় ইসলামী ভাইদের একটা মাদানী কাফেলা সেই মহল্লাতে গেলেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও মসজিদের এ দৃশ্য আন্তরে খারাপ লাগলো। নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে সে আশিকানে রাসূলগণ লোকদেরকে নামাযের গুরুত্ব এবং মসজিদ আবাদ করার ফযীলত দ্বারা সূচনা করলো এবং "এলাকায়ে দাওরার"মাধ্যমে লোকদের

www.dawateislami.net

মসজিদে নিয়ে আসা, ফয়যানে সুন্নাতের দরসে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করা শুরু হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِله মসজিদ মুসল্লী দ্বারা আবাদ হতে লাগলো। মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশুদ্ধ মাখারিজের সাথে নিয়মিত কোরআনে পাক তিলাওয়াত করা শুরু হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِله মুসল্লীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো, অতঃপর ঐ দিনও চলে আসলো যে মসজিদে পাচঁ ওয়াক্ততো দূরের কথা এক ওয়াক্তও হতো না এখন তার মধ্যে জুমার নামাযও আদায় হতে লাগলো।

মসজিদ আবাদ হো, হার কোয়ি শাদ হো, উঠে হিম্মত করে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ নির্মাণে চাদাঁ দেওয়ার ফযীলত

নবী করীম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, **আল্লাহ্ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৮৯)

মসজিদে চাদাঁ প্রদানকারী জান্নাতে ঘর পাবে

হযরত ইবনে ইমাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه "তাসহিলুল মাকাসিদ" এর মধ্যে উল্লেখ করেন: যত লোক মসজিদ নির্মাণ করার সময় অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকের জন্য **আল্লাহ্ পাক** জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন যেভাবে কেউ গোলামকে আযাদ করার সময় কয়েকজন লোক অংশীদার হয়, তখন সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়"। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৫৪)

মসজিদের জন্য চাদাঁ প্রদানকারী দোযখ থেকে মুক্তি পাবে

তাফসীরে রুহুল বয়ান" এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে: মসজিদ নির্মাণ করাতে যত লোক অংশগ্রহণ করল প্রত্যেকের জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে। যেভাবে

www.dawateislami.net

একদল লোক স্বয়ং তাদের এমন গোলাম, যাদেরকে আযাদ করার ক্ষেত্রে অন্যরাও অংশ গ্রহণ করার দ্বারা তাদের সবাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হবে। (এরকম নয় যে, স্বল্প অংশগ্রহণকারীদের স্বল্প এবং অধিক অংশগ্রহণকারীদের অধিক মুক্তি অর্জন হবে।) আর উপমা এটা যে, মসজিদ নির্মাণকারীদেরও গোলাম আযাদকারীদের সাথে ধরে নেয়া হবে, কেননা তাতে লোকদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা তাকে আবাদ করার উৎসাহ রয়েছে। (রুহুল বয়ান ৩/৫০৪-৫০৫)

চাঁদা প্রদানকারী সবাই সাওয়াব পাবে

খলিফায়ে আ'লা হযরত মুফতি জফরুদ্দিন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ সাওয়াব কেবল তার উপর নয়, যে সম্পূর্ণ মসজিদ নিজে নির্মাণ করলো বা অধিক সম্পদ দ্বারা অংশ গ্রহণ করেছে বরং প্রত্যেক অংশীদারদের উচিত, শরীক হওয়া সেটা পয়সা দ্বারা হোক বা টাকা দ্বারা হোক কিংবা আশরাফী দ্বারা হোক, সাবার কম বেশি ছাড়াই ততোটুকু সাওয়াব পাবে। (ফতোওয়ায়ে মালিকুল উলামা, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

ঈমান হিফাযতের একটি আমল .....জামাআতে নামায আদায় করা

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈমান হিফাযতের আমল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "মসজিদে নির্মাণ বা সেটা আবাদ করা বা সেখানে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার আগ্রহ বিশুদ্ধ মু'মিনের আলামত (অর্থাৎ নিদর্শন) اِنْ شَآءَ الله এমন লোকদের মৃত্যু ঈমানের উপর হবে।" (তাফসিরে নাঈমী, ১০/১৯৫)

নামাযী পড়ু গে সদা বা জামাআত,
তু ঈমান রেহে গা তোমহারা সালামত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া

(বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ড ৬৯৭ থেকে ৬৯৮ .....পৃষ্ঠা) (১) যে ব্যক্তি নামায আদায় করলো না তার জন্য আযানের পর বের হওয়া মাকরূহে তাহরিমী (নাজায়েয ও গুনাহ)। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আযানের পর যে মসজিদ থেকে চলে গেল এবং কোন প্রয়োজনের জন্য যায় নি আর পূনঃরায় ফিরে আসারও ইচ্ছা নেই তবে সে মুনাফিক। (ইবনে মাজাহ, ১/৪০৪, হাদীস ৭৩৪) (তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা) আবুশ শা'শা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমরা (হযরত সায়্যিদুনা) আবু হুরাইরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সাথে মসজিদে ছিলাম, যখন মুয়াযযিন আসরের আযান দিল, সে সময় এক ব্যক্তি চলে গেল তার দিকে লক্ষ্য করে বললেন: সে আবুল কাসেম **(নবী করীম)** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানি করলো। (ইবনে মাজাহ, ১/৪০৪, হাদীস ৭৩৩) (২) আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাযের সময় হয়ে যাওয়া, চাই এখন আযান হোক বা না হোক। (দূররে মুখতার, ২/৬১৩) (৩) যে ব্যক্তি অন্য কোন মসজিদে জামাআতের পরিচালক হয়, যেমন ইমাম বা মুয়াযিযন, সে থাকলে মানুষ থাকে, না হলে লোকজন পৃথক হয়ে যায় অর্থাৎ এদিক সেদিক হয়ে যায়, এরকম লোকদের অনুমতি রয়েছে যে এখান থেকে আপন মসজিদে চলে যাওয়ার, যদিও এখানে ইকামাত আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু যে মসজিদের পরিচালক যদি সে মসজিদে জামাআত হয়ে যায় তবে অনুমতি নাই। (দূররে মুখতার, ২/৬১৩) (৪) সবকের সময় হয়ে গেছে এখান থেকে নিজের শিক্ষকের মসজিদে যেতে পারবে বা কারো কোন প্রয়োজন হয় এবং পূনঃরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলে তাহলেই যাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু আগ্রহটা দৃঢ় হতে হবে যেন জামাআতের পূর্বে চলে আসা যায়। (দূররে মুখতার, ২/৬১৪) (৫) যে ব্যক্তি যোহর বা ইশারের নামায একা আদায় করে নেয়, তার মসজিদ থেকে চলে যাওয়া ঐ সময় নিষেধ যে সময় (জামাআতের জন্য) ইকামাত আরম্ভ হয়ে যায়, ইকামাতের পূর্বে যেতে পারবে, আর যখন ইকামাত শুরু হয়ে যায় তখন হুকুম হচ্ছে, নফলের নিয়্যতে জামাআতে অংশ গ্রহণ করবে। আর ফজর, আসর ও মাগরিবের ক্ষেত্রে তার হুকুম

www.dawateislami.net

হচ্ছে, মসজিদ থেকে বাহিরে চলে যাবে যখন সে আদায় করে নিয়েছে।

(দুররে মুখতার, ২/৬১৪)

বাজামাআত হার নামায এই ভাইয়ো! পড়না মুদাম, ফযল রব ছে দু'জাহা মে তুম রহোগে শাদ কাম।

শব্দ ও অর্থ: মুদাম: সর্বদা, শাদ: খুশি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে করা হয় এমন ভুলত্রুটির ১৪টি মাদনী ফুল

নামায ও ইতিকাফ, তিলাওয়াতে কোরআন, দরস ও বয়ান এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাত ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে মসজিদ আবাদ রাখাটা নিশ্চয় অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেকাজে যত বেশি সাওয়াব হয়, তার মধ্যে শয়তান তত বেশি ফিতনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সুতরাং মুসজিদে অসতর্কতা, বেআদবী এবং গুনাহে ভরা কার্যকলাপ থেকে **সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক ১৪টি মাদানী ফুল** উপস্থাপন করা হলো।

(১) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার করে নিয়ে আসে। (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খিতাব, ২/৪৩১, হাদীস: ৩৮৯১) হ্যাঁ প্রয়োজনে মুসকি হাসি দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। (২) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলে, **আল্লাহ পাক** তার চল্লিশ বছরের নেক আমল নষ্ট করে দেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১১। গামযুল উয়ুনু, ৩/১৯০) (৩) মুখে দুর্গন্ধ হওয়াবস্তায় (ঘরে আদায়কৃত নামাযও) মাকরূহে তাহরিমী, আর এমতাবস্থায় (অর্থাৎ মুখ বা কাপড় বা শরীর হতে ঘাম অথবা যে কোন দুর্গন্ধ ছড়ানো অবস্থায়) মসজিদে যাওয়া হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৭/৩৮৪) (৪) মসজিদে থাকা অবস্থায় **(Break wind)** বায়ু নির্গত করা নিষেধ (৫) মসজিদে এমন বাচ্ছাকে নিয়ে যাওয়া গুনাহ যাদের সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয় যে প্রস্রাব ইত্যাদি করবে বা চিৎকার করবে (৬) মসজিদে পাগলদেরকে, বা জিনগ্রস্থ লোকেরা যারা লাফালাফি ইত্যাদি করে, এ রকম রোগী, যাদের কারণে লোকদের ঘৃণা আসে তাদের নিয়ে আসা গুনাহ এবং ঐ বিবেকবান বাচ্চাদের নিয়ে

www.dawateislami.net

আসা গুনাহ যারা সেখানে লাফালাফি করে, চিৎকার করে আর নামাযীদের বা মুসল্লীদের কষ্ট প্রদানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (৭) মসজিদের মেঝে লোকদের পতিত চুল বা হালকা পাতলা ময়লা ফেলে দেওয়ার জন্য সেটাকে এক পাশের পকেটে নিয়ে নিন। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (ইবনে মাজাহ, ১/৪১৯, হাদীস ৭৫৭) (৮) ঘাম ও মুখের লালা ইত্যাদি থেকে মসজিদের বিছানা, সুঁতির কার্পেট বা কার্পেটকে বাঁচানোর জন্য যখনই ঘুমাবেন নিজের ব্যক্তিগত চাদর ইত্যাদিতেই ঘুমান। (৯) মসজিদের মধ্যে যদি খড়কুটা (অর্থাৎ সাধারণ হালকা বা বিন্দু পরিমাণ)ও নিক্ষেপ করা হয় তাহলে মসজিদের এ পরিমাণ কষ্ট হয় যেভাবে মানুষের আপন চোখে সাধারণ কণা পতিত হলে হয়। (জযবুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা) (১০) অযুর অঙ্গ সমূহ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি মসজিদের মেঝে (অর্থাৎ মসজিদের মেঝে) পতিত হওয়া,নাজায়িয ও গুনাহ (অবশ্য ফিনায়ে মসজিদের মধ্যে টপকে পড়া এ হুকুমের অর্ন্তভূক্ত নয়) (১১) মসজিদের বিছানার বা কার্পেট ইত্যাদির সূতা এবং চাটায়সমূহের খড় নখে আঁচড়ানো থেকে বিরত থাকুন। (প্রতিটি স্থানে যেমন কারো ঘর বা কারো মাহফিল ইত্যাদিতে যান তখনও বরং নিজের ঘরের ক্ষেত্রেও এটা মনে রাখা উচিত) (১২) মসজিদে দৌঁড়ানো বা জোরে কদম রাখা, যার দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি হওয়া নিষেধ (১৩) মসজিদের মেঝে কোন জিনিস জোরে নিক্ষেপ করবে না,এবং চাদর বা রুমাল ইত্যাদি মসজিদের বিছানা এভাবে ঝাড়বেন না যার কারণে আওয়াজ সৃষ্টি হয় (মসজিদ পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে অনেক সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত) (১৪) তিলাওয়াত ও নাত (শরীয়াতের অনুমতি সাপেক্ষে ঘোষণা) ইত্যাদি এতটুকু আওয়াজে পড়া যার মাধ্যমে কোন নামাযীর সমস্যা হয় বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্ট দেয়া মাকরূহ। (মসজিদে স্লোগান লাগানো এবং মাইক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদে অন্যকে কষ্ট দেওয়া

মসজিদেও কতিপয় লোক অন্য মুসলমানের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর এ কথাটাকে অনেক হালকা মনে করে। প্রথমে মুসলমানকে গুনাহে ভরা কষ্ট দেওয়ার আযাব সমূহ পড়ুন এরপর মসজিদে কষ্ট দেওয়া সম্পর্কে কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হবে।

আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দানকারী

উভয় জাহানের বাদশাহ, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরয়ী কারণ ব্যতীত) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো সে আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিল। (মু'জাম আওসাত, ২/২৮৭, হাদীস ৩৬০৮) **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দানকারী সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** পারা ২২ সূরা আহযাব এর ৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় **আল্লাহ** ও তাঁর রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিস্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং **আল্লাহ** তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ পাককে কষ্ট দেওয়ার অর্থ

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" ৪র্থ খন্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মনে রাখবেন! যে **আল্লাহ পাক** সেটা থেকে পবিত্র যে কেউ তাকে কষ্ট দিতে পারবে বা কেউ তাকে কষ্ট পৌঁছাতে পারবে, এই জন্য **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর হুকুমের বিপরীত করা এবং গুনাহের ইচ্ছা করা বা এখানে **আল্লাহ পাকের** কথা কেবল সম্মানের ভিত্তিতে রয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে

www.dawateislami.net

কষ্ট দেওয়া, যেমন যে রাসূলের আনুগত্য করলো (মূলত) সে **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করলো, এভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেওয়া মানে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দেওয়া।

চুলকানির মারাত্মক আযাব

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নামীদের উপর এক প্রকারের চুলকানীতে লিপ্ত করে দেওয়া হবে, যার কারণে সে নিজের শরীরকে চুলকাতে থাকবে, তাদের মধ্য থেকে কারো হাড্ডি প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন আওয়াজ দেওয়া হবে: হে অমুক! তোমার কি এর কারণে কষ্ট হচ্ছে? সে বলবে: হ্যাঁ। তখন আহ্বানকারী বলবে: এটা তার বদলা, যা তুমি মুসলমানকে কষ্ট দিতে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/২৪২)

মসজিদ ও মাইকের ব্যবহার

কতিপয় মসজিদে অধিকহারে মাইক ব্যবহার করা হয় যার দ্বারা মানুষের যথেষ্ট কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, এমনকি এক ধরণের লোক এমন দেখা যায়, যারা এরকম মসজিদের বাইরে এমন স্থানে ঘর নেওয়াটা পছন্দ করে যেখানে মসজিদের বাইরে মাইকের আওয়াজ আসে না। মসজিদের মাইক সম্পর্কে দুটি ঘটনা পেশ করছি:

(১) মাইক দ্বারা শবিনা খতম

এক ব্যক্তি আমাকে দুঃখের সাথে কিছু এভাবে বলতে লাগলো: আমার ঘর অমুক মসজিদের নিকটবর্তী, রমযানুল মোবারকে সেখানে শবিনা খতম হয় কাতারে কেবল কিছু সংখ্যক লোক থাকে কিন্তু রাত পর্যন্ত এ পরিমাণ কান ফাঁটা আওয়াজে মাইক চলতে থাকে যে, আমরা ঘুমাতে পারি না।

(২) রাতে চারবার ফোন আসলো

এক বিশিষ্ট ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: একবার আমাকে কেউ রাত চারটার সময় ফোন করলো এবং মাইকের মধ্যে অনুষ্ঠিত নাত মাহফিলের আওয়াজ আমাকে

www.dawateislami.net

ফোনের মাধ্যমে শুনালো এবং বললো: আমাদের ঘর অমুক মসজিদের নিকটে, এসময় রাত চারটা বেজে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত মসজিতে নাত মাহফিল হচ্ছে, আমরা বড় সমস্যার মধ্যে রয়েছি, অতএব সে ইসলামী ভাই যে কোন ভাবে যোগাযোগ করে মসজিদের মাইক বন্ধ করালো।

হে আশিকানে রাসূল! নাত মাহফিল, বয়ান, বড় রাতের মজলিস ইত্যাদিতে নিশ্চয় এলাকাবাসির কতিপয় লোক যখন দাবী করে তখনও মসজিদের বাহিরের স্পিকার বন্ধ রাখা উচিত, কিছু আয়োজকদের যদিও ভাল লাগে কিন্তু এলাকাতে বৃদ্ধ, রোগী এবং দুধ পানকারী বাচ্চাও থাকে যাদের মাইকের আওয়াজ দ্বারা কষ্ট হয়, কতিপয় লোকদের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে ভোরবেলা কাজ কর্মে যেতে হয়, কারো তাড়াতাড়ি ঘুমার পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়া এবং তিলাওয়াত করতে হয়। মসজিদের বাইরের স্পিকার চলার কারণে, না জানি কতোজনের কষ্টের কারণ হবে! নিজের ইবাদতের মাধ্যমে অন্যদের কষ্ট পৌঁছানো শরীয়াতের দৃষ্টিতে অনুমতি নেই।

উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কোরআন মজীদ আওয়াজ করে তিলাওয়াত করা উত্তম কিন্তু এতটুকু আওয়াজে করবে না যে নিজেকে নিজে কষ্ট বা কোন নামাযী বা যিকিরকারীর কাজে সমস্যা হয় অথবা কোন প্রকৃত ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের মধ্যে সমস্যা হয় বা কোন রোগীর কষ্ট পৌঁছে থাকে... وَاللهُ اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮৩)

নামাযে উচ্চ আওয়াজে কিরাত সম্পর্কে মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: প্রয়োজন থেকে বেশি এ রকম উচ্চ আওয়াজে পড়া যে নিজের বা অন্যজনের কষ্টের কারণ হওয়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৪৪ পৃষ্ঠা) মাইক কেবল প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে আর আওয়াজ প্রয়োজন থেকে বেশি বৃদ্ধি করবে না। বয়ান ও খুৎবা, ইকামাত ও দোয়া ইত্যাদির জন্য মাইক বন্ধ **(Off)** করে **Set** করে নিবেন আর না হলে অধিকাংশ সময় সেটার খড় খড় আওয়াজ মসজিদে শোর–গোলের কারণ হয় এবং নামাযীদেরও কষ্ট হয়।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! নামাযের মধ্যে আর সেটাও মাইক ব্যতিত তিলাওয়াত করার আওয়াজও অন্যজনকে কষ্ট থেকে বাঁচার যখন জোর দিয়েছেন তাহলে বয়ান বা নাত ইত্যাদিতে মাইক এরকম উচ্চ আওয়াজ রাখা বরং ইকু সাউন্ড রাখা যার দ্বারা আসলে প্রতিবেশি ইত্যদিদের কষ্ট পায়, এটা কিভাবে জায়েয হতে পারে? সড়ক ঘিরে বা চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে জনসাধারণের হক নষ্ট করে গভীর রাত পর্যন্ত নাত মাহফিল বা ইজতিমা ইত্যাদি করা থেকেও বিরত থাকুন, বৃদ্ধলোক এবং রোগী আর পথচারী ইত্যাদির উপর দয়া করার জন্য হাত জোর করে প্রার্থনা করছি।

দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ও মাইকের ব্যবহার

(১) সদায়ে মদীনা লাগানো অর্থাৎ এলাকাতে ঘোরাফেরা করে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করতে মেগাফোন ব্যবহার করবেন না কেননা এ সময় ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে থাকা মহিলাগণ, বাচ্চা এবং রোগী ইত্যাদির কষ্ট হতে পারে। **ঘটনা:** এক ইসলামী ভাই আমাকে (অর্থাৎ ইলইয়াস কাদেরীকে) বললেন: একবার আমি মেগাফোনের মাধ্যমে “সদায়ে মদীনা “ দিতে গিয়ে কোন গলি অতিক্রম করলাম তখন এক ব্যক্তি আমাকে মেগাফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করলো কিন্তু আমি তার কথা মানলাম না, কারণ আমি কি ভূল কাজ করছি আমিতো ফজরের নামাযের জন্য ডাকতেছি! দ্বিতীয় দিন ঐ ব্যক্তি ভোর হওয়ার পূর্বে থেকেই গলির কোণায় দাঁড়িয়েছিল এবং বলতে লাগলো মূলকথা হচ্ছে মেগাফোনের আওয়াজের কারণে আমার ছোট বাচ্চা চমকে উঠে জাগ্রত হয়ে যায় আর আমাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (২) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে যদি ১০০ বা এর থেকে অধিক শ্রবণকারী একত্রিত হয়ে যায় এবং আওয়াজ না পৌঁছলে তবে প্রয়োজন অনুযায়ী কেবল ভিতরে স্পিকার চলানো যাবে, আওয়াজ মসজিদের বাহিরে যেন না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। (৩) এভাবে বড় রাত গুলোর নাত মাহফিল ইত্যাদিতে কেবল মসজিদের ভিতরের স্পিকার ব্যবহার করা যাবে। (৪) যদি ময়দান ইত্যাদিতে ইজতিমা হয় তবুও এ কথা মনে রাখা জরুরী যে

www.dawateislami.net

আওয়াজ বাহিরে যেন না আসে। অতঃএব এ কথাটা পরিপূর্ণভাবে খেয়াল রাখা উচিত যে রাস্তা ঘিরে বা বিপুল মাইকের ব্যবহারের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দিবে না।

মসজিদে অন্যজনের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ার ৪০টি ত্রুটির চিহ্নিতকরণ

(এই উদাহরণের মধ্যে প্রত্যেক উদাহরণের গুনাহ হওয়াটা আবশ্যক নয়, তবুও কতিপয় উদাহরণ কিছু গুনাহের সমষ্টিসহ উপস্থাপন করা হলো)

(১) আসল মালিকের (বা সে যাকে অনুমতি দেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে তার) অনুমতি ব্যতীত কারো সেন্ডেল পরিধান করে ইস্তিন্জা খানাতে যাওয়া গুনাহ (তার অনুমতি চাওয়া থেকেও বাঁচুন) (২) জামাআত আদায় করার সময় বা কোন কারণে ভিড় হলে অন্যজনকে ধাক্কা মারতে মারতে রাস্তা তৈরী করা (৩) ভিড়ে দাঁড়িয়ে কারো সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করে দেওয়া যেটার কারণে অন্যজনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। (৪) নামাযের জন্য কাতারে নিজের জায়নামায বা চাদর এভাবে বিছানো যাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্থান দখল করে নেয় এবং বরাবর দন্ডয়মানকারীর কদম (বা সিজদা ইত্যাদিতে হাঁটুর) কিছু অংশ সেই জায়নামাজের কিনারা ইত্যাদির উপর পড়ার কারণে সে নামাযীর একাগ্রতায় প্রভাব পড়লে এভাবে তার কষ্ট পৌঁছবে (৫) ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর পেছনে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে মানুষদের হাত পা লাগলে বা যারা নিজের বাকী নামাযকে পরিপূর্ণ করে তাদের ধাক্কা দেওয়াকেও ভয় করে না (৬) বিভিন্ন তাসবিহ, তাহিয়্যা ইত্যাদির আওয়াজ এতটুকু উচু হওয়া যে বরাবর নামায আদায়কারীর কষ্ট হয় (৭) জামাআতের মাঝে রুকু সিজদাতে বাহুকে প্রয়োজন ব্যতিত ছড়ানো যার দ্বারা অন্যদের কষ্ট হয়ে থাকে। (৮) জামাআতে মুসল্লীর তাকবির ইত্যাদির আওয়াজ প্রয়োজন ব্যতিত এতটুকু আওয়াজে বলা যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়। (৯) মসজিদ থেকে নির্গমনকারীর জুতা দরজার পাশে এদিক সেদিক জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করা (১০) দরজার বাহিরে রাখা অন্যের জুতাকে অপারগতা ব্যতিত অন্যায় ভাবে পদ দলিত করে অতিক্রম করা। (১১) মোবাইল ফোনের রিং টোন বন্ধ না করা। (১২) নিজের আসবাব পত্র, জুতা

www.dawateislami.net

এভাবে উঠানো, রাখা যার দ্বারা নামাযীর কষ্ট হয় (১৩) নামাযীর সামনে অতিক্রম করে কোন বস্তু অন্যজনকে দেওয়া। এভাবে (১৪) নামাযীর উভয় দিকের ব্যক্তিদ্বয় পরস্পরের মাঝে কথা বার্তা বলা (বরং ইশারায় করার দ্বারাও কষ্ট হতে পারে) (১৫) নামাযীর নিকটেই দুই ব্যক্তির ফোনে কথা বলা (১৬) নামাযীর নিকট দুজন ব্যক্তি কথা বলা বা কানাঘুষা করা (১৭) অতিক্রম করার জন্য নামাযীর একেবারে নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা যে, সালাম ফিরালে তবেই অতিক্রম করবে (১৮) নামাযে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হাসি এবং কাশি ইত্যাদির আওয়াজ নিচু স্বরে আনার চেষ্টা না করা (১৯) নাক মুছে রুমাল লোকদের দৃষ্টি থেকে গোপন না করা (২০) নামায আদায়কারীর চেহারার দিকে বারবার দেখা (২১) কাতারে চাদর ইত্যাদি রেখে নামাযের জন্য জায়গা রাখা লোকদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় (হ্যাঁ, আগে থেকে বসা ছিল, অযুর প্রয়োজন হলে, পাশের কোন একজনকে বলে কয়েক মিনিটের জন্য অযু ইত্যাদি করে এসে গেল এর মধ্যে সমস্যা নেই, এভাবে করলে লোকজন অসন্তুষ্টিও হয় না) (২২) কেউ নামায পড়তেছে, তার প্রয়োজন ছিল ফ্যানের, তারপরও ফ্যান বন্ধ করে দেওয়া (২৩) মসজিদের খাদেম ইত্যাদির জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্যান না চালানো (এ পরিক্ষার সম্মুখীন অনেক সময় পেছনের কাতারের ব্যক্তিদের হতে হয়) (২৪) যারা নামাযরত অবস্থায় রয়েছে তাদেরকে, কাতার বা মসজিদ বন্ধ করার জন্য” তাড়াতাড়ি করো! ইত্যাদি বলা (২৫) কারো টুপি বা পাগড়ী মাথা থেকে পড়ে গেলে সেটা পরিধান করার চেষ্টা করা (২৬) ইমাম সাহেব প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে জামাআত আদায়ের ক্ষেত্রে অহেতুক দেরী করা (২৭) সময় হয়ে যাওয়ার পরও ইমাম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুয়ায্যিন ইকামত দেওয়াতে অহেতুক দেরী করা (২৮) নামাযের জন্য যাওয়ার সময় তৈলাক্ত হাত পরিষ্কার না করা,(সিজদাতে বারবার কার্পেটের উপর তৈলাক্ত হাত রাখার দ্বারা সেখান থেকে অস্বস্তিকর গন্ধ আসতে থাকে) (২৯) দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মসজিদে আসা, নামায আদায় করা, (এতে ফেরেশতা ও মানুষের কষ্ট হয় এবং অনেক সময় তো তার) সিজদার স্থান থেকে গন্ধ আসতে থাকে যার দ্বারা পরবর্তীতে

www.dawateislami.net

ঐখানে নামায আদায়কারীর কষ্ট হয়ে যায় (৩০) ঘামের দূর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিধান করে জামাআতে অংশগ্রহণ করা (এর দ্বারা অনেক সময় সাথে যারা থাকে তাদের শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে যায়।) (৩১) ময়লাযুক্ত পা নিয়ে বা পা কে ভালভাবে ধৌত করা ব্যতিত মসজিদে প্রবেশ করা (এতে বিছানা, চাটায়ও কার্পেট ইত্যাদি গন্ধ হয়ে যায় এবং নামায আদায়কারী বরং উপবিষ্টকারীদেরও কষ্ট হয়ে যায়) (৩২) মসজিদের চাটায়ও কার্পেটে মাথা রেখে ঘুমানো (এভাবে কার্পেটে সিজদার স্থানে ময়লার বড় বড় দাগ বসে যায় এবং নামায আদায়কারীদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।) (৩৩) গরমের সময় জুমা ইত্যাদিতে নামাযীর ভিড় হওয়া সত্ত্বে উপর তলার জানালা সমূহ খুলাতে অলসতা করা (যার দ্বারা দমবন্ধ হয়ে যায় এবং নামাযীদের কষ্ট হয়ে যায়) (৩৪) ফজরের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মসজিদ খোলার জন্য নামাযীদের জোরে জোরে দরজায় আঘাত করা (এর দ্বারা এলাকাবাসিদেরও কষ্ট হয়) (৩৫) মসজিদের ঠিক দরজার সামনে সাইকেল, মোটর সাইকেল এবং কার (গাড়ী) ইত্যাদি পার্কিং করা (এতে নামাযের পর নির্গমনকারীদের রাস্তা সংকীর্ণ হতে পারে) (৩৬) অপ্রয়োজনে বারবার ইমাম সাহেব পরিবর্তন করা (এটাও অনেককে মসজিদ বিমূখ করে দেয় এবং সে এই মসজিদে আসা ছেড়ে দেয়) (৩৭) সালাম ফেরার সাথে সাথেই উচ্চ আওয়াজে মাইকে ঘোষণা ইত্যাদি আরম্ভ করে দেওয়া (এতে বাকী রাকাত পূর্ণ কারীদের সমস্যা হয়ে যায় অনেকেতো রাকাতও ভুলে যায়,সুতরাং লোকদের সংখ্যা কম হলে স্পিকার ব্যতিত উভয় দোয়া করা, যদি লোকদের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে স্পিকারের আওয়াজ কেবল এতটুকু করা যতটুকু প্রয়োজন হয় এবং প্রার্থনাকারীও নিজের আওয়াজ ছোট করে রাখবে) (৩৮) খতিব সাহেব জুমার বয়ান দীর্ঘক্ষণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় মতো জামাআতে না দাঁড়ানো (এতে আপন অফিস বা ফ্যাক্টরী বা দোকান ছেড়ে আসে এমন ব্যক্তিদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং নামাযীরা অন্য মসজিদের দিকে ধাবিত হয়) (৩৯) সামনের কাতারে যথেষ্ট পরিমাণ স্থান না থাকার সত্ত্বেও জোর করে ঠাসা ঠাসি করা, (এ দ্বারা অনেক সময় সম্পূর্ণ কাতার বাকা হয়ে যায়) (৪০) মসজিদে উচ্চ আওয়াজের এলার্ম ঘড়ি লাগানো। (এ সমস্ত উদাহরণ সামনে রেখে প্রতিটি সমস্যা

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

থেকে বাঁচার মনমানসিকতা তৈরী করুন যার দ্বারা লোকজনের কষ্ট হতে পারে। এখনো পর্যন্ত যাদেরকে শরয়ী অনুমতি ব্যতিত জীবনে কোন কিছুর ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে এবং গুনাহের কাজ সংঘটিত হলে তাদের নিকট ক্ষমা চান এবং তাওবা করা আবশ্যক। বর্ণনাকৃত ৪০টি আলামতের মধ্যে কতিপয় আলামত গুনাহের এবং কতিপয় আলামত গুনাহের নয়।

ইযা না দো কিসি কো খোদা সে ডরা করো! হ্যাঁ! ছাহিয়ে সাওয়াব তো ইযা সাহা করো!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদে থুথু ফেলা মারাত্মক ভুল। আর সেটার কাফ্ফারা প্রভাব শেষ করে দেওয়া। (বুখারী, ১/১৬০, হাদীস ৪১৫) "বাহারে শরীয়াত" ১খন্ডের ৬৪৬ এর মধ্যে রয়েছে:" মসজিদের দেওয়াল বা চাটায়ের নিচে থুথু ফেলা এবং নাক ঝাড়া নিষেধ এবং চাটায়ের নিচে থুথু ফেলা উপরে থুথু ফেলা থেকে বেশি খারাপ এবং যদি নাক ঝাড়া বা থুথু ফেলার প্রয়োজনই হয়ে যায় তবে কাপড়ে নিয়ে নিন।"

দাঁড়ির খড়কুটা

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব "সহিহ বুখারী"র রচয়িতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বার মসজিদে ছিলেন, এক ব্যক্তি আপন দাঁড়ি থেকে একটি খড়কুটা বের করে মসজিদের মেঝে ফেলে দিল! তিনি সেটা উঠিয়ে নিয়ে আপন জামার পকেটে রেখে দিলেন যখন মসজিদ থেকে বের হলেন তখন সেটা ফেলে দিলেন। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)

মসজিদ সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

আল্লাহ! আল্লাহ! হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদের প্রতি আদব! প্রতিটি মুসলমানের উচিত, মসজিদের আদব করা। ফয়যানে রমযান (সংশোধিত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

২৪৫ এর মধ্যে থেকে দু'টি মাদানী ফুল গ্রহণ করুন: (১) মসজিদের ভিতরে কোন প্রকারের আবর্জনা (অর্থাৎ ময়লা) কখনো ফেলোনা। সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "জযবুল কুলুব" এর মধ্যে উদ্ধৃত করেন: মসজিদে যদি অনু পরিমাণ খড়কুটাও নিক্ষেপ করা হয় তবে মসজিদের এ পরিমাণ কষ্ট হয়,যে পরিমাণ কষ্ট নিজের চোখে ধূলিকণা পরাতে হয়। (জযবুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা) (২) মসজিদের দেয়াল, এর মেঝে, চাটায় বা কার্পেটের উপর বা ঐগুলির নিচে থুথু নিক্ষেপ করা, নাক ঝাড়া, নাক বা কান থেকে ময়লা বের করে লাগানো, মসজিদের কার্পেট বা চাটায় থেকে সূতাঁ ইত্যাদি নখে আচঁড়ানো শরীয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধ।

করো মসজিদো কা আদব মেরি ভাই! যে তুম পর বি হো ফযল রব মেরি ভাই!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনের দুঃখে অসুস্থ হয়ে গেল

হে আশিকানে নামায! অন্তরে মসজিদের আদব বৃদ্ধি করা, মসজিদ আবাদকারী এবং নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামী মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। মাদানী বাহার: গুজরাহ নওয়ালা (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই মসজিদে নামায পড়ার জন্য যেতেন কিন্তু তিনি নামায ভালভাবে পড়তে পারতো না। একদিন সে নামায পড়ছিল তার থেকে কোন ভুল হলো যার পাশে বসা ছিলো সে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই দেখে ফেললো, এরপূর্বেও তাকে সংশোধন করতেই সে সালাম ফিরিয়ে দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। পরবর্তী নামাযে তার সাথে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাক্ষাত হল এবং মাকতাবাতুল মদীনার একটা রিসালা" অযু ও বিজ্ঞান পড়ার জন্য দিল। এই রিসালা পড়ে অনেক প্রভাবিত হল যে, অযুর এত উপকারিতা রয়েছে। অতঃপর নিজেই ঐ মুবাল্লিগ থেকে রিসালা পড়ার জন্য নিতেন এবং পড়ে অন্য কাউকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিতেন। ইসলামী ভাইয়েরা তাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা

www.dawateislami.net

ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিল কিন্তু তার ঘর থেকে অনুমতি পেল না, ঘর থেকে বলতো যে দীর্ঘ রাত জাগ্রত থাকার কারণে অসুস্থ হয়ে যাবে। সে ইজতিমাতে যেতে পরেনি কিন্তু মনের দুঃখের কারণে তার জ্বর হয়ে গেল। তার ঘরের সদস্যরা বলতে লাগলো যেটা থেকে বাধাঁ দিল সেটা হয়ে গেল, সুতরাং সামনে তাকে ইজতিমাতে যাওয়া থেকে বাধাঁ দিবে না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এভাবে সে ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃত্ত হলো মাদানী মুযাকারার বরকত হতে কিভাবে বঞ্চিত থাকবে! তার মনমানসিকতা সৃষ্টি হল, যে তার ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে সুতরাং সে দা’ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনাতে ভর্তি হয়ে গেল। **আল্লাহ পাক** তাকে এবং আমাদেরকে অটলতা দান করুক। আমিন।

বাফয়যানে আহমদ রযা اِنْ شَآءَالله, ইয়ে ফুলে ফলে গা সদা মাদানী মাহুল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে মসজিদের প্রতি সম্মান করার, সেটাকে আবাদ রাখার, সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুগন্ধময় রাখার সামর্থ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুরিদ হওয়ার জন্য কি পীরের হাতের উপর হাত রাখা জরুরী?

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বার্তা বাহক বা চিঠির মাধ্যমে মুরিদ হতে পারবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৬/৫৮৫)** হিদায়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে: সরাসরি সম্ভোধন করে কথা বলার যে হুকুম চিঠিরও একই হুকুম। **(হিদায়া, ৩/২৩)** জানা গেল, মুরিদ হওয়ার জন্য সামনে বসে হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করা জরুরী নয়।আর না- মুহরিম মহিলাতো পীরের হাতে হাত রাখতেই পারবে না।অবশ্যই গায়েবানা (অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ভাবে) বাইয়াত গ্রহণ করাও যথেষ্ট হবে। তাই ফোনে কল করে বা মেসেইজ পাঠিয়ে বা ইন্টারনেটে মেইল করে বা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে বাইয়াত করা এবং বাইয়াত হওয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়িয।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সিজদার ফযীলত

হে মুস্তফা'র প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "সিজদার ফযীলত" অংশটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সিজদার স্বাদ দান করো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার চেহারা আলোকিত করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

নামাযের পর হামদ ও ছানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীদের সম্পর্কে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দোয়া কর, কবুল করা হবে, প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে। (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমার ব্যবস্থা পত্র

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে বান্দা সিজদারত অবস্থায় তিন বার এটা বলে يَارَبِّ اغْفِرْلِيْ, يَارَبِّ اغْفِرْلِيْ, يَارَبِّ اغْفِرْلِيْ(১) যখন সে আপন মাথা উত্তোলন করবে তখন তার মাগফিরাত তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসাবে উঠাবে। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/৩৩, হাদীস: ৩) (এই দোয়া নফল নামাযের সিজদার মধ্যে পড়বে অথবা নফল ব্যতীত **আল্লাহ** পাকের নিয়ামতের উপর শোকরের নিয়্যতে সিজদা করবে এবং তার মধ্যে এটা ও জায়েয দোয়ার মাধ্যমে যা চাওয়ার চাইবে)

---

(১) অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

ইয়া খোদা মেরি মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফেরদৌস মারহামাত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদার মধ্যে অধিকহারে দোয়া করুন

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى الله عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা সিজদা অবস্থায় আপন দয়ালু প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়। এই জন্য তোমরা সিজদায় অধিক হারে দোয়া করো । (মুসলিম, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৩)

হাদিসের ব্যাখ্যা: হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: দয়ালু প্রতিপালক তো প্রতিটা মুহুর্ত আমাদের নিকটতম কিন্ত আমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকি। অবশ্য সিজদা অবস্থায় আমাদের তাঁর থেকে বিশেষ নৈকট্য অর্জন হয়, এজন্য তাঁর এই নৈকট্যকে গনীমত মনে করে যা চাওয়ার চেয়ে নাও। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮২)

শোকরের সিজদার জন্য অযু আবশ্যক

শোকরের সিজদার জন্য অযু আবশ্যক এবং শোকরের সিজদা ব্যতীত অভ্যাসগত যে সিজদা করা হয় সেটার জন্য অযু জরুরী নয় কেননা সেটা শরয়ী সিজদা নয়, শুধু একটি মুবাহ আমল রয়েছে, এতে না সাওয়াব আছে, না গুনাহ। নামায ব্যতীত সিজদার মধ্যে দোয়া করলে তখন আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও দোয়া করতে পারবে।

সিজদার মাঝখানে দোয়া করার চেষ্টা করুন

সাহাবি ইবনে সাহাবি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে রুকু সিজদাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে তো প্রতিপালকের

www.dawateislami.net

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, সিজদাতে দোয়া করার চেষ্টা করবে, কেননা ঐ দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত। (মুসলিম, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৭৪)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: নফল নামাযের সিজদার মধ্যে প্রকাশ্য (অর্থাৎ স্পষ্ট শব্দ দ্বারা) দোয়া করো এবং অন্যান্য নামাযের সিজদাতে দয়ালু প্রতিপালকের তাসবিহ ও তাহমিদ (অর্থাৎ পবিত্রতা ও প্রশংসা) করো কারণ এটাও আনুষাঙ্গিক দোয়া (অর্থাৎ এক প্রকার দোয়া,কেননা) **আল্লাহ পাকের** প্রশংসাও দোয়া হয়ে থাকে। কতিপয় বুযুর্গদেরকে দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা সিজদাতে পতিত হয়ে দোয়া করতেন, তাঁদের উৎস হলো এই হাদীসে মোবারাকা। কেননা সিজদার মাধ্যমে বান্দা **আল্লাহ পাকের** অত্যন্ত নিকটবর্তী হয় (অর্থাৎ অধিক নৈকট্য অর্জন হয়।) এই অবস্থার দোয়া اِنۡ شَآءَ الله অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাযিহ, ২/৭১)

সিজদার মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

আলা হযরতের পিতা মাওলানা নকি আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ "ফযায়েলে দোয়া" এর মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার ৪৫টি সময় ও অবস্থার মধ্য থেকে ২০ নং এ সিজদা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। (দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে)

(ফযায়েলে দোয়া, ১২১ পৃষ্ঠা)

দোয়ার সামর্থ্য লাভই শোকরের সিজদা আদায়ের সুযোগ

"ফযায়েলে দোয়া" এর ৬২ পৃষ্ঠায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এর প্রদত্ত বর্ণনার সারমর্ম: **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া ও প্রার্থনা করার সামর্থ্য লাভ হলে, শোকরের সিজদার নিয়্যতে সিজদা করবে, কেননা বান্দা সিজদার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা সিজদা অবস্থায় আপন প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়, সে জন্য তোমরা সিজদার মধ্যে অধিক হারে দোয়া করো। (মুসলিম, ১৯৮পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

শুভাগমন করতেই সিজদা করেছেন

হযরত মওলানা নকি আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: সে সময় (অর্থাৎ বিলাদতের সময়) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহর** দরবারে সিজদা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: رَبِّ هَبۡ لِيۡ اُمَّتِيۡ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমার উম্মতকে আমার উছিলায় ক্ষমা করে দাও (অর্থাৎ আমাকে আমার উম্মত দিয়ে দাও) সম্মোধন হয়েছে (অর্থাৎ বলা হয়েছে) وَهَبۡتُكَ اُمَّتَكَ بِاَعۡلٰى هِمَّتِكَ **অনুবাদ:** আমি আপনার উম্মতকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে (অর্থাৎ আপনাকে দিয়ে) দিয়েছি। অতঃপর ফিরেশতাদের উদ্দেশ্যে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে আমার ফিরেশতাগণ! সাক্ষী থেকো যে, আমার হাবীব আপন উম্মতকে শুভাগমনের সময় ভুলে নাই তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিভাবে ভুলবে!

রাব্বি হাবলি উম্মতি কেহতে হুয়ে পয়দা হুয়ে,
হক্ব নে ফরমাইয়া কেহ বখশা, اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্টাম্পের লেখা (কাল্পনিক ঘটনা)

একজন নেক বান্দাকে কেউ নিজের পেরাশানির কারণে কান্না করতে করতে বলল: যে কাজ করি তা বিপরীত হয়ে যায়, কি করবো! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সীল মোহর **(Stamp)** দেখেছেন? বললো: দেখেছি, জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি জানেন যে, সীল মোহর **(Stamp)** এর মধ্যে লেখা কেমন থাকে? বলতে লাগল: তার মধ্যে লেখা উল্টা হয়ে থাকে, বললো এটা কি বলতে পারবে যে তা সোজা কিভাবে হয়ে থাকে? উত্তর দিল: যখন সীল মোহর **(Stamp)** কাগজের উপর লাগে তখন শব্দগুলো সোজা হয়ে যায়। বললেন: যেভাবে সীল মোহর **(Stamp)** এর মাথা (অগ্রভাগ) কাগজের উপর লাগালে উল্টা শব্দসমুহ সোজা হয়ে যায়, অনুরূপ ভাবে

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তুমিও অযু করে মসজিদে যাও এবং আপন সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে মাথা লাগাও (অর্থাৎ সিজদা কর) اِنْ شَآءَ الله তোমারও উল্টো কাজ সোজা হয়ে যাবে।

সিজদার মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার চারটি ঘটনা

(১) সায়্যিদুনা সুলাইমান ও এক কৃষক

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (**আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী) হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: চুল দিয়ে তৈরিকৃত একটি চাটাইর উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন। তিনি বাতাসকে আদেশ দিলেন তখন বাতাস চাটাইকে উপর উঠিয়ে নিলেন, জ্বিন ও মানুষ তার সামনে চলা ফেরা করতে লাগলো, পাখিরা ছায়া দিল। একজন কৃষক **(Farmer)** ক্ষেতের মধ্যে কাজ করছিল, সে মনে মনে বললো: যদি হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام আমার সামনে হতো তখন আমি তাঁকে তিনটি কথা বলতাম। **আল্লাহ পাক** তাঁর নিকট অহী প্রেরণ করলেন যেন কৃষকের কাছে যায়। তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে তার কাছে গেলেন। সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে কৃষক! আমি সুলাইমান, তুমি যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা কর! কৃষক আরয করল: আপনার নিকট আমার অন্তরের ইচ্ছা কিভাবে জানা হল? ইরশাদ করলেন: দয়ালু প্রতিপালক আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন। কৃষক আরয করলেন: এই জ্ঞানকে আমি বিশ্বাস করি। **(প্রথম কথা এটা) আল্লাহর** শপথ! যখন আমি আপনার নিয়ামত দেখলাম তখন আমি নিজ থেকে বলতে লাগলাম যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অতীতের স্বাদ এবং নিয়ামত শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি যে কষ্ট ও গ্লানির, মধ্যে দিন যেভাবে কাটাচ্ছিলাম আজও ঐভাবে রয়েছি কিন্তু আপনি عَلَيْهِ السَّلَام অতীতের স্বাদ পূনরায় অনুভব করেন না এবং আমিও অতীতের কষ্ট ও গ্লানি পূনরায় অনুভব করি না। হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام **দ্বিতীয় কথা** জিজ্ঞাসা করলেন:

www.dawateislami.net

তখন সে আরয করলো: আমি নিজ থেকে এটা বললাম যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَیۡہِ السَّلَام এ দুনিয়াতে সর্বদা থাকবে না এবং আমাকেও মৃত্যু বরণ করতে হবে। ইরশাদ করলেন: তুমি সত্য বলেছ। কৃষক আরয করল: **তৃতীয় কথা** আমি শুধু নিজেকে খুশি করার জন্য বলছি যে, কাল কিয়ামতের দিন হযরত সুলাইমান عَلَیۡہِ السَّلَام থেকে এ নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আমার কাছ থেকে প্রশ্ন করা হবে না, এটা শুনে সোলাইমান عَلَیۡہِ السَّلَام ঘোড়া থেকে নেমে সিজদা করল এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি সবচেয়ে অধিক দানশীল না হতে এবং কৃপনতা থেকে পবিত্র না হতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার নিকট ঐনিয়ামত সমূহ (যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে তা) পূনরায় নিয়ে নেয়ার জন্য প্রার্থনা করতাম, (অর্থাৎ আরয করতাম যেন, আপন নিয়ামত সমূহ পূনরায় নিয়ে নেয়) **আল্লাহ পাক** অহী প্রেরণ করলেন: হে সুলাইমান! (সিজদা থেকে) আপন মাথা উঠাও! কেননা আপন বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমি যে নিয়ামত তাকে দান করি তার হিসাব নিব না। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তু বেহিসাব বখশ কেহ হে বেশুমার জুরম,
দেতাহো ওয়াছেতা তুজে শাহে হিজাজ কা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) সিজদায় দোয়া করার পর মুক্তি পেয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা জাফর খুলদিرَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে: আমি হযরত সায়্যিদুনা খায়রুন নাস্‌সাজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি খায়রুন নাস্‌সাজ নামে কিভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন? আপনি কি কাপড় তৈরী করতেন? বললেন: না, বরং তার কারণ হলো, আমি **আল্লাহ পাকের** কাছে ওয়াদা

www.dawateislami.net

করেছিলাম যে, কখনো নিজের নফসের আকাঙ্খার উপর তাজা খেজুর খাব না এবং অনেক দিন পর্যন্ত আমি আমার ওয়াদার উপর অটল রইলাম। এক বার নফসের কাছে দূর্বল হয়ে আমি কিছু খেজুর ক্রয় করলাম এবং খাওয়ার জন্য বসে গেলাম, এখনো একটা খেজুরই খেয়েছিলাম ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি রাগান্বিত অবস্থায় আমার দিকে দেখতে লাগলো। অতঃপর সে আমার কাছে আসল আর বললো: হে খায়র! তুমি আমার পলায়নকৃত গোলাম! মূলত হচ্ছে তার একটা খায়র নামে গোলাম ছিল যেটা পলায়ন করেছিল আর সে ব্যক্তি ভুল বুঝে আমাকে নিজের গোলাম মনে করল আর যদি বাস্তবিক অনুসন্ধান কর তবে আমার রঙও তার গোলামের মতই হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোকজন একত্রিত হয়ে গিয়েছে, যখনিই তারা আমাকে দেখল তখন সবাই একবার বলে উঠল: **আল্লাহ** পাকের শপথ! এটাতো তোমার গোলাম খায়র। আমি খুব ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে কোন অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে! সে ব্যক্তি আমাকে নিজের গোলাম মনে করে তার দোকানে নিয়ে গেল। সেখানে তার আরও গোলাম বিদ্যমান ছিল যারা কাপড় তৈরী করতো, আমাকে দেখে অন্য একজন গোলাম বলতে লাগলো: হে হতভাগা গোলাম! তুমি আপন মালিকের কাছ থেকে পলায়ন করেছ? চলো! এখানে আস! আপন কাজ কর, যা তুমি করতে। অতঃপর মালিক আমাকে আদেশ দিল: যাও! অমুক কাপড় বুন (অর্থাৎ সুঁতা দিয়ে তৈরী কর) যেভাবে আমি কাপড় বুনতে লাগলাম তখন এ রকম অনুভব হল যেন আমি অনেক দক্ষ কারিগর এবং অনেক বৎসর যাবৎ এই কাজ করছি। অতএব আমি অন্যান্য গোলামদের সাথে কাজ করতে লাগলাম। সেখানে কাজ করা অবস্থায় যখন কিছু মাস অতিবাহিত হল, তখন এক রাতে ভালভাবে নফল নামায আদায় করলাম এবং সারা রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করলাম অতঃপর সিজদার মধ্যে পতিত হয়ে এ দোয়া করলাম: "হে আমার পূতঃপবিত্র প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও, এখন থেকে আমি আর কখনো আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না"এভাবে আমি দোয়া করতে থাকি, যখন সকাল হল তখন দেখলাম যে

www.dawateislami.net

পূর্ববর্তী আকৃতিতে এসে গিয়েছি, সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেয়া হল। এই কারণে আমার নাম খায়রুন নাস্সাজ "অর্থাৎ কাপড় প্রস্তুতকারী খায়র" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (উয়ূনুল হিকায়াত ২২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ছাহতে হো তুম দোয়া আল্লাহ ফরমায়ে কবুল,
গির কে সিজদে মে দোয়া মাঁগো, হো রহমত কা নুযুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) খাবার মিলে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক বার জঙ্গলে ছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ যাকে দেখে নিজের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হল সে ব্যক্তি বলতে লাগল: আমি পাদ্রী (দুনিয়া ত্যাগকারী খ্রীষ্টান) রোম থেকে আপনার সংস্পর্শে থাকার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আপনার অন্তরে তৈরি হওয়া ঘৃণা সর্ম্পকে জানা হয়ে গিয়েছে, তিনি পাদ্রীকে বললেন: আমার নিকট খাবার ও পান করার কোন জিনিস নেই, তুমিও কষ্টে পতিত হবে, এটা কখনো হতে পারে না। সে বলতে লাগলো: হে সায়্যিদি! (অর্থাৎ হে আমার সরদার) দুনিয়ার মধ্যে আপনার নামের ডংকা বাজছে আর আপনি এখনো পর্যন্ত খাওয়ার ও পান করার ব্যাপারে চিন্তা করছেন! এটা শুনে তিনি তাকে তাঁর সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন, সাত দিন রাত পর্যন্ত খাবার খাওয়া ও পান করা ব্যতীত অতিবাহিত হয়ে গেল, সে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো: এখনকার বিষয় আমার সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছে, খাওয়ার ও পান করার কোন ব্যবস্থা করুন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সিজদা করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** এই অমুসলিম আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করছে, আমার সম্মান তোমার হাতেই রয়েছে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এই অমুসলিমের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না" দোয়া করে যখন মাথা উঠালেন তখন একটি প্লেট বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে দুটি রুটি এবং পানির দুটি পাত্র রাখাছিল। পানাহার করে দুজনেই সেখান থেকে চলে গেল। আরো সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোথাও অবস্থান করলো, তখন ঐ পাদ্রী সিজদাতে গিয়ে দোয়া করলো। দেখতে দেখতেই একটা প্লেট প্রকাশ পেল যার মধ্যে চারটা রুটি এবং চারটি পানির পাত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন! তিনি এই মনমাসিকতা তৈরি করলেন যে, এর থেকে কিছু খাবে না কেননা এই খাবার অমুসলিমের জন্য এসেছে। সে বলতে লাগল: হুযুর! খেয়ে নিন! আর দুটি সুসংবাদও শুনে নিন, একটা হলো; আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, এটা বলে সে কলেমা শাহাদাত পাঠ করল। দ্বিতীয়টা হলো; **আল্লাহ** পাকের দয়ায় এখানে আপনার অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে, আমি সিজদাতে মাথা রেখে এই দোয়া করেছিলাম: **হে আল্লাহ!** মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি সত্য রাসূল হয় তাহলে আমাকে দুইটা রুটি এবং দু'গ্লাস পানি দান করো আর যদি ইব্রাহিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তোমার বিশেষ বন্ধু হয় তাহলে দুটি অতিরিক্ত রুটি এবং দু'গ্লাস পানি দান করো, দোয়া করে যখনি সিজদা থেকে মাথা উঠালাম তখন সামনে খাবারের প্লেট বিদ্যমান ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এটা শুনার পর খাবার খাওয়া শুরু করলেন اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আর সে নব মুসলিম (নতুন মুসলমান) বিলায়তের উঁচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হলো। (মুলাহখসা আয কাশফুল মাহজুব, ২৩৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খুব সাজদেমে এয়্যা ভাইয়ি! গিড় গিড়গিড়া কর দোয়া,
কাম বান জায়ে গা তেরা আয তুফায়লে মুস্তফা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

(৪) সিজদার মধ্যে হযরত শিবলীর দোয়া প্রার্থনা (ঘটনা)

হযরত (সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর) শিবলী (বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন সিজদায় পড়ে গেলেন আর তিনি এই দোয়া করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শোকর যিনি আমাকে এই মুসিবত থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন যার মধ্যে তোমাকে পতিত করেছেন এবং আমাকে আপন অসংখ্য মাখলুকের উপর মর্যাদা দান করেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৮৯) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রত্যেক দ্বীনি ও দুনিয়াবি মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করুন

এ ঘটনা উদ্ধৃত করার পর হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এ দোয়া প্রত্যেক দ্বীনি ও দুনিয়াবি মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করলে اِنْ شَآءَ الله পাঠকারী সে মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) এ দোয়া তিরমিযী শরীফের ৩৪৪৩ নং হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: বিপদ চাই শরীরের হোক যেমন শ্বেত, অন্ধত্ব, বা অন্য কোন রোগ অথবা আর্থিক যেমন কর্জ, দরিদ্রতা, রিযিকের সঙ্কট ইত্যাদি, অথবা দ্বীনি যেমন কুফরী, ফাসেকী, (মন্দ) বিদআত ইত্যাদি মোট কথা প্রত্যেক মুসিবতের জন্য অত্যন্ত উপকারী। (মিরকাত, ৫/২৮৩, হাদীস: ২৪২৯) এই দোয়া অনেক নিম্ন স্বরে বলবেন যেন সেই মুসিবত গ্রস্থ ব্যক্তি না শুনে, শুনলে তার কষ্ট পাবে। (লুময়াত, ৩/৬১০। মিরআত, ৪/৩৮)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তিনটি রোগকে অপছন্দ করো না

তিন প্রকারের রোগ (১) সর্দি, (২) খোস পাঁচড়া (৩) চোখ উঠা, (অর্থাৎ চোখের ব্যথা) এ গুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিকে দেখে পড়বে না। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭০ পৃষ্ঠা) এ রোগগুলোর উপকার বর্ণনা করতে গিয়ে আ'লা হযরত বলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে: তিন প্রকার রোগকে অপছন্দ করো না। (১) সর্দি: এটার কারণে অনেক রোগের মূল কেটে যায়। (২) খোস পাঁচড়া: যেমন এর কারণে চামড়ার রোগ **(Skin diseases)** (কুষ্ঠ রোগ) ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। (৩) চোখ উঠা: অন্ধ হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭০ পৃষ্ঠা)

হার বুরায়ি ছে তু বাছা ইয়া রব্ব! দেদে আমরায ছে শিফা ইয়া রব্ব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তান ক্রন্দনরত অবস্থায় পলায়ন করে থাকে

সিজদাকারী কে দেখে শয়তান দুঃখে ব্যথীত হয়ে যায়, আফসোস! সিজদার বরকতে এই তো জান্নাতে চলে যাবে আর আমি জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবো! এরই ধারাবাহিকতায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মানুষ সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করে, তখন শয়তান ক্রন্দনরত অবস্থায় পলায়ন করে, আর বলে: আফসোস! মানুষকে সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা সিজদা করে নিয়েছে, আর তারা জান্নাত লাভ করছে, আমাকে সিজদার আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি অস্বীকার করেছি এবং জাহান্নামের অধিকারী হয়েছি।

(মুসলিম, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৪)

এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ মানুষকে তিলাওয়াতের সিজদা করতে দেখে শয়তান হিংসায় জ্বলে, সেখান থেকে পলায়ন করে, কেননা এ সিজদা নামায ব্যতীত ছিল। আর শয়তান যে সিজদা

www.dawateislami.net

অস্বীকার করেছিল সেটাও নামায ব্যতীত ছিল, এজন্য সে এই (অর্থাৎ তিলাওয়াতের) সিজদা দেখে আফসোস হয়, নামাযের সিজদা দেখে নয় কেননা নামাযের সিজদা তো নিজেও করতো। (মিরাতুল মানাজিহ্, ২/৮৩)

তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) সিজদার আয়াত পাঠ করা এবং শুনার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল হিদায়া, ১/৭৮) (২) ফার্সী বা অন্য কোন ভাষাতেও যদি আয়াতের অনুবাদ পড়ে তখন পাঠকারী ও শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেল, শ্রবণকারী এটা বুঝতে পারুক বা না পারুক যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ, তবে এটা আবশ্যক যে, সে জানেনা তখন বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিল, আর আয়াত পাঠ করা হলে তখন শ্রবণকারীকে সিজদার আয়াত (পাঠ করা হয়েছে) বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আলমগীরি, ১/১৩৩) (৩) পাঠ করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, এতটুকু আওয়াজে (তিলাওয়াত) হতে হবে যদি কোন বাধা না থাকে তবে নিজে শুনতে পাবে। (৪) শ্রবণকারীর জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে শ্রবণ করুক (উভয় অবস্থায়) সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭২৮) (৫) যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পাঠ করে যা নিজে শুনত কিন্তু শোরগোল বা বধির হওয়ার কারণে শুনলনা তবে সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেল আর যদি শুধু ঠোঁট নড়াচড়া করল আওয়াজ হল না তখন সিজদা ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরি, ১/১৩২) (৬) সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করা জরুরী নয় বরং যে শব্দটিতে সিজদার মূল অংশটি রয়েছে তার আগের বা পরের যে কোন শব্দ মিলিয়ে পড়া যথেষ্ট হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬৯৪) (৭) **তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি:** সিজদা করার সুন্নাত পদ্ধতি হল: দাঁড়ানো অবস্থা থেকে اَللهُ اَكْبَر বলে সিজদায় যাওয়া আর কমপক্ষে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলা। অতঃপর اَللهُ اَكْبَر বলে দাঁড়িয়ে যাবেন, আগে পরে দুই বার اَللهُ اَكْبَر বলা সুন্নাত। দাঁড়নো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদার পরে দাঁড়িয়ে যাওয়া উভয়টি মুস্তাহাব। (আলমগীরি, ১/১৩৫।

দুররে মুখতার, ২/৬৯৯) (৮) তিলাওয়াতে সিজদার উদ্দেশ্যে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবেন না। এতে তাশাহুদও পড়বেন না সালামও ফিরাবেন না। (তানভিরুল আবছার, ২য় খন্ড, ৮০০ পৃষ্ঠা) (৯) সেটার নিয়্যতের মধ্যে এটা শর্ত নয় যে, অমুক আয়াতের সিজদা আদায় করছি, বরং সাধারণ তিলাওয়াতে সিজদার নিয়্যত যথেষ্ট হবে। দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬৯৯) (১০) নামাযের বাইরে যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে সাথে সাথেই সিজদা করে নেওয়া ওয়াজিব নয়, হ্যাঁ! উত্তম হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে নেওয়া, আর অযু থাকালে দেরী করা মাকরূহে তানযীহি। (দুররে রুখতার, ২য় খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা) (১১) কোন কারণে যদি যথা সময়ে সিজদা করতে না পারে তাহলে তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের এটা বলা মুস্তাহাব: سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (۲۸۵) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরা শুনলাম আর অনুগত হলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বস্তুতঃ তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৫)) (রদ্দুল মুহতার, ২/৭০৩) (১২) একই বৈঠকে[(১)] সিজদার একটি আয়াতকে বার বার পাঠ করা হল কিংবা শোনা হল। তবে একটি সিজদায় ওয়াজিব হবে। যদিও কতিপয় লোক থেকে শুনা হয়। অনুরূপ ভাবে সিজদার যে আয়াতটি পড়েছে আর একই আয়াত অন্যের নিকট শুনে তখনও একটি সিজদায় ওয়াজিব হবে। দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৭১২ পৃষ্ঠা) (১৩) সম্পূর্ণ সূরা তিলওয়াত করা, আর সিজদার আয়াতটি বাদ দিয়ে দেওয়া মাকরূহে তাহরিমী। পক্ষান্তরে কেবল সিজদার আয়াতটি তিলাওয়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হলো, আগের বা পরের দুই - একটি' আয়াতের সাথে এই আয়াতটিকে মিলিয়ে পড়া। (দুররে মুখতার, ২/৭১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) মজলিশ পরিবর্তন হওয়ার না হওয়ার পদ্ধতি: দুই এক লোকমা খাওয়া, দুই এক চুমুক পান করা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, দুই এক কদম চলা, সালামের উত্তর দেয়া, দুই একটি কথা বলা, জমিনের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের দিকে যাওয়ার দ্বারা মজলিশ পরিবর্তন হবে না .... তিন লোকমা খাওয়া, তিন চুমুক পান করা, তিনটি বাক্য বলা, তিন কদম জমিনে চলা, বিবাহ বা ক্রয় ও বিক্রয় করা, শয়ন করার দ্বারা মজলিশ পরিবর্তন হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য

(১৪) (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে।) যে কোন ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য একই বৈঠকে সিজদার সব কটি (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পাঠ করতঃ সিজদা করলে **আল্লাহ পাক** তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করতঃ একটি একটি করে সিজদা দিবে, অথবা সকল আয়াত এক সাথে পাঠ করার পর ১৪টি সিজদা দিবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭২৮-৭৩৮ পৃষ্ঠা)

গানের প্রতি আসক্ত যুবক কুরআনের ক্বারী হয়ে গেল

অধিক সিজদার মনমানসিকতা তৈরী করতে, কুরআনের বরকত অর্জন করতে এবং সুন্নাত আপন করে নেওয়ার জন্য, দা'ওয়াতে ইসলামীর মদানী পরিবেশে থেকে মাদরাসাতুল মদীনায় (বালক শাখা) শিখে শিখানো এবং মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার ও তৈরী করার জন্য ব্যাপক আমল করতে থাকুন। মাদানী বাহার: করাচীর আওরঙ্গী টাউনে, এক মর্ডান যুবক বসবাস করত। অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে সিনামার গান শুনার এমন খারাপ অভ্যাস ছিল যে, অধিকাংশ সময় কোন না কোন গান গুন গুন করতে থাকতো। এক দিন গান শুনার মধ্যে মগ্ন ছিল যে, হঠাৎ অন্তরে এই ধারণা আসল যদি এ অবস্থায় মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার কি হবে? ব্যস! এ ধারণা আসতেই তার শরীরে এক ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হলো। ঘর থেকে বাইরে বের হলে সৌভাগ্য ক্রমে তার সাক্ষাৎ" দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে হয়েছে, তারা ইনফিরাদী কৌশিশ করে তার মধ্যে এই মনমানসিকতা তৈরি করলো যে, ইশার নামাযের পর মসজিদে মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) তে কুরআনে করীম পড়ানো হয়, আপনিও আসিয়েন। ইসলামী ভাইয়ের এ দাওয়াত শুনে তার এমন মনে হলো যেন দয়ালু ও মেহেরবান পরওয়ার দিগার তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য আপন নেক বান্দাকে পাঠিয়েছেন। অতত্রব সে সাথে সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি নিয়মিত মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) পড়া শুরু করে দিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে সেখানের সুন্নাতে ভরা মাদানী

www.dawateislami.net

পরিবেশ তার জীবনের গতিকে পরিবর্তন করে নেকীর মাধ্যমে অতিবাহিত করতে লাগলো। এক রাতে মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা হতে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট "মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব" চালানো হল, তখন তার অন্তরের জগত পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সে **আল্লাহ**র ভয়ে কাঁপতে লাগল, সে নিজের অতীতের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হলো এবং নিজের সংশোধনের আগ্রহ অন্তরে ঢেউ খেলতে লাগল। সে আপন গুনাহ হতে সত্য অন্তরে তাওবা করল এবং নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। যে গতকাল গুন গুন করে গান করেছিল, আজ সে নাতে মুস্তফা পাঠ করতে লাগল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করতে করতে মাদানী ইনআমতের যিম্মাদারও হয়েছে, তার দোয়া হচ্ছে যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে সুবাসিত মাদানী পরিবেশে ঈমান সহকারে মৃত্যু নসিব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুরি ছোহবতো ছে কানারাহ কশি কর কে, আচ্ছো কে পাচ আকে পা মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিক সিজদার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মা'আদান ইবনে আবু তালহা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার সাথে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা ছাওবান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সাথে সাক্ষাত হয়েছে, আমি আরয করলাম: আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যেটা আমি পালন করলে **আল্লাহ পাক** আমাকে সেই আমলের বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা (আমি বললাম) আমাকে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল সম্পর্কে বলুন। হযরত সায়্যিদুনা ছাওবান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ চুপ রইলেন। আমি পূনঃরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি চুপ রইলেন। আমি যখন তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে এই সম্পর্কে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রশ্ন করেছিলাম, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অধিক হারে সিজদা করো, কেননা তোমরা যখনই **আল্লাহ পাকের** জন্য সিজদা করবে, **আল্লাহ পাক** তোমাদের একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার পরিবর্তে একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৩) অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: **আল্লাহ পাক** সেটার কারণে সিজদাকারীর জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৮২, হাদীস: ১৪২৪)

সুন্নাত আদায়ের আগ্রহ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রথমে হাদীসে পাকের এই অংশে (অর্থাৎ আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম) এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ আমিও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে তিন বার এই প্রশ্ন করছিলাম, দু'বার **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ ছিলেন এবং তৃতীয় বার উত্তর দিয়েছেন। (মিরকাত, ২য় খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) এই সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে আমিও দুই বার নিশ্চুপ ছিলাম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ নিরবতা প্রশ্নকারীর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ছিল এবং হযরত ছাওবান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিরবতা এই সুন্নাতের উপর আমলের জন্য ছিল, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কার্যাদি নকল করতেন। মুফতি সাহেব হাদীসে পাকের এই অংশে (অর্থাৎ অধিক হারে সিজদা করো) ব্যাখ্যায় বলেন: এভাবে নফল নামায বেশি করে পড়ুন এবং তিলাওয়াতে কুরআন অধিক হারে করুন, সিজদায়ে শোকর বেশি করে করুন। হাদীসের এই অংশের (অর্থাৎ এটার পরিবর্তে তোমাদের একটি গুনাহ মাফ করে দিবে) ব্যাখ্যায় লিখেন: এ থেকে বুঝা গেল, সিজদা গুনাহের কাফফারা কিন্তু গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য **আল্লাহ** পাকের হকের মধ্যে গুনাহে সগীরা। (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) আর হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) আদায় করার দ্বারা এবং গুনাহে কবিরা (অর্থাৎ বড় গুনাহ) তাওবার দ্বারা মাফ হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৫)

www.dawateislami.net

মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া ও নেকী লিখে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ও নেকী লিখে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? অথচ নেকী সমূহ লিখে দেওয়ার কারণেই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সেটার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: যদিও মর্যাদা নেকী লিখে দেওয়ার কারনেই বৃদ্ধি পায় কিন্তু কারণ ভিন্ন হয় আর পরিণাম (অর্থাৎ ফলাফল) ভিন্ন হয়, সুতরাং এই দুইটি কারণেই হয়ে থাকে, আবার কখনো এ রকমও হয় নেকী লিখার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না বরং অন্য কোন গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (ফয়যুল ক্বাদির, ৫/৬২১)

সিজদার অঙ্গসমূহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সিজদার চিহ্ন ব্যতিত মানুষের সমস্ত শরীরকে আগুনে জ্বালাবে। **আল্লাহ পাক** জাহান্নামের জন্য সে সিজদার চিহ্নকে জ্বালানো হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫১) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন ঐ সমস্ত লোকদের (অর্থাৎ যে সমস্ত মুসলমান জাহান্নামে যাবে) অঙ্গসমূহকে জ্বালিয়ে দিবে কিন্তু তার কপালকে জ্বালাতে পারবে না, কতিপয় ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন: সিজদার সাতটি অঙ্গ (অর্থাৎ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু, দুই পা) নিরাপদ থাকবে। (আশআহ, ৪র্থ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা) আবার কিছু ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন: এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ চেহারা, এ কথার ব্যাখ্যা "বুখারী শরীফের" এই হাদীস وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ[১] (**আল্লাহ পাক** তাদের অঙ্গসমূহ আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪৩৮)

চাও কি চাওয়ার আছে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু ফেরাস রাবিয়া বিন কাব আসলামী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে রাতে উপস্থিত ছিলাম,

১ (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪৩৯)

www.dawateislami.net

এক রাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র জন্য অযুর পানি ও ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেয়া হল (**হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতের সাগরে ঢেউ এসে গেল) এবং ইরশাদ করলেন: চাও! কি চাওয়ার আছে? (কারণ তোমাকে আমি দান করব) আমি আরয করলাম: اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চায়" ইরশাদ করলেন: আর কিছু? আমার উদ্দেশ্য শুধু এটাই, ইরশাদ করলেন: فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ তুমি অধিক হারে সিজদা করে আপন নফসের উপর আমাকে সাহায্য করো। (মুসলিম, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৪)

সা'য়েল হুঁ তেরা, মা'ঙ্গতাহো তুজ ছে তুজি কো, মা'লুম হে মুজ কো তেরি ইক্বরার কি আদদ।

হযরত রবিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি

হযরত রবিয়া বিন কাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কুনিয়াত আবু ফেরাস, আসলামি, আসহাবে সুফ্ফার মধ্যে তিনি অন্যতম, পুরাতন সাহাবী, সফরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ খাদেম ছিলেন, ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (মিরআত, ২/৮৩) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

হানাফীদের মহান পেশওয়া হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা সাধারণত (অর্থাৎ কোন শর্ত ও সীমানা ছাড়াই) ইরশাদ করলেন: **চাও! কি চাওয়ার আছে?** এটা থেকে বুঝা গেল, **আল্লাহ পাক** তাঁকে এ ক্ষমতা দান করে ধন্য করেছেন, প্রতিপালকের ভান্ডার থেকে যে চায়বে প্রদান করবেন, এই কারণেই আমাদের ইমামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে কাউকে যে হুকুমের মাধ্যমে ধন্য করতেন তা তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। যেমন হযরত সায়্যিদুনা খুযাইমা বিন সাবিত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

www.dawateislami.net

এর এক সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষ্যের সমপরিমাণ করে দিয়েছেন। আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আতিয়্যা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের জন্য শোক পালনের অনুমতি দিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু জাকারিয়্যা ইয়াহইয়া বিন শারফ নববি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য জায়িয (অর্থাৎ **আল্লাহ**র পক্ষ হতে অনুমতি) রয়েছে যে সাধারণ বিধি- বিধান থেকে যার উপর চায় প্রয়োগ করতে পারেন। আর হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরদা বিন নিয়ার رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ও অন্যান্যদের জন্য ছয় মাস বয়সের ছাগল কুরবানি করা জায়িয করে দিয়েছেন, আর আল্লামা ইবনে সাবয়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জান্নাতের জমিনের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করবেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৬১৫)

মালিকে কো নায়নে হেঁ গো পাচ কুচ্ছ রাখতে নেহিঁ,
দু' জাহাঁ কি নিআমতে হে উনকে খালি হাত মে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

যা চায়বে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করবেন

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসে পাকের এ অংশে (আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চায়) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ আমাকে আপনি জান্নাতে আপনার সাথে রাখবেন যেমন বাদশাহ শাহী মহলে আপন বিশেষ সেবাকারীদেরকে নিজের সাথে রাখেন। মনে রাখবেন! হযরত রবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এ স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে জান্নাতের মধ্যে সঙ্গ চাওয়া দ্বারা নিম্নে বর্ণিত বস্তুকে বুঝিয়েছেন, জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে ঈমানের উপর দৃঢ়তা, নেক কাজের সামর্থ্য, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, ঈমানের উপর মৃত্যু, কবরের হিসাবের ক্ষেত্রে সহজতা, হাশরের ময়দানে আমল সমূহের গ্রহণ যোগ্যতা, পুলসিরাতের উপর সহজে অতিক্রম, জান্নাতের মধ্যে **আল্লাহ** পাকের অনুগ্রহ ও উচ্চ মর্যাদা লাভ, এ সবকিছু সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছ থেকে চায়তেন আর

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে দান করতেন, সুতরাং আমরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছ থেকে ঈমান, সম্পদ, সন্তান, সম্মান, জান্নাত সবকিছু চায়তে পারবো।এ রকম চাওয়াটা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ভান্ডার থেকে এ সবকিছু কিয়ামত পর্যন্ত বন্টন করতে থাকবেন এবং আমরা ভিখারীরা নিতে থাকবো। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন: রবিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে হুযুরকেইও চেয়েছেন কিন্তু যেহেতু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জান্নাতেই পাওয়া যাবে, সুতরাং জান্নাতেরও বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে পাকের এ অংশে, (অর্থাৎ অধিক হারে সিজদা করার দ্বারা) আপন নফসের উপর আমাকে সাহায্য করুন এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ জান্নাতে তোমাকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানো আমার দয়া দ্বারা না তোমার সিজদা দ্বারা, তুমি আপন সিজদা দ্বারা আমাকে সহযোগিতা করো, عَلٰى نَفْسِك (অর্থাৎ আপন নফসের উপর) এ দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করলেন: নফসের বিরোধীতায় জান্নাত লাভের মাধ্যম, (মিরকাত) অধিক হারে সিজদা দ্বারা বলা হয়েছে, কেবল পাঞ্জেগানার নামায যথেষ্ঠ মনে কর না বরং পাঁচ ওয়াক্তের সাথে সাথে নফলসমূহও অধিক হারে আদায় করো যেন আমার নিকটতমের উপযুক্ত হয়ে যাও। যেমন বাদশাহ বলে যে, আমার নিকট আসতে হলে উত্তম পোশাক পরিধান কর। হাযেরি (উপস্থিতি) বাদশাহের দয়ার মাঝে এবং উত্তম পোশাক দরবারের আদবের মাঝেই নিহিত।

মালিক হেঁ খাযানা কুদরত কে জু জিসকো চাহে দে ডালি,
দি খুলদ জানাবে রবিয়া কো, বিগড়ি লাকোঁ কি বিনায়ী হে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৪)

উচ্চ মর্যাদা অর্জন হয় নফসের বিরোধীতার মাধ্যমে

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের অংশে(আপন নফসের উপর অধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো) এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই বাণীটি এরকমই যেমন ডাক্তার রোগীকে বলে: আমি তোমার চিকিৎসা এমন ঔষুধ দিয়ে করাব যার দ্বারা তুমি সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এবং আমার কথার উপর আমল করে আমাকে সহযোগিতা করবে (অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা) এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নফসের উপর” বর্ণনার ক্ষেত্রে এ কথার উপর সতর্কতা রয়েছে (অর্থাৎ সাবধানতা অবলম্বন করা) কারণ উচ্চ মর্যাদা শুধু নফসের বিরোধীতার মাধ্যমেই অর্জন হয়। (লুমআতু তানক্বিহ, ৩/১৭৩) এ হাদীসে পাক থেকে এটাও জানা গেল, বুযুর্গদের সেবা করা এবং যে কাজে তারা খুশি হয় সেটা পূরণ করা প্রকৃত পক্ষে মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করার মাধ্যম হয়ে থাকে, বিশেষ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখা দ্বীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এবং কল্যাণময় বিষয়। (আশিআতুল লুমআত, ২/২৪৭)

সুসংবাদ শুনে শোকরের সিজদা করা পছন্দনীয় সুন্নাত

হে আশিকানে নামায! যখন কখনো সুসংবাদ আসবে, দুই রাকাত শুকরিয়ার নামায আদায় করা অথবা সিজদায়ে শোকর করে নেওয়া উচিৎ।[১] হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কোন সুসংবাদ পৌঁছত বা তিনি খুশি হলে তখন **আল্লাহ পাকের** শোকর আদায় করতে গিয়ে সিজদা করতেন।[২] হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সিজদায়ে শোকর করা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে প্রমাণিত।[৩] আমরাও কি কখনো কোন খুশির সংবাদে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছি? মলফুযাতে আলা হযরত থেকে দুইটি প্রশ্ন ও জবাবসহ বিস্তারিত উপস্থাপন করছি; **প্রশ্ন:** সিজদায়ে শোকর সুন্নাত না মুস্তাহাব? **উত্তর:** পছন্দনীয় সুন্নাত, যে সময় অভিশপ্ত আবু জাহেলের মাথা কেটে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিয়ে আসলেন, তখন তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন। **প্রশ্ন:** সিজদায়ে শোকরের নিয়্যত নামাযের সিজদাতে করে নিল তবে কোন সমস্যা? **উত্তর:** কোন সমস্যা নেই আর উত্তম হচ্ছে নামায থেকে আলাদা করা। (মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৬, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত রয়েছে: সিজদায়ে শোকরের উদাহরণ যেমন, সন্তান ভূমিষ্ট

১. মিরাতুল মানাযিহ ২য় খন্ড ৩৮৮ পৃষ্ঠা। ২. আবু দাউদ ৩য় খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। ৩. মিরাতুল মানাযিহ ২য় খন্ড ৩৮৯ পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

হল, বা সম্পদ অর্জন বা হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পেল অথবা রোগী আরোগ্য লাভ করল বা মুসাফির পূনঃরায় ফিরে আসল, মোট কথা যে কোন নিয়ামতের উপর সিজদা করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩৮-৭৩৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকেও সুসংবাদ শুনে সিজদায়ে শোকর আদায় করার সামর্থ্য দান করুক। **আল্লাহ্ পাকের** দয়ায় যদি আপনার এই সুসংবাদ মিলে যায় যে আপনার হজ্ব বা ওমরা ও মদীনা মনোয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর উপস্থিত হওয়ার ভিসা লেগেছে, তাহলে আপনারও সিজদায়ে শোকর করা উচিৎ।

এ কাশ! কোয়ি আঁ কর, কেহ দে মেরে কানো মে, চল! তুজ কো মদীনে মে, সরকার বুলাতে হেঁ।

সিজদায়ে শোকরের পদ্ধতি

সিজদায়ে শোকর (ও তিলাওয়াতের সিজদা) দুইটা একই পদ্ধতি, মাকতাবাতুল মদীনার ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ডের ৭৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে (তিলাওয়াত ও শোকরের) সিজদার সুন্নাত পদ্ধতি হলো: (অযু সহকারে) দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলতে বলতে সিজদাতে যাবে এবং কমপক্ষে তিন বার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলবে। অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَر বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাবে, আগে পরে দু'বার اَللّٰهُ اَكْبَر বলা সুন্নাত আর দাঁড়িয়ে সিজদাতে যাওয়া এবং সিজদার পরে দাঁড়ানো এই উভয় কিয়াম মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩১ পৃষ্ঠা) তিলাওয়াতে সিজদার (এবং সিজদায়ে শোকরের) জন্য اَللّٰهُ اَكْبَر বলার সময় হাত উঠাবে না, এবং তার মধ্যে তাশাহুদও পড়বে না, সালামও ফিরাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদাতে কপালে কষ্ট পৌঁছানো

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসমাঈল মুররা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন আর যখন বয়স বেশি হয়ে যায় তখন তিনি

www.dawateislami.net

৪০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নাহায়া, ৫ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা) হারিস গানাবি বলেন: এক বার তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, এমন কি মাটি তার কপালে প্রভাব ফেলল, ৭৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করলেন।

(তাহঝিবুত তাহঝিব, ৮/১০৭) (১৫২ রহমতে ভরা ঘটনা, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

নূরানী কপাল

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যখন ইন্তিকাল হল তখন পরিবারের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে এ অবস্থায় স্বপ্নে দেখল: তাঁর সিজদার স্থান উজ্জল নক্ষত্রের আলোর ন্যায় আলো ছড়াচ্ছে, তখন আরয করল: আপনার চেহারায় এটা কি? তিনি বললেন: মাটি আমার কপালে প্রভাব বিস্তারের কারণে আলোকৃত করে দেয়া হয়েছে, আরয করা হল: আখিরাতে আপনার কি মযাদা অর্জন হয়েছে? বললেন: উত্তম ঘর, যার আহালরা বসাবাস কারীর) এখান থেকে না প্রত্যাবর্তন **(Transfer)** করে, না তাদের মৃত্যু আসে। (আল মানামত মায়া মাউসোআতি লিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৫৮)

রহমতে ভরা ঘটনা

এটাও বর্ণিত আছে, ইন্তিকালের পর কেউ হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখল: তাঁর সিজদার স্থান নূরানী হয়ে গিয়েছে, তখন জিজ্ঞাসা করল: আপনি কোথায়? উত্তর দিলেন: আমি এরকম ঘরের মধ্যে আছি যার সদস্যরা (অর্থাৎ বসবাসকারীরা) না এখান থেকে বের হবে, না মৃত্যু আসবে। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৫৬৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিছু বিছানো ব্যতিত সিজদা করা উত্তম

ইয়াহইয়াউল উলুম এর মধ্যে রয়েছে: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক অভ্যাস ছিল যে, সর্বদা জমিনেই সিজদা করতেন, সিজদার স্থানে জায়নামায ইত্যাদি বিছাতেন না। (ইয়াহ্ইয়াউল উলুম, ১/২০৪)

www.dawateislami.net

বাহারে শরীয়াতেও আড়াল ব্যতিত (অর্থাৎ কিছু বিছানো ছাড়াই) সিজদা করা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। (বাহারে শরীয়াত ১/৫৩৮) **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ পাকের** নিকট বান্দার এ অবস্থা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে, তাকে সিজদাতে এই অবস্থায় দেখে যে, মুখ মাটির উপর ঘর্ষণ করছে। (মুজাম আওসাত, ৪/৩০৮, হাদীস: ৬০৭৫)

ধূলিময় কপালের ফযীলত

যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযীর কপালের মধ্যে লেগে থাকা মাটি বাকি থাকে, ফিরেশতারা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, যেমন- **শাহান শাহে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে অবসর হবে না আপন কপালের (মাটি) কে যেন পরিষ্কার না করে, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তার কপালের উপর নামাযের চিহ্ন থাকবে ফিরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। (মু'জাম কাবীর, ২২/৫৬, হাদীস: ১৩৪)

(নামাযের মাঝে) কপাল থেকে মাটি বা ঘাস ঝেরে নেওয়া মাকরূহে (তানযীহি), যখনই সে গুলোর কারণে নামাযে সমস্যা হবে না এবং অহংকারের উদ্দেশ্য হলে তখন মাকরূহে তাহরিমী (নাজায়িয, গুনাহ) হবে এবং যদি কষ্ট হয় অথবা মনোযোগ সরে যায় তাহলে (ঝারতে) কোন সমস্যা নেই এবং নামাযের পর অপসারণ করা সাধারণত দোষ নয় বরং অপসারণ করে নেওয়া উচিৎ যেন রিয়া না আসে। (বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড ৬৩১ পৃষ্ঠা)(আলমগিরী ১/১০৫ পৃষ্ঠা)

চেহারাতে সিজদার চিহ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন উমর রাযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পারা ২৬ সূরা ফাতাহ এর আয়াত নং ২৯, سِيۡمَاهُمۡ فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদেঁর চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন থেকে।) এর তাফসীরে বলেন: এর মধ্যে দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে: এক ব্যাখ্যা হলো, এ সিজদার চিহ্ন

www.dawateislami.net

(দুনিয়াতে থাকবে না বরং) কিয়ামতের দিন হবে, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوۡهٌ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যে দিন কতিপয় মুখ উজ্জল হবে (অর্থাৎ আলোকিত) হবে। (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১০৬)) আরও ইরশাদ করেন: نُوۡرُهُمۡ يَسۡعٰى (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদের আলো দৌঁড়াতে থাকবে। (পারা: ২৮, সূরা: তাহরিম, আয়াত: ৮)) আর তাদের চেহারার আলো, **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোনিবেশ করার কারণে হবে, যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বলে ছিলেন: اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমি আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (পারা ৭, সূরা আনআম: ৭৯)) আর যে ব্যক্তি সূর্যের দিকে মুখ করে সোজা দন্ডায়মান হয় তখন সূর্যের কিরণ **(Rays)** তার চেহারায় পড়ে যার কারণে তার চেহারার মধ্যে খুব নূর (অর্থাৎ উজ্জলতা) প্রকাশ পায় অথচ সূর্যের আলো (অর্থাৎ উজ্জলতা) ক্ষণস্থায়ী **(Temporary)** হয়ে থাকে, যা শেষ হয়ে যায়। যখন **আল্লাহ পাক** আসমান ও যমিনকে নূর দানকারী অর্থাৎ আলো দানকারী, তাহলে যে ব্যক্তি তার দিকে মনোনিবেশ করবে তার চেহারার মধ্যে এমন নূর প্রকাশ পাবে যা আলোতে পরিপূর্ণ থাকবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো; এ সিজদার চিহ্ন দুনিয়াতে হবে, অতঃপর সেটার আবার দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে: একটি ব্যাখ্যা হলো; তা থেকে উদ্দেশ্য ঐ চিহ্ন (কাল দাগ) যা অধিক সিজদা করার কারণে কপালের উপর প্রকাশ পায়, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো; তা থেকে উদ্দেশ্য ঐ সৌন্দর্য্য যাকে **আল্লাহ পাক** রাতে সিজদাকারীদের চেহারা দিনে প্রকাশ করে দেন এবং জ্ঞানীদের জন্য এ কথা স্পষ্ট যে, দুই ধরণের ব্যক্তি রাত জেগে থাকে, এক ধরণের ব্যক্তি রাতে মদ্য পান করা এবং খেলা ধূলার মধ্যে ব্যস্ত থেকে অতিবাহিত করে এবং আরেক ধরণের ব্যক্তি নামায, কিরাত ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার মধ্যে অতিবাহিত করে, তবে পরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি মদ্য পান এবং খেলা-ধূলার মধ্যে অতিবাহিতকারী এবং যিকির ও শোকরের মধ্যে রাত অতিবাহিত কারীদের মাঝে পার্থক্য করে নিবে। (তাফসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কপালের দাগ সম্পর্কে আ'লা হযরতের ব্যাখ্যা

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা" এর মধ্যে সিজদার চিহ্ন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার পর ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: আমি বলছি: এ সম্পর্কে প্রকৃত হুকুম; দেখানোর জন্য ইচ্ছাকৃত (অর্থাৎ জেনে বুঝে) এ চিহ্ন সৃষ্টি করা অকাট্য হারাম ও কবীরা গুনাহ, এবং ঐ চিহ্ন জাহান্নামের উপযুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাওবা করবে না। যদি এ চিহ্ন অধিক সিজদা করার কারণে স্বয়ং হয়ে গেল তখন ঐ সিজদা যদি রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য) ছিল তাহলে সিজদাকারী জাহান্নামী এবং যদিও স্বয়ং তা ধারণ করা অপরাধ নয় কিন্তু অপরাধের কারণে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এটা জাহান্নামীর চিহ্ন, আর যদি ঐ সিজদা একনিষ্ঠ **আল্লাহ পাকের** জন্য ছিল কিন্তু এ চিহ্ন হওয়ার দ্বারা খুশি হয়ে যাও যে, মানুষ আমাকে ইবাদতকারী সিজদাকারী মনে করবে তবে এখন রিয়া এসে গেল এবং এ চিহ্ন অপদস্ততার উপযুক্ত হয়ে গেল এবং যদি তার সে দিকে কোন ধ্যান-ধারণা থাকেনা তাহলে এ চিহ্ন প্রশংসিত চিহ্ন (প্রশংসার উপযুক্ত চিহ্ন) আরেক দলের মতে আয়াতে কারীমার মধ্যে এটা বিদ্যমান রয়েছে, আশা আছে যে কবরের মধ্যে ফিরেশতাদের জন্য তার ঈমান ঐ নামাযের চিহ্নই হবে এবং কিয়ামতের দিন এ চিহ্ন সূর্য থেকে অধিক আলোকিত হবে। (ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা)

তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চেহারা নূরানী হয়ে যায়

হযতর সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চেহারা কি কারণে নূরানী হয়? তিনি বললেন: এ জন্য যে, সে আপন প্রতিপালকের জন্য একাগ্রতা অবলম্বন করে থাকে তখন **আল্লাহ পাক** তাকে আপন নূরের পোশাক পরিধান করান। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/১৪৭, উর্দু)

নেকী অন্তরের নূর ও চেহারার উজ্জলতা

এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন: নেকী করার দ্বারা অন্তরে নূর, চেহারায় উজ্জলতা, রিযিকে প্রশস্ততা এবং মানুষের অন্তরে তার জন্য মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। আমিরুল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর বাণী: এক ব্যক্তি কোন কাজ গোপনে একান্তভাবে করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার প্রভাব তার চেহারা এবং কথা-বার্তার মধ্যে প্রকাশ করে দেন। (তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ৭/৩৩৭)

কারাটি খেলোয়াড় কিভাবে মুবাল্লিগ হয়ে গেল?

সিজদার স্বাদ পাওয়া, হিংসা থেকে নিজে বাঁচা, নিজেকে বিনয়ী করার চিন্তা ধারা তৈরি করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী"র মাদানী কাফেলায় সফর করে, করাতে থাকে, মাদানী বাহার: ফয়সালাবাদ এর মধ্যে বসাবাসকারী এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অনেক বিকৃত চরিত্রের অধিকারী ছিল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, কুদৃষ্ঠি, এবং ঝগড়া-বিবাদে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত ছিল। তিনি মার্শালাট (অর্থাৎ কারাটি ইত্যাদি) শিখে ছিলেন যার উপর অহংকার করে লোকদের সাথে অনর্থক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো। প্রত্যেক নতুন ফ্যাশনকে আপন করে নিতে ব্যস্ততার মাঝে ডুবে ছিল, আফসোস! নামায থেকে এত পরিমাণ দূরে ছিল যে তার এতটুকু ধারণাও ছিল না যে, কোন নামাযের কতো রাকাত হয়! শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যের তারকা চমকে উঠল যে, তার সাক্ষাত আপন এক পুরাতন বন্ধুর সাথে হয়েছে যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো তিনি তাকে ইনফিরাদী করে, তাকে মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিয়েছেন, তার একক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং সে সাথে সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে তার আপন জীবনের উদ্দেশ্য জানা হয়েছে এবং সে নিজের গুনাহের উপর লজ্জিত হয়ে বললো: জীবনের অনেক বড় অংশ আমি উদাসিনতার মধ্যে অতিবাহিত করে দিয়েছি। তার এ পর্যন্ত ভাবাবেগ নসীব হল যে, যখনই বয়ান শ্রবণ করতেন চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো এমনকি মাদানী কাফেলা থেকে এসেও কান্না করতে থাকতো। اَلْحَمْدُ لِله সে দিন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আঁচল তার হাতের মধ্যে রয়েছে, সে ডিভিশন যিম্মাদারের মধ্যে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাজের সাড়া জাগাতে ব্যস্ত রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

উলফতে মুস্তফা আওর খওফে খোদা, ছাহিয়ে গির তোমহিঁ কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদের ফরয নামাযের সাথে সাথে নফল নামায বেশি করে পড়া এবং অধিক হারে সিজদা করার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফরায়ীয পড়ো, খুব নফলেঁ পড়ো মে, করম কর খোদা! খোব সিজদে করূ মে।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকে মুস্তফা, মুরতাযা মুরতাযা
সায়্যিদুল আউলিয়া, মুরতাযা মুরতাযা
খায়িফে কিবরীয়া, মুরতাযা মুরতাযা
মুত্তাকী পারেছা, মুরতাযা মুরতাযা
হাঁ নিদারে দালির হে, মুরতাযা মুরতাযা
আপনে রব কে শের হে, মুরতাযা মুরতাযা
বুল হাসান, বুল তোরাব, মুরতাযা মুরতাযা
ওয়ালেদে হুসাইন হে, মুরতাযা মুরতাযা
গামযাঁদোকা চায়ন হে, মুরতাযা মুরতাযা
ইয়া আলী মুরতাযা! মুরতাযা মুরতাযা
হো করম হো আতা, মুরতাযা মুরতাযা
দরপে আয়ে হে গদা, মুরতাযা মুরতাযা
ভিক্ষ দিজিয়ে শাহা, মুরতাযা মুরতাযা
দরদে দিল কর আতা, মুরতাযা মুরতাযা
আল কা ওয়াসেতা, মুরতাযা মুরতাযা
দো গুনাহ কি দাওয়া, মুরতাযা মুরতাযা
মুজ কো নেক দো বানা, মুরতাযা মুরতাযা

১২ রজব ১৪৪০ হিজরি,
১৯-৩-২০১৯ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়ার ফযীলত

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি "বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়ার ফযীলত" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে নামাযে বিনয় ও নম্রতা দান করো, তার সকল নামায কবুল করে তাকে উভয় জগতের কল্যাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করো। আমিন

দরূদ শরীফের চিরকুট কাজে এসে গেলো (ঘটনা)

কিয়ামতের দিন কোন মুসলমানের নেকী মীযানে (অর্থাৎ পাল্লায়) হালকা হয়ে যাবে, তখন গুনাহগারদের শাফায়াতকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি চিরকুট নিজের থেকে বের করে নেকীর পাল্লায় রেখে দিবেন, তখন নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সে আরয করবে: আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনি কে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "আমি তোমার **নবী মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং এটা তোমার সেই দরূদ শরীফ, যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করেছিলে।" (মু'সুআতু ইবনে আবি দুনিয়া, ১/৯২, হাদীস ৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনয় ও একাগ্রতার সংজ্ঞা

বিনয় এর অর্থ হলো: "মনের কাজ এবং প্রকাশ্য অঙ্গের (অর্থাৎ হাত পা) আমল।" (তাফসীরে কবির, ৮/২৫৯) মনের কাজ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** মহত্বের প্রতি সজাগ

www.dawateislami.net

থাকা, দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরে থাকবে এবং নামাযে মন লেগে থাকবে। আর প্রকাশ্য অঙ্গের আমল অর্থাৎ শান্তভাবে দন্ডায়মান থাকা, এদিক সেদিক না তাকানো, নিজের শরীর এবং কাপড় নিয়ে খেলা না করা এবং কোন অনর্থক কাজ না করা।

(তাফসীরে কবির থেকে সংক্ষেপিত, ৮/২৫৯। মাদারিক, ৭৫১ পৃষ্ঠা। তাফসীরে সাভী, ৪/১৩৫৬)

নামাযে "বিনয়" মুস্তাহাব

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নামাযে বিনয় মুস্তাহাব। (উমদাতুল কারী, ৪/৩৯১, হাদীস ৭৪১) আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: **নামাযের পূর্ণতা, নামাযের নূর, নামাযের সৌন্দর্য, অনুভূতি ও স্বাদ আর একাগ্রতার** (অর্থাৎ বিনয়) **উপর নির্ভর করে।** (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২০৫) উদ্দেশ্য হলো যে, উচ্চ পর্যায়ের নামায হলো তাই, যা বিনয় সহকারে আদায় করা হয়।

আল্লাহ পাক ১৮তম পারায় সূরা মু'মিনুনের ১ম ও ২য় নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿۲﴾

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ; যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয়।

"**তাফসীরে সীরাতুল জিনান**" এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, নিশ্চয় তারা **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে এবং সর্বদার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করে অপছন্দীয় বস্তু থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (তাফসীরে কবির, ৮/২৫৮। রুহুল বয়ান, ৬/৬৬) ৪৯৬ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে: ঈমান ওয়ালারা বিনয় ও একাগ্রতা (বিনয় ও নম্রতা) সহকারে নামায আদায় করে, তখন তাদের অন্তরে **আল্লাহ পাকে**র ভয় হয়ে থাকে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

আগুন লেগে গেছে কিন্তু নামাযে লিপ্ত রইলো!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন মনোযোগ সহকারে নামায পড়তেন যে, নিজের আশেপাশের কোন খবরই থাকতো না, একদা নামাযে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় তার নিকটেই আগুন জ্বলে উঠলো কিন্তু তাঁর অনুভূতিও হলো না, এক পর্যায়ে আগুন নিবিয়ে দেয়া হলো।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৭)

চারটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা

ঘটনা (১): উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সাথে আর আমি **তাঁর** সাথে কথা বলতাম কিন্তু যখন নামাযের সময় হতো তখন (আমরা এমন হয়ে যেতাম) যেনো **তিনি** আমাকে চিনেন না আর আমি **তাঁকে** চিনিনা। (ইহয়াউল উলূম, ১/২০৫) **ঘটনা (২):** আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নামাযে এমন হয়ে যেতেন যে, যেনো একটি পুঁতে রাখা খুঁটি। **ঘটনা (৩):** কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রুকুতে এমন নীরবতা অবলম্বন করতেন যে, তাদের উপর পাখি এসে বসে যেতো, যেনো একটা জড় পদার্থ। (ইহয়াউল উলূম, ১/২২৮, ২২৯) **ঘটনা (৪):** কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলতেন: কিয়ামতের দিন মানুষদের নামাযের অবস্থায় উঠানো হবে অর্থাৎ নামাযে যার যতটুকু প্রশান্তি ও নীরবতা অর্জিত হয়, সে অনুযায়ী তার হাশর (অর্থাৎ উঠানো) হবে। (প্রাগুক্ত, ১/২২২)

আল্লাহ পাক এমন নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না

আল্লাহ পাক এমন নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যেই নামাযে বান্দা নিজের দেহের পাশাপাশি মনকে উপস্থিত করে না। (ইহয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৪৭)

www.dawateislami.net

নামাযে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ তানুখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন নামায পড়তেন, তখন (এতোই কান্না করতেন যে) গাল বেয়ে দাড়ির উপর দিয়ে লাগাতার অশ্রু ঝরতে থাকতো। (ইহয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৩৭)

নামাযে জাহেরী ও বাতেনী খুশো (বিনয়) কাকে বলে

নামাযে বিনয় জাহেরীও হয় এবং বাতেনীও হয়, **জাহেরী বিনয়** হলো যে, নামাযের আদব সমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা, উদাহরণ স্বরূপ দৃষ্টি জায়নামাযের বাইরে না যাওয়া এবং চোখের কোণা দিয়ে কারো দিকে না তাকানো, আকাশের দিকে দৃষ্টি না তোলা, কোন অনর্থক ও অহেতুক কাজ না করা, কোন কাপড় কাঁধের উপর এমনভাবে না ঝুলানো যে, এর উভয় প্রান্ত ঝুলে থাকে (তবে হ্যাঁ যদি একটি প্রান্ত অপর কাঁধের উপর দিয়ে দেয়া হলো এবং অপর প্রান্ত ঝুলে থাকে, তবে কোন সমস্যা নেই), আঙ্গুল না মটকানো এবং এধরনের কর্ম থেকে দূরে থাকা। **বাতেনী বিনয়** হলো যে, **আল্লাহ পাকের** মহত্বের প্রতি ধ্যান করা, দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরে থাকা এবং নামাযে মন লেগে থাকা। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

নামায কেমন হওয়া উচিৎ!

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আদাবে দ্বীন"** এর ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (নামায আদায়কারীর উচিৎ যে) বিনয়ী ও **নম্রতার** অবস্থা সৃষ্টি করা এবং একাগ্রতা (অর্থাৎ অন্তরের মনযোগ) সহকারে পড়া, কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য একাগ্রতার সহিত নামায পড়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা, দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, কোরআনের তিলাওয়াতে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকবীর বলা, **বিনয় ও একাগ্রতার** সহিত রুকু সিজদা করা, সম্মান ও

www.dawateislami.net

আদবের সহিত তাসবীহ (অর্থাৎ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم ও سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى) পড়া এবং তাশাহুদ এমনভাবে পড়া যেনো **আল্লাহ পাককে** দেখছো, (**আল্লাহ পাকের** রহমতের) আশা রেখে সালাম ফিরানো, এই ভয়ে ফিরে আসা যে, না জানি আমার নামায কবুল হয়েছে, নাকি হয়নি! এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। (আদাবে দ্বীন)

হযরত হাতিম আছামের নামাযের অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "যখন নামাযের সময় হয়ে যায় তখন আমি পরিপূর্ণভাবে অযু করি, অতঃপর নামাযের স্থানে এসে বসে যাই, এক পর্যায়ে আমার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (অর্থাৎ শরীরের সকল অংশ) শান্ত হয়ে যায়, এরপর নামাযের জন্যে দাঁড়ায় এবং সম্মানিত কাবা শরীফকে চোখের সামনে, পুলসিরাতকে পায়ের নিচে, ডান দিকে জান্নাত এবং বাম দিকে জাহান্নাম, মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে আমার পেছনে মনে করি এবং নামাযকে নিজের শেষ নামায মনে করি। অতঃপর আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে সত্যিকারে তাকবীরে তাহরীমা বলি, কোরআনে করীম ধীরে ধীরে পাঠ করি। বিনয়ের সহিত রুকু এবং নম্রতার সহিত সিজদা করি। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসি, ডান পা খাঁড়া করি। (ইহয়াউল উলূম, ১/২০৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **তিনি** দাঁড়িয়ে মানুষদেরকে এরূপ ইরশাদ করতেন: "যে মুসলমান ভালো ভাবে অযু করে, অতঃপর জাহির ও বাতিনের একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" (মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার অর্থ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়) প্রসঙ্গে বলেন: **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে তা এভাবে যে, দুনিয়ায় তার নেক আমল করার তৌফিক অর্জিত হয়, মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর অটল থাকে, কবর ও হাশরে সহজভাবে পাস হয়ে যায়। হাদীসে পাকের অর্থ এটা নয় যে, শুধুমাত্র অযু করে নিলে এবং **তাহিয়্যাতুল অযুর** দুই রাকাত নামায পড়ে নিলে জান্নাতী হয়ে গেলো, (এবং) এখন আর কোন আমলের প্রয়োজন নেই, (বরং) এই ধরনের হাদীসে অর্থ এমনই হয় (যা এখনই বর্ণিত হয়েছে)।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৩৬)

বিনয় সহকারে নামায পড়া গুনাহের কাফফারা

আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি; যে মুসলমানের উপর ফরয নামাযের সময় আসে এবং সে ভালোভাবে অযু করে বিনয় সহকারে নামায পড়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে রুকু করে, তবে সেই নামায তার অতীতের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহ করে এবং তা (গুনাহ ক্ষমা হওয়ার ধারাবাহিকতা) সর্বদাই হয়ে থাকে (কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়)। (মুসলিম, ১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৪৩)

এখানে রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নামায

আল্লামা আব্দুল রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযের সকল আরকান অর্থাৎ সেই নামাযের সকল আরকান উত্তমরূপে এবং বিনয় সহকারে আদায় করা এবং সকল আরকান উত্তমরূপে আদায় করার অর্থ হলো, প্রত্যেক রুকন সম্পূর্ণ ভাবে (সুন্নাত ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য

www.dawateislami.net

রেখে) আদায় করা। (তিনি আরো বলেন:) নামায সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহের জন্যে কাফফারা হবে, কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহের জন্যে নয়, কেননা কবীরা গুনাহ নামাযের মাধ্যমে ক্ষমা হয়না (কবীরা গুনাহের ক্ষমার জন্যে তাওবা এবং এর দাবী পূরণ করতে হবে) আর এই অর্থ নয় যে, ছোট গুনাহ শুধুমাত্র সেই সময় ক্ষমা হবে, যখন বড় গুনাহ থাকবে না (বরং বড় গুনাহ থাকা অবস্থায়ও ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে), তা (গুনাহ ক্ষমার এই ধারাবাহিকতা সব সময়ই হয়ে থাকে) অর্থাৎ যদি প্রতিদিনই তার (مَعَاذَ الله) সগীরা গুনাহ সংগঠিত হতে থাকে এবং ফরয সমূহ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করে, তবে প্রত্যেক ফরযই তার পূর্বের সগীরা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। (আত তাইসির, ২/৩৫৮)

জেনে শুনে গুনাহ করা

হে ক্ষমা প্রত্যাশীগণ! নামাযের মাধ্যমে সগীরা অর্থাৎ ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়াতে مَعَاذَ الله কেউ এটা মনে করবেন না যে, সগীরা গুনাহ করতে থাকো আর নামায পড়তে থাকো, ক্ষমা হতে থাকবে। মনে রাখবেন! সগীরা গুনাহকে সগীরা অর্থাৎ ছোট মনে করার কারণে তা কঠোর কবীরা গুনাহ হয়ে যায় এবং সগীরা গুনাহকে নগন্য মনে করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুফরী। তা ভালভাবে বুঝার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ৩৮৫-৩৯৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু **"প্রশ্নোত্তর"** পাঠ করুন এবং **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন!

গুনাহের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: গুনাহ কাকে বলে? তাছাড়া কবীরা গুনাহ ও সগীরা গুনাহ গুলো কি কি? **উত্তর:** সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ২৭তম পারা সূরা নাজমের ৩২নং আয়াতের এই অংশ

www.dawateislami.net

اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ (**কানযুল থেকে অনুবাদ:** ঐসব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও অশ্লীল কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে) এর আলোকে বলেন: গুনাহ এমন কাজ, যা সম্পাদনকারী আযাবের অধিকারী হয় এবং কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, গুনাহ হচ্ছে তা, যা সম্পাদনকারী সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। অনেকের মতে: নাজায়িয কাজ করাকে গুনাহ বলা হয়। (খাযায়িনুল ইরফান, ৯৪৭ পৃষ্ঠা) ফকীহে মিল্লাত, মুফতী মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "কোন ওয়াজিব একবার বর্জন করা সগীরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) তবে শর্ত হলো, শরীয়তের বিনা কারণে হতে হবে। যেমন; একবার জামাআত বর্জন করা, একবার দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি। সগীরা গুনাহ বারবার করাতে কবীরা গুনাহ (অর্থাৎ বড় গুনাহ) হয়ে যায়। শিরক ও কুফর এবং প্রত্যেক অকাট্য হারাম সম্পাদন করা কবীরা গুনাহ (অর্থাৎ বড় গুনাহ) এবং কোন অকাট্য ফরয যেমন; নামায, রোযা এবং যাকাত ইত্যাদি আদায় না করাও কবীরা গুনাহ।" وَاللهُ اَعۡلَمُ (ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসুল, ২/৫১০)

সগীরা গুনাহ বারবার করার অর্থ

প্রশ্ন: "সগীরা গুনাহ বারবার করাতে কবীরা গুনাহ হয়ে যায়" এখানে **বারবার** দ্বারা কি উদ্দেশ্য? **উত্তর:** এখানে "বারবার" এর অর্থ হলো: দৃঢ় করে নেয়া, অটল হয়ে যাওয়া, কিছুর সাথে এমনভাবে মিশে যাওয়া যে, তা থেকে পৃথক হতে না পারা। (তাফসীরে নঈমী, ৪/১৯৩) "গুনাহ বারবার করতে থাকা" প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত রয়েছে: হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেন: বারবার এর সীমা এটাই যে, গুনাহকে লাগাতার করা এবং অন্তরে নির্ভীকতা অনুভব করা। (আশইয়াতুল লুমআত, ২/২৫৮) "**ফতোওয়ায়ে শামী**"তে রয়েছে: বারবার এর সীমা এটাই যে, গুনাহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বারবার সগীরা (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) করতে থাকা। (ফতোওয়ায়ে শামী, ৩/৫২০) যেই সগীরা গুনাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে তা থেকে তাওবা করে নেয়াতে তা থেকে (অর্থাৎ বারবার করা থেকে)

www.dawateislami.net

বেরিয়ে আসে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইস্তিগফার (অর্থাৎ তাওবা) করে নিলো, সে সেই গুনাহ বারবার করলো না, যদিও সে দিনে (৭০) সত্তর বার গুনাহ করে। (আবু দাউদ, ২/১২০, হাদীস ১৫১৪) হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক সম্পর্কে বলেন: (শর্ত হলো যে) তাওবা করার সময় গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা এবং যদি তাওবা করার সময়ই এই মনোভাব থাকে যে, গুনাহ করতেই থাকবো, তবে এটা তো তাওবা হবে না বরং (مَعَاذَ الله) ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৬৪)

সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী হলেন প্রথম খলীফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, তাঁর নাম হলো **আব্দুল্লাহ,** তাঁর উপনাম হলো **আবু বকর** এবং **সিদ্দিক** ও **আতিক** তাঁর উপাধি। **সিদ্দিক** অর্থ "অত্যধিক সত্যবাদী।" তিনি জাহেলিয়্যতের যুগেই এই উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কেননা তিনি সর্বদা সত্যই বলতেন এবং **আতিক** অর্থ: "মুক্ত।" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন: "اَنْتَ عَتِيْقٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত।" এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। (তারীখুল খুলাফা, ২৯ পৃষ্ঠা) তিনি কোরাইশ বংশীয় এবং সপ্তম পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশ **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশীয় শাজারার সাথে মিলিত হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হস্তী বর্ষের[১] প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

---

১. অর্থাৎ যেই বছর অভিশপ্ত আবরাহা বাদশাহ হাতীর বাহিনী নিয়ে কাবা শরীফের উপর আক্রমন করেছিলো। এই ঘটনাটির বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইলাহি! রহম ফরমা! খাদিমে সিদ্দিকে আকবর হোঁ,
তেরি রহমত কে সদকে, ওয়াসেতা সিদ্দিকে আকবর কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান ও মাল প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কুরবান

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **প্রিয় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমাকে কারো সম্পদ এত উপকৃত করেনি, যতটুকু আবু বকরের সম্পদ করেছে।" একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু কবর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ কেঁদে দিলেন এবং আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এবং আমার সম্পদের মালিক তো আপনিই।" (ইবনে মাজাহ, ১/৭২, হাদীস ৯৪)

ওহি আখ উনকা জো মুহ তাকে, ওহি লব কেহ মাহউ হুঁ নাত কে,
ওহি সর জো উন কে লিয়ে ঝুকে, ওহি দিল জো উন পে নিসার হে।

(হাদায়িখে বখশীশ শরীফ, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর ইমামতি করলেন

আপন উম্মতের প্রতি দয়ালু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসুস্থ হলেন এবং যখন অসুস্থতা বেড়ে গেলো তখন ইরশাদ করলেন: "আবু বকরকে নির্দেশ দাও যে, নামায পড়ায় দিতে।" হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারবেন না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আবু বকরকে নির্দেশ দাও, যেনো নামায পড়ায়। সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا পূনরায় একই অপরাগতার কথা বললেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় একই নির্দেশ দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (জাহেরী) মুবারক জীবদ্দশায় নামায পড়িয়েছেন। (বুখারী, ১/২৪২, হাদীস ৬৭৮)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ওলামায়ে কিরাম বলেন; হাদীসে পাকে এই ব্যাপারে খুবই সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সকল সাহাবা থেকে সর্বোত্তম এবং খেলাফত ও ইমামতির জন্যে সবচেয়ে বেশী হকদার ও উত্তম। (তারিখুল খুলাফা, ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠা)

ইলম মে, যুহুদ মে বে শুবহা তু সব সে বড় কর,
কেহ ইমামত সে তেরি খুল গেয়ি জাওহার সিদ্দিক।
ইস ইমামত সে খোলা তুম হো ইমামে আকবর,
থি এহি রমযে নবী কেহতে হে হায়দার সিদ্দিক। (দিওয়ানে সালেক)

সাহাবাদের মর্যাদার স্তর বিন্যাস

ফযীলত ও মর্যাদার ভিত্তিতে মাসলাকে হক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে যেই বিন্যাস রয়েছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সকল সাহাবায়ে কিরাম শ্রেষ্ঠতম ও নিম্নতম (এবং তাঁদের মধ্যে নিম্নতম কেউ নেই) সকলেই জান্নাতী, আম্বিয়া ও রাসূলগণের পর, **আল্লাহ পাকের** সকল সৃষ্টি মানব, দানব ও ফিরিশতার (অর্থাৎ মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশতাদের) চেয়ে উত্তম হলেন সিদ্দিকে আকবর, অতঃপর ফারুকে আযম, এরপর ওসমান গণী, অতঃপর মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ। যে ব্যক্তি মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে (হযরত সায়্যিদুনা) সিদ্দিক বা ফারুক رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে উত্তম বলে, সে পথভ্রষ্ট ও বদ মাযহাবী। খোলাফায়ে রাশেদীনের (অর্থাৎ চার খলিফা) পর অবশিষ্ট দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবাগণ এবং হযরত হাসান ও হোসাইন, বদরের যুদ্ধের সাহাবাগণ ও বায়আতুর রিদওয়ানের সাহাবাগণ (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এরা সকলেই **নিশ্চিত জান্নাতী**। শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এটাই যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট বেশী সম্মানীত ও মর্যাদাবান হওয়া, একে সাওয়াবের আধিক্য দ্বারাও গণ্য করা হয়। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংক্ষেপিত, ১/২৪১, ২৫৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মুস্তফা কে সব সাহাবা জান্নাতী হে লা জারাম,
সব সে রাজি হক তায়ালা সব পে হে উসকা করম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের সফরে সাদৃশ্য

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত বিষক্রিয়া প্রত্যাবর্তন করার কারণে হয়।[১] অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাত সেই সাপের বিষক্রিয়া ফিরে আসার কারণে হয়েছে, যে সাপ হিজরতের রাতে গুহায় তাঁকে দংশন করেছিলো। হযরত সিদ্দীক এর '**ফানা ফির রাসূল**' বা রাসূলের মাঝে বিলীন হওয়ার ঐ মর্যাদা অর্জিত যে, তাঁর ওফাতও **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের নমুনা স্বরূপ। সোমবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাত হয় আর সোমবার অতিবাহিত হয়ে রাতে হযরত সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাত হয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের রাতে প্রদীপে তেল ছিলো না, হযরত সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের সময় ঘরে কাফনের জন্য টাকা ছিলো না। এটাই হলো 'ফানা' (বিলীন)। (মিরাতুল মানাজীহ, ৮/২৯৫)

ওফাত শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ২২ জুমাদিউল আখির ১৩ হিজরী রোজ সোমবার ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে আরাম করছেন। (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৩/৫৫৭, নম্বর ৬৬৬৩। আত তবকাতুল কুবরা, ৩/১৫১) (আরো বিস্তারিত জানার জন্যে **সগে মদীনার** ৫৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা "**আশিকে আকবর**" অধ্যয়ন করুন)

১. যেই বিষ খায়বরের যুদ্ধের সময় যায়নব বিনতে হারিস ইহুদীয়া দিয়েছিলো। (মাদারিজুন নবুয়াত, ২/২৫০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

জো ইয়ারে গারে মাহবুবে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে
ওহি ইয়ারে মাযারে মুস্তফা সিদ্দিকে আকবর হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

গুনাহকে হালাল মনে করা

প্রশ্ন: গুনাহকে হালাল মনে করা কেমন? **উত্তর:** যেকোন **সগীরা বা কবীরা** (অর্থাৎ ছোট বা বড়) গুনাহকে **হালাল** মনে করা **কুফরি**, যখন এটা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল (অর্থাৎ কোরআনের আয়াত বা হাদীসে মুতাওয়াতির বা উম্মতের ইজমা) দ্বারা প্রমানিত হয়, অনুরূপভাবে গুনাহকে নগন্য মনে করাও **কুফরি**। (মিনাহুর রউয, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ পাকের রহমত অন্বেষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা করুন! **আল্লাহ পাক** না করুক, কুফর অবস্থায় মৃত্যু হয়ে গেলো তো কিছুই করার থাকবে না। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام **ঈমানের নিরাপত্তার** অনেক চিন্তা করতেন। যেমন দু'টি ঘটনা শ্রবণ করুন:

(১) অতঃপর কাঁদতে লাগলেন... (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাবীব আজমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যেই ব্যক্তির মৃত্যু لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله (কালিমায়ে তাওহীদের) এর উপর হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: আমার জন্য কে গ্যারান্টি দিবে যে, আমার মৃত্যু لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله এর উপর হবে। (তানবীহুল মুগতারিন, ১২১ পৃষ্ঠা)

(২) এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: আমার নিকট এই কথাটি পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে। অতঃপর বললেন: আহ! সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম, কেননা জাহান্নাম থেকে তার বের

www.dawateislami.net

হওয়াটা নিশ্চিত। (অর্থাৎ তার ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়াটা নির্ধারিত) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বললেন: **হে ভাই!** নিজের নফসকে দুনিয়াবী বিষয়ে শুধুমাত্র শরীয়তের প্রয়োজন অনুযায়ী লিপ্ত রাখো, হয়তো তোমার অলসতা অবস্থায় মৃত্যু এসে যাবে, এবং এভাবে তোমার উভয় জাহানে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى (তানবিহুল মুগতারিন, ১৬১ পৃষ্ঠা) (**"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এর বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে, কোথাও কোথাও কিছু পার্থক্য করা হয়েছে)

খোদায়া বুড়ে খাতেমা সে বাঁচানা,
পড়োঁ কালিমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মামার ইনফিরাদি কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামের ভয় বৃদ্ধি এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর মানসিকতা বানানোর জন্যে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহের জন্যে একটি মাদানী বাহার উল্লেখ করছি। ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে দিনরাত গুনাহে অতিবাহিত করতো, পিতামাতার অবাধ্যতা করে তাদের মনে কষ্ট দিতো, সমাজের লোকদের বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতো, নাটক সিনেমা দেখা, গান বাজনা শুনা তার প্রিয় কাজ ছিলো। অসৎ বন্ধুদের সহচর্যে থাকার কারণে মদ্যপান, হিরোইন এবং বিভিন্ন ধরনের নেশার অভ্যস্ত হয়ে পরেছিলো। তার এই মন্দ স্বভাবের কথা যখন তার ঐ মামা জানতে পারলো যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তখন সে তাকে অনেক বুঝালো এবং প্রবল মমতায় তাকে ব্যক্তিগত ভাবে বুঝিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার

www.dawateislami.net

জন্যে রাজি করালো এবং নিজের সাথে ইজতিমায় নিয়ে গেলো। ইজতিমা শেষেই আশিকানে রাসূলের সাথে **আল্লাহর** পথে তিন দিনের কাফেলায় সফরে রওনা হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে সেই তিন দিনে তার অযু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি এবং আরও অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো, সে তার নিজের অতীতের গুনাহের কারণে লজ্জিত হলো এবং তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়ে গেলো। সে আশিকানে রাসূলের সুন্দর চরিত্র এবং বন্ধু সুলভ আচরণে খুবই প্রভাবিত হলো এবং সাথেসাথেই ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্সের জন্যে **ফয়যানে মদীনা** গুজরাট (পাঞ্জাব) রওনা হয়ে গেলো।

বুড়ি সুহবতোঁ সে কিনারা কাশি কর, কে আচ্ছো কে পাস আ কে পা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের মধ্যে ৪০ বার বিচ্ছু দংশন করল (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ছোটবেলায় দেখা এক ইবাদতকারী মহিলার কথা আমার ভালোভাবেই মনে আছে। নামায অবস্থায় তাকে বিচ্ছু ৪০ বার দংশন করলো কিন্তু তার অবস্থা একটুও পরিবর্তন হলো না। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন আমি বললাম: আম্মা! সেই বিচ্ছুটাকে আপনি সরিয়ে দিলেন না কেন? উত্তর দিলেন: সাহেবজাদা! এখনো তুমি শিশু, এটা কিভাবে সম্ভব ছিলো! আমিতো আমার প্রতিপালকের কাজে লিপ্ত ছিলাম, নিজের কাজ কিভাবে করি? **(কাশফুল মাহজুব, ৩৩২ পৃষ্ঠা)**

নামাযে চোখ বন্ধ করো না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন নিজের চোখ বন্ধ করো না। **(মু'জামে কবীর, ১১/২৯, হাদীস ১০৯৫৬)**

www.dawateislami.net

নামাযে চোখ বন্ধ করা ইহুদিদের কাজ

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অপারগতা ছাড়া নামাযে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহে তানযিহি, কেননা এটা ইহুদিদের কাজ, অবশ্যই বিনয় বৃদ্ধি পেলে এবং অন্তর উপস্থিত থাকলে তবে চোখ বন্ধ করা মাকরূহ নয়। (ফয়যুল কদির, ১/৫৩, ৭৮৫নং হাদীসের পাদটিকা)

চোখ বন্ধ রাখা কখন উত্তম

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: নামাযে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহে তানযিহি, কিন্তু যখন খোলা রাখাতে বিনয় আসে না তখন বন্ধ করাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং উত্তম। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৪)

নামাযে এদিক সেদিক দেখার মাসআলা

নামাযে এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা মাকরূহে তাহরিমী (নাজায়িয ও গুনাহ), সম্পূর্ণ চেহেরা ফিরে গেলো বা কিছুটা এবং যদি মুখ যেন না ফিরায়, শুধুমাত্র চোখের কোণা দিয়ে এদিক সেদিক বিনা প্রয়োজনে তাকানো মাকরূহে তানযিহি এবং কোন বিশেষ কারণে হলে তবে এতে কোন সমস্যা নেই, (নামাযে) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠানোও মাকরূহে তাহরিমি (নাজায়িয ও গুনাহ)। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৬)

মনে করো আল্লাহকে দেখছো

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে এটাও রয়েছে যে: হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন যে, "ইহসান" কি? **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ অর্থাৎ (ইহসান হলো) **আল্লাহ পাকের** ইবাদত এইভাবে করো, যেনো তুমি **তাঁকে** দেখছো, যদি এটা না হয় তবে, অন্তত এটা বিশ্বাস রাখো যে, **আল্লাহ** তোমাকে দেখছেন। (বুখারী, ১/৩১, হাদীস ৫০)

www.dawateislami.net

হে গুনাহ সম্পাদনকারীরা সাবধান! "আল্লাহ দেখছেন"

হে আশিকানে নামায! ইবাদতকারীগণ এমনভাবে ইবাদত করবে, যেনো সে **রাব্বুল আলামীন**কে দেখছে। এটা একান্ত বিশেষ মধ্যে বিশেষ বান্দাদের মর্যাদা। আহ! আমাদেরও যদি এই মর্যাদা অর্জন হয়ে যায়, অন্যথায় এটাও সৌভাগ্যের বিষয় যে, নামায ও ইবাদতে এই কল্পনা নিয়ে আসা যে, **আল্লাহ পাক** দেখছেন, বরং আহ! প্রতি মূহুর্তে যদি এই মনোভাব থাকতো যে, নিশ্চয় **আল্লাহ** দেখছেন! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ** দেখছেন! সর্বাবস্থায় **আল্লাহ** দেখছেন! এতে اِنْ شَآءَ الله গুনাহ থেকে বাঁচার উপলক্ষ্য হবে। ৪র্থ পারা সূরা নিসার প্রথম আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝
(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** তোমাদেরকে সর্বদা দেখছেন।

"আল্লাহ আসমান থেকে দেখছে" বলা কেমন?

হে আল্লাহ পাককে ভয়কারীরা! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্ববস্থায় দেখছেন! তো আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক** স্থান ও দিক (**Direction**) থেকে পবিত্র। এ প্রসঙ্গে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব: **"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ১০৪-১০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

প্রশ্ন: কুদৃষ্টি প্রদানকারীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্যে এটা বলতে পারবে কি পারবে না যে, **আল্লাহ পাক আসমান থেকে দেখছে।**

উত্তর: বলা যাবে না, **এটা কুফরি বাক্য। "ফতোওয়ায়ে আলমগীরি"** ২য় খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "**আল্লাহ পাক** আসমান থেকে বা আরশ থেকে দেখছে" এরূপ বলা **কুফরি**। (আলমগীরি) তবে হ্যাঁ কুদৃষ্টি প্রদানকারী বরং যেকোন ধরনের গুনাহ সম্পাদনকারীকে এই মনোভাব দেয়া উচিৎ যে, "**আল্লাহ দেখছেন**।" যেমনটি ৩০তম পারা সূরা আলাকের ১৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۴﴾
(পারা ৩০, সূরা আলাক, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখছেন।

হাজারো হজ্জ থেকে উত্তম আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! সত্যিকারার্থে যেনো আমাদের মানসিকতায় সর্বদা এই কথাটি বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, **আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন** যদি আসলেই এই মনোভাব ভালভাবে বাস্তবায়ন হয়ে যায়, তবে আর গুনাহ হতে পারে না। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত হুসরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: "একবার বসা হাজারবার হজ্বের চেয়েও উত্তম।" এই একবার বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, সমস্ত একাগ্রতা একত্র করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজেকে উপস্থিত মনে করা (যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে দেখছেন)। (রিসালা কুশাইরিয়াহ, ৩২১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে

আহ! যদি চোখের হেফাযতের অভ্যাস হয়ে যেতো, নিশ্চয় কুদৃষ্টির শাস্তি সহ্য করা যাবে না। আল্লামা ইবনে জাওযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "**যে ব্যক্তি নামুহরিম থেকে চোখকে হেফাজত করেনি, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে।**" (বাহরুদ দুমু, ১৭২ পৃষ্ঠা)

চোখের কুফলে মদীনার একটি মাদানী উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ আরয করলো: জনাব! আমি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়তে চাই, এমন কোন বিষয় বলুন যা দ্বারা সহায়তা হবে। বললেন: এই মানসিকতা বানিয়ে রাখো যে, **আমার দৃষ্টি অপর কাউকে দেখার পূর্বে থেকেই একজন**

www.dawateislami.net

পর্যবেক্ষণকারী (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) **আমাকে দেখছেন।** (ইহয়াউল উলুম, ৫/১২৯) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দৃষ্টিকে নত রাখার অনন্য পদ্ধতি

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসসান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ঈদের নামায পড়তে গেলেন। যখন ঘরে ফিরে আসলেন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতে লাগলেন: আজ আপনি কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি চুপ রইলেন, যখন তিনি বেশী জোর করলেন তখন বললেন: **ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে, তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের পায়ের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।** (কিতাবুল ওরাআ মাআ মাওসুআতু ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/২০৫) سُبْحٰنَ اللّٰه! **আল্লাহ** ওয়ালাদের বিনা প্রয়োজনে বিশেষ করে ভিড়ের সময় এদিক সেদিক তাকানো থেকে বেঁচে থাকা এইজন্যই সাধুবাদ! যে, এমন যেনো না হয়, শরীয়তে যেটার অনুমতি নেই সেদিকে দৃষ্টি পড়ে যায়! (পূর্বেকার নেককার বান্দাদের একটি নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে) হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: নেককার ব্যক্তিরা অনর্থক এদিক সেদিক তাকানো পছন্দ করতেন না। (সাবেকা হাওয়ালা, ২০৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কেউ দেখছে না তো!

হযরত সায়্যিদুনা ফারকদ সাবাখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: মুনাফিকরা যখন দেখে যে, তাকে কেউ (মানুষ) দেখছে না, তখন সে গুনাহ করে ফেলে। **আফসোস!** সে এই বিষয়ের প্রতি তো খেয়াল রাখতো যে, মানুষ যেনো তাকে না দেখে, কিন্তু **আল্লাহ পাক দেখছে** এই বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। (ইহইয়াউল উলূম, ৫/১৩০)

www.dawateislami.net

চোপ কে লোগোঁ সে কিয়ে জিস কে গুনাহ্, ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে
আরে ওহ মুজরিম বে পরওয়া দেখ সর পে তলওয়ার হে কিয়া হোনা হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

(“**কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব**” এর বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে, মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে)

ডিজাইন বিশিষ্ট চাদর দিয়ে নামায?

“**বুখারী শরীফে**” রয়েছে: উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنۡهَا হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নকশা বিশিষ্ট চাদর পরিধান করে নামায পড়ছিলেন, এই চাদরের নকশার (ডিজাইনের) উপর দৃষ্টি পড়লো, যখন নামায শেষ করলেন তখন ইরশাদ করলেন: “আমার এই চাদর আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আবু জাহম থেকে আমবিজানিয়ার চাদর নিয়ে এসো, কেননা এই (ডিজাইন বিশিষ্ট) চাদর এখনই আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।” অপর একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে “আমি নামাযেই এর নকশা (অর্থাৎ ডিজাইন) দেখতে লাগলাম, তখন আমার ভয় হলো যে, এটা আমার নামায নষ্ট করে দিবে।”

(বুখারী, ১/১৪৯, হাদীস ৩৭৩)

পোশাকের প্রভাব অন্তরে হয়ে থাকে

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: আরবে **খামিসা** নকশা বিশিষ্ট (অর্থাৎ ডিজাইন) চাদরকে বলা হয়, এটা উলের কালো চাদর ছিলো, যা আবু জাহম رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ উপহার স্বরূপ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থাপন করেছিলো, তা জড়িয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়ছিলেন। **আমবিজানিয়া** সিরিয়ার একটি বসতীর নাম, যেখানে সাদা চাদর তৈরি হতো, সেই দিকেই এই ইঙ্গিত ছিলো। যেমন; আমাদের এখানে সুতার মসলিন বা লাইলপুরি কাপড় বেশী প্রসিদ্ধ। যেহেতু চাদর ফেরত দেয়া আবু জাহম (رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ) এর নিকট পছন্দ হতো না, তার মন খুশি করার

www.dawateislami.net

জন্যে এর পরিবর্তে অন্য চাদর চাইলেন। সূফিয়ানে কিরাম বলেন: **পোশাকের প্রভাব অন্তরে হয়ে থাকে, বিশেষত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা অন্তরকে খুব দ্রুত প্রভাবিত করে থাকে,** যেমন; সাদা কাপড়ে কালো দাগ সামান্য হলোও তবে তা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, মসজিদের মেহরাব সাদাসিধে হওয়া উত্তম, যেনো নামাযীদের মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। কিছু সূফিয়ানে কিরাম নকশা অঙ্কিত জায়নামাযের পরিবর্তে সাধারণ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া উত্তম মনে করতেন, তাদের ভিত্তি এই হাদীসের উপর। মনে রাখবেন যে, এইসব কিছু আপন উম্মতের শিক্ষার জন্যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কলব মুবারকের অবস্থা ভিন্ন, কখনো কাপড় ডিজাইনের কারণে **বিনয় ও একাগ্রতা** কমে যাওয়ার ভয় হয় আর কখনো জিহাদের ময়দানে তলওয়ারের ছায়ায় নামায পড়েন এবং একাগ্রতায় কোন প্রভাব পরেনা, কখনো মানবীয়তা আর কখনো নূরানিয়্যতের বর্হিঃপ্রকাশ। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৬৬)

ডিজাইন বিশিষ্ট পোশাকে নামায জায়িয

হে আশিকানে রাসূল! এর দ্বারা কেউ এরূপ মনে করবেন না যে, রঙ্গিন বা ডিজাইন বিশিষ্ট পোশাকে নামায পড়াই নাজায়িয! মাসআলা হলো যে, পোশাকে ডিজাইন হোক বা পকেটে কোন ভারী জিনিস বা যে কোন বস্তু যা নামাযের **বিনম্রতায়** প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম এবং সাওয়াবের কাজ।

নতুন না-লাইনে শরীফ

নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার নতুন না-লাইন শরীফ অর্থাৎ জুতা মুবারক পরিধান করেন, তা **তাঁর** ভাল লাগলে সিজদায়ে শোকর আদায় করেন এবং ইরশাদ করেন: আমি আমার **প্রতিপালকের** সামনে বিনয়ী হয়েছি, যেন **তিনি** আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়। অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাহিরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হওয়া ভিক্ষুককে সেই জুতা মুবারক দিয়ে দিলেন। অতঃপর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "আমার জন্য পুরোনো নরম চামড়ার না-লাইন (অর্থাৎ জুতা) নিয়ে নাও।" অতঃপর তা পরিধান করলেন। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দূ), ১/৫০৯)

স্বর্ণের আংটি

পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম হওয়ার পূর্বে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে স্বর্ণের একটি আংটি ছিলো, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী মিম্বর শরীফে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় আংটি খুলে ফেললেন এবং ইরশাদ করলেন: "এটি আমাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে, আমার একটি দৃষ্টি এর দিকে ছিলো আর একটি দৃষ্টি তোমাদের দিকে (অর্থাৎ উপস্থিতিদের দিকে)।" (ইহইয়াউল উলূম (উর্দূ), ১/৫০৯)

স্বর্ণ পুরুষদের জন্যে হারাম

হে আশিকানে রাসূল! পূর্বেকার পুরুষদের জন্যে স্বর্ণ জায়িয ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান হাতে রেশম নিলেন এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন অতঃপর ইরশাদ করলেন যে, "এই দুইটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম।" (আবু দাউদ, ৪/৭১, হাদীস ৪০৫৭) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২৪)

স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলো (ঘটনা)

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং এরূপ ইরশাদ করলেন যে, "কেউ কি নিজের হাতে কয়লা রাখে!" যখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চলে গেলেন, তখন কেউ বললো তোমার আংটিটি উঠিয়ে নাও এবং অন্য কোন কাজে লাগাও। সে বললো: **আল্লাহর** শপথ! আমি তা কখনো নিবো না, যা **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফেলে দিয়েছেন। (মুসলিম, ৮৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস, ৫৪৭২)

www.dawateislami.net

হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী, সব সাহাবীয়্যাত ভী জান্নাতী জান্নাতী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাখির প্রতি ভালবাসার শাস্তি (ঘটনা)

এক আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী ব্যক্তি) কোন এক জঙ্গলে দীর্ঘদিন যাবৎ **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন** এর ইবাদত করে। সে একদিন কোন একটি পাখিকে নিজের বাসায় চেচামেচি করতে দেখে মনে মনে বললো: কতই না ভাল হতো, যদি আমি ইবাদতের জন্যে সেই গাছের নিচে স্থান বানিয়ে নিই, যাতে এই পাখির আওয়াজ শুনে মুগ্ধ হতে থাকবো। অতঃপর সে এমনই করলো, তখন **আল্লাহ পাক** সেই সময়ের নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহি অবতীর্ণ করলেন: অমুক আবিদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী ব্যক্তিকে) বলে দাও: “তুমি সৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ হয়েছো (অর্থাৎ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছ) আমি তোমার মর্যাদাকে এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছি যে, এখন আর কোন আমল দিয়েও তা পাবে না।” (ইহইয়াউল উলূম (উর্দূ), ৫/১২১)

পাখি পোষা কেমন?

হে আশিকানে নামায! পাখি ইত্যাদি পোষা জায়িয। কিন্তু এই কাজে এতই মনযোগ দেয়া ঠিক নয়, যা নামাযের বিনয় এবং ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা আবশ্যক যে, খাবার-পানি ইত্যাদি এমনভাবে দেয়া, যাতে তারা কোনভাবেই আপনার কারণে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট না পায়। আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: “(পশুদেরকে) দিনে সত্তর (৭০) বার (অর্থাৎ অসংখ্যবার) খাবার খাওয়ান। অন্যথায় পোষা ও ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা কঠিন গুনাহ।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৪৪) পশুদের উপর সকল প্রকার অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, কেননা পশুদের প্রতি অত্যাচার করা মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করার চেয়েও বড় গুনাহ। মুসলমান মামলা মুকাদ্দামা ইত্যাদি করতে

www.dawateislami.net

পারে, মজলুম পশু বেচারা কার নিকট ফরিয়াদ করবে! এটাও মনে রাখবেন! যে, মজলুম পশুর বদদোয়া কবুল হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবী বাগান সদকা করে দিলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ একটি ধূসর বর্ণের কবুতর উড়ে বাইরে গিয়ে পথের সন্ধানে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো, এই দৃশ্য তাঁর খুব ভাল লাগলো, কিছুক্ষনের জন্যে তাঁর দৃষ্টি কবুতরের দিকে চলে গেলো, অতঃপর যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হলেন তখন স্মরণে এলো না যে, নামায কত রাকাত হয়েছে! তিনি বললেন: আমার সম্পদ (অর্থাৎ বাগান) আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে! সুতরাং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বলার পর আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখন সেই বাগান সদকা, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করে দিন।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১০৭, হাদীস ২২৫)

তাবেয়ী বাগান সদকা করে দিলেন (ঘটনা)

এক তাবেয়ী বুযুর্গ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নিজের খেজুর বাগানে নামায আদায় করলেন, খেজুরের গাছ ফলের (আধিক্যের) কারণে ঝুঁকে পরেছিলো, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লে দৃশ্যটা তাঁর ভাল লাগে এবং ভুলে গেলো যে, কত রাকাত পড়েছে! তিনি এই ঘটনা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে বর্ণনা করে আরয করলেন: এখন সেই বাগান সদকা, একে **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করে দিন। সুতরাং সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তা ৫০ হাজার মূল্যে বিক্রি করে দিলেন।

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৫১০)

বন্ধু অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয় কিন্তু....

হে জান্নাত প্রত্যাশীগণ! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবীয়ে রাসূল এবং তাবেয়ী বুযুর্গের নামাযের একাগ্রতায় তাদের বাগান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁরা তা **আল্লাহ**র পথে সদকা করে দিলেন! سُبْحٰنَ اللّٰه! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের নামাযের প্রতি কেমন আগ্রহ ছিলো এবং আহ! আজ আমাদের অবস্থা হলো যে, অধিকাংশরা নামাযই ভুলে বসেছে! আযানের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে আহবান তো করা হয়, কিন্তু অনুভূতি পর্যন্ত হয় না! যদি কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা কোন মন্ত্রী দাওয়াত কার্ড পাঠিয়ে দেয় তাহলে তার খুশীর সীমা থাকে না, মানুষের মাঝে এই দা'ওয়াতের কথা বলে বেড়ায় যে, অমুক তারিখ আমি অমুক মন্ত্রীর দাওয়াতে যাবো। আফসোস! দুনিয়াবী শাসকের দাওয়াতে তো গর্ব অনুভূত হয় কিন্তু নামাযের দাওয়াত প্রদানকারী (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন) **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থিতির জন্যে মসজিদের দিকে আহবান করছে, এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। যদি কোন আত্মীয় বা বন্ধু বিয়ে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়, তবে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া হয়, কেননা অনেক সময় এই ভয় থাকে যে, যদি দাওয়াত গ্রহণ করা না হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে! কিন্তু কখনো কি আপনারা এটা চিন্তা করেছেন যে, মুয়াজ্জিনের আহবান: حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة অর্থাৎ "নামাযের দিকে এসো!" শুনে যদি নামাযের দাওয়াত গ্রহণ না করি তবে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন! মনে রাখবেন!

পড়তে হে জু নামায ওহ জান্নাত কো পায়েঙ্গে, জু বে নামায হে ওহ জাহান্নাম মে জায়েঙ্গে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনয় সম্বলিত নামায দুঃখ দূর করে

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ১০৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**রাহে ইলম**" এর ৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: শিক্ষার্থীদের জন্যে উচিৎ নয় যে, তারা দুনিয়াবী

www.dawateislami.net

কাজে চিন্তা ও দুঃখ করবে, কেননা দুনিয়াবী কাজের চিন্তা করা সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর এবং এর কোন উপকারীতাই নেই, কেননা দুনিয়ার চিন্তা অন্তরকে কালো করে দেয় আর আখিরাতের চিন্তা অন্তরকে নূরানী করে দেয় এবং এই নূরের প্রভাব নামাযে প্রকাশ পায়, কেননা দুনিয়ার চিন্তা তাকে কল্যাণময় কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে আর আখিরাতের চিন্তা তাকে মঙ্গলজনক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এটাও মনে মনে রাখুন যে, **নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আদায় করা এবং ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা চিন্তা ও পেরেশানিকে দূর করে দেয়।** (রাহে ইলম)

গমে রোজগার মে তু মরে আশক বেহ রাহে হে,
তেরা গম আগর রুলাতা তো কুচ অউর বাত হুতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

উপার্জনে বরকত লাভের শক্তিশালী উপায়

এই "**রাহে ইলম**" এর ৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **রিযিক প্রশস্ততার** অর্থাৎ রোজগারে বরকত লাভের শক্তিশালী মাধ্যম হলো যে, মানুষ নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা তাদীলে আরকান (অর্থাৎ নামাযের ফরয সমূহ ধীরে ধীরে আদায়) করার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সকল ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও আদব সমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। (রাহে ইলম)

দীর্ঘায়ু পাওয়ার ১০টি উপায়

যে বিষয়াবলী দীর্ঘায়ুর কারণ, তা হলো: **(১)** নেকী করা **(২)** মুসলমানকে কষ্ট না দেয়া **(৩)** বুযুর্গদের সম্মান করা **(৪)** আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা **(৫)** প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় এই বাক্যটি তিনবার করে পড়া: سُبْحٰنَ اللهِ، مِلْءَ الْمِيْزَانِ، وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاللهُ اَكْبَرُ، مِلْءَ الْمِيْزَانِ، وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ، وَمَبْلَغَ الرِّضَا، وَزِنَةَ الْعَرْشِ **(৬)** অপ্রয়োজনে সবুজ গাছ কাটা থেকে বিরত থাকা **(৭)** পরিপূর্ণ

www.dawateislami.net

ভাবে সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অযু করা (৮) বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়া (৯) একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা আদায় করা অর্থাৎ হজ্জে কিরান করা (১০) নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই সকল বিষয় বয়স বৃদ্ধির উপায়।

(রাহে ইলম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

বান্দা কেন রাকাত ভুলে যায়?

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আযান হয় তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বায়ু নির্গত করতে করতে পালিয়ে যায়, যাতে আযান না শুনে, আযানের পর পূনরায় ফিরে আসে। আর যখন "ইকামত" হয় তখনো পালিয়ে যায়, ইকামতের পর এসে নামাযীকে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে এবং তার ভুল হওয়া বিষয় সম্পর্কে বলে: অমুক বিষয়টি মনে করো, এক পর্যায়ে নামাযীর স্মরণ থাকে না যে, সে কত রাকাত পড়েছে? (বুখারী, ১/২২২, হাদীস ৬০৮)

আযানে শয়তানকে দূর করার প্রভাব রয়েছে

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এখানে শয়তানের পালিয়ে যাওয়ার প্রকাশ্য অর্থই বুঝাচ্ছে এবং আযানে শয়তানকে প্রতিরোধের প্রভাব রয়েছে, এই জন্যেই মহামারীর প্রসার রুখতে আযান দেয়া হয়, কেননা এই মহামারীতে জ্বীনদের প্রভাব থাকে। শিশুদের কানে আযান দেয়া হয়, কেননা তাদের জন্মের সময় শয়তান উপস্থিত থাকে, যার প্রহারের কারণে শিশুরা কান্না করে। দাফনের পর কবরের সামনে আযান দেয়া হয়, কেননা তা মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা এবং শয়তানের প্ররোচনার সময়, এর (অর্থাৎ আযানের) বরকতে শয়তান পালিয়ে যাবে, তাছাড়া মৃত ব্যক্তির অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, নতুন ঘরে মন লেগে যাবে, মুনকার নাকিরের প্রশ্নের উত্তর মনে পরে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪০৯) (কবরে আযান দেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে "**ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**" ৫ খন্ডে বিদ্যমান রিসালা "اِيْذَانُ الْاَجْرِ فِيْ اَذَانِ الْقَبْرِ" অধ্যয়ন করুন)

www.dawateislami.net

নামাযে ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণে এসে যায়

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আরো বলেন: অভিজ্ঞতা হলো যে, নামাযে ঐ সকল বিষয় স্মরণ এসে যায়, যা নামাযের বাইরে স্মরণে আসে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, **আল্লাহ পাক** শয়তানকে মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষের পরীক্ষার জন্যে, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কিন্তু সেই কুমন্ত্রণা থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি পায় না। উচিৎ হয়ে যে, সেই কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা, নামায পড়তে থাকা, মাছির কারণে খাবার ছেড়ে না দেয়া।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪১০)

শয়তান সম্পদের সন্ধান দিয়ে দিলো (ঘটনা)

এক ব্যক্তি সম্পদ মাটি চাপা দিয়ে ভুলে গেলো এবং সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলো, তিনি বললেন: সারারাত নফল নামায পড়ো, তোমার মনে পরে যাবে। সেই ব্যক্তি নামায পড়া শুরু করে দিলো, তখনো কয়েক রাকাত পড়েছে মাত্র, তার স্মরণে এসে গেলো (তখন সে নফল নামায পড়া বন্ধ করে দিলো)। অতঃপর ইমাম আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বললো। তিনি বললেন: আমি জানতাম যে, শয়তান তোমাকে সারারাত নামায পড়তে দিবে না এবং তোমাকে তোমার সম্পদের সন্ধান জানিয়ে দিবে, যাতে তুমি নামায ছেড়ে দাও। (আল খাইরাতুল হিসান, ৭১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে এটা প্রকাশ হলো যে, ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে **বিনয় ও** একাগ্রতা সহকারে নফল নামায পড়েছিলো এবং তার কাজ হয়ে গেলো। এটা মনে রাখবেন! যখন কোন দুনিয়াবী কাজের জন্যে কোন অযিফা পড়বে, তবে তাতে সাওয়াবের নিয়্যত করাও উচিৎ, যেমন; উপার্জনে বরকত, রোগ থেকে আরোগ্য, ঋণ আদায়, সন্তান হওয়া বা বিয়ের সম্বন্ধ ইত্যাদির জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

কাফেলায় সফর করুন বা কোন অযিফা আদায় করুন তবে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যত অবশ্যই করুন, **আল্লাহ পাক** চাইলে কাজও হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সালাতুল হাজত ইত্যাদি আদায়েও সাওয়াবের নিয়্যত করা উচিৎ।

নামাযের রাকাতের সংখ্যা ভুলে গেলে কি করবে?

"বাহারে শরীয়তে" রয়েছে: ❋ যার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়, যেমন; তিন রাকাত হয়েছে নাকি চার রাকাত আর বালিগ হওয়ার (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার) পর এটা যদি প্রথম ঘটনা হয় তবে সালাম ফিরিয়ে বা এমন কোন নামাযের পরিপন্থি কাজ করে নামায ভঙ্গ করে দিবে বা মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী পড়ে নিবে কিন্তু সর্বাবস্থায় এই নামায আবারো নতুনভাবে পড়ে নিবে। শুধুমাত্র ভঙ্গের নিয়্যত যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ নামায ভঙ্গের কাজ করতে হবে) আর যদি এই সন্দেহ প্রথমবার নয় বরং এর পূর্বেও হয়েছে, তবে প্রবল ধারণা যেদিকে হবে, তাই আমল করবে, অন্যথায় কমের দিকটা গ্রহণ করবে অর্থাৎ তিন এবং চার রাকাতে সন্দেহ হলে তিন রাকাতকে প্রাধান্য দিবে, দুই এবং তিন রাকাতে সন্দেহ হলে দুই রাকাতকে, وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس (অর্থাৎ এমনই ভাবে) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ উভয়েই কা'দা করবে যে, তৃতীয় রাকাতটাই চতুর্থ রাকাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চতুর্থ রাকাতের বৈঠকের পর সিজদা সাহু করে সালাম ফিরিয়ে নিবে এবং প্রবল ধারণাকে প্রাধান্য দেয়া অবস্থায় সিজদা সাহু দিবে না কিন্তু চিন্তা করার কারণে কিছুক্ষণ সময় এক রুকনের মাঝে (অর্থাৎ তিন বার سُبْحٰنَ الله বলা সময় পর্যন্ত) অপেক্ষা করেছে তবে এর জন্য সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়ে গেলো। ❋ নামায সম্পন্ন করার পর সন্দেহ হলে এর কোন ভিত্তি নেই এবং নামাযের পর নিশ্চিত হলো যে, কোন ফরয রয়ে গেছে কিন্তু এতে সন্দেহ যে, তা কোনটা, তবে পূনরায় পড়া ফরয। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭১৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সে ইন্টারনেটের বিরূপ ব্যবহার করতো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অযু, গোসল, এবং নামাযের মাসআলা শিখার প্রেরণা পেতে, নিজের মাঝে **খোদাভীতি** বৃদ্ধি করতে, গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং নিজেকে জান্নাতের পথে পরিচালনার মানসিকতা সৃষ্টি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। উৎসাহের জন্যে একটি **মাদানী বাহার** শুনুন: যেমন; করাচির এলাকা আওরঙ্গি টাউনের অধিবাসী এক ইসলামী ভাই রাত-দিন গুনাহে লিপ্ত থাকতো, স্নোকার, ক্রিকেট ইত্যাদিতে জুয়া খেলতো, অসৎ বন্ধুদের সাথে মিলে সিনেমা দেখতো এবং নিজের কম্পিউটারে অশ্লীল ছবি দেখতো। বর্ণনা প্রদানের প্রায় চার পাঁচ বছর পূর্বের কথা যে, একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করছিলো এবং বিভিন্ন ওয়েব সাইট খুলে রেখেছিলো, হঠাৎ একটি বয়ান অনলাইন হলো। সে পরবর্তী পেইজে চলে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু বয়ানকারীর বলার ধরন তার হাতকে থমকে দিলো, সে বয়ান শুনতে লাগলো, মুবাল্লিগ খোদাভীতি প্রদর্শন করছিলো। বয়ান শুনতে শুনতে সেও নিজের গুনাহকে স্মরণ করে লজ্জিত হতে লাগলো, সে এই বয়ান শুনে প্রভাবিত হলো। আরো জানতে পারলো যে, এটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সাহারায়ে মদীনা টোল প্লাজা করাচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই ইজতিমায় গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হওয়ার পর গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, এভাবেই তার তাওবা করার সুযোগও হয়ে গেলো। তাছাড়াও সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য বরকত দেখলো, যেমন; একবার সে স্বপ্নে দেখলো যে, **মসজিদে নববী শরীফে** প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা লাগানো হয়েছে এবং ইসলামী ভাইয়েরা কোরআনে পাক পড়ছে। একবার দেখলো যে, **মসজিদে নববী শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** বয়ান করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এলাকা পর্যায়ে **মাদানী ইনআমাতের** যিম্মাদারীও পেলো এবং

www.dawateislami.net

প্রায় এগারো মাস অটলতার সহিত প্রতি মাসে **কাফেলায়** সফর করার সৌভাগ্যও নসীব হলো।

তেরা শোকর মাওলা দিয়া মাদানী মাহোল,
না ছুটে কভি ভি খোদা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়ে, তখন চলে যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় এই ধারণা রেখে নামায পড়ো যে, এখন আর কখনো দ্বিতীয়বার নামায পড়তে পারবে না। (জামেয়ে সগীর, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৬)

নামাযের সময় নিজের প্রত্যেক কিছুকে বিদায় বলুন!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো, যে নিজের নফসকে ত্যাগ করেছে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের জীবনকে বিদায় দিয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছে। (ইহইয়াউল উলূম, ১/২০৫)

হযরত সায়্যিদুনা বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি চাও যে, তোমার নামায তোমাকে উপকৃত করুক, তবে (নামায শুরু করার পূর্বে) এরূপ বলো: সম্ভবত আমি এই নামাযের পর দ্বিতীয়বার নামায পড়তে পারবো না।

(কসরুল আমল মাআ মাওসুআতি লিইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/৩২৮, হাদীস ১০৪)

এটা আমার জীবনের শেষ নামায

নামাযের সময় মৃত্যুকে স্মরণ করুন এবং এই মানসিকতা সৃষ্টি করুন যে, এটা আমার জীবনের শেষ নামায। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের নামাযে মৃত্যুকে স্মরণ করো, কেননা যখন কোন ব্যক্তি নিজের নামাযে

মৃত্যুকে স্মরণ করে, তবে সে অবশ্যই উত্তমভাবে নামায পড়বে এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো, যার আশা নেই যে, সে আবার নামায আদায় করতে পারবে।”

(কানযুল উম্মাল, ৭/২১২, হাদীস ২০০৭৫)

মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় প্রত্যেক নামাযির কোন না কোন নামায তো জীবনের শেষ নামায হবেই, সুতরাং প্রত্যেক নামাযে মৃত্যুর স্মরণ এসে গেলে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাছাড়া মৃত্যুর স্মরণ সম্পর্কে হাদীসে মুবারাকায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, এপ্রসঙ্গে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬ টি বাণী শুনুন: **(১)** স্বাদ নিঃশেষকারীকে অধিকহারে স্মরণ করো। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৯৫, হাদীস ৪২৫৮) অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করে স্বাদকে স্বাদহীন করে দাও, যাতে তার প্রতি মন না ঝুঁকে এবং তুমি একাগ্রতার সহিত **আল্লাহ পাকের** প্রতি মনযোগী হয়ে যাও।

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৭৭)

(২) যদি প্রাণীরা মৃত্যু সম্পর্কে জানতো তবে

যদি প্রাণীরা মৃত্যু সম্পর্কে তা জানতো, যা মানুষেরা জানে, তবে তোমাদের খাওয়ার জন্য কোন মোটাতাজা প্রাণী পেতে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫৩, হাদীস ১০৫৫৭)

(৩) মৃত্যুকে বিশবার স্মরণ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শহীদদের সাথে কি অন্য কাউকে উঠানো হবে? ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ! তাকে, যে দিনরাতে বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে।” (কু'তুল কুলূব, ২/৪৩) এই ফযীলতের কারণ হলো যে, মৃত্যুর স্মরণ এই ধোঁকাবাজ দুনিয়া থেকে দূরে রেখে আখিরাতের প্রস্তুতির আগ্রহ প্রদান করে আর মৃত্যুকে স্মরণ না করা দুনিয়াবী চাহিদায় লিপ্ত করে দেয়। (ইহইয়াউল উলূম, ৫/১৯৩)

www.dawateislami.net

(৪) মৃত্যু মুসলমানদের জন্যে কাফফারা

اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ মৃত্যু প্রত্যেক মুসলামনদের জন্যে কাফফারা স্বরূপ। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৭১, হাদীস ৯৮৮৬) এখানে পাকাপোক্ত মুসলমানই উদ্দেশ্য, যার হাত এবং মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে, তাছাড়া এখানে মুমিন সূলভ চরিত্রও অন্তর্ভূক্ত এবং গুনাহের ময়লা আবর্জনা না থাকা অর্থাৎ কবীরা (বড় বড়) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং ফরয সমূহ আদায়ের প্রতি সজাগ থাকা যে, যদি সগীরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) হয় তবে মৃত্যু সেই গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দিয়ে তাকে পবিত্র ও পরিছন্ন করে দেয়। **(ইহইয়াউল উলূম, ৫/১৯৩)**

(৫) মনোরম বৈঠক

হুযুরে করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বৈঠকের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যাতে হাসির উচ্চ আওয়াজ হচ্ছিলো, ইরশাদ করলেন: নিজেদের মজলিসে (অর্থাৎ বৈঠকে) মজাকে নিঃশেষ করারও আলোচনা করো। তারা আরয করলো: মজাকে নিঃশেষকারী জিনিস কি? ইরশাদ করলেন: মৃত্যু।

(যিকরুল মউত মাআ মওসুআতে লিল ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৫/৪২৩, হাদীস ৯৫)

(৬) অতঃপর তার মর্যাদা এটা নয়

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, তখন লোকেরা তার খুবই প্রশংসা করলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে মৃত্যুকে কিরূপ স্মরণ করে? লোকেরা আরয করলো: আমরাতো শুনিনি যে, সে মৃত্যুকে স্মরণ করে। ইরশাদ করলেন: অতএব তার মর্যাদা এটা নয়।

(ইহইয়াউল উলূম, ৫/১৯৪)

www.dawateislami.net

মৃত্যু সম্পর্কে আম্বিয়া ও আউলিয়া কিরামের কিছু ঘটনাবলী ও বাণী

(১) **আল্লাহ পাকের** সম্মানীত নবী সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে যখন মৃত্যুর কথা বলা হতো তখন তার চামড়া মুবারক থেকে রক্তের ফোঁটা বের হতো।

(২) **আল্লাহ পাকের** সম্মানীত নবী সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام যখন মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করতেন তখন এমনভাবে কান্না করতেন যে, শরীরের জোড়া সমূহ স্ব-স্থান হতে সরে যেতো, অতঃপর যখন **আল্লাহ পাকের** রহমতের আলোচনা করতেন, তখন পূনরায় স্ব-স্থানে ফিরে আসতো।

(৩) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন রাতে ওলামায়ে কিরামদের একত্রিত করতেন, অতঃপর পরস্পর মিলে কবর ও আখিরাত এবং মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতেন, অতঃপর তারা এমনভাবে কান্না করতেন, যেনো তাদের সামনে জানাযা রাখা আছে।

(৪) তাবেয়ী বুযুর্গ সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনে নিয়েছে, তার উপর দুনিয়ার বিপদ ও দুঃখ হালকা হয়ে যায়।

(৫) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম তাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুইটি জিনিস আমার থেকে দুনিয়ার স্বাদ হারিয়ে দেয়, একটি হলো মৃত্যুর স্মরণ এবং দ্বিতীয়টি হলো **আল্লাহ পাকের** দরবারে দন্ডায়মান হওয়ার (খেয়াল)। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮০)

(৬) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করা হতো, তখন তার শরীরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে যেতো।

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮০)

জীবিত মানুষ কবরে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা রবিই বিন খোশাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ঘরে একটি কবর খনন করে রেখেছিলেন। যখন কখনো নিজের অন্তরে কঠোরতা অনুভব করতেন,

www.dawateislami.net

তখন তাতে শুয়ে পরতেন এবং যতক্ষণ **আল্লাহ পাক** চাইতেন সেখানে থাকতেন, অতঃপর এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করতেন:

رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ৯৯-১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে পূর্নবার ফেরত পাঠান। হয়তো আমি তখন কিছু পূণ্য অর্জন করবো তাতেই, যা আমি ছেড়ে এসেছি।

তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন অতঃপর বলতেন: হে রবীই! তোমার **প্রতিপালক** তোমায় পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এবার আমল করো। (ইহইয়াউল উলূম, ৫/৫৯২)

মাটির আশ্চর্য্য হওয়া

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন হারব নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মাটি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চার্য্যবোধ করে, যে ব্যক্তি নিজের জন্যে বিছানা বিছায় এবং এর নিম্নভূমি ঠিক করে এবং মাটি বলে: হে মানব! আমার ভেতর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পঁচতে গলতে হবে, সেটাকে স্মরণ করো না কেন! তখন তোমার এবং আমার মাঝে কোন কিছু থাকবে না। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৫৯৩)

উচ্চ আকাংখা নেকীর পথে প্রতিবন্ধক (ঘটনা)

হুযুরে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাশায়িখে কিরামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একবার (জামাআতের জন্যে) “ইকামাত” বললেন, অতঃপর এক ব্যক্তিকে বললেন: সামনে অগ্রসর হোন এবং আমাদের নামায পড়িয়ে দিন। তিনি আরয করলেন: “আমি আপনাদেরকে এই নামায তো পড়িয়ে দিবো কিন্তু আগামীতে আর পড়াবো না।” হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: (বুঝা যাচ্ছে যে) আপনি আপনার মনে এই ধারণা বানিয়ে রেখেছেন যে, আরেকটি নামায পড়ানো পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন! আমরা উচ্চ আকাংখা থেকে **আল্লাহ পাকে**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা “উচ্চ

www.dawateislami.net

আকাংখা" উত্তম আমলের (অর্থাৎ নেকী সমূহের) প্রতিবন্ধক।

(কসরুল আমিল মাআ মাওসুয়াতে ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/৩২৭, হাদীস ১০২)

হে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত বান্দারা! ইমাম হওয়া ব্যক্তি যা বললো যে, আমি আপনাদের কথা মেনে নিয়ে শুধুমাত্র একবার নামায পড়িয়ে দিবো, সেই ব্যাপারে বললেন যে, আচ্ছা! তবে আপনি আপনার এই নামাযকে শেষ নামায মনে করছেন না, আরো কিছুদিন জীবিত থেকে আরো নামাযের সুযোগও পাবেন, আপনি এরূপ উচ্চ আকাংখা করলেন এবং মৃত্যুকে ভুলে গেলেন!

আমার তাড়া আছে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা সুহাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি বনু তামিম গোত্রের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, তিনি বলেন: আমি তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গিয়েছিলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন, তিনি সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করে আমার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন: **"আমার তাড়া আছে!** দ্রুত আপনার জরুরী কথা বলুন!" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিসের তাড়া আছে? বললেন: "**আল্লাহ পাক** আপনার উপর দয়া করুন, **আমার তাড়া আছে!** কখন যে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام (রুহ কবয করার জন্যে) এসে যায়"। অতঃপর আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম এবং তিনি পূনরায় নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। **(ইহইয়াউল উলূম, ৫/৫০৬)**

জানিনা মুখের গ্রাস কণ্ঠনালির নিচে নামবে, নাকি নামবে না!

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দা হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি নিশ্বাসও ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত হওয়ার পক্ষে ছিলেন না! তার এই মানসিকতা ছিলো যে, হয়তো মৃত্যু এখনই চলে আসবে! সুতরাং যতটুকু সম্ভব নেকী অর্জন করে নিই, কেননা মৃত্যুর পর এই সুযোগ পাওয়া যাবে না। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর কোন মূহুর্তই **আল্লাহ পাকে**র যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হতো না। মনে রাখবেন! "উচ্চ আকাংখা" আখিরাতের জন্যে ক্ষতিকারক, এই ধারণা মানুষকে কখনোই ছাড়বে না যে, এখনো তো অনেক সময় পরে আছে, অমুক অমুক নেকী পরে করে নিবো! বিশ্বাস করুন, আমাদের জীবন হলো তাই, যা আমরা বেঁচে ছিলাম, এখন ভবিষ্যতে একটি মূহুর্তও জীবিত থাকার গ্যারান্টি কারো কাছে নেই। এপ্রসঙ্গে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৮১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**ইহইয়াউল উলূম** (উর্দু)" ৫ম খন্ডের ৪৮৫ এর একটি অত্যন্ত শিক্ষনীয় হাদীসে মুবারকা শ্রবণ করুন: হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: যে হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবেত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে একমাসের বাকীতে ১০০ দিনারের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করলেন, তখন আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে: তুমি কি উসামার ব্যাপারে আশ্চর্য হওনি যে, সে এক মাসের জন্যে বাকী নিয়েছে! নিশ্চয় সে **উচ্চ আকাংখা** করছে, সেই সত্তার শপথ যার কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! আমি যখনই চোখের পলক ফেলি তখন এটা ধারণা করি যে, উভয় পলক মিলিত হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাক** আমার রূহ কবয করে নিবেন এবং যখনই দৃষ্টি উঠাই তখন এটা ধারণা করি যে, দৃষ্টিকে নিচের দিকে করার পূর্বেই রূহ কবয করে নিয়ে যাওয়া হবে আর যখনই মুখে কোন গ্রাস উঠাই, তখন আমার এই ধারণা থাকে যে, গিলার পূর্বেই মৃত্যু আসার কারণে কন্ঠনালিতেই আটকে যাবে। অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে ইবনে আদম! (অর্থাৎ আদম সন্তান!) যদি তোমরা জ্ঞান রাখো, তবে নিজেকে মৃতদের গন্য করো, সেই সত্তার শপথ যার কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! নিশ্চয় যে কাজের জন্য তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করা হয়েছে[১] তা অবশ্যই আসবে এবং তোমরা (**আল্লাহ পাককে**) অপারগ করতে পারবে না।"

---

১. হোক তা কিয়ামতে বা মরণের পরে উঠানো অথবা হিসাব কিংবা সাওয়াব ও আযাব।
(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৩/২১৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ সুন্দরভাবে আমাদেরকে "উচ্চ আকাংখা" করা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

আগা আপনি মউত সে কোয়ি বশর নেহি,
সামান সো বরস কে হে পল কি খবর নেহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত এবং **"উচ্চ আকাংখার"** বিপদ থেকে সতর্ককারী আরও কিছু ঘটনা শুনুন এবং নিজের আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করুন:

রাত হলো তবে সকালের আকাংখা করো না!

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا কে ইরশাদ করলেন: যখন তুমি সকাল করবে তখন তোমার অন্তরে রাতের খেয়াল যেনো না আসে এবং যখন রাত করবে তখন সকালের আশা রাখিও না আর নিজের সুস্থতা থেকে অসুস্থতার জন্য এবং জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু পাথেয় নিয়ে নাও। হে **আল্লাহর** বান্দা! তোমরা জানো না যে, আগামী কাল কি নামে ডাকা হবে। **(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮৪)**

আজকের "জনাব" কালকের "মরহুম"

হে শীঘ্রই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারীরা! এই বর্ণনায় কিরূপ শিক্ষনীয় মাদানী ফুল রয়েছে। আজ যদিও বা আমাদেরকে **"জনাব"** বলে ডাকা হচ্ছে কিন্তু হতে পারে কালকে আমাদের নামের সাথে **"মরহুম"** উপাধি লাগিয়ে দেয়া হবে!

সুবহে হুতি হে শাম হোতি হে,
ওমর ইউঁ হি তামাম হোতি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তোমরা দুনিয়াদার হয়ো না

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের ব্যাপারে আমার দু'টি বিষয়ে বেশি ভয় হয়: (১) প্রবৃত্তির আনুগত্য এবং (২) উচ্চ আকাংখা। প্রবৃত্তির আনুগত্য সত্যের পথে বাধা প্রদান করে আর উচ্চ আকাংখা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার উপলক্ষ্য। অতঃএব ইরশাদ করেন: শুনে নাও! নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** দুনিয়া তাকেও দেন যাকে ভালবাসেন এবং তাকেও দেন যাকে অপছন্দ করেন আর যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে ঈমানের দৌলত দান করেন। শুনে নাও! কিছু লোক দ্বীনদার হয়ে থাকে আর কিছু দুনিয়াদার, সুতরাং তোমরা দ্বীনদার হও, দুনিয়াদার হয়ো না, শুনো! দুনিয়া পিঠ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে আর আখিরাত সামনে থেকে আসছে, শুনো! তোমরা আমলের দিনে রয়েছো যাতে কোন "হিসাব" নেই এবং অতি শীঘ্রই তোমরা এমন হিসাবের দিনের সম্মুখীন হবে যাতে কোন "আমল" হবে না। (কসরুল আমলে মাআ মাওসুআতে ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/৩০৩, হাদীস ৩)

দ্বীনদার ও দুনিয়াদারের পরিচয়

হে দ্বীন ইসলামের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা শিক্ষনীয় মাদানী ফুলে পরিপূর্ণ। এতে আমাদের "দ্বীনদার" হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং "দুনিয়াদার" হওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে। দ্বীনদার হলো সেই, যে জাহেরী ও বাতেনী (অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) উভয় ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান পালন করে, বিশুদ্ধ অপরগতা ব্যতীত জেনে শুনে ফরয ও ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বর্জন করে না। মনে রাখবেন! যার প্রকাশ্য পোশাক দ্বীনদারের ন্যায়, যেমন; দাড়ি, পাগড়ী এবং সুন্নাত অনুযায়ী পোশাক পরিহিত থাকে, নামায রোযাও নিয়মিত আদায় করে, যাকাতও পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, কিন্তু শরয়ী কোন অপরগতা ছাড়া নামাযের জামাআত বর্জন করে, মিথ্যা, গীবত, চুগলী (পরনিন্দা), ওয়াদা খেলাফী, গালিগালাজ ইত্যাদি গুনাহ সম্পাদন করে, বন্ধুদের সাথে যদিও

www.dawateislami.net

মিশুক এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলে কিন্তু পরিবার ও প্রতিবেশীদের মুখের ভাষা দ্বারা কষ্ট দেয়, সিনেমা নাটক দেখে, গান বাজনা শুনে, কুদৃষ্টি দেয়, এরূপ ব্যক্তি কখনোই "দ্বীনদার" হতে পারে না বরং সে তো ফাসিক এবং খাঁটি দুনিয়াদার।

আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথরা,
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা দেয়। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি কাঠের টুকরো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার তিনটি কাঠের টুকরো নিলেন, একটি নিজের সামনে পুঁতলেন, দ্বিতীয়টি তার পাশে এবং তৃতীয়টি কিছুটা দূরে, অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জানো এগুলো কি? তারা আরয করলেন: اَللهُ اَعْلَمُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَم অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: "একটি টুকরো হলো **মানুষ** এবং দ্বিতীয় টুকরোটি হলো **মৃত্যু** এবং তৃতীয় টুকরোটি হলো **আশা**, মানুষ আশার দিকে হাত বাড়ায় কিন্তু আশার পরিবর্তে মৃত্যুই তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়।"

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮)

বার্ধক্য মৃত্যুর নিকট পৌঁছে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এটা হলো মানুষ আর এটা হলো মুক্তো, যা তার আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে, এরপরে বার্ধক্য এবং বার্ধ্যকের পর আশা, সুতরাং মানুষ আশা করে রাখে, অথচ মুক্তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যেই মৃত্যুকে নির্দেশ দেয়া হয়, সে বান্দাকে নিজের কবজায় নিয়ে নেয়, যদি তা থেকে বেঁচে যায়, তবে **বার্ধক্য তাকে মেরে ফেলে** এবং সে "আশার" অপেক্ষায় রয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮৬)

www.dawateislami.net

তুঝে পেহলে "বাচপন" নে বরসো খিলায়া   "জাওয়ানি" নে ফির তুঝ কো মজনুঁ বানায়া।
"বুড়াপে" নে ফির আ কে কিয়া কিয়া সাতায়া   "আজল" তেরা করদে গী বিলকুল সাফায়া।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে,
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহি হে।

শব্দার্থ: **মজনু** পাগল, **আজাল:** মৃত্যু, **সাফায়া:** কোন জিনিসকে থাকতে না দেয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কে জান্নাতে যেতে চায়?

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হতে বর্ণিত যে, একবার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি সবাই জান্নাতে যেতে চাও? তাঁরা আরয করলো: জ্বি হ্যাঁ। তখন ইরশাদ করলেন: নিজেদের আশা আকাংখাকে সংকীর্ণ করো, মৃত্যুকে চোখের সামনে রাখো এবং **আল্লাহ পাক**কে লজ্জা করার হক আদায় করো। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৮৭)

সেই দুনিয়া থেকে আশ্রয়, যা আখিরাতের কল্যাণে প্রতিবন্ধক

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করতেন: **ইয়া আল্লাহ!** আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই দুনিয়া থেকে, যা আখিরাতের কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই জীবন থেকে, যা উত্তম মৃত্যুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই আশা আকাংখা থেকে, যা নেক আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (ইহইয়াউল উলূম, ৫/৪৮৭)

সাবধান! সুস্থতা থেকে ধোকা খেয়োনা!

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদুল্লাহ বিন সুমাইত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন যে, আমি আমার পিতাকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে এরূপ বলতে শুনেছি: হে দীর্ঘ সুস্থতার ব্যাপারে ধোঁকা খাওয়া ব্যক্তিগণ! তোমরা কি কাউকে রোগ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে দেখনি? হে দীর্ঘ

www.dawateislami.net

অবকাশ পাওয়ার ব্যাপারে ধোকা খাওয়া ব্যক্তিগণ! তোমরা কি অবকাশ ব্যতীত (অর্থাৎ হঠাৎ) কাউকে মৃত্যুবরণ করতে দেখনি? যদি তোমরা নিজেদের দীর্ঘ বয়সের ব্যাপারে চিন্তা করো তবে পূর্বের স্বাদ সমূহ ভুলে যাবে, তোমাদেরকে সুস্থতা ধোকায় ফেলেছে বা দীর্ঘদিন নিরাপত্তার সহিত অতিবাহিত করাতে গর্ব করছো অথবা মৃত্যুর প্রতি ভয়হীন হয়ে গেছো নাকি মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি সাহসী হয়ে গেছো! (মনে রেখো!) যখন **মালাকুল মউত** তাশরীফ নিয়ে আসবে তখন তোমাদের কোন সম্পদ এবং অধিক লোকজনও তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। তোমরা কি জানো না যে, মৃত্যুর সময়টা খুবই কষ্টদায়ক, কঠিন এবং অবাধ্যতার জন্য লজ্জিত হওয়ার। অতঃপর বললেন: **আল্লাহ পাক** সেই বান্দার উপর দয়া করুক, যে মৃত্যুর পর কাজে আসার আমল করে এবং সেই (বান্দার) প্রতিও দয়া করুক, যে মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজের হিসাব করে নেয়। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৯১)

হে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীতরা! আল্লাহ পাক আমার উপর এবং আপনাদের সকলের উপর দয়া করুক। আমিন। আসলেই মানুষের শারীরিক শক্তি, দুনিয়াবী সম্পদ, মন্ত্রীত্ব ও রাজত্ব এবং শান ও মান সবকিছু দুনিয়াতেই রয়ে যাবে। নিশ্চয় পৃথিবীর বড় বড় সম্পদশালীরা দুনিয়া থেকে যাওয়ার পর অধিকাংশই শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে রয়ে যায়। "সোশ্যাল মিডিয়া"য় আরবের এক বিশিষ্ট সম্পদশালীর ব্যাপারে তার নির্জন কবরের চিত্র সহ বিস্তারিত বিবরণ দেখলাম, সেই ব্যক্তির নাম গোপন করে শব্দ পরিবর্তনের সহিত শিক্ষা অর্জনের জন্যে তার বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। আহ! আমরা যেনো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি!

কূয়েতের এক সম্পদশালী ব্যবসায়ী

কূয়েতের এক ব্যবসায়ীর নিকট ২০০৮ সালে প্রায় ১৪ কোটি ডলার ছিলো। যখন কিছুদিন পর তার ইন্তিকাল হলো তখন তার সম্পদের বিবরণ কিছুটা এরূপ বর্ণনা করা হলো: কূয়েতের ব্যাংকগুলোতে নগদ ১২ কোটি ডলার, ৩৩টি তেল

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

পরিবাহী জাহাজ, সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হোটেল "যে'ন টেলিকম" এর অর্ধেক মালিক, কুয়েত, মালিশিয়া, দুবাই, ফ্রান্স, ইতালি এবং লন্ডনে ২০টির চেয়েও বেশি আকাশচুম্বী দালান। সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজে তার কবরের ছবি দেখিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এত বড় সম্পদশালী ব্যক্তি এখন এই সংকীর্ণ কবরে আরাম করছেন!

হুসনে জাহির পর আগার তু জায়ে গা, আলামে ফানি সে ধোকা খায়ে গা।
ইয়ে মুনাক্কাশ সাঁপ হে ঢস জায়ে গা, কর না গাফলত ইয়াদ রাখ পাচতায়ে গা।
এক দিন মরনা হে আখির মউত হে,
করলে জু করনা হে আখির মউত হে।

শব্দার্থ: হুসনে জাহির: প্রকাশ্য সৌন্দর্য। **আলামে ফানি:** ধ্বংসময় দুনিয়া। **মুনাক্কাশ:** ডিজাইনকৃত।

তোমাকে প্রকাশ্য সৌন্দর্য ধোঁকায় ফেলেছে!

সাহাবী ইবনে সাহাবী, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের খুতবায় বলতেন: কোথায় সেই সুদর্শন চেহারার অধিকারীরা, যারা নিজেদের যৌবন নিয়ে গর্ব করতো! কোথায় সে বাদশাহরা, যারা শহর বানিয়েছে এবং শক্ত দেয়াল দ্বারা সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছে! কোথায় সে সিপাহ সালার (Commander), যারা যুদ্ধের ময়দানে সফলতা অর্জন করতো, সময় তাদেরকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে, তারা এখন কবরের সংকীর্ণ এবং অন্ধকার গহ্বরে পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো! অতঃপর মুক্তি অতঃপর মুক্তি।

(ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৫/৪৯৫)

ইয়ে হি তুঝকো ধুন হে রহোঁ সব সে বালা হো যি'নাত নিরালি হো ফ্যাশন নিরালা
জিয়া করতা হে কিয়া ইউঁহি মরনে ওয়ালা তুঝে হুসনে জাহির নে ধোকে মে ঢালা
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরাত কি জা হে তামাশা নেহি হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

উচ্চ আকাংখা থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে স্থাপন করার চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি নেই, কেননা যে মরে গেছে তার চেহারা ও আকৃতি মনে করা, তাকে মৃত্যু এমন সময়ে নিয়ে গিয়েছিলো যা তার ধারনায়ও ছিলো না অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে গিয়েছিলো, অবশ্যই যারা মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিলো, সে বড় সফলতা পেয়েছে আর **উচ্চ আকাংখার** ধোকায় লিপ্ত ব্যক্তি অনেক বড় ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মানুষ প্রতিটি মূহুর্তে নিজের শরীরের ব্যাপারে এরূপ চিন্তা ভাবনা করে যে, আমার শরীরকে পোকা কিভাবে খাবে, কিভাবে আমার হাঁড়গুলো ছড়িয়ে পরবে তাছাড়া এভাবে চিন্তা করবে যে, জানিনা পোকা প্রথমে আমার ডান চোখের মণি খাবে নাকি বাম চোখের মণি খাবে, আহ! আমার শরীর পোকা মাকড়ের খাবারে পরিণত হবে। আমাকে শুধুমাত্র সেই ইলম ও আমল উপকৃত করবে, যা আমি একনিষ্ঠ ভাবে **আল্লাহ পাকের** জন্য করেছি। এরূপ চিন্তা অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ সতেজ রাখবে এবং এর প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত করবে। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দূ), ৫/৪৯৯)

কাশ! আত্তার কা হো তাইবা মে, তেরে জলওয়ঁ মে ইন্তিকাল আক্বা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কার কবর জান্নাতের বাগান হবে?

নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকে মৃত্যুর স্মরণ ভীত সন্ত্রস্ত করে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে।"

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ২/১৪, হাদীস ৩৫১৬)

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! নিশ্চয় সেই ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান, যে উচ্চ আকাংখা করা থেকে বিরত থাকে, মৃত্যুর স্মরণ যাকে ভীত করে রাখে, যে মন্দ মৃত্যুর ভয়, কবরের অন্ধকার এবং এর ভয়াবহতার ভয়ে ভীত থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

আন্ধেরি কবর কা দিল সে নেহি নিকালতা ডর
করোঙ্গা কিয়া জু তু নারাজ হো গেয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

আমাদের কি হয়ে গেলো?

হে আল্লাহ পাকের রহমত প্রত্যাশী! উচ্চ আকাংখার কারণে জীবনের সময়কে অলসতায় পর্যবসিত করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে, মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে স্থাপন করতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ পেতে আশিকানে রাসূলের সহচর্যে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। আসুন! একটি **মাদানী বাহার** শুনি: লিয়ারি, করাচীর এক যুবক ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২২ বছর) প্রথম প্রথম **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, কিন্তু আফসোস! গুনাহের স্বাদে মত্ত হতে হতে সে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেলো। খালি মাথায় চলাফেরা করতো এবং নামাযও পড়তো না। রমযানের রোযা পর্যন্ত ছেড়ে দিতো। নেট ক্যাফেতে গিয়ে ইন্টারনেটে গান বাজনা শুনতো এবং অশ্লিল সিনেমা দেখতো। একদিন হঠাৎ নেটে মাদানী চ্যানেল খুললো, যাতে নিগরানে শূরার বয়ান “**আমাদের কি হয়ে গেলো?**” এর ক্লিপ দেখানো হচ্ছিলো, অতঃপর সে এই বয়ানটিই ঘরে মাদানী চ্যানেলেও শুনলো। সেই বয়ান শুনে সে তখনই নিয়্যত করলো যে, আজকের পর থেকে দাড়ি মুন্ডাব না এবং অন্যান্য হারাম কাজও ছেড়ে দিবো। সে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দিলো, নেট ক্যাফেতে যাওয়াও ছেড়ে দিলো, আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করলো, ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্স করলো অতঃপর সম্পূর্ণ **রমযান মাসে** ইতিকাফ করার সৌভাগ্যও অর্জন হলো। এভাবে মাদানী চ্যানেলের বরকতে সকালের পথহারা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসলো এবং পূনরায় **দা’ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

চৌট খা জায়েগা ইক না ইক রোজ দিল, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ফযলে রব সে হেদায়াত ভী জায়ে গি মিল, মাদানী মহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায না পড়ার ক্ষতিসমূহ

খাদিমে নবী, হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে নামায আদায় করে এবং নামাযের জন্য ভালভাবে অযু করে আর তার কিয়াম, খুশো, রুকু ও সিজদা পূর্ণ করে তবে তার নামায পরিষ্কার ও উজ্জল হয়ে এটা বলে বের হয় যে: “**আল্লাহ পাক** তোমার হেফাজত করুক, যেমনিভাবে তুমি আমার হেফাজত করেছো।” আর যে ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ে এবং এর জন্য ভালভাবে অযু করে না এবং এর বিনয়, রুকু এবং সিজদা পূর্ণ করে না, তবে সেই নামায কালো অন্ধকার হয়ে এটা বলে বের হয় যে: “**আল্লাহ পাক** তোমাকে নষ্ট করুক, যেভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছো।” এক পর্যায়ে **আল্লাহ পাক** যেখানে চায় তা (নামায) সেই স্থানে পৌঁছে যায়, অতঃপর তা পুরানো কাপড়ের মত জড়ো করে সেই নামাযীর মুখে ছুড়ে মারা হয়। (মু'জামু আউসাত, ২/২২৭, হাদীস ৩০৯০)

প্রশান্তভাবে নামায পড়ার ফযীলত

হে আশিকানে নামায! নামায শান্তভাবে পড়া উচিৎ, যাতে তা কবুলিয়তের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি উত্তমরুপে অযু করে অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, এর রুকু, সিজদা ও কিরাত পূর্ণ করে, তবে নামায বলে: “**আল্লাহ পাক** তোমার হেফাজত করুক, যেমনিভাবে তুমি আমার হেফাজত করেছো।” অতঃপর সেই নামাযকে আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার জন্য উজ্জলতা এবং নূর হয়, তখন তার জন্য আকাশের দরজা খুলে যায়, এক পর্যায়ে তা **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থাপন করা হয় এবং ঐ নামায সেই নামাযীর জন্য সুপারিশ করবে। আর যদি সে এর রুকু, সিজদা এবং কিরাত পূর্ণ না করে, তখন নামায বলে: “**আল্লাহ পাক** তোমাকে নষ্ট

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

করুক, যেমনিভাবে তুমি আমাকে নষ্ট করেছো"। অতঃপর সেই নামাযকে এমনভাবে আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় যে, এর উপর অন্ধকার ছেঁয়ে যায় এবং এর জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, অতঃপর একে পুরানো কাপড়ের মত জড়ো করে সেই নামাযীর মুখে ছুড়ে মারা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/১৪৩, হাদীস ৩১৪০)

মে পাঁচোঁ নামাযে পড়ো বা জামাআত হো তৌফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহি!
মে পড়তা রহোঁ সুন্নাতে ওয়াক্ত হি পর হো সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহি !

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায পরবর্তী তিনটি অবস্থার ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নামায আদায় করার পর নিজের অন্তরে লজ্জা এবং ভয় অনুভব করো এবং অন্তরে নামাযে অলসতা করার ব্যাপারে অনুভূতি জাগ্রত করো এবং এই বিষয়ে ভয় করো যে, তোমার নামায কবুল হয়েছে নাকি হয়নি, কেননা হতে পারে, তুমি কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য গুনাহের কারণে **আল্লাহ্ পাকের** আযাবের শিকার হয়েছো এবং তোমার নামায তোমার মুখে ছুড়ে মারা হলো, কিন্তু পাশাপাশি এটাও আশা রাখো যে, **আল্লাহ্ পাক তাঁর** অনুগ্রহ ও দয়ায় তোমার নামায কবুল করবেন। **(১) ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন ওয়াসসাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন নামায পড়ে নিতেন, তখন **আল্লাহ্ পাক** যতক্ষণ চাইতেন অবস্থান করতেন, তাঁর মাঝে নামাযের (কবুল না হওয়ার ভয়ের) চিন্তা ও দুঃখ প্রতীয়মান হতো। **(২) ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযের পর ঘন্টা খানেক অবস্থান করতেন (নামায কবুল না হওয়ার ভয়ে এমন মনে হতো যে) তিনি যেনো অসুস্থ। **(৩) ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই নামায আদায় করতেন তখন বলতেন: আমার এই ভয় লেগে থাকে যে, আমার নামায আমার মুখে ছুড়ে মারা হচ্ছে (অর্থাৎ এমন যেনো না হয় যে, আমার নামায কবুল হয়নি)। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/৯৬)

www.dawateislami.net

আমার নামায আমার মুখে যেনো ছুঁড়ে মারা না হয়!

হে প্রিয় নামাযী! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের খোদাভীতি! তাঁরা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নামায আদায় করার পরও **আল্লাহ পাকের** দরবারে বিনয়ী প্রদর্শন করতেন। আহ! প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আদবশূন্য আমাদের নামায! যদি আমাদের মধ্যে কেউ নামাযের মাসআলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ও তাকে **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত হয়ে প্রত্যেক নামাযের পর এই ভয়কে আঁকড়ে রাখা উচিৎ যে, যেনো আমার নামায আমার মুখে ছুঁড়ে মারা না হয়!

হোঁ মেরি টুটি ফুটি নামাযে খোদা কবুল,
উন দো কা সদকা জিন কো কাহা শাহ নে "মেরে ফুল"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম সাহেবরা নামাযের মাসআলা বলতে থাকুন

ইমাম সাহেবদের উচিৎ যে, সময় সুযোগে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের মুক্তাদীদের **বাহারে শরীয়ত** বা মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **নামাযের আহকাম** থেকে প্রয়োজনীয় মাসআলা জানাতে থাকুন, কাতার সোজা রাখার তাকিদ, নামাজের আরকান সমূহে সুন্নাত অনুযায়ী এবং **বিনয় ও একাগ্রতা** সহকারে আদায়, তাছাড়া রুকু, সিজদা, কওমা, জলসা ইত্যাদি কাজ সমূহ সঠিক ভাবে আদায়ের নিয়ম জানাতেই থাকুন, এছাড়াও মুক্তাদীর উচিৎ যে, তারা যেনো ইমাম সাহেবের নিকট থেকে নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিখে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নিয়ম ছিলো যে, কেউ যদি নামাযে অলসতা করতো তবে তাকে নির্দেশনা দিতেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকের পিছন থেকে দেখা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন জামাআত শেষ করে এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: "হে অমুক! তুমি তোমার নামায সঠিক ভাবে আদায় করোনা কেনো? নামাযী কি নামায পড়ার সময় চিন্তা করে না যে, সে কিভাবে নামায পড়ছে? সে শুধুমাত্র নিজের জন্যই নামায পড়ে, **আল্লাহ**র শপথ! **নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পিঠের পিছন দিক থেকে সেভাবেই দেখি, যেভাবে সামনে থেকে দেখি"**। (মুসলিম, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৫৭) **"বুখারী শরীফ"** এর এক বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা কি এরূপ মনে করছো যে, আমার মনোযোগ শুধুমাত্র কিবলার দিকেই থাকে, **আল্লাহ**র শপথ! আমার নিকট না তোমাদের রুকু গোপন থাকে এবং না তোমাদের **বিনয়** গোপন থাকে এবং নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পিঠের পিছন দিক থেকেও দেখি। (বুখারী, ১/১৬১, হাদীস ৪১৮)

ইমাম সাহেবরা নেকীর দা'ওয়াত দিন

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে মুবারকা থেকে অর্জিত উপকার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: ইমামের উচিৎ যে, যখন সে কোন ব্যক্তিকে দ্বীনি ব্যাপারে অলসতা করতে দেখে বা তা ত্রুটিপূর্ণ (Imperfect) আদায় করতে দেখে, তবে তাকে সেই কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং তাকে ঐ কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা যাতে বেশি সাওয়াব। (উমদাতুল কারী, ৩/৪০৪, ৪১৮নং হাদীসের পাদটিকা) **বুখারী শরীফে**র ব্যাখ্যাকারী মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমামের উপর আবশ্যক যে, যদি মুক্তাদীদের নামাযে কোন ত্রুটি দেখে তবে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। (নুযহাতুল কারী, ২/১৩১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

পিছন দিকেও দেখা কি শুধু নামাযের সাথেই সম্পর্কীত ছিলো?

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেখাটা (শুধু নামাযের সাথেই সম্পর্কীত ছিলো না, এই দেখাটা) সব সময়েই ছিলো। (উমদাতুল কারী, ৩/৪০৫)

অন্তর মুবারকে দুই চোখ ও দুই কান

গাযালিয়ে যামান, আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام মুবারক বক্ষ বিদীর্ণ করার পর পবিত্র অন্তরকে যখন যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন তখন বলতে লাগলেন: قَلْبٌ سَدِيْدٌ فِيْهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ (অর্থাৎ) অন্তর মুবারক সকল প্রকার কুটিলতা থেকে পবিত্র এবং ত্রুটি মুক্ত, এতে দু'টি চোখ রয়েছে, যা দেখে এবং দু'টি কান রয়েছে, যা শুনে। (ফতহুল বারী, ১৩/৪১০) অন্তর মুবারকের এই কান দু'টি এবং চোখ দু'টি দুনিয়ার ঐ সকল জিনিস, যা অনুভব করা যায়, তার চেয়েও অনেক পূর্বের সত্যকে অবলোকন করার ও শ্রবণ করার জন্যই, যেমনটি স্বয়ং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ "আমি তা দেখি যা তোমরা দেখতে পাওনা, আমি তা শুনি, যা তোমরা শুনতে পাওনা।" যখন **আল্লাহ পাক** স্বভাব বিরুদ্ধভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর মুবারকে চোখ এবং কান সৃষ্টি করেছেন, তো এবার এরূপ বলা যে, দুনিয়ার ঐসকল জিনিস যা অনুভব করা যায়, তারও অনেক পূর্বের সত্যকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবলোকন করা এবং শ্রবণ করা সাময়িক (মাঝে মাঝে) স্থায়ী নয়, সম্পূর্ণরুপে ভুল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্য চোখ এবং কানের দেখা ও শ্রবণ করা স্থায়ী (অর্থাৎ Permanent), তবে অন্তরের কান ও চোখের দেখাটা কেন অস্থায়ী (অর্থাৎ Temporary) হবে এবং কেন মাঝে মাঝে হবে? অবশ্য **আল্লাহ পাকের** হিকমতের কারণে বিশেষ কর্মের দিকে যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোযোগ শরীফ না থাকা এবং মনোযোগ শরীফ সরে যাওয়া অন্য বিষয়, যা কোন

www.dawateislami.net

(বড় থেকে বড় আলিমও) অস্বীকার করে না এবং তা (মনযোগ না থাকা) জ্ঞানের পরিপন্থিও নয়, সুতরাং এই হাদীসে পাকের আলোকে এই বাস্তবতাটি একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাতেনীভাবে অবলোকন করা এবং শ্রবণ করা অস্থায়ী নয় বরং স্থায়ী। (মাকালাতে কাযেমি, ১/১৬০)

সরে আরশ পর হে তেরি গুযার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নযর,
মালাকুত ওয়া মুলক মে কোয়ি শেয়, নেহি ওহ জু তুঝ পে আয়াঁ নেহি।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশ আযীমে আপনার আসা যাওয়া হয় এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় মাটির ভেতরের গোপন তথ্যও জানেন। পৃথিবী এবং আসমানের এমন কোন জিনিসই নেই, যা সম্পর্কে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে আপনি জানেন না।

দূর ও নযদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লা'লে কারামত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অলসতার সহিত রাতের নামায

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অনেক (রাতে) কিয়ামকারী (ইবাদতকারী) এমন রয়েছে, যাদের কিয়ামের (ইবাদতের) মাধ্যমে শুধুমাত্র জেগে থাকা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১৬, হাদীস ৩৬৪২)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** সেই আমলকে কবুল করেন না, যাতে বান্দা শরীরের পাশাপাশি নিজের মনকে উপস্থিত রাখে না"।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২০৩, হাদীস ২৪)

www.dawateislami.net

অলসের সারা রাত ইবাদতের চেয়ে উত্তম আমল

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "গভীর মনোযোগ সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া অলস মন নিয়ে সারা রাত কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করা থেকে উত্তম।" (মাজমু' রাসায়িল ইবনে রজব, ১/৩৫২)

যত একাগ্রতা তত সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার ইবনে ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে "মানুষ নামায শেষ করে ফিরে যায়, কিন্তু তাদের জন্য (নামাযের) শুধুমাত্র দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্টাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ (অর্থাৎ অর্ধেক) সাওয়াব লিখা হয়।" (আবু দাউদ, ১/৩০৬, হাদীস ৭৯৬)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য এটা যে, **খুশো** এবং গভীর মনযোগ ইত্যাদি নামাযকে পরিপূর্ণকারী বিষয়ের ভিত্তিতে নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমন; জামাআত সহকারে নামাযে হয়ে থাকে যে, কেউ পঁচিশগুণ সাওয়াব পায় এবং কেউ সাতাশগুণ। (ফয়যুল কদির, ২/৪২২, ৪২৩)

হযরত আম্মার বিন ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাকটি শুনেছেন, এর বর্ণনাকারী হলেন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবুল ইয়াকযান আম্মার বিন ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মহান মর্যাদা রয়েছে, **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: আমার উম্মতের মাঝে আমার সাহাবীদের উদাহরণ হলো খাবারে লবণের মতো, কেননা খাবার লবণ ব্যতীত ভাল হয়না। (শরহুস সুন্নাহ, ৭/১৭৪, হাদীস ৩৭৫৬) এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা হলো: অর্থাৎ যেমন লবণ হয়ে থাকে অল্প, কিন্তু সম্পূর্ণ খাবারকে সুস্বাদু করে দেয়, তেমনই

www.dawateislami.net

আমার সাহাবারা আমার উম্মতের মাঝে অল্পই, কিন্তু সকলের সংশোধন তাঁদের মাধ্যমেই হয়। রেলের প্রথম বগি যেটা ইঞ্জিনের সাথে লাগানো থাকে, তা সমস্ত বগিকে ইঞ্জিনের গতি পৌঁছিয়ে থাকে, ইঞ্জিন তা (প্রথম বগি) টান দেয় আর সমস্ত বগি তার মাধ্যমেই গতি পায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৩) আরব ভূখন্ড যখন ইসলামের নূরানী আলোতে আলোকিত হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর সাথেই তাঁর সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইয়াছির এবং তাঁর সম্মানীতা মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি সুমাইয়া এবং ভাই হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ ও ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়েছেন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/১৮৬)

দ্বীন ইসলামের জন্য কুরবানী সমূহ

যেহেতু এই পবিত্রময় পরিবার গোলামীর জীবন অতিবাহিত করছিলো, তাই কুরাইশের কাফিররা পুরো পরিবারটিকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতে লাগলো, হযরত সায়্যিদুনা আম্মার رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর বুকের উপর কখনো ভারী পাথর রেখে দেয়া হতো, কখনো পানিতে ডুবিয়ে বেহুশ করে দিতো এবং কখনো আগুন দিয়ে শরীরে দাগ দিয়ে দিয়ে দূর্বল করে দিতো। (আল কামিল ফিত তারিখ, ১/৫৮৯) এমনকি তাঁর পিঠ মুবারক সেই আঘাতে ভরে যায়। কেউ তাঁর পিঠ মুবারক দেখলে জিজ্ঞাসা করলেন: এগুলো কিসের চিহ্ন? বললেন: কূরাইশের কাফিররা আমাকে মক্কায়ে মুকাররমায় উত্তপ্ত পাথরের মাটিতে খালি পিঠে শুইয়ে দিতো এবং কঠিন শাস্তি ও কষ্ট দিতো, এগুলো সেই আঘাতের চিহ্ন। (তবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/১৮৮)

জান্নাত হযরত আম্মারের আশাবাদী

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াছির رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর কুরবানীর প্রতিদান স্বরূপ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তাঁর এই মর্যাদা নসীব হলো যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাত আম্মারের প্রত্যাশী।"

(তিরমিযী, ৫/৪৩৮, হাদীস ৩৮২২)

www.dawateislami.net

"যে ব্যক্তি আম্মারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬/৬, হাদীস ১৬৮১৪) **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪/৩৫৬)

ওফাত শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াছির رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফত কালে ২১ মাস পর্যন্ত কূফার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন এবং রোজ বুধবার ৭ সফর ৩৭ হিজরীতে সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রটেকশনে যুদ্ধ করে শাহাদাতের সুধা পান করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো ৯৩ বছর। (তারিখ ইবনে আসাকির, ৪৩/৩৫৯, ৪৪৯)

আল্লাহ রাব্বুল ইযযত এর রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইলাহি! রহম ফরমা আয পায়ে আম্মার বিন ইয়াসির
মুঝে হার হাল মে রাখনা খোদায়া সাবির ও শাকির

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এতক্ষণ আপনারা হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর আলোচনা শুনেছেন। সকল সাহাবায়ে কিরামই মর্যাদাবান, আসুন! সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করি:

কোরআন থেকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও সম্মান

আল্লাহ পাক ২৭তম পারা সূরা হাদীদের ১০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

لَا يَسۡتَوِىۡ مِنۡكُمۡ مَّنۡ اَنۡفَقَ مِنۡ قَبۡلِ الۡفَتۡحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعۡظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِنۡۢ بَعۡدُ وَقٰتَلُوۡا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الۡحُسۡنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং **আল্লাহ** তোমাদের কৃতকর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত আছেন।

সকল সাহাবী জান্নাতী

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের মুবারকার আলোকে বলেন: সকল (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) এর মর্যাদা যদিওবা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু তাঁরা সকলেই জান্নাতী হওয়াটা একেবারেই নিশ্চিত, কেননা **আল্লাহ পাক** ওয়াদা করে নিয়েছেন। সকল সাহাবায়ে কিরাম ন্যায়ের প্রতীক ও মুত্তাকী, কেননা সবার সাথেই **আল্লাহ পাক** জান্নাতের ওয়াদা করে নিয়েছেন, জান্নাতের ওয়াদা ফাসিকের সাথে হয়না। (নূরুল ইরফান, উল্লেখিত আয়াতের বাখ্যা) প্রত্যেক সাহাবী **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার কারণে আমাদের জন্য সম্মান করা আবশ্যক এবং যেকোন সাহাবীর সাথে বিয়াদবী করা হারাম ও পথভ্রষ্টতা।

১১তম পারা সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالسّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِيۡنَ وَالۡاَنۡصَارِ وَالَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ وَاَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে **আল্লাহ** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহান সাফল্য।

www.dawateislami.net

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই আয়াতে সকল সাহাবীর ব্যাপারে তিনটি বিষয় ঘোষণা হয়েছে: (১) **আল্লাহ পাক** তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন (২) তাঁরা **আল্লাহ পাকের** প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন (৩) জান্নাত এবং সেখানকার নেয়ামত সমূহে তাঁদের নামও নির্ধারিত হয়ে গেছে।

(আমীরে মুয়াবিয়া رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, ২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক ২৬তম পারা সূরা ফাতাহ এর ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا٘ سِیْمَاهُمْ فِیْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ ۛ۫

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুহাম্মদ **আল্লাহর** রাসূল; এবং তার সঙ্গে যারা আছে কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল তুমি তাদেরকে দেখবে রুকুকারী, সিজদারত, **আল্লাহর** অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন থেকে তাদের গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের অনূরুপ গুণাবলী রয়েছে ইঞ্জীলে।

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে **আল্লাহ পাক** সাহাবায়ে কিরামের ইবাদত, তাঁদের রুকু সিজদা, তাঁদের পরস্পরের মাঝে দয়ালু ও অনুগ্রহশীল হওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

(আমীরে মুয়াবিয়া رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, ২৫ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের ঈমানকে **আল্লাহ পাক** মানদন্ড হিসেবে আখ্যায়িত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তারাও[১] যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন[২] তোমরা এনেছ, তবেই তো তারা হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যেতো।

১. অমুসলিম। ২. হে সাহাবী।

www.dawateislami.net

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারাই ঈমানের দাবিদার, হেদায়তের উপর রয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় ঈমান এনেছে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম ঈমানের কষ্টি পাথর। (আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ, ২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক ১০ম পারা সূরা আনফাল এর ৭৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۴﴾

(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং **আল্লাহ**র পথে যুদ্ধ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা।

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের আলোকে বলেন: এই আয়াত দ্বারা সকল মুহাজির ও আনসারগণের প্রকৃত মুমিন হওয়া এবং তাঁদের মর্যাদার অধিকারী হওয়াটা প্রতীয়মান হলো। এটাও বুঝা গেলো যে, সকল সাহাবা ন্যায়ের প্রতীক, কেউ ফাসিক নয়, যদি কারো থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে তাওবা নসীব হয়ে যায়, এর উপর অটল থাকে না। (নূরুল ইরফান, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

সাহাবা সম্পর্কে আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম

উপরোল্লেখিত (৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠা) আয়াতের সারমর্ম হলো যে, সকল সাহাবী জান্নাতী, **আল্লাহ পাক** তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরা **আল্লাহ পাকের** প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁদের জন্য জান্নাতের বাগান সমূহ রয়েছে, তাঁরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথী, কাফিরদের বেলায় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল হৃদয়, ইবাদত রুকু ও সিজদার আগ্রহী, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির প্রত্যাশী, নূরানী চেহরার অধিকারী, ঈমানের মানদন্ডের অধিকারী, **আল্লাহ**র পথে জান, মাল, পরিবার পরিজন বিসর্জনকারী, মুমিনদের সাহায্যকারী, প্রকৃত ঈমানদার, **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ রিযিকের হকদার, উম্মতদের মধ্যে সর্বোত্তম।

www.dawateislami.net

হাদীসের আলোকে সাহাবাদের মহত্ব ও মর্যাদা

❋ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী: **(১)** আমার সাহাবাদের মন্দ বলিও না, কেননা যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণও স্বর্ণ ব্যয় করো তবে তাঁদের এক তোলার সমানও পৌঁছাতে পারবে না এবং না এই এক তোলার অর্ধেকে।[১] **(২)** যখন **আল্লাহ পাক** কারো কল্যাণ চায়, তখন তার অন্তরে আমার সকল সাহাবার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।[২] **(৩)** "যে আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তার উপর **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ এবং যে তাঁদের সম্মানের হেফাযত করে, আমি কিয়ামতের দিন তার হেফাযত করবো।"[৩] অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবো।[৪] **(৪)** আমার সকল সাহাবীদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৫] **(৫)** আমার সাহাবীদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাককে** ভয় করো, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাককে** ভয় করো, আমার পরবর্তীতে তাঁদেরকে বিদ্রুপ ও তিরস্কারের পাত্র বানিও না। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসলো এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, তবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো আর যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয় তবে সে অবশ্যই আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, সে অবশ্যই **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিয়েছে, তো যে **আল্লাহ পাককে** কষ্ট দিয়েছে, তবে অতিশীঘ্রই **আল্লাহ পাক** তাকে আটক করবেন।[৬] **(৬)** যে আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তার প্রতি **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, **আল্লাহ পাক** তার কোন ফরয ও নফল কবুল করবেন না।[৭] **(৭)** যখন তোমরা লোকদেরকে দেখবে যে, আমার সাহাবীদের মন্দ বলছে, তবে বলো: **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ তোমাদের অন্যায়ের প্রতি।[৮] হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই

---

১. বুখারী ২/৫২২, হাদীস ৩৬৭৩। ২. তারিখে ইসবাহান, ১/৪৬৭, হাদীস ৯২৯। ৩. ইবনে আসাকির, ৪৪/২২২।
৪. আস সিরাজুম মুনির শরহে জামিউস সগির, ৩/৮৬। ৫. ইবনে আসাকির, ২৯/১৮৪। ৬. তিরমিযী, ৫/৪৬৩, হাদীস ৩৮৮৮।
৭. আদ দুয়াউদ তাবরানী, ৫৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১০৮। ৮. তিরমিযী, ৫/৪৬৪, হাদীস ৩৮৯২।

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ উত্তমই উত্তম, তোমরা তাঁদেরকে মন্দ বলছো, তবে সেই মন্দ স্বয়ং তোমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে থাকে এবং এর ভয়াবহতা তোমাদের উপরই বর্তায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৪)

আল্লাহ পাক আমাদের মন প্রাণ, কথাবার্তা দ্বারা সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্মান করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ঈমানের হিফাযত করুন আর জান্নাতে তাঁদের কদমে স্থান দান করুন। আমিন

উম্মাহাতুল মুমিনীন ও চার ইয়ার,
সব সাহাবা সে হামে তো পেয়ার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হয়ে থাকে, যখন এদিক সেদিক তাকায় তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: “তুমি কোন দিকে তাকাচ্ছো? আমার চেয়ে কি উত্তম কারো দিকে তাকাচ্ছো? হে আদম সন্তান! আমার দিকে মনোযোগী হয়ে যাও! আমি তার চেয়েও উত্তম যার দিকে তুমি তাকাচ্ছো।” (মুসনাদে বাযযার, ১৬/২০০, হাদীস ৯৩৩২)

নামাযে এদিক সেদিক দেখাতে রহমত ফিরে যাওয়া

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: **রাসূলে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ পাকের** রহমত নামাযীর দিকে মনোযোগী হয়ে থাকে, যতক্ষণ সে এদিক সেদিক তাকায় না, যখন এদিক সেদিক তাকায়, তখন **আল্লাহ পাকের** রহমতও তার থেকে ফিরে যায়।”

(আবু দাউদ, ১/৩৪৪, হাদীস ৯০৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর বিধান

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**নামাযের আহকাম**" এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (নামাযে) আকাশের দিকে তাকানো (মাকরূহে তাহরীমি, নাজায়িজ ও গুনাহ)। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৬) **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কী অবস্থা হবে ঐসব লোকদের? যারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়, এটা থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে। (বুখারী, ১/২৬৫, হাদীস ৭৫০) এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা (তাও মাকরূহে তাহরিমী, নাজায়িয ও গুনাহ), সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে দেখুক বা সামান্য। মুখ ফিরানো ব্যতীত শুধু চোখ ফিরিয়ে এদিক সেদিক বিনা কারণে তাকানো মাকরূহে তানযীহী (অপছন্দনীয়) আর যদি হঠাৎ কোন বিশুদ্ধ কারণে হয় তবে ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৬)

আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমনিভাবে এদিক সেদিক মনোযোগ দেয়া থেকে মাথা এবং চোখকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী, তেমনিভাবে অন্তরকেও বাঁচানো প্রয়োজন, যখন মন অন্য দিকে মনোযোগী হতে থাকে তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দাও যে, দয়ালূ **আল্লাহ** বাতেন (অর্থাৎ অন্তরের অবস্থা) সম্পর্কে জানেন সুতরাং আপন অন্তরে **একাগ্রতা** অর্জন করুন, এটার উপকারিতা এরূপ হবে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থায় মনোযোগ এদিক সেদিক যাবে না, কেননা যখন বাতিনে **বিনয়** থাকবে তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও **বিনয়** সৃষ্টি হয়ে যাবে। **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, নামাযে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছিলো, ইরশাদ করলেন: "যদি এর অন্তরে **বিনয়** থাকতো তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও **বিনয়** থাকতো।"

(নাওয়াদিরুল উসুল, ১/৫৮২) (ইহইয়াউল উলূম, ১/২২৮)

www.dawateislami.net

নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করার মাসআলা

"নামাযের আহকাম" এর ১৭৪নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: নামাযরত অবস্থায় দাড়ি, শরীর কিংবা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে খেলা করা (মাকরূহে তাহরিমি, না জায়িয ও গুনাহ্)। (আলমগিরী, ১/১০৫)

কখন কোথায় দৃষ্টি থাকবে (ঘটনা)

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার যোহরের নামাযের পর মসজিদেই অযীফা পড়ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে এসে নিয়্যত বাঁধলো, যখন রুকু করলো তখন ঘাঁড় উঠিয়ে সিজদার স্থানের দিকে তাকাতে লাগলো, যখন নামায শেষ করলো তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে নিজের নিকট ডেকে এনে শরয়ী মাসআলা বুঝাতে গিয়ে বললেন: দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানে এবং রুকুতে পায়ের আঙ্গুলের দিকে এবং রুকুতে থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় (অর্থাৎ রুকু থেকে উঠে কওমায় سَمِعَ اللهُ لِمَنۡ حَمِدَه বলার সময়) বুকের উপর এবং সিজদায় নাকের দিকে আর আত্তাহিয়্যাতে বসা অবস্থায় নিজের কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ, তাছাড়া সালাম ফিরানোর সময় কাতেবীন (অর্থাৎ আমল লিখক ফিরিশতা) এর কথা খেয়ালে রেখে নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ। (হায়াতে আলা হযরত, ১/৩০৩)

কপালের পরিবর্তে থুতনী মাটিতে লাগান! (ঘটনা)

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদা নামাযের পর দিল্লির (ভারত) একটি মসজিদে অযীফা পাঠে লিপ্ত ছিলেন। একজন লোক আসলো এবং তাঁর পাশেই নামায পড়তে লাগলো। যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ানো ছিলো মসজিদের দেয়াল গুলো দেখতে থাকে, রুকুতেও মাথা উঠিয়ে সামনে দেয়ালের দিকেই দেখতে থাকে। যখন সে নামায শেষ করলো, ততক্ষণে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের অযীফা সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন। তিনি তাকে নিজের নিকট ডেকে নিয়ে শরয়ী মাসআলা বুঝালেন

www.dawateislami.net

যে "নামাযে কোন কোন অবস্থায় কোথায় দৃষ্টি হওয়া উচিৎ।" অতঃপর বললেন: **"রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের দিকে হওয়া উচিৎ।"** এটা শুনেই সেই লোক ধৈর্য হারা হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: "হে জনাব! খুবই মাওলানাগীরি দেখাচ্ছেন, নামাযে কিবলার দিকে মুখ করা জরুরি আর **তুমি আমার মুখ কিবলা থেকে ফিরাতে চাইছো!"** একথা শুনে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার বুঝার ধরন অনুযায়ী বললেন: **"তবে সিজদায়ও কপালের পরিবর্তে থুতনী মাটিতে লাগিয়ে নিবেন!"** এই প্রজ্ঞাময় বাক্য শুনে সে একদম চুপ হয়ে গেলো এবং সে বুঝতে পারলো যে **"কিবলামুখী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিবলার দিকে মুখ করে দেয়ালকে দেখতে হবে,"** বরং সঠিক মাসআলা হলো, যা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন।

(হায়াতে আলা হযরত, ১/৩০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযে দীদারে মুস্তফা (ঈমানোদ্দীপক ঘটনা)

"বুখারী শরীফে" রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ **(প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন: সোমবার দিন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর ইমামতিতে ফজরের নামায পড়ছিলেন হঠাৎ **রাসুলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরা মুবারকের পর্দা উঠালেন এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে সারিবদ্ধভাবে নামাযে দেখে মুচকি হাসলেন, আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এই ধারণা করলের যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের জন্য তাশরীফ আনতে চাইছেন, তাই তিনি কাতারের পেছনের দিকে আসতে লাগলেন এবং আনন্দে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর দৃষ্টি নামাযের মধ্যেই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহেরা মুবারকের দিকে ফিরে গেলো এবং এমন উপক্রম হলো যে, সবাই নামায ভঙ্গ করে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দিবেন কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশারা করলেন যে, নামায সম্পন্ন করো। অতঃপর পবিত্র হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পর্দা টেনে দিলেন।

(বুখারী, ১/৪০৬, হাদীস ১২০৫)

নামাযে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নামাযে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দর্শনে লিপ্ত হয়ে গেলেন। যখন নামাযী নামাযে কোরআনী শব্দ সমূহ: يَاَيُّهَا النَّبِيُّ, يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ, এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ বলবে, তাশাহহুদে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ আরয করবে এবং দরূদে ইব্রাহিম পড়বে তখন আশিকে রাসূল নামাযীর মনে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান আসতে পারে এবং নামাযে সম্মানের সহিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধ্যান আসা মূলত সৌভাগ্যের বিষয়। নিশ্চয় এতে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং নামায পরিপূর্ণ হয়, যেমনটি হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **“শরহুল উবাব”** কিতাবে লিখেন: নামাযে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ) বলে সম্বোধন করাতে মূলত এটাই ইঙ্গিত যে, **আল্লাহ রাব্বুল ইযযত নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের নামাযীদের পর্দা উঠিয়ে দেন এবং যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাথে তাশরীফ নিয়ে আসেন, যাতে তাদের জন্য উত্তম আমল (অর্থাৎ নামায) এর সাক্ষী দেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপস্থিতির ধ্যান তাদের একাগ্রতা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। (আল ইআব শরহুল উবাব, ৮৯ পৃষ্ঠা। হাশিয়া ইআনুত তালিবিন, ১/২৮৮)

রিয়াযত নাম হে তেরি গলি মে আনে জানে কা,
তাসাউর মে তেরে রেহনা ইবাদত উস কো কেহতে হে।

নামাযে সালাম জানানোর পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন নামাযী নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময়

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে, তখন কল্পনায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ এনেছেন মনে করে আরয করবে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ অর্থাৎ হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং **আল্লাহ পাকে**র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

(ইহইয়াউল উলূম, ১/২২৯)

আক্বা কে তাসাউর নে জি'নে কা মজা বখশা,
মে কেয়সে কহোঁ জি'না দুশওয়ার নযর আয়ে।

প্রতিদিন দেড় দু'শ টাকার নেশার ইঞ্জেকশন

হে আশিকানে রাসূল! ইশকে রাসূলের সূধা পান করতে এবং সুন্নাত অনুযায়ী দুনিয়াতে জীবন যাপনের ইচ্ছে হলে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে আমলীভাবে সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **“মাদানী বাহার”** উপস্থাপন করছি: লোধরা (পাঞ্জাব) এর পাশ্ববর্তী এলাকা “জালালপুর মোড়” এর এক যুবক ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২২ বছর) খারাপ সহচর্যের কারণে নেশায় এমন অভ্যস্ত ছিলো যে, হয়তো এমন কোন নেশা ছিলো না যা সে করতো না, বিশেষ করে নেশার ইঞ্জেকশনের এমন অভ্যস্ত ছিলো যে, প্রতিদিন দেড় দু'শ টাকার ইঞ্জেকশন লাগাতো, বরং যদি কাউকে না পেতো তবে নিজেই ইঞ্জেকশন লাগিয়ে নিতো। তার পিতা তাকে ব্যবসায় লাগিয় দিয়েছিলো, তাও মন্দ স্বভাব এবং নেশার চক্করে পরে শেষ করে দিয়েছিলো। পরিবারের সদস্যরা তার কারণে সীমাহীন চিন্তিত ছিলো, পিতা অসহ্য হয়ে কয়েকবার তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো, যেনো নেশার ইঞ্জেকশন লাগাতে না পারে, কিন্তু তবুও তা সে পরিহার করেনি। সে নিজের এলাকায় “খারাপ ছেলে” হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলো। আফসোস! সে ও তার বন্ধুরা মিলে রিক্সা ওয়ালাদের থেকে প্রতি রিক্সা দশ টাকা করে ভাতা নিতো এবং দোকান থেকে মালামাল ফ্রি নিয়ে নিতো। আহ! পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো দূরের কথা তাদের মনে নেই যে, কখনো তারা ঈদের নামাযই পড়েছে কিনা। একদিন **আল্লাহ পাক** তাকে উদ্ধার পাওয়ার মাধ্যম করে দিলেন, হলো যে,

www.dawateislami.net

একদিন সে ঘর থেকে বের হলে তার সামনে সবুজ পাগড়ী পরিহিত **আশিকানে রাসূল** এসে গেলো এবং তাকে বলতে লাগলো: একটি কাফেলা নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য আপনাদের এলাকার মসজিদে এসেছে, অনুগ্রহ পূর্বক! মাগরিবের নামায মসজিদে আদায় করবেন এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করবেন। **আশিকানে রাসূলের** বিনয়ী ভাব দেখে সে খুবই প্রভাবিত হলো এবং মাগরিবের নামায পড়তে মসজিদে চলে গেলো। নামাযের পর যখন বয়ান শুনলো তখন অন্তরে এমন গভীর রেখাপাত করলো যে, যখন তিনি বয়ানের পরে তিন দিনের কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিলো তখন সে সাথেসাথেই প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং সফরেও রওনা হয়ে গেলো। কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্য এবং ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর বরকতে তাওবা করার পর মাথায় পাগড়ী শরীফ, মাদানী পোশাক এবং ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমলেরও দৃঢ় নিয়্যত করে নিলো। এই নিয়্যতের উপর আমলের বরকত প্রকাশ হওয়া শুরু হলে পরিবারের সদস্যদের আনন্দের কোন সীমা রইলো না এবং এলাকাবাসীরাও আশ্চার্যজনক খুশি হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নিজের এলাকার মসজিদে দরস দেয়ারও সৌভাগ্য নসীব হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ হিসেবে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে লিপ্ত হয়ে গেলো।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো, সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টির উপায়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনয় ও একাগ্রতার স্থান হলো অন্তর, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর প্রকাশস্থল। **বিনয়** অর্জিত হওয়া **আল্লাহ পাকের** অনেক বড়

www.dawateislami.net

নেয়ামত। শয়তান প্রথমে তো বান্দাকে নামায থেকে বিরত রাখে, যদি তবুও বান্দা নামায পড়া শুরু করে তবে বিভিন্ন ধরনের দুনিয়াবী বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে নামাযের রূহ অর্থাৎ **বিনয় ও একাগ্রতা** নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে। বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করতেন, আমাদেরও বিনয় ও একাগ্রতা (বিনয় ও নম্রতা) অর্জন করার জন্য প্রবল চেষ্টা করা উচিৎ এবং তা পাওয়ার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিৎ। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়াগুলো করতেন:

(১) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ قَلۡبٍ لَّا یَخۡشَعُ ـ (১)

হে **আল্লাহ**! আমি সেই অন্তর থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে অন্তর একাগ্রতা অবলম্বন করেনা।

(২) رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطۡوَاعًا، لَكَ مُخۡبِتًا، اِلَیۡكَ اَوَّاهًا مُّنِیۡبًا ـ (২)

হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে তোমার অধিক কৃতজ্ঞ, তোমায় অধিকহারে স্মরণকারী, তোমায় প্রতি অধিক ভীত, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার জন্য একাগ্রতা অবলম্বন কারী, তোমার দরবারে অত্যধিক ক্রন্দনকারী এবং মনযোগী বানিয়ে দাও।

(৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ عِلۡمٍ لَّا یَنۡفَعُ، وَمِنۡ قَلۡبٍ لَّا یَخۡشَعُ، وَمِنۡ نَفۡسٍ لَّا تَشۡبَعُ، وَمِنۡ دَعۡوَةٍ لَّا یُسۡتَجَابُ لَهَا ـ (৩)

হে **আল্লাহ**! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই ইলম থেকে, যা উপকৃত করে না, সেই অন্তর থেকে, যা একাগ্রতা অবলম্বন করে না, সেই নফস থেকে, যে পরিতৃপ্ত হয় না, সেই দোয়া থেকে, যা কবুল হয়না।

(৪) اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُبِكَ مِنۡ صَلَاةٍ لَّا تَنۡفَعُ ـ (৪)

হে **আল্লাহ**! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই নামায থেকে, যা উপকার দেয়না।

---

১. তিরমিযী, ৫/২৯৩, হাদীস ৩৪৯৩।
২. তিরমিযী, ৫/৩২৩, হাদীস ৩৫৬২।
৩. মুসলিম, ১১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯০৬।
৪. আবু দাউদ, ২/১৩১, হাদীস ১৫৪৯।

www.dawateislami.net

ইলমে নাফেয়ে (উপকারী জ্ঞান) দ্বারা অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩নং দোয়ার আলোকে বলেন: **আল্লাহ পাকে**র দরবারে "সেই ইলম দ্বারা যা কোন উপকার দেয়না" এবং "সেই অন্তর দ্বারা যা একাগ্রতা অবলম্বন করে না" একত্রে বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, **ইলমে নাফেয়ে** (অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান) **দ্বারা অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।** (ফয়যুল কদীর, ২/১৯৪)

"ইলমে নাফেয়ে" কাকে বলে?

ইলমে নাফেয়ে (অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান) হলো তাই, যা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এতে **আল্লাহ পাকের** মা'রিফাত (পরিচয়), মহত্ব, ভয়, সম্মান এবং ভালবাসা পূর্ণ করে দেয় এবং যখন এই বিষয় সমূহ অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায় তখন অন্তরে **খুশো** (একাগ্রতা) সৃষ্টি হয় আর অন্তরের অনুস্মরণে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও একাগ্রতা অবলম্বন করে। (মু'জামূ রাসায়িল ইবনে রজব, ১/১৬)

....শয়তান কাছে আসে না

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তির অন্তরে একাগ্রতা থাকে, শয়তান তার কাছেই আসে না।"

(বাসায়ির যাবিত তামিয, ২/৫৪২)

গুনাহ একাগ্রতার পথে অনেক বড় বাঁধা

যদি আপনি বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায পড়তে চান তবে সর্বপ্রথম গুনাহ থেকে দূরে থাকুন, গুনাহ একাগ্রতার পথে অনেক বড় বাঁধা, গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় একাগ্রতা অর্জন হতে পারে না।

www.dawateislami.net

অন্তরকে নম্রকারী কাজ

যদি অন্তরে নম্রতা ও **একাগ্রতা** আনতে চান তবে অধিকহারে নেকী করুন এবং একটি মহতপূর্ণ নেকী হলো কোরআনে পাকের তিলাওয়াত। তিলাওয়াতের কারণে অন্তর নম্র হয়, তাছাড়া মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করাও অন্তর নম্র হওয়ার কারণ হয়। এক ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করলো, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি চাও যে, তোমাদের অন্তর নম্র হয়ে যাক, তবে তুমি মিসকিনদের খাবার খাওয়াও এবং এতিমদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৭২, হাদীস ১১০৩৪)

এতিমদের মাথায় হাত বুলানোর ফযীলত

মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"ইহতিরামে মুসলিম"** এর ১২-১৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যে শিশুর বাবা মারা যায়, তাকে **এতিম** বলা হয়। যখন ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক এবং মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়, তখন এতিমের বিধান শেষ হয়ে যায়। এতিমের সাথে সুন্দর আচরণ করারও অনেক সাওয়াব রয়েছে। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **এতিমের** মাথায় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** জন্য হাত বুলিয়ে দেয়, তবে যতগুলো চুলের উপর তার হাত অতিবাহিত হলো, প্রতিটি চুলের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে এবং যে ব্যক্তি এতিম মেয়ে বা এতিম ছেলের প্রতি দয়া করবে, আমি এবং সে জান্নাতে (দু'টি আঙ্গুলকে একত্রিত করে বললেন) এইভাবে থাকবো।" (মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮/২৭২, হাদীস ২২২১৫)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এতিম ছেলে হলে তবে তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এসো এবং শিশুর বাবা থাকলে হাত বুলিয়ে গর্দানের দিকে নিয়ে যাও।" (মু'জামু আওসাত, ১/৩৫১, হাদীস ১২৭৯)

www.dawateislami.net

অন্তরের কঠোরতা কিভাবে দূর হবে? (ঘটনা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট একজন মহিলা অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো, তোমার অন্তর নম্র হয়ে যাবে।** যখন সেই মহিলা এরূপ করলো, তখন তার অন্তর নম্র হয়ে গেলো। অতএব সে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো।

(আর রউযুল ফায়িক, ২৩ পৃষ্ঠা)

অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ইমাম শরফুদ্দীন হোসাইন বিন মুহাম্মদ তিইবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্তরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটাই যে, তা যেনো **আল্লাহ পাকে**র জন্য একাগ্রতা প্রদর্শন করে, যাতে এর কারণে বক্ষ খুলে যায় এবং অন্তরে নূর ঢেলে দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, যখন অন্তরে একাগ্রতা থাকবে না, তখন তাকে কঠোর বলা হবে এবং কঠোর অন্তর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রয়োজন, **আল্লাহ পাক** (২৩তম পারা সূরা যুমারের ২২নং আয়াতে) ইরশাদ করেন:

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং দূর্ভোগ তাদেরই যাদের হৃদয় **আল্লাহ**র স্মরণের দিক থেকে কঠোরতা হয়ে গেছে।

কঠোর অন্তরের পরিচয়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নম্র অন্তর উর্বর মাটির ন্যায়, যাতে উৎপাদন অনেক বেশি হয় এবং কঠোর অন্তর সেই পাথরী এলাকার ন্যায়, যাতে বপন করা বীজ বৃথা যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৬০) (অপর এক জায়গায় বলেন:) যে অন্তরে **আল্লাহ (পাকের)** যিকিরে প্রশান্তি, আযাবের আলোচনায় ভয়, জান্নাতের আলোচনায় আগ্রহ, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনায় আন্তরিক

www.dawateislami.net

প্রশান্তি সৃষ্টি হয়না, তা হলো কঠোর অন্তর, **আল্লাহ্ পাক** এর থেকে রক্ষা করুক।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৫৯)

আ'প কা নাম শুনতে হি সরকার কাশ,
দিল মাচালনে লাগে জান হো বে করার। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর নিকট সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জল চেহরা কার হবে?

একটি হাদীসে কুদসীতে **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করেন: আমি প্রত্যেক নামাযীর নামায কবুল করিনা, বরং আমি তার নামাযই কবুল করি, যে আমার মহত্বের কারণে বিনয়ী অবলম্বন করে, আমার হারামকৃত জিনিস থেকে নিজের আকাংখাকে দূরে রাখে, আমার অবাধ্যতার প্রতি ধাবিত হয়না, ক্ষুধার্থকে খাবার খাওয়ায়, বস্তহীনদের কাপড় পরিধান করায়, বিপদগ্রস্তদের প্রতি দয়া করে, মুসাফিরদের স্থান দেয় এবং এসবকিছু আমার জন্যই করে। আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! **তার চেহরার নূর আমার নিকট সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি উজ্জল হবে,** এছাড়া তার অজ্ঞতাকে নম্রতা এবং অন্ধকারকে আলোকিত করে দিবো, সে আমাকে ডাকবে, আমি লাব্বাইক (উপস্থিত) বলবো, আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি দান করবো, আমার উপর শপথ করবে, আমি তার শপথ পূরণ করবো, তাছাড়া তাকে নিজের নৈকট্য দান করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আপন ফিরিশতাদের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা দান করবো। (কানযুল উম্মাল, ৭/২১৪, হাদীস ২০১০০)

গুনাহের কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়

যার অন্তর কঠোর হয়ে যায়, তার থেকে **বিনয়** চলে যায়, অন্তর কঠোর হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে, এর মধ্যে একটি হলো গুনাহ করা। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু (**Black dot**) সৃষ্টি

www.dawateislami.net

হয়ে যায়, যখন সেই গুনাহ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয়, তখন তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায় আর যদি পূনরায় গুনাহ করে তবে সেই বিন্দু বড় হয়, এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ অন্তর কালো হয়ে যায় এবং এটা সেই মরীচা যে বিষয়ে **আল্লাহ পাক** এভাবে ইরশাদ করেছেন:

كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কখনো নয় বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃতকর্মগুলো।

(তিরমিযী, ৫/২২০, হাদীস ৩৩৪৫)

জি চাহতা হে ফুট কে রউও তেরে গম মে
সরকার! মগর দিল কি কসাওয়াত নেহি জাতি (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

অত্যাচারির সাথে মেলামেশা অন্তরকে কালো করে দেয়

বিনা উদ্দেশ্যে শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করা ঠিক নয়, এর অনেক মন্দ প্রভাব (Bed effects) পড়তে পারে। সেই যুগের বাদশাহ ইমাম আসফিয়া হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলো, তখন তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে এই বর্ণনা করলেন যে, رُؤْيَةُ وَجْهِ الظَّالِمِ تُسَوِّدُ الْقُلُوْب অর্থাৎ অত্যাচারীর চেহেরা দেখা অন্তরকে কালো করে দেয়। (সবয়ে সানাবিল, ৯৫ পৃষ্ঠা)

গুনাহ কুফরের বার্তা বাহক

বুযুর্গদের বাণী: "**গুনাহ কুফরের বার্তা বাহক** (অর্থাৎ কারণ)" অর্থাৎ এর ভিত্তিতে যে, গুনাহ **অন্তরে কালো দাগ** সৃষ্টি করে একে এমনভাবে ঢেকে নেয় যে, তা আর কখনো কোন কল্যাণকে গ্রহণ করে না, তখন অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং তার থেকে সকল প্রকার রহমত ও দয়া এবং ভয় বেরিয়ে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি যা চায় তা করে নেয় এবং যে বিষয় তার পছন্দ হয় তার উপর আমল করে, তাছাড়া

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ পাকের বিপরীতে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তখন সেই শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, প্রতারণা করে, মিথ্যা আশা জাগিয়ে দেয় এবং যেভাবেই সম্ভব হয় তাকে কুফরের চেয়ে কম কোন বিষয়ের উপর রাজি হয়না।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৬৩)

দিন রাত মুসালসাল হে গুনাহোঁ কা তাসালসুল
কুছ তুম হি করো না ইয়ে নাহুসত নেহি জাতি (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলে নেকীর তৌফিক হবেনা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “**আল্লাহ পাক** এবং বান্দার মাঝখানে গুনাহের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যখন বান্দা সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে মোহর (Seal) লাগিয়ে দেন, এরপর তাকে নেকী করার তৌফিক দেয়া হয়না।” (ইহইয়াউল উলূম, ৪/৬৫)

হে **আল্লাহ পাক**! দয়ার আবেদন করছি, আমার অন্তর থেকে গুনাহের কৃষ্ণতা মিটিয়ে দিয়ে এতে নেকীর নূর দ্বারা পূর্ণ করে দাও, মাওলা! অন্যথায় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

গুনাহো কি আদত বড়ি জা রহি হে, করম ইয়া ইলাহি করম ইয়া ইলাহি!
গুনাহো কি তা’রিকিয়াঁ ছা গেয়ি হে, করম ইয়া ইলাহি করম ইয়া ইলাহি!
তু আত্তার কো বে সবব বখশ মাওলা,
করম কর করম কর করম ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ হলো “অহেতুক কথাবার্তা”

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর হাওয়ারীদের (সাথীদের) উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: “**হে লোকেরা**! তোমরা অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকো, কখনোই **আল্লাহ পাকের** যিকির ব্যতীত নিজের মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের করো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, অথচ অন্তর নরম

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে (কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা একে কঠোর করে দেয়) এবং কঠোর অন্তর **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ যদি তোমরা **আল্লাহ পাকের** রহমতের আশাবাদী হও তবে নিজেদের অন্তরকে কঠোরতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো)।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব! না জরুরত কে সিওয়া কুছ কভী বলুঁ,
আল্লাহ যুবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

সুস্বাদু খাবার খেতে থাকা, অন্তরের কঠোরতার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "আখিরাতের পথের পথিক বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, তাঁরা তরকারি সর্বদা নয় বরং কখনো কখনোই খেতেন এবং নফসের চাহিদা থেকে বেঁচে থাকতেন, কেননা **মানুষ যদি নফসের চাহিদা অনুযায়ী মজাদার খাবার খেতে থাকে তবে এর দ্বারা তাঁর নফসে গর্ব এবং অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়,** তাছাড়া সে দুনিয়ার মজাদার বস্তু সমূহের প্রতি এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, দুনিয়াবী স্বাদ সমূহের ভালবাসা তার অন্তরে বসে যায় এবং সে **আল্লাহ পাকের** সাক্ষাৎ এবং **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হওয়ার কথা ভুলে যায়, তার জন্য দুনিয়া **জান্নাত** এবং মৃত্যু **জেলখানা** হয়ে যায়। তবে যদি সে নিজের নফসের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে এবং তাকে স্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখে তবে দুনিয়া তার জন্য জেলখানা হয়ে সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার নফস এই জেলখানা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি চায় আর **মৃত্যুই** হলো তার মুক্তি। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মুয়ায রাযি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাণীতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেমনটি তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "**হে নেককারের দল!** জান্নাতের ওয়ালিমা (ভোজ) খাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখো, কেননা নফসকে যতই ক্ষুধার্ত রাখা হবে, ততই খাওয়ার আকাংখা বৃদ্ধি পাবে।"

(ইহইয়াউল উলূম, ৩/১১৩)

www.dawateislami.net

লেবাননের পর্বতের আউলিয়াদের উপদেশ

পেট ভরে খাওয়ার একটি ক্ষতি এটাও যে, বান্দা ইবাদতের স্বাদ ও মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যেমনটি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাইনি, যাতে ইবাদতের স্বাদ নসীব হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি লেবাননের পাহাড়ের কিছু আউলিয়ায়ে কিরামের সহচর্যে ছিলাম, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাকে এটাই বললো: যখন মানুষের মাঝে যাবে, তখন তাদেরকে চারটি বিষয়ে উপদেশ দিবে, এর মধ্যে একটি উপদেশ এটা ছিলো যে, **যেই ব্যক্তি বেশি আহার করবে তার ইবাদতের স্বাদ নসীব হবে না।**

(মিনহাজুল আবেদীন, ৮৪, ৯৮ পৃষ্ঠা)

শওক খানে কা বড় চলা ইয়া রব! নফস কা দাও চল গেয়া ইয়া রব!
খুব খানে কি খু মিটা ইয়া রব! নেক বান্দা মুঝে বানা ইয়া রব!

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ “অতিরিক্ত হাসা”

হে আশিকানে রাসূল! হাসা যদিওবা জায়িয কিন্তু “অতিরিক্ত হাসা” উদাসিনতায় নিমজ্জিতকারী, অনুচিত এবং অন্তরকে মৃত করে দেয়ার মত কাজ, অপ্রয়োজনীয় হাসি থেকে বাঁচার কারণে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ রূহানিয়্যতে উন্নতি অর্জিত হবে। সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে কিছু বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে, যেনো আখিরাতের স্মরণে আমাদের গম্ভীরতা অর্জিত হয়! **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “অত্যধিক হাসিও না! কেননা অত্যধিক হাসা অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়।”

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৫, হাদীস ৪১৯৩)

www.dawateislami.net

হাসা উদাসিনতার লক্ষণ

অত্যধিক হাসা আখিরাতের প্রতি উদাসিনতার লক্ষণ। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ অর্থাৎ যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। (বুখারী, ৩/২১৮, হাদীস ৪৬২১)

সাহাবারা কি হাসতেন?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা কি হাসতেন? বললেন: হ্যাঁ এবং তাঁদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী ছিলো। (শরহুস সুন্নাহ, ৬/৩৭৫, হাদীস ৩২৪৪)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হয়তো প্রশ্নকারী ঐ হাদীস শরীফটি শুনেছেন, “অধিক হাসা অন্তরকে মৃত করে দেয়” তখন তিনি হয়তো ভাবলেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনো হাসতেন না, (কেননা) তাঁদের তো অন্তর জীবিত ছিলো, অতএব তাঁদের সাথে হাসির সম্পর্ক কিসের! (সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর “হ্যাঁ” বাচক) উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, হাসি হারাম নয় বরং হালাল, তাঁরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) সেই হাসি হাসতেন না, যা অন্তরকে মৃত করে দেয় অর্থাৎ সর্বদা হাসতে থাকা বরং তাঁরা (সাহাবায়ে কিরামগণ) সেই হাসি হাসতেন, যা অন্তরকে সতেজ রাখে এবং সম্বোধিত ব্যক্তিকেও সতেজ বানিয়ে দেয়। (মিরআত, ৬/৪০৪)

অন্তর মরে যাওয়ার কারণ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে বেশি হাসে তার প্রভাব কমে যায় এবং যে মজা ও ঠাট্টা করে মানুষের দৃষ্টি সে ছোট হয়ে যায়, যে ব্যক্তি যেই কাজ অধিকহারে করে, সে সেভাবেই পরিচিত হয়,

যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে এবং যার ভুলভ্রান্তি বেশি হয়ে যায়, তার লজ্জা কমে যায় এবং যার লজ্জা কমে যায় তার পরহেযগারি কমে যায় এবং যার পরহেযগারি কমে যায় তার অন্তর মরে যায়। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৮৯)

এটা কি আল্লাহকে ভয়কারীদের ধরন? (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ওহাইব বিন ওরাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু মানুষকে হাসতে দেখে বললেন: যদি এদের ক্ষমা হয়ে যায়, তবে কি এটা কৃতজ্ঞদের কাজ এবং যদি তাদের ক্ষমা না হয়, তবে কি এটা ভীতদের ধরণ? (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯) এই বর্ণনাটি উদাসিনতার সহিত হাসি ঠাট্টাকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে হয়তো, অন্যথায় ঈদের দিন খুশি প্রকাশ করা উচিৎ।

আল্লাহকে ভয়কারী কারা?

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী কারা? বললেন: তাদের অন্তর **আল্লাহ** পাকের ভয়ে ব্যথিত, তাদের চক্ষু কান্না করে, তারা বলে আমরা কিভাবে আনন্দিত হবো, যেখানে মৃত্যু আমাদের পিছনে রয়েছে এবং কবর আমাদের সামনে আর কিয়ামত আমাদের ওয়াদার স্থান, জাহান্নাম অতিবাহিত করতে হবে এবং **আল্লাহ পাকে**র সামনে দন্ডায়মান হতে হবে। (ইহইয়াউল উলূম, ৪/২২৭)

কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯১) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন কাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অত্যধিক হাসে, সে কিয়ামতে অধিক কান্না করবে।”

(তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অতঃপর তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি (ঘটনা)

মর্যাদাবান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে হাসছে, তখন তিনি বললেন: يَا فَتٰى هَلْ مَرَرْتَ بِالصِّرَاطِ؟ অর্থাৎ হে যুবক! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে নিয়েছো? সে বললো: না। অতঃপর বললেন: هَلْ تَدْرِىْ اِلَى الْجَنَّةِ تَصِيْرُ اَمْ اِلَى النَّارِ؟ অর্থাৎ তুমি কি জানো যে, তুমি জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে? সে বললো: না। বললেন: فَمَا هٰذَا الضِّحْكُ অর্থাৎ অতঃপর এরূপ হাসছো কিভাবে? (ইহইয়াউল উলূম, ৪/২২৭) অর্থাৎ যখন এরূপ বিপদ তোমার সামনে রয়েছে এবং তোমার মুক্তিরও কোন নিশ্চিয়তাও নেই তবে কোন খুশিতে তুমি হাসছো? এরপর থেকে ঐ ব্যক্তিকে কারো সাথে হাসতে দেখা যায়নি।

(আখলাকুস সালেহীন, ৪৯ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে কেউ কাদঁলে তবে তা আশ্চার্যের বিষয়

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি জান্নাতে কাউকে কাঁদতে দেখবে তবে কি তুমি তার কান্নাতে আশ্চার্য হবে না? আরয করা হলো: অবশ্যই হবো। বললেন: যে দুনিয়ায় হাসে কিন্তু এটা জানা নেই যে, তার ঠিকানা কোথায় হবে (অর্থাৎ জান্নাত পাবে নাকি জাহান্নাম) তো এই (হাসতে থাকা) ব্যক্তির ব্যাপারটা এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ৩/৩৯১)

মৃত্যুর উপর বিশ্বাসীরা হাসে কিভাবে?

হাদীসে কুদসীতে এসেছে (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন): عَجَبًا لِّمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ অর্থাৎ বিস্ময় সেই ব্যক্তির প্রতি, যে মৃত্যুর উপর বিশ্বাস রাখে, অতঃপর কিভাবে হাসে! (শুয়াবুল ঈমান, ১/২২৩, হাদীস ২১২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

৪০ বছর পর্যন্ত হাসেনি

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **৪০ বছর পর্যন্ত হাসেননি** এক পর্যায়ে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। অনুরূপভাবে হযরত গযওয়ান রাকাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাসতেন না। (তানবীহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

৫০ বছর পর্যন্ত হাসতে দেখিনি

হযরত সায়্যিদুনা আউন ইবনে আবু যায়িদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হযরত আতা সুলামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নিকট **পঞ্চাশ বছর** ছিলাম, আমি তাঁকে কখনো হাসতে দেখিনি। (তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

পোশাক নেককারদের ন্যায় এবং .....

হযরত মুয়ায আদাবিয়াহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا একদিন এমন যুবকদের পাশ দিয়ে গমন করলেন, যারা হাসছিলো এবং তাদের পোশাক ছিলো উলের অর্থাৎ পোশাক সূফিদের ন্যায় ছিলো, তখন তিনি বললেন: سُبْحٰنَ الله. لِبَاسُ الصَّالِحِيْنَ وَضِحْكُ الْغَافِلِيْنَ۔ سُبْحٰنَ الله! পোশাকতো নেককার লোকদের আর হাসি অলসদের। (তানবিহুল মুগতারিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

নামাযে হাসার বিধান

(১) রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে কোন বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) অট্রহাসি দিলো অর্থাৎ এমন আওয়াজে হাসলো যে, তার আশেপাশের ব্যক্তিরা শুনতে পেলো, তবে অযুও ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং নামাযও ভঙ্গ হয়ে গেলো, যদি এমন আওয়াজে হাসলো যে, শুধুমাত্র নিজে শুনতে পেলো, তবে নামায ভঙ্গ হলো কিন্তু অযু অবশিষ্ট আছে, মুচকি হাসিতে না অযু ভঙ্গ হয় না নামায। মুচকি হাসিতে আওয়াজ একেবারে হয়না শুধুমাত্র দাঁত প্রকাশ পায়। (২) কোন বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) জানাযার নামাযে অট্রহাসি দিলো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো কিন্তু অযু অবশিষ্ট রয়েছে। (৩) নামাযের বাইরে

www.dawateislami.net

অট্টহাসি দিলে অযু ভঙ্গ হয়না কিন্তু পূনরায় অযু করে নেওয়া মুস্তাহাব। (মারাকিল ফালাহ, ৯১, ৮৪ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, সুতরাং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিৎ যে, আমরাও যেন উচ্চ আওয়াজে না হাসি।

ইয়া রাব্বে মুস্তফা! আমাদের অন্তরের কঠোরতা দূর করে তা আপনার স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করুন, অহেতুক কথাবার্তা, অযথা হাসা এবং নফসের চাহিদার অনুস্মরণ করা থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন, প্রত্যেক ধরনের গুনাহ থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা যিকির এবং দরূদে লিপ্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হো গেয়া কলব হায় সিয়াহ লুতফ নুরে খোদা কিজিয়ে।
কলব পাত্থর সে ভি সখত হে ইস কো নরমি আতা কিজিয়ে।
জগমগা দিজিয়ে কলবে সিয়াহ লূতফ বদরুদ দোজা কিজিয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫০৫ পৃষ্ঠা)

মিউজিক সেন্টার বন্ধ করে দিলো

হে আখিরাতের কল্যাণের আশাবাদীরা! অযথা হাসার অভ্যাস দূর করতে, মনে কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং গম্ভীরতা অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করছি: সু'য়ি (বেলুচিস্তান) এর এক ইসলামী ভাই তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়তো, যখন খারাপ বন্ধুদের সহচর্য তার মাঝে রঙ ছড়াতে শুরু করলো। এস এস সি (মাধ্যমিকের) পরে যখন কলেজে ভর্তি হলো তখন তার সব ধরনের মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে গেলো! শয়তান হাত ধরে তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করলো। এখন মদ্যপান, মারামারি, জুয়া এবং বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজ করতো। অনেক সময়তো সারারাত জুয়া এবং নেশা করে অতিবাহিত করতো, এক পর্যায়ে ফজরের আযান শুনা যেতো, কিন্তু আফসোস! সে নিজের বন্ধুদের সাথে হাসি

www.dawateislami.net

তামাশায় পরে থাকতো। যদি কখনো তার মা থাকে বুঝাতো, তখন সে তার মুখে মুখে কথা বলতো বরং مَعَاذَاللّٰه গালি পর্যন্ত দিতো। সে তার রুমের চারিদিকে সিনেমার নায়ক নায়িকার ছবি লাগিয়ে রেখেছিলো এবং ছবিগুলোর পেছনে একটি "গোপন কক্ষ" বানিয়ে রেখেছিলো, যেখানে সবসময় মদের বোতল থাকতো। এরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় ১৯৯৮ সাল এসে গেলো। সে নিজে একটি "মিউজিক সেন্টার" খুললো, একদিন সে দোকানে বসে ছিলো, হঠাৎ একজন সবুজ পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাই তাকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের একটি ক্যাসেট দিলো এবং চালানোর অনুরোধ করলো, যখনি সে ক্যাসেট চালালো তখন কোন মাওলানা সাহেবের আওয়াজ শুনতে পেলো, সে ভয় পেয়ে বন্ধ করে দিলো এবং ইসলামী ভাইকে ক্যাসেট ফিরিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো: ভাই! আমার এই বিষয়ে এলার্জি রয়েছে, এই ক্যাসেট আমি চালাতে পারবো না। সেই ইসলামী ভাইটি রাগ করার পরিবর্তে বিনয় সহকারে বললো: যদি এখানে চালাতে না পারেন তবে দয়া করে! ঘরে নিয়ে যান এবং অবশ্যই শুনে নিবেন। সে পিছু ছাড়ানোর জন্য তার থেকে ক্যাসেট নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলো। রাতে যখন ঘুমাতে লাগলো তখন তার ক্যাসেটের কথা মনে পড়লো, চিন্তা করলো যে, শুনে নিই, সকালে যদি সেই ইসলামী জিজ্ঞাসা করে তখন লজ্জিত হবো। যখন সে ক্যাসেটটি চালিয়ে শুনলো, তখন স্থির হয়ে গেলো, ক্যাসেট শেষ হওয়ার পর কাঁদতে কাঁদতে পূনরায় শুনলো। নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং ভোরে ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে গেলো। নামাযীরা আশ্চার্যজনক আনন্দে তার দিকে তাকালো যে, এই ব্যক্তি নামায পড়তে এসে গেলো? তাও ফজরের! অতঃপর সে তার "মিউজিক সেন্টার"ও বন্ধ করে দিলো এবং কিছুদিনের মধ্যে সে দাড়ি শরীফ দ্বারা নিজের চেহেরা সাজিয়ে নিলো। অতঃপর ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لله বার মাসের কাফেলায় সফর করার সুযোগ হয় এবং বেলুচিস্তানের দু'টি কাবিনার কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও নসীব হলো।

গর আয়ে শরাবি মিটে হার খারাবি,
চারায়ে গা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মনযোগ আকৃষ্টকারী কার্যাদি থেকে আগে মুক্ত হয়ে যান

নামায শুরু করার পূর্বে ঐ সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিন, যা নামাযে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ থেকে দূরে রাখার কারণ হতে পারে, তাছাড়া নীরব স্থান এবং শোরগোল থেকে দূরে থাকা, সামনের পর্দা এবং জায়নামাযের উপর এরূপ নকশা ইত্যাদি না হওয়া, যার দ্বারা মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং বিনয় ও একাগ্রতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রচন্ড ঠান্ডা এবং প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচার মাধ্যমও গ্রহণ করুন। যদি খাবার বা প্রশ্রাব ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তবে তা সেরে নিন।

বুঝার বিষয় (ঘটনা ও বাণী)

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হলো যে, প্রথমেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়া, যেনো নামায শুরু করার সময় তার অন্তর মুক্ত থাকে।” (কু'তুল কুলুব, ২/১৬৯) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের পরিবারকে বলতেন যে: “(আমার সাথে সম্পর্কিত) নিজের সকল প্রয়োজনাদি আমার নামায শুরু করার পূর্বেই বলে দাও।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২, হাদীস ১৬১১)

www.dawateislami.net

অন্তর খাবারের প্রতি ফেঁসে থাকা একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেই বিষয় দ্বারা অন্তর এদিক সেদিক ফিরে যায় এবং সেই (বিষয়) যদি দূর করা সম্ভব হয় তবে তা দূর করা ব্যতীত নামায পড়া মাকরূহ, যেমন; পায়খানা বা প্রশ্রাব বা প্রবল বায়ুচাপ হওয়া, কিন্তু যখন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন পড়ে নিন অতঃপর পূনরায় আদায় করুন। (অর্থাৎ ওয়াজিবুল ইয়াদার নিয়্যতে দ্বিতীয়বার পড়ে নিন, কেননা সেই নামায মাকরূহে তাহরিমী হয়েছিলো) অনুরূপভাবে খাবার সামনে এসে গেলো এবং এর প্রতি আগ্রহও প্রবল। মোটকথা এমন কোন কর্ম সম্পাদিত হওয়া, যার কারণে অন্তর ফিরে যায়, একাগ্রতায় বেগাত ঘটে, তখনও নামায পড়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫৭)

নামাযকে "খাবার" নয়, "খাবারকে" নামায বানিয়ে দাও!

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যদি সামনে খাবার রেখে দেখা হয় বা সে খাওয়া অবস্থায় জামাআত শুরু হয়ে গেলো তখন খাবার ছেড়ে দিয়ে জামাআতের জন্য যাওয়া ওয়াজিব নয় এবং এই বিধানে এটাও রয়েছে যে, প্রচন্ড ক্ষুধা লাগা এবং খাবারও প্রস্তুত রয়েছে। সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "নামাযকে খাবার বানিয়ে দাও, কেননা নামাযের সময় খাবারের দিকে মন লেগে থাকবে, এর চেয়ে উত্তম হলো যে, খাবারকে নামায বানিয়ে দাও যে, খাবার সময় নামাযের দিকে মন লেগে থাকবে।" এটা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন নামাযের সময় থাকে এবং যদি এই সম্ভাবনা থাকে যে, খাবার খেতে খেতে নামাযের সময় চলে যাবে বা মাকরূহ সময় শুরু হয়ে যাবে, তবে এই অবস্থায় নামায আগে পরে নিন। (নুযহাতুল কারী, ২/৩৩৮, ৩৩৯)

www.dawateislami.net

জামাআতের জন্য দৌঁড়ানো ঠিক নয়

প্রথম তাকবীর বা জামাআতের জন্য দৌঁড়ানো নিষেধ, এতে যদি নিশ্বাস বেড়ে যায় তবে **“বিনয়”** কিভাবে আসবে? **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ১৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“জলদবা’যী কে নুকসানাত”** এর ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নিশ্চয় তাকবীরে উলাসহ জামাআত সহকারে নামায পড়া অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকবীরে উলা সহকারে জামাআতের সহিত নামায আদায় করে, তার জন্য দুই ধরনের মুক্তি লিখা হয়েছে, একটি মুক্তি জাহান্নাম থেকে দ্বিতীয়টি মুনাফেকি থেকে। (তিরমিযী, ১/২৭৪, হাদীস ২৪১) কিছু কিছু ইসলামী ভাই তাকবীরে উলা পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দৌঁড়ানো শুরু করে দেয়, যার কারণে মাটিতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যা মসজিদের আদবের পরিপন্থী।

দৌঁড়ে আসিও না

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে “যখন নামাযের তাকবীর বলা হয় তখন দৌঁড়ে আসিও না, বরং শান্তভাবে হেঁটে এসো, যা পাও তা পড়ে নাও, যা রয়ে যায় তা পূরণ করে দাও।” (মুসলিম, ২৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬)

নামাযের জন্য না দৌঁড়ানোর উপকারীতা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ জামাআতের জন্য আতংকিত হয়ে দৌঁড়ে এসো না, কেননা এতে পরে যাওয়ার, আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এর দ্বারা কিছু মাসআলা জানা যায়: একটি হলো যে, জামাআতে অংশগ্রহণ করার জন্য শান্তভাবে আসা মুস্তাহাব, দৌঁড়ানো

www.dawateislami.net

মুস্তাহাবের পরিপন্থী, হারাম নয়। দ্বিতীয়টি হলো যে, (নামাযের) শেষ অংশ পাওয়া গেলেও জামাআত পাওয়া হয়, সুতরাং যে জুমার নামাযের আত্তাহিয়্যাত পেয়ে যায়, সে জুমা পড়বে (অর্থাৎ সে জুমার জামাআত পেয়ে গেলো)। তৃতীয়টি হলো, যে রাকাতে মুক্তাদী এসে যোগ দেয়, তা সংখ্যার ভিত্তিতে তার জন্য প্রথম রাকাত এবং কিরাতের ভিত্তিতে শেষ রাকাত। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) যখন থেকে সে নামাযের নিয়্যতে ঘর থেকে বের হলো নামাযের সাওয়াব পেতে থাকবে, অতঃপর তাড়াতাড়ি কেন করবে! কেন পরে যাবে এবং আঘাত পাবে! শান্তভাবে এসো, যা পাও আদায় করো। মনে রাখবে! যদি তাকবীরে উলা বা রুকু পাওয়ার জন্য একটু দ্রুত আসে, কিন্তু এতো দ্রুত নয় যে, আঘাত লাগার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে সমস্যা নেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪২৫,৪২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের তিনটি হাতিয়ার (ঘটনা)

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বীহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাইলের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শয়তান ধোঁকা দেয়ার অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু সফল হলো না। একদিন সেই বুযুর্গ কোন প্রয়োজনে বের হলেন, তখন শয়তানও তার সাথে চললো, সে কামনা এবং রাগের মাধ্যমে প্রতারিত করতে চাইলো, কিন্তু কিছুই হলো না। অতঃপর ভীত করার জন্য সে পাহাড় থেকে একটি শিলাখন্ড গড়িয়ে দিলো, সেই বুযুর্গ **আল্লাহ পাকে**র যিকির শুরু করে দিলো, তখন সেই শিলাখন্ড দূরে চলে গেলো। অতঃপর ভয় দেখানোর জন্য সে সিংহ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণির রূপ ধারণ করলো, তিনি আবারো **আল্লাহ পাকে**র যিকির শুরু করলো এবং এইসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। যখন সেই বুযুর্গ নামায শুরু করলো তখন শয়তান সাপের আকৃতিতে তার পায়ের দিক থেকে শরীরের সাথে জড়িয়ে গেলো, এমনকি মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, যখন তিনি সিজদা করতে চাইলেন তখন সে তাঁর চেহেরার

www.dawateislami.net

সাথে জড়িয়ে গেলো, যখন সেই বুযুর্গ সিজদার জন্য মাথা মুবারক রাখলেন তখন সাপ তার মুখ খুলে দিলো যেনো তাঁর মাথা গিলে ফেলে, বুযুর্গ তাকে সরিয়ে মাটিতে সিজদা করলো, যখন নামায সম্পন্ন করে নিলেন তখন সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। শয়তান প্রকাশ্য ভাবে সামনে এসে গেলো এবং বলতে লাগলো: আমি আপনাকে ধোঁকা দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি, আমি আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, ভবিষ্যতে আপনাকে আর ধোঁকা দিবোনা। বুযুর্গ বললেন: তুমি আজ আমাকে ভীত করার অনেক চেষ্টা করেছো কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ভীত হইনি, আমার তোমার বন্ধুত্বের কোন প্রয়োজন নেই। শয়তান বললো: আপনি কি আমার নিকট আপনার পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না, যে আপনার অনুপস্থিতে তাদের সময় কিভাবে অতিবাহিত হলো! বুযুর্গ বললো: আমি তাদের পূর্বেই মারা গিয়েছি (অর্থাৎ তোমার নিকট তাদের ব্যাপারে আমার জানার কোন প্রয়োজন নেই)। সে বললো: আপনি কি এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আমি কিভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকি! বললেন: হ্যাঁ, এটা বলে দাও। শয়তান বললো: তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে থাকি: **(১) কৃপণতা (৩) রাগ** এবং **(৩) নেশা**। মানুষ যখন কৃপণতায় লিপ্ত হয়ে যায়, তখন আমি তার সম্পদকে তার দৃষ্টিতে নগন্য করে দেখানো শুরু করে দিই, এভাবে (নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার লোভে) সে নিজের সম্পদের শরয়ী হক আদায় করা থেকে বিরত থাকে, বরং অপরের সম্পদ পাওয়ার বাসনায় লেগে যায়। আর যখন মানুষ রাগান্বিত হয়, তখন আমি তাকে নিয়ে এভাবে খেলি যেমন শিশুরা বল নিয়ে খেলে। যদিওবা (সে এমন নেককার হয় যে,) নিজের দোয়ার মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করে দেয়, তবুও আমি সেই রাগী ব্যক্তির প্রতি নিরাশ হইনা, কেননা কোন না কোন সময় সে রাগান্বিত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে এমন কোন বাক্য বলে দিবে, যার দ্বারা তার আখিরাত নষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন মানুষ নেশা করতে থাকে, তখন আমি তাকে আমার ইচ্ছা মতো যেই খারাপ কাজ চাই এমনভাবে টেনে নিয়ে যাই যেমনভাবে ছাগলকে কান ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। (তানবীহুল গাফেলিন, ১১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, শয়তান বান্দাকে সম্ভাব্য সকল অবস্থায় ইবাদত থেকে বাঁধা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু নেককার ও মুখলিস বান্দা **আল্লাহ পাকের** সাহায্যে তার ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়। এটাও জানা গেলো যে, **কৃপণতা, রাগ** এবং **নেশা** শয়তানের নিকৃষ্টতম হাতিয়ার, যা দ্বারা সে মানুষকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, শয়তানের এই হাতিয়ারকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া।

কমর তোড়ি হে ইসিয়াঁ নে, দাবায়া নফস ও শয়তাঁ নে,
না করনা হাশর মে রুসওয়া, মেরা রাখনা ভরম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহ! যদি কাঁদতে কাঁদতে নামায পড়া নসীব হতো

নামাযের তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় আহ! যদি এরূপ ধ্যান হতো যে, যেনো **আল্লাহ পাককে** দেখছি। অথবা কমপক্ষে এই মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যেতো যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে দেখছেন এবং আমি এক মূহুর্তের জন্যও **তাঁর** থেকে গোপন নই। যদি এরূপ নসীব হতো যে, দাঁড়ানো অবস্থায় লজ্জায় মাথা নত, কাঁধ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, চেহেরা ভীতসন্ত্রস্ত, অন্তরে **বিনয়ের** অবস্থা বিরাজমান এবং অঙ্গ থেকে সেই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তাছাড়া চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং রুকু ও সিজদায় **তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের**) মহত্বের প্রতি সজাগ তাছাড়া সিজদায় এই বিশ্বাসও থাকা যে, আমি এই মূহুর্তে **আল্লাহ পাকের** খুবই সন্নিকটে রয়েছি, যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী সিজদা অবস্থায় হয়ে থাকে।" (মুসলিম, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৮৩) কিন্তু এই সকল অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে, যখন অন্তর দুনিয়াবী আবর্জনা থেকে পবিত্র হবে, অন্তরে এই মনোভাব হবে যে, **আল্লাহ পাক** দেখছেন

www.dawateislami.net

এবং উত্তর দেয়ার জন্য তার সামনে উপস্থিতির অনুভব হওয়া এবং মানসিকতায় আখিরাতের চিন্তায় বিভোর হওয়া।

মুবারক বক্ষ পাতিলের ন্যায় উত্তপ্ত হতো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নামায আদায় করতেন, তখন **তাঁর** বক্ষ মুবারক পাতিলের ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করতো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৫০১, হাদীস ১৬৩২৬)

রঙ হলুদ বর্ণের হয়ে যেতো (ঘটনা)

রাসূলে পাকের নাতি, ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন অযু করতেন তাঁর রঙ মুবারক হলুদ বর্ণের হয়ে যেতো। পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করলো: অযু করার সময় আপনি এরকম হয়ে যান কেন? বললেন: "তোমরা কি জানো, আমি কার মহান দরবারে দন্ডায়মান হবো!" (আয যুহ্দ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৩৮)

মাওলা আলীর মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো (ঘটনা)

যখন নামাযের সময় হতো হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝে **কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো** এবং চেহেরার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেতো। আরয করা হতো: হে আমীরুল মুমিনীন! কি হলো? বলতেন: সেই আমানত আদায় করার সময় এসে গেছে, যা **আল্লাহ পাক** জমিন ও আসমান এবং পাহাড়ের নিকট দিয়েছিলো, তখন তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলো এবং ভীত হয়ে গেলো আর আমি (অর্থাৎ মানুষেরা) একে গ্রহণ করেছি। (ইহইয়াউল উলূম, ১/২০৬)

হযরত ইয়াহিয়া অনেক বেশি কান্না করতেন

আল্লাহ পাকের সত্য নবী, নবী ইবনে নবী হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন (**আল্লাহর** ভয়ে) এমনভাবে

www.dawateislami.net

কান্না করতেন যে, গাছ এবং মাটির টুকরোও তাঁর সাথে কান্না করতো। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এমনভাবে লাগাতার অশ্রু প্রবাহিত করতে থাকতেন, এক পর্যায়ে অশ্রুর কারণে তাঁর গাল মুবারকে ক্ষত হয়ে গেলো, তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁর ক্ষতের উপর পশমের ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিতেন, তা সত্ত্বেও যখন তিনি আবারো নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন পূনরায় কান্না শুরু করে দিতেন, যার ফলে সেই পশমের ব্যান্ডেজ ভিজে যেতো। যখন আম্মাজান তা শুকানোর জন্য নিংড়াতেন এবং তিনি তাঁর চোখের পানি আম্মাজানের বাহু দিয়ে গড়িয়ে পরতে দেখতেন, তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: “**হে দয়ালু আল্লাহ**! এগুলো আমার অশ্রু, ইনি আমার আম্মাজান এবং আমি তোমার বান্দা আর তুমি সবচেয়ে বেশি দয়া প্রদর্শনকারী।” (ইহইয়াউল উলূম, ৪/২২৫)

ফারুকে আযমের কান্নার আওয়াজ (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন যে, আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পেছনে নামায পড়েছি, আমি তিন কাতারের পেছনে তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনেছি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৮৮, হাদীস ১৩৪)

জাহান্নামের নকশা ভেসে উঠে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখনই ফরয নামাযে দাঁড়ানো দেখতাম, তখন তাঁর অশ্রু দাড়ি মুবারকের উপর প্রবাহিত হতে দেখতাম। হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি এবং চাটাইয়ের উপর তাঁর অশ্রু ঝরার আওয়াজ শুনতাম। হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান আসাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করলাম: হে আবু মুহাম্মদ! আপনি নামাযে কেন কান্না করেন?

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলেন: হে ভাতিজা! একথা কেন জিজ্ঞাসা করছো? আমি আরয করলাম: হয়তো এর দ্বারা **আল্লাহ পাক** আমাকে উপকৃত করবেন। বললেন: **আমি যখনই নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন জাহান্নামের নকশা আমার সামনে ভেসে উঠে।**

(ইবনে আসাকির, ২১/২০৩)

সর্বদা ক্রন্দনরত বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা সূফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন সায়িব তায়িফি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অশ্রু কখনো বন্ধই হতো না, সর্বদা কাঁদতে দেখা যেতো। নামায আদায় করতো কাঁদতে কাঁদতে, তাওয়াফ করতো কাঁদতে কাঁদতে, বসে দেখে কোরআন পড়তো কাঁদতে কাঁদতে, আমার সাথে পথে যখনই তাঁর সাক্ষাত হতো তখনোও কাঁদতে থাকতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে সর্বদা কান্না করার ব্যাপারে নিন্দা করলে তখন তিনি কান্না করে দিলেন এবং (বিনয়ী করে) বলতে লাগলেন: তোমার (আমার কান্নার ব্যাপারে নয় বরং) আমার গুনাহ ও অতিরঞ্জনের ব্যাপারে নিন্দা করা উচিৎ, যে এই দু'টি (অর্থাৎ গুনাহ ও অতিরঞ্জন) আমার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। যখন সেই ব্যক্তি এটা শুনলো তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। (আর রিক্কাতু ওয়াল বুকায়ি মাআ মাওসুআতি ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/২১৫, নম্বর ২৪২)

নামাযে কান্না করার শরয়ী মাসআলা

নামাযে ব্যথা বা মুসীবতের কারণে যদি এরূপ শব্দাবলী যেমন; “আহ্, উহ্, উফ ইত্যাদি মুখ থেকে বের হয়ে যায় অথবা কান্না করার দ্বারা শব্দ সৃষ্টি হয় তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি কান্নার সময় শুধু চোখের পানি বের হয়, শব্দ ও বর্ণ উচ্চারিত হয় না তবে কোন ক্ষতি নেই। (আলমগিরী, ১/১০১) আর যদি নামাযে ইমামের তিলাওয়াতের কারণে কান্না করতে থাকে আর মাঝে মাঝে “আরে, হ্যাঁ, হা, ইত্যাদি শব্দ মুখ থেকে বের হয়ে যায় তবে কোন ক্ষতি নেই, কেননা এটা **বিনয়ের** কারণে এবং যদি ইমামের সুন্দর কণ্ঠের কারণে মুগ্ধ হয়ে এসব শব্দাবলী বলে তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৫৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তু ডর আপনা এনায়ত কর, রাহে ইস ডর সে আখেঁ তর,
মিটা খওফে জাহাঁ দিল সে, মিটা দুনিয়া কা গম মওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযে যা কিছু পড়বে তার অর্থ জানা থাকা

বিনয় অর্জনের জন্য নামাযে পঠিত সূরা এবং যিকির সমূহ যেমন; সানা, সূরা ফাতিহা, রুকু এবং সিজদার তাসবীহ, দরূদ শরীফ ইত্যাদির অর্থ জানা থাকা, যেনো বুঝতে পারে যে, আপন **প্রতিপালকে**র নিকট কি আরয করছে। আয়াত ও দোয়া সমূহের অর্থ যদি মনে থাকে, তবে মনোযোগ আয়ত্বে রাখতে পারবে, এবং اِنْ شَآءَ الله সম্পূর্ণরূপে বিনয় ও একাগ্রতা (বিনয় ও নম্রতা) সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য নসীব হবে।

ডানে বামে কে, তা খেয়াল না থাকা

হযরত সায়্যিদুনা হাকাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বিষয়টি নামাযের পূর্ণতার সাথে সম্পৃক্ত যে, তোমার খেয়াল না থাকা, তোমার ডানে বামে কে আছে। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১/৪৯২, হাদীস ১৫) সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: নামাযে **বিনয়** এটাই যে, নামাযে নিজের ডানে বামের ব্যক্তিকে না চেনা। তাবেয়ি বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন থেকে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর এই বাণী শুনেছি, **চল্লিশ বছর** হয়ে গেছে যে, আমি নামাযে নিজের ডানে বামের ব্যক্তিকে চিনতে পারিনা।" (ইত্তিহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকিন, ৩/১৮১)

নামাযোঁ মে এ্যয়সা গুমা ইয়া ইলাহি! না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দ্রুত পড়ার কারণে নামাযের রূহ চলে যায়

যদি রুকু, সিজদা, কওমা এবং জলসা ইত্যাদি শান্তভাবে আদায় না করা হলে তবে কোন অবস্থাতেই বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা তাড়াহুড়া করার কারণে নামাযের রূহ চলে যায়।

নামায আদায়ে তাড়াহুড়া

আফসোস! বর্তমান সময়ে খুবই কম সংখ্যক মুসলমান নামায পড়ে আর যারা পড়ে তাদের মধ্যেও কিছু লোক তাড়াহুড়া করার কারণে প্রায় নিজেদের নামাযই নষ্ট করে বসে। তাড়াহুড়ার কারণে ভুল নামায আদায়কারীকে **নামাযের চোর** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সেই, যে নিজের নামাযে চুরি করে।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন ব্যক্তি নিজের নামাযে চুরি কিভাবে করতে পারে? তো **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে তার রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ করে না।" অথবা এভাবে ইরশাদ করেন: "সে রুকু ও সিজদায় নিজের পিঠকে সোজা করে না।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮/৩৮৬, হাদীস ২২৭০৫)

সম্পদের চোরের চেয়েও নামায চোর নিকৃষ্ট

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "বুঝা গেলো যে, সম্পদের চোরের চেয়েও **নামায চোর** নিকৃষ্ট, কেননা সম্পদের চোর যদিওবা শাস্তি পেয়ে থাকে, তবে (চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা) কিছু না কিছু উপকার লাভও করে, কিন্তু **নামায চোর** পরিপূর্ণ শাস্তি পাবে, তার জন্য উপকার লাভের ককোন সুযোগ নেই। সম্পদের চোর "বান্দার হক" নষ্ট করে আর **নামায চোর** "**আল্লাহর** হক নষ্ট করে।" এই অবস্থা তাদের জন্য যারা নামায অসম্পূর্ণভাবে

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আদায় করে, এথেকে ঐ সমস্ত লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন যারা একেবারেই নামায পড়ে না।” (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৮)

মন্দ মৃত্যুর কারণ

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন, যে নামাযে রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করছিলো না, তখন তাকে বললেন: “তুমি নামায পড়োনি এবং তুমি যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তবে হযরত সায়্যিদুনা **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তরীকায় তোমার মৃত্যু হবে না।” (বুখারী, ১/২৮৪, হাদীস ৮০৮) নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কখন থেকে এভাবে নামায পড়ছো? সে বললো: চল্লিশ বছর ধরে। তখন তিনি তাকে বললেন: “তুমি চল্লিশ বছর ধরে নামাযই পড়োনি এবং যদি এই অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তবে দ্বীনে **মুহাম্মদী** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর তুমি মৃত্যুবরণ করবে না।” (নাসায়ী, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩০৯)

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর বাণী শুনেছেন যিনি স্বয়ং সাহাবীয়ে রাসুল ছিলেন এবং তাঁর সম্মানীত পিতাও। হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ এবং উপাধী সাহেবে সিররে **রাসুলুল্লাহ** (অর্থাৎ **রাসুল** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশ্বস্ত)। সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্মান ও মর্যাদার কথা কি বলবো? স্বয়ং **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَکۡرِمُوۡا اَصۡحَابِیۡ فَاِنَّهُمۡ خِیَارُکُمۡ۔ অর্থাৎ আমার সাহাবীদের সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম। (মিশকাত, ২/৪১৩, হাদীস ৬০১২) তাঁর সম্মানীত পিতার নাম ছিলো **হিসাল** বা **হুসাইল** কিন্তু **“ইয়ামান”** উপাধীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সম্মানীত পিতা কিছু কারণে মক্কা শরীফ ছেড়ে মদীনা শরীফে

www.dawateislami.net

গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং সেখানে বিবাহ করেন, এই কারণে হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্ম মদীনায় হয়েছিলো। (যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ৪/৫৫৭) আর এই কারণে হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, যখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে অধিকার দিলেন যে, তুমি চাইলে নিজেকে মুহাজিরদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করো বা আনসারদের মধ্যে, তখন আমি আনসারকে পছন্দ করলাম।

(মু'জামু কবীর, ৩/১৬৪, হাদীস ৩০১১)

হাম কো সব আসহাবে মাহবুবে খোদা সে পেয়ার হে,
اِنْ شَآءَ الله দো'জাহাঁ মে আপনা বেড়া পাড় হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুনাফিকদের শনাক্তকারী

তিনি মুনাফিকদের এবং নিফাকের নিদর্শন সমূহকে খুবই ভালভাবে চিনতেন, যেমনটি একদা **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং এক এক করে মুনাফিকদের নাম বলে দিলেন। এই কারণেই যে, যখনই কোন জানাযা আসতো তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জেনে নিতেন যে, হযরত হুযায়ফা এই জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন নাকি করেননি? যদি হযরত হুযায়ফা অংশগ্রহণ করতেন তবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জানাযার নামায পড়িয়ে দিতেন অন্যথায় তিনি নিজেই অংশগ্রহণ করতেন না। (উসদুল গবা, ১/৫৭৩) একবার সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **আল্লাহর** শপথ! পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত যতই এরূপ ফিতনাবাজ লোক আসবে, যাদের অনুসারী তিনশত বা তার চেয়ে বেশি হবে তাদের প্রত্যেকের নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের সম্প্রদায়ের নাম **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বলে দিয়েছেন।

(আবু দাউদ, ৪/১২৯, হাদীস ৪২৪৩)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

বারগাহে ফারুকীতে মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন কোন ব্যক্তিকে কোন পদে মনোনীত করতেন, তখন সেখানকার লোকদের নামে এটা লিখে দিতেন যে “যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যক্তি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করবে, তবে তোমরা তার অনুস্মরন করবে” কিন্তু যখন হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে “**মাদায়িন**” এর গভর্নরের পদ দান করেন তখন এরূপ লিখে দিলেন: লোকেরা! তাঁর অনুস্মরন করবে এবং যা কিছু তিনি চাইবে, তাঁকে দিয়ে দিবে। (ইবনে আসাকির, ১২/২৮৬)

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামানের অনাড়ম্বরতা

হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন এবং বিলাসিতা (Luxuries) থেকে বেঁচে থাকতেন, যেমনটি গাধার উপর আরোহন করে বড়ই অমুখাপেক্ষীতা ভাব নিয়ে দুই পা একইদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে মাদায়িন শহরে গভর্নর হিসেবে প্রবেশ করেন আর শহরের লোক অপেক্ষামান ছিলো এবং ধারণাও করতে পারেনি যে, নতুন গভর্নর কে? পরবর্তীতে জানতে পারলে দৌঁড়ে গিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং তাঁর প্রয়োজনাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি বললেন: নিজের জন্য খাবার এবং গাধার জন্য দিনে দুইবার ঘাস চাই (এই ব্যস)। (ইবনে আসাকির, ১২/২৮৬) হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন তাঁর “মাদায়িন” থেকে ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন মদীনায় আসার পথে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেন, যেনো তাঁর পূর্বেকার এবং বর্তমান অবস্থা দেখতে পারেন। যখন তাকে পূর্বের অবস্থাতেই (অর্থাৎ খালি হাতে) দেখলেন তখন আনন্দিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। (আয যুহুদ, ২০০ পৃষ্ঠা, নম্বর ১০১৩)

www.dawateislami.net

খোদাভীতি এবং বিনয় ও একাগ্রতা

তিনি নামায প্রচন্ড বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আদায় করতেন। একবার নামাযে কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি শুরু হয়ে গেলো। শান্ত হলে পাশেই এক ব্যক্তিকে পেলেন, বললেন: যা কিছু দেখেছো কাউকে কখনোই বলো না। **খোদাভীতি** এবং দুনিয়া বিমুখতার কারণে এই আকাংখা প্রকাশ করতেন যে, দরজা বন্ধ করে বসে যাবো এবং কারো সাথে সাক্ষাত করবো না, এক পর্যায়ে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থিত হয়ে যাবো (অর্থাৎ ওফাত গ্রহণ করবো)। (সিফাতুস সাফওয়াহ, ১/৩১২)

ইন্তিকাল মুবারক

হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হলো, তখন কান্না করতে লাগলেন। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন: এই জন্য কাঁদছি না যে, দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছি, কেননা মৃত্যুতো আমার প্রিয়, (কান্নার কারণ হলো এটাই) আমি জানি না যে, যখন আমাকে সামনে উপস্থাপন করা হবে তখন **আল্লাহ পাক** আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট? (ইবনে আসাকির, ১২/২৯২) তাঁর মুবারক ইন্তিকাল তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পর (সম্ভবত ২৮) মুহররম ৩৬ হিজরীতে মাদায়িনে (সালমান পাকে) হয়েছে, এখানে তাঁর মাজারে পাক রয়েছে।

(বাগইয়াতুল তলব ফি তারিখে হালব, ৫/২১৭৫)

হাজার বছর পরও শরীর নিরাপদ

ওফাতের হাজার বছর পর সম্ভবত ২০ যিলহজ্জ ১৩৫১ হিজরী কবর ভিজে যাওয়ার কারণে হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা এবং হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর দেহ মুবারক অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হলো, তখন সারা দুনিয়া থেকে আগত লাখো দর্শক নিজেদের চোখে দেখেছে যে, দু'জন সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর

www.dawateislami.net

দেহ মুবারক এবং পবিত্র কাফন এমনকি দাড়ি মুবারকও একেবারে নিরাপদ ছিলো। শরীর মুবারক দেখে এমন মনে হয়েছিলো যে, সম্ভবত তাঁদের ওফাতের দুই তিন ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি। (কবর খুল গেয়ি, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কবর খোলার মাসআলা

যখনই কবর কোন কারণে ভিজে যায় বা পানি ইত্যাদি এসে যায় তবে কোন আশিকে রাসূল মুফতীর অনুমতি ব্যতীত কখনোই কবর খুলবে না। তাছাড়া অনেক সময় মৃত ব্যক্তি স্বপ্নে এসে এটা বলে যে, আমি জীবিত! আমাকে বের করো! বা বলে: আমার কবরে পানি ভরে গেছে, আমি এখানে কষ্টে আছি! আমার লাশ অন্য কোন জায়গায় পরিবর্তন করে দাও! ইত্যাদি, যদিওবা বার বার এরূপ স্বপ্ন দেখুক, স্বপ্নের ভিত্তিতে কবর খোলা জায়িয নেই। যদি কেউ স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে বা শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কবর খুলে এবং মৃত ব্যক্তির শরীর কাফন সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ পাওয়া যায়, সুগন্ধ আসে এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিদর্শনও দেখা যায় তবুও শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কবর খননকারী গুনাহগার হবে, এই ব্যাপারে **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের** "প্রশ্নোত্তর" লক্ষ্য করুন: **প্রশ্ন:** এ ব্যাপারে কি অভিমত যে, একজন মহিলার গর্ভের সময় পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভবতী অবস্থায় ইন্তিকাল করলো, রীতি অনুযায়ী তাকে দাফন করা হলো, একজন নেককার লোক স্বপ্নে দেখলো যে, সেই মহিলার জীবিত সন্তান জন্ম হয়েছে, এখন স্বপ্নদ্রষ্টার কথার উপর ভিত্তি করে কবর খনন করে সন্তানকে মহিলা সহ বের করা জায়িয নাকি নাজায়িয? **উত্তর:** জায়িয নয়, কিন্তু যদি কোন স্পষ্ট দলীল থাকে, পর্দা সংরক্ষিত আছে এবং স্বপ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, "**সিরাজিয়া**" এবং "**হিন্দিয়া**" কিতাবে রয়েছে: এক মহিলার গর্ভধারণ সাত মাস হয়েছে, সন্তান তার পেটে নড়াচড়া করতো, সে মহিলা মারা গেলো এবং

www.dawateislami.net

তাকে দাফন করা হলো, অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো যে, সে বলছে আমি সন্তান প্রসব করেছি, তবে কবর খনন করা যাবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকই** ভালো জানেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪০৫)

"**মলফুযাতে আলা হযরত**" ৫০১ পৃষ্ঠায় "**কবর পূনঃখনন**" সম্পর্কে অত্যন্ত শিক্ষনীয় "**প্রশ্নোত্তর**" লক্ষ্য করুন: **প্রশ্ন:** একটি কাঁচা কবর, প্রতিবার (বৃষ্টির) পানিতে ভরে যায়, এতে কি শক্ত ছিপি (অর্থাৎ গর্ত বন্ধ করার বস্তু) লাগনো যাবে? **উত্তর:** কবরে ছিপি লাগাতে কোন সমস্যা নেই, হ্যাঁ তবে পুনঃখনন করা যাবে না। মৃতকে দাফন করে যখন মাটি দিয়ে দেয়া হয় তখন তা **আল্লাহ পাকের** আমানত হয়ে যায়, তা খোলা জায়িয নেই। (কেননা কবরে মৃত ব্যক্তি) দুই অবস্থায় থাকে, (হয়তো) আযাবে অথবা নেয়ামতে। যদি আযাবে হয় তবে পর্যবেক্ষণকারী তা পর্যবেক্ষণ করবে, এতে পর্যবেক্ষণকারীর মনে কষ্ট পাবে এবং সে কিছুই করতে পারবে না। আর যদি নেয়ামতে থাকে তবে এটা তার (মৃতের) জন্য অপছন্দনীয়।

রাহে ইয়া রব! হামেশা ইশকে আহমদ মেরে সিনে মে,
হুযায়ফা কা ওয়াসিলা মেরি রিহলাত হো মদীনে মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাকের ন্যায় ঠোঁট মেরো না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন শিবলি رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাকের ন্যায় ঠোঁট মারতে এবং হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছাতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, ১/৩২৮, হাদীস ৮৬২)

হাদীসের ব্যাখ্যা

অর্থাৎ সিজদাকারী সিজদা এমন তাড়াহুড়া ভাবে করবে না, যেমন; কাক মাটিতে ঠোঁট মেরে তৎক্ষণাৎ উঠিয়ে নেয় এবং সিজদায় কনুইদ্বয় মাটিতে লাগাবে না, যেমনিভাবে কুকুর, নেকড়ে ইত্যাদি বসার সময় লাগিয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৭)

www.dawateislami.net

তাড়াহুড়া করে নামায আদায়কারীর উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রুকু আদায় করে না এবং সিজাদায় ঠোঁট মারে, তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্তের ন্যায়, যে এক দু'টি খেজুর খেলে তবে তা তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না।

(আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ১/১৯৯, হাদীস ৭)

দুইবার নামায পড়ালেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে আসলো, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদের এক কোণায় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ব্যক্তি নামায পড়লো এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করলো, তাকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَام ফিরে যাও, নামায পড়ো, তুমি নামায পড়োনি! সে ফিরে গেলো, নামায পড়লো অতঃপর এসে সালাম করলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكَ السَّلَام ফিরে যাও, নামায পড়ো, তুমি নামায পড়োনি! সে দ্বিতীয়বার বা এরও পরে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শিখিয়ে দিন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যখন তুমি নামাযের দিকে আসবে তখন পরিপূর্ণরূপে অযু করো অতঃপর কাবার দিকে মুখ করো, অতঃপর তাকবীর বলো, এরপর যতটুকু কোরআন সহজ হয় পড়ে নাও অতঃপর রুকু করো এই পর্যন্ত যে, রুকুতে প্রশান্তি লাভ করো এরপর উঠো এবং একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর সিজদা করো, এই পর্যন্ত যে, সিজদায় প্রশান্তি লাভ করো, এরপর উঠো এবং একেবারে শান্তভাবে বসে যাও, অতঃপর সিজদা করো এই পর্যন্ত যে, সিজদায় প্রশান্তি লাভ করো, এরপর উঠো এবং একেবারে শান্তভাবে বসে যাও, অতঃপর নিজের সম্পূর্ণ নামাযে এরূপ করো।"

(বুখারী, ৪/১৭২, হাদীস ৬২৫১)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায (ঘটনা)

তাবেয়ী বুযুর্গ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সুন্নাতের উপর আমল করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করতেন। যখন তিনি মদীনার শাসক ছিলেন, সেই সময়ে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ খাদেম হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইরাক হতে মদীনা শরীফ আসেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পেছনে নামায পড়েন। তাঁর হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নামায খুবই পছন্দ হলো অতএব নামায পড়ার পর বললেন: "مَارَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ مِنْ هٰذَا الْغُلَامِ অর্থাৎ আমি ঐ যুবক থেকে বেশি কাউকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায আদায়কারী দেখিনি।" (সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয লি ইবনে জাওযী, ৩৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলা হযরতের নামায

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন চিশতি নিযামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যে পরিমাণ সতর্কতার সহিত নামায পড়তেন, আজকাল এমন দেখা যায় না। সর্বদা আমার দুই রাকাতের সময়ে তাঁর এক রাকাতই হতো এবং অন্যান্যরা আমার চার রাকাতে কমপক্ষে ছয় রাকাত বরং রাকাত আট পড়ে নিতো। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১৫৪) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় নবীর কিরাত..... মারহাবা!

অনুরূপভাবে নামাযে **বিনয়** পাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করুন এবং যেখানে শরয়ী ছাড় রয়েছে সেখানে যেমন; রাতে একাকী তাহাজ্জুদের নামাযে সুন্দর কণ্ঠে কোরআনে পাক তিলাওয়াত করুন। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইয়া'লা বিন মামলাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন কিরাতের বর্ণনা করলেন, যার এক একটা হরফ স্পষ্ট ছিলো। (নাসায়ী, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬২৬)

কোরআনে করীম অল্প পড়ো কিন্তু বিশুদ্ধভাবে পড়ো

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিরাতুল মানাজিহ"** কিতাবে বলেন: অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরাত খুবই ধীরে এবং স্পষ্ট ছিলো, যার প্রতিটি শব্দের পার্থক্য বুঝা যেতো এবং প্রতিটি বাক্যের হরফ সমূহ ح، ع، ز، ذ، ظ، ض স্পষ্টরূপে বুঝে নেয়া যেতো। একটি শব্দ অন্য শব্দের সাথে মিলে যেতো না, কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের এমনি পদ্ধতি হওয়া উচিৎ, বেশি পড়ার চেষ্টা করোনা, (যদিওবা অল্প পড়ো কিন্তু) বিশুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৪৭)

ভাল ক্বারী সেই, যে আল্লাহকে ভয় করে

হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করা হলো: কোন ব্যক্তি কোরআনে করীমের সুন্দর আওয়াজ এবং ভাল ক্বারী? ইরশাদ করলেন: ঐ ব্যক্তি, যখন তোমরা তাকে কোরআন পড়তে শুনো তবে এরূপ অনুভব করো যে, সে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করছে।

(দারামী, ২/৫৬৩, হাদীস ৩৪৮৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

....শ্রবণকারীদের পশম দাঁড়িয়ে যেতো

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই হাদীসে পাক ঐ সকল হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা, যেগুলোতে সুন্দর আওয়াজ, উত্তম তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ একনিষ্ঠ মনে পড়া এবং **খোদাভীতি** সম্বলিত কিরাতই উত্তম, তিলাওয়াতকারীর আসল আওয়াজ ভারী হোক বা চিকন। কিছু বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, তাদের আওয়াজ ভারী ছিলো কিন্তু তাদের তিলাওয়াতে স্বয়ং তাদের এবং শ্রবণকারীদের পশম দাঁড়িয়ে যেতো, মন কেঁপে উঠতো, **আল্লাহ পাক** এরূপ তিলাওয়াত নসীব করুক। আমিন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৭৪)

কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা নিশ্চয় অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কোরআনে পাকের একটি হরফ তিলাওয়াতের পরিবর্তে দশটি সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমনটি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ**র কিতাব থেকে একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকী পাবে, যা দশটি নেকীর সমান, আমি এটা বলছি না যে, الٓمّٓ একটি হরফ। বরং 'اَلِف' একটি হরফ, 'لَام' একটি হরফ এবং 'مِيم' একটি হরফ।" (তিরমিযী, ৪/৪১৭, হাদীস ২৯১৯)

এক হরফের পরিবর্তে ১০০টি নেকী

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রত্যেকটি হরফের পরিবর্তে ১০০টি নেকী রয়েছে এবং যে ব্যক্তি নামাযে বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে প্রত্যেক হরফের পরিবর্তে ৫০টি নেকী আর যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত অযু সহকারে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে ২৫টি নেকী এবং যে অযু বিহীন তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে ১০টি নেকী এবং রাতের নামায উত্তম, কেননা তখন মন বেশি মুক্ত থাকে। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৩৬৬)

www.dawateislami.net

কিছু ইসলামী ভাই খুবই দ্রুততার সহিত কোরআনে পাক তিলাওয়াত করে যেনো বেশি তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, কিন্তু তিলাওয়াতে তাজবীদের কায়িদা আদায় করেনা এবং ভুল পড়ে যায়, অথচ **কোরআনে করীমের হরফ সমূহ বিশুদ্ধভাবে আদায় করা এবং ভুল পড়া থেকে বেঁচে থাকা ফরযে আইন,** এইজন্য আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “নিশ্চয় এতটুকু **তাজবীদ** জানা, যা দ্বারা হরফসমূহ বিশুদ্ধভাবে আদায় হয় এবং ভুল পড়া থেকে বাঁচা যায়, **ফরযে আইন**।”। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৩৪৩)

কোরআনে করীম ধীরে ধীরে পড়া উচিৎ

২৯তম পারা সূরা মুজ্জাম্মিল এর ৪নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

(পারা ২৯, সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর কোরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه “তারতীল” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেন: “কোরআনে মজীদ এইভাবে ধীরে এবং থেমে থেমে পড়ো, যাতে শ্রবণকারী এর আয়াত ও শব্দসমূহ গণনা করতে পারে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৭৬) তাছাড়া ফরয নামাযে এভাবে তিলাওয়াত করা যে, পৃথক ভাবে প্রতিটি হরফ যেনো বুঝে আসে, তারাবীতে মধ্যম পন্থায় এবং রাতের নফল নামাযে এত দ্রুত পড়তে পারবে, যাতে সে বুঝতে পারে। (দুররে মুখতার, ২/৩২০) **“মাদারিক”** নামক কিতাবে রয়েছে: “শান্তভাবে, হরফ সমূহ আলাদা আলাদ ভাবে, ওয়াকফ (অর্থাৎ থামার চিহ্ন) আদায় করে এবং সকল হরকত সমূহ (অর্থাৎ যবর, যের ইত্যাদি) আদায়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা। “تَرْتِيْلًا” (অর্থাৎ খুবই থেমে থেমে) এই মাসআলার প্রতি তাকিদ দেয়া হচ্ছে যে, এই বিষয়টি তিলাওয়াতকারীর জন্য একান্তই জরুরী।” (মাদারিকুত তানযিল, ১২৯২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২৭৮, ২৭৯) (তারতীলের বিধান জানার জন্য **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৭৫-২৮২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

জনসাধারণ মধ্যম গতিতে তিলাওয়াত করবে

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৭ম খন্ডের ৪৭৮ থেকে ৪৭৯ পৃষ্ঠায় ধীরে ও মধ্যম গতিতে পড়ার ব্যাপারে খুবই সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে এর সারমর্ম সহজ ভাষায় উল্লেখ করার চেষ্টা করা হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোরআনে করীম পড়ার সময় চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা রাখে না, তার জন্য তিলাওয়াত করাতে মধ্যম গতিই উত্তম হওয়া উচিৎ, যে পরিমাণ দ্রুত পড়বে সেই পরিমাণ তিলাওয়াত বেশি হবে এবং কোরআনে করীমের প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে ১০টি নেকী রয়েছে, ১০০টির স্থলে ৫০০টি হরফ পড়লো তবে এক হাজারের স্থলে পাচঁ হাজার নেকী অর্জিত হবে। এবং প্রত্যেক সাওয়াব বুঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। **ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ হাম্বল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের** দীদার করলে তখন আরয করলো: হে আমার **প্রতিপালক!** কোন জিনিসটি তোমার বান্দাদেরকে তোমার আযাব থেকে রক্ষাকারী হবে? ইরশাদ করলেন: আমার কিতাব (অর্থাৎ কোরআনে করীম)। আরয করলো: একে বুঝে পড়া নাকি না বুঝে পড়া? ইরশাদ করলেন: (উভয় ভাবে অর্থাৎ) বুঝে (পড়া) এবং না বুঝে (পড়া)। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ৭ম খন্ডের ৪৭৮-৪৭৯ পৃষ্ঠা)

তিলাওয়াত কি তাওফিক দে দে ইলাহি! গুনাহোঁ কি হো দূর দিল সে সিয়াহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা আবশ্যক

নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা আবশ্যক, কেননা যে ব্যক্তি নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নামায ভঙ্গকারী বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে জানে, সে উত্তমভাবে নামায পড়তে পারে আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কে অবগত নয়, সে সঠিকভাবে নামায কিভাবে আদায় করবে? মনে রাখবেন! যার উপর নামায ফরয, তার উপর নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানাও ফরয।

www.dawateislami.net

দুলহার নামায (ঘটনা)

হে আশিকানে রাসূল! খুবই করুন সময় এসে গেছে, আমাদের এখানে এমন অনেক মুসলমানও পাওয়া যাবে, যারা একেবারেই নামায পড়তে জানে না, যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমি করাচীর এক মসজিদের ইমাম। এক রাতে ইশারের নামাযের পর প্রাপ্তবয়স্করদের মাদরাসাতুল মদীনার জন্য আমরা কিছু ইসলামী ভাই মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় একজন দুলহা (বর) নিজের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে মসজিদে আসলো এবং আমাকে বলতে লাগলো যে, আমাকে নামায পড়িয়ে দিন। আমি উত্তরে বললাম যে, আমিতো নামায পড়িয়ে দিয়েছি, আপনি একা পড়ে নিন। সে পূনরায় বললো: না আমাকে আপনি নামায পড়িয়ে দিন। এবার আমি তার কথা বুঝতে পারলাম যে, সে এটাই বলতে চাইছিলো: আমি একেবারেই নামায পড়তে জানিনা, সুতরাং আপনি আমাকে নামাযের পদ্ধতি বলে দিন। আমি একজন অভিজ্ঞ ইসলামী ভাইকে বললাম যে, আপনি তাকে নামাযের পদ্ধতি বলে দিন। সে তাকে পদ্ধতি বলে দিলো কিন্তু সেই ৩৪ বছরের দুলহার রুকু, সিজদা, আত্তাহিয়্যাত ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানা ছিলো না যে, এটা কাকে বলে এবং কিভাবে করে! এমনকি তাকে এক এক করে বলতে হলো যে, হাত কান পর্যন্ত তুলে নাভীর নিচে বেঁধে নিন, রুকু সিজদা এইভাবে করুন, এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে এক এক করে বলা হলো আর হ্যাঁ সেই দুলহা ইশার নামায পড়ার জন্য নয় বরং এই জন্য এসেছিলো যে, তাদের গোত্রে বিয়ের সময় দুলহার দুই রাকাত নফল আদায় করার রীতি প্রচলিত আছে।

মসজিদ তো বানাদি শব ভর মে ঈমাঁ কি হারারাত ওয়ালোঁ নে,
মান আপনা পুরানা পাপী হে, বর সোঁ মে নামাযী বন না সাকা।

www.dawateislami.net

"কবরের প্রথম রাত" নামক বয়ান জীবনকে বদলে দিলো

হে আশিকানে নামায! নামাযে তাড়াহুড়ো করার অভ্যাস দূর করতে, নামাযের প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কে জানতে এবং নামাযে বিনয় ও একাগ্রতার স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য কাফেলায় সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি "মাদানী বাহার" উপস্থাপন করা হচ্ছে: যেমনটি ডেহেরকি (জিলা ঘোটকি, সিন্ধু প্রদেশ) এর ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২৪ বছর) দুনিয়াদার প্রকৃতির যুবক ছিলো, যে দীনি বিষয় থেকে শতভাগ দূরে ছিলো। না নিয়মিত নামায ছিলো, না ছিল রোযার প্রতি মনোযোগ! কিছুই তো ছিলো না। খারাপ বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, সিনেমা নাটক দেখাই তার কাজ ছিলো। খারাপ সহচর্যের কারণে মদপানও করতে লাগলো। এরূপ বিপদগামী মানুষকে নেকীর রাজপথে পরিচালনা করার মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগই হয়েছিলো, যিনি তাকে বুঝিয়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ঐ ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো। তার উপর কিছুটা প্রভাব তো পরলো কিন্তু গুনাহের আধিক্যের কারণে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তেমন বরকত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত থাকে। অতঃপর কিছুদিন পর তাকে সেই ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের সাথে তিনদিনের কাফেলায় সফর করার জন্য দাওয়াত দিলো, যাতে সে রাজি হয়ে **আল্লাহ**র পথে তিনদিন সফর করলো। কাফেলার মধ্যে এক মুবাল্লিগ ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করার পরামর্শ দিলো এবং তার এই কোর্স করারও সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। এই কোর্স করার সময় ফয়যানে মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত তিন দিনের তরবিয়্যতি ইজতিমায়ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ হলো, যেখানে সে "**কবরের প্রথম রাত**" বয়ানটি শুনলো, তো তার অন্তরে পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো এবং সে তার অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন গড়ার দৃঢ় নিয়্যত করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার এক মসজিদে ইমামতি করারও সৌভাগ্যও অর্জন হলো এবং

www.dawateislami.net

এলাকায়ী মুশাওরাতের নিগরান হিসেবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের দায়িত্বও পেয়ে গেলো।

তেরা শুকর মাওলা দিয়া মাদানী মাহোল, না ছুটে কভী ভী খোদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

....তবেই সকল কার্যকলাপ সঠিক হয়ে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শাওযাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: দু'টি স্বভাব এমন যে, যদি বান্দার মাঝে তা সঠিক হয়ে যায় তবে তার অবশিষ্ট সকল কার্যকলাপ সঠিক হয়ে যাবে, তা হলো নামায এবং মুখ। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২, নম্বর ৩০০৬)

নামায কবুলের জন্য একনিষ্ঠতা শর্ত

হে আশিকানে নামায! আহ! বর্ণনাকৃত বিনয় ও একাগ্রতা সৃষ্টিকারী উপায় সমূহ অবলম্বন করে যদি আমাদের নামায পড়া নসীব হতো, আহ! আমাদের নামায যদি **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দাদের নামাযের মতোই হতো। আমিন। এটাও মনে রাখুন যে, নামায কবুল হওয়ার জন্য সবচেয়ে মূল শর্ত হলো **একনিষ্ঠতা**। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের নামায, হোক তা ফরয কিংবা নফল, শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে আদায় করতে হবে, অপরকে দেখানোর জন্য লৌকিকতার নামায পড়বেন না। একনিষ্ঠতার গুরুত্ব এবং লৌকিকতার নিন্দা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো:

দাজ্জালের ফিতনার ভয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু সায়িদ খুদরি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, ইতিমধ্যে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ে বলবো না, যা আমি তোমাদের মাঝে মসীহে দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয় করি? আমরা আরয করলাম: কেন বলবেন না। ইরশাদ করলেন: তা হলো শিরকে খফী (অর্থাৎ গোপন শিরক), মানুষ নামায পড়ার জন্য দন্ডায়মান হয় এবং এই কারণে খুবই আগ্রহ সহকারে নামায আদায় করে যে, অন্য ব্যক্তিরা তাকে নামায পড়া অবস্থায় দেখছে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৭, হাদীস ৪২০৪)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه হাদীসে পাকের এই অংশ (যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহে দাজ্জালের চেয়ে বেশি ভয়ংকর) এর আলোকে বলেন: কেননা দাজ্জালকে তো কিছু কিছু লোকেরাই পাবে, তাও কিয়ামতের সন্নিকটে, অতঃপর মানুষ তার থেকে বাঁচতেও পারবে যে, তার নিকট না গিয়ে, তার ফাঁদে না ফেঁসে, কিন্তু (শিরকে খফী অর্থাৎ) "লৌকিকতা" এর আপদ প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিটি সময়ে আবদ্ধ করে রাখবে, তাই এই আপদ দাজ্জাল থেকেও ভয়ংকর। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৪৩)

দাজ্জালকে মসীহ বলার কারণ

"**মিরাতুল মানাজিহ**" কিতাবে রয়েছে: দাজ্জালের একটি চোখ مَمْسُوْح অর্থাৎ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, অথবা সে যেহেতু হারামাইন শরীফাইন (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা শরীফ) ব্যতীত অবশিষ্ট পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে, তাই তাকে মসীহ বলা হয়। মনে রাখবেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে "মসীহ" এইজন্য বলা হয় যে, তিনি মৃতকে স্পর্শ করে জীবিত করতেন এবং অসুস্থকে স্পর্শ করে সুস্থ করতেন অথবা এইজন্যই যে, তিনি কোথাও ঘর বানাননি, সর্বদা সফরে থাকতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০৮)

আল্লাহ্ পাককে অপমানকারী

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের সামনে উত্তমভাবে এবং একাকীতে নিকৃষ্টভাবে নামায আদায় করে, নিশ্চয় সে আপন

www.dawateislami.net

প্রতিপালককে অপমান করলো। (মুসনদে আবু ইয়া'লা, ৪/৩৮০, হাদীস ৫০৯৫) এখানে অপমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আদবের ঘাটতি, কুফরি অপমান উদ্দেশ্য নয়।

অখ্যাত বান্দার ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সায়্যিদুনা মূয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযারের নিকট অশ্রুসজল অবস্থায় পেলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কেন কান্না করছেন? হযরত সায়্যিদুনা মূয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: একটি বিষয় আমি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শুনেছিলাম, তাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: "সামান্য লৌকিকতাও শিরক এবং যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র অলির সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে **আল্লাহ পাকে**র সাথে যুদ্ধ করে। **আল্লাহ পাক** নেককার, পরহেযগার, অখ্যাতদের বন্ধু বানান, কেননা তারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ অনুসন্ধান করে না, উপস্থিত থাকলে কেউ ডাকে না এবং তাদেরকে কাছে ডাকে না, তাদের অন্তর হেদায়াতের প্রদীপ, সকল আবর্জনাময় অন্ধকার থেকে বের হয়ে যায়।" (মুসতাদরাক, ৪/৩০৬, হাদীস ৫২৩১। ইবনে মাজাহ, ৪/৩৫১, হাদীস ৩৯৮৯) অর্থাৎ বিপদাপদ থেকে দূরে থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৩২)

"**মিরাতুল মানাজিহ**" হাদীসে পাকের এই অংশ (সকল আবর্জনাময় অন্ধকার থেকে বের হয়ে যায়) এর আলোকে বলেন: এই অলি **আল্লাহ**গণ অন্ধরকারচ্ছন্ন ঘর, অপ্রসিদ্ধ মহল্লা, অচেনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। বা উদ্দেশ্য হলো যে, সেই আউলিয়াগণ অন্ধকারময় নোংরা আকীদা ও আমল এবং সন্দেহ (অর্থাৎ মন্দ আকীদা, মন্দকাজ এবং সন্দেহযুক্ত কাজ) থেকে বের হয়ে যাবে, কখনো এতে ফেঁসে যাবে না। (মিরআত, ৭/১৪০)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

শহীদ, আলিম ও দানশীল জাহান্নামে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদের হিসাব নিকাশ হবে, যখন তাকে আনা হবে তখন **আল্লাহ পাক** তাকে আপন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, তখন সে ঐ নিয়ামতের বিষয় স্বীকার করবে, অতঃপর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি এসব নিয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি আমল করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি, এমনকি শহীদ হয়ে গেলাম।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি জিহাদ এই জন্যই করেছিলে যে, যেনো তোমাকে বীর বলা হয় এবং তা তোমাকে বলা হয়েছে" (অর্থাৎ তোমার জিহাদ ও শাহাদাতের বিনিময় এটাই হয়েছে যে, মানুষ তোমাকে বাহবা দিয়েছে, কেননা তুমি এই নিয়্যতেই জিহাদ করেছিলে, ইসলামের খিদমেতর জন্য নয়[১]), অতঃপর তার সম্পর্কে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন, তখন তাকে অধঃমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (অর্থাৎ খুবই অপদস্ততার সহিত মরা কুকুরের ন্যায় পায়ে ধরে টেনে হেচঁড়ে জাহান্নামের নিচে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামের গভীরতা আসমান ও জমিনের ব্যবধানের কোটি গুণ বেশি। **আল্লাহ পাকের** পানাহ!)

রিয়াকারী আলিমের অবস্থা

এরপর ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে ইলম অর্জন করেছে, শিখিয়েছে এবং কোরআনে করীম পড়েছে, সে যখন আসবে তখন **আল্লাহ** তাকেও আপন নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন, সেও ঐ নিয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করবে, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "তুমি এই নিয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি কি

১. মিরাতুল মানাহিহ, ১/১৯১।

www.dawateislami.net

করেছো?" সে আরয করবে: "আমি ইলম শিখেছি এবং শিখিয়েছি এবং তোমার জন্য কোরআনে করীম পড়েছি।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি এজন্য জ্ঞানার্জন করেছো, যেনো মানুষ তোমাকে আলিম বলে এবং কোরআনে করীম এজন্য পড়েছো, যেনো মানুষ তোমাকে ক্বারী সাহেব বলে আর তা তোমাকে বলা হয়েছে।" (অর্থাৎ তোমার এই সকল পরিশ্রম দ্বীনের খেদমতের জন্য ছিলো না বরং ইলমের মাধ্যমে সম্মান এবং সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য ছিলো, তা তোমার অর্জন হয়েছে (এখন) আমার নিকট কি চাও? এই হাদীসে পাকের উপর আমল করতে গিয়ে অনেক ওলামায়ে কিরাম নিজেদের কিতাবে নিজের নামও লিখেনি আর যারা লিখেছে তা খ্যাতির জন্য নয় বরং মানুষের দোয়া অর্জনের জন্য লিখেছেন।[১]) অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন, তখন তাকে অধঃমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ধনী রিয়াকারীর অবস্থা

অতঃপর একজন ধনী ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে **আল্লাহ পাক** অধিক পরিমাণে সম্পদ দান করেছিলেন, তাকে এনে নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করানো হবে, সেও ঐ নিয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করবে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি সেই নিয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে ব্যয় করেছি।" তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি এরূপ এজন্যই করেছিলে, যেনো তোমাকে দানশীল বলা হয় আর তোমাকে তা বলা হয়েছে।" অতঃপর তার সম্পর্কে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ হবে, সুতরাং তাকেও অধঃমুখে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম, ৮১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯২৩)

১. মিরাতুল মানাজিহ ১/১৯১।

www.dawateislami.net

রিয়াযুক্ত নেকী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: বুঝা গেলো যে, যেমনিভাবে একনিষ্টতা সম্পন্ন নেকী জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম তেমনিভাবে লৌকিকতা সম্পন্ন নেকী জাহান্নাম এবং অপদস্ততা অর্জনের মাধ্যম। এখানে রিয়াকারী শহীদ, আলিম এবং দানশীলের বিষয় উল্লেখ হয়েছে, এজন্য যে, তারা সর্বোত্তম আমল করেছিলো, যখন এই আমল রিয়া দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন অন্যান্য আমলের কথা কি বলবো? **রিয়া সম্পন্ন হজ্জ ও যাকাত এবং নামাযেরও একই অবস্থা।** (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৯১,১৯২)

একনিষ্টতার প্রার্থনা করে নিন

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! আপনারা শুনলেন তো! লৌকিকতা একটি ভয়ংকর বাতেনী রোগ, তা এই দূর্ভাগাদেরও ছাড়েনি! ভাবুন তো যে, জিহাদের ন্যায় নেককাজ, শাহাদাতের ন্যায় মহান নিয়ামত, কোরআনে করীম ও ইলমে দ্বীন পড়া ও পড়ানোর ন্যায় পবিত্র আমল, দান ও সদকার ন্যায় উত্তম কাজ মাটি হয়ে গেলো, কেননা সম্পাদনকারীর নিয়্যত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির পরিবর্তে দুনিয়াবী সম্মান ও খ্যাতি অর্জনের ছিলো। যুদ্ধের ময়দানে নিজের প্রাণ উৎসর্গকারীও জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে পারেনি, কেননা তার অন্তরে “বীর” বলানোর নিয়্যত ছিলো, সম্পদশালী লোক নিজের পছন্দনীয় জিনিস ব্যয় করেও ক্ষতিতে রয়েছে, কেননা তার “দানশীল” বলানোর নিয়্যত ছিলো এবং রাতদিন এক করে ইলম ও কিরাত শেখা আলিম ও ক্বারীর হাতেও কিছু এলো না, কেননা সে খ্যাতির জন্য সব কিছু করেছিলো। এই রিয়াকারীদের চেষ্টা বৃথা গেছে এবং নিজের বাহবা প্রাপ্তির মন্দ নিয়্যতে তারা জান্নাতী আমল করার পরও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকে**র অমুখাপেক্ষিতার প্রতি ভীত হোন এবং **তাঁর** নিকট কেঁদে কেঁদে **একনিষ্টতা**র প্রার্থনা করুন।

www.dawateislami.net

মেরা হার আমল বাস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

লৌকিকতার সংজ্ঞা

লৌকিকতার সংজ্ঞা হলো: **“আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট ব্যতীত অন্য কোন নিয়্যতে ইবাদত করা।”** যেমন; ইবাদত দ্বারা এই উদ্দেশ্য হওয়া যে, মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক, যেনো সে তাদের থেকে সম্পদ অর্জন করে বা মানুষ তার প্রশংসা করে অথবা তাকে নেককার লোক মনে করে কিংবা তাকে সম্মান ইত্যাদি করে। (আযযাওয়াজির, ১/৮৬)

একনিষ্টতার সংজ্ঞা

মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল”** এর ২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: “যেকোন ভাল আমলে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা করাকে **একনিষ্টতা** বলা হয়।” (ইহইয়াউল উলূম, ৫/১০৭)

মানুষ যদি এমনিতেই প্রশংসা করে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: এটা ইরশাদ করুন যে, মানুষ ভাল কাজ করলো এবং মানুষ তার প্রশংসা করলো (এটা কি রিয়া নাকি নয়)? ইরশাদ করলেন: “এটা মুমিনের জন্য দ্রুত অর্থাৎ দুনিয়াতেই সুসংবাদ।” (মুসলিম, ১০৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৭২১) (অর্থাৎ এটা রিয়া নয় বরং কবুল হওয়ার নিদর্শন যে, মানুষের মুখ দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার প্রশংসা বের হয়। মোটকথা হলো যে, রিয়ার সম্পর্ক আমলকারীর নিয়্যতের সহিত, সে যদি দেখানো (এবং) খ্যাতির নিয়্যতে নেক আমল করে, তবে তা রিয়া) (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১২৯)

www.dawateislami.net

ওফাতের পর দানশীলতা সম্পর্কে জানতে পারলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জীবনে দুইবার তাঁর সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ**র পথে দান করেন। তাঁর দানশীলতার এই অবস্থা ছিলো যে, তিনি মদীনায়ে পাকের অনেক অসহায়দের ঘরে এতই গোপনে টাকা পাঠাতেন যে, গরীবরা জানতেই পারতো না যে, **এই টাকা কোথা থেকে আসছে!** কিন্তু যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেলো, তখন সেই গরীবরা জানতে পারলো যে, তা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দান ছিলো। (সিয়ারে আ'লামুন নুবালা, ৫/৩৩৬,৩৩৭)

এমনভাবে দিতেন যে, গ্রহণকারীরা জানতোই না প্রদানকারী কে

سُبْحٰنَ الله! নবী পরিবারের নয়নের তারা, ইমাম হোসাইনের কলিজার টুকরো, ইমাম যয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নেকী গোপন করার প্রেরণার প্রতি শত কোটি মারহাবা! একইভাবে আরও অনেক সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, যারা গোপনে সদকা করতে এমনভাবে চেষ্টা করতেন, **গ্রহকারীরা** জানতেও পারতো না যে, কে দিয়েছে! যেমনটি মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "**যিয়ায়ে সাদকাত**" এর ২৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "অনেকে অন্ধের হাতে দিতেন এবং অনেকে ফকিরের রাস্তায় রেখে দিতে আর ফকিরের বসার স্থানের পাশে এমনভাবে রেখে দিতেন যে, প্রদানকারীকে দেখতোও না। অনেকে তো ঘুমন্ত অবস্থা ফকিরের কাপড়ের ভেতর রেখে দিতেন এবং অনেকে অন্যের মাধ্যমে ফকিরের নিকট এভাবে পাঠিয়ে দিতেন, যেনো সে প্রদানকারী সম্পর্কে জানতে না পারে আর প্রদানকারী পরিচিতদের (উকিল) কে গোপন করার কথা বলে রাখে যে, এ ব্যাপারে কাউকে বলো না।" আহ! আমরা যদি কোন নেক কাজের জন্য চাঁদা দিতে সফলও হয়ে যাই তবে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যরা জানবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রশান্তি আসে না, কৌশলে নিজের দান সদকার প্রকাশ করেই শ্বাস নিয়ে থাকি!

www.dawateislami.net

রিয়া সহকারে পড়া নামাযের মাসআলা

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি ফরয নামায রিয়া সহকারেও আদায় করে, তবুও তা তার দায়িত্ব থেকে শেষ হয়ে যাবে, যদিওবা একনিষ্ট না থাকার কারণে সাওয়াব পাবে না। অপর এক জায়গায় বলেন: ইবাদত যাই হোক, তাতে একনিষ্টতা থাকা খুবই জরুরী বিষয় অর্থাৎ শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তষ্টির জন্য আমল করা জরুরী, দেখানোর জন্য আমল করা সর্ব সম্মতিক্রমে **হারাম**। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৩৬, ৬৩৮)**

রিয়ার দু'টি অবস্থা

রিয়ার দু'টি অবস্থা রয়েছে, কখনো তো মূল ইবাদতই রিয়া সহকারে করা হয়, যেমন; মানুষের সামনে নামায পড়ে এবং দেখার কেউ না থাকলে তবে নামাযই পড়েনা, এটা **রিয়ায়ে কামিল** (অর্থাৎ পরিপূর্ণ রিয়া), এরূপ ইবাদতে কোন সাওয়াব হবে না। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, মূল ইবাদতে রিয়া নেই, কেউ থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় নামায পড়ে কিন্তু আনুষাঙ্গিকতায় রিয়া রয়েছে যে, দেখার কেউ না থাকলে তখনোও পড়ে কিন্তু তেমন উত্তমভাবে পড়ে না। এই দ্বিতীয় প্রকারটি প্রথম প্রকার থেকে নিম্ন শ্রেণির, এতে মূল নামাযের সাওয়াব রয়েছে এবং উত্তমভাবে পড়ার যেই সাওয়াব, তা এখানে নেই, কেননা এটা (উত্তমতার বৃদ্ধি) হলো রিয়া, একাগ্রতা নয়।

(রদ্দুল মুহতার, ৯/৭০১) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৩৭)

রিয়া সম্বলিত ইবাদত পোকায় খাওয়া বীজের ন্যায়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রিয়া সম্বলিত ইবাদত ঘুনে খাওয়া বীজ (অর্থাৎ এমন বীজ যাতে ঘুন ধরেছে অর্থাৎ পোকা ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে) এর ন্যায়, যা দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয়না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৪৩)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়া কেমন?

মাকতাবাতুল মদীনার ১৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “**রিয়াকারী**” এর ৭৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হতে পারে যে, কারো মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলো যে, যখন **রিয়ায়** এতোই বিপদ আর **রিয়া** থেকে বেঁচে থাকাও খুবই দুরূহ, তখন কোন নেক আমলই করবো না, যাতে কমপক্ষে **রিয়ার** শাস্তি থেকে তো বেঁচে যাবো। এরূপ ইসলামী ভাইদের খেদমতে আরয হলো যে, **রিয়ার** ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেননা এভাবে আমরা একনিষ্ঠতা ও নেকী উভয়ের সাওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবো। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: “মানুষের জন্য আমল বর্জন করা **রিয়া** আর মানুষের জন্য আমল করা শিরক (আসগর), আর একনিষ্ঠতা হলো যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে এই উভয় বিষয় থেকে মুক্তি দান করে দেন।”(আয যাওয়াজির, ১/৮৬)

রিয়ার ভয়ে ফরয ছাড়বে না

“**বাহারে শরীয়তে**” রয়েছে: যদি কারো ফরয আদায় করাতে রিয়া প্রবেশ করার সন্দেহ হয়, তবে এই কারণে ফরয বর্জন করবে না বরং ফরয আদায় করা এবং রিয়াকে দূর করা ও একাগ্রতা অর্জন হওয়ার চেষ্টা করা। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৩৯)

একাকিত্বেও রিয়া আসা সম্ভব

“**মলফুযাতে আলা হযরত**” থেকে “প্রশ্নোত্তর” শ্রবণ করি:

প্রশ্ন: যদি কেউ **একাগ্রতার** জন্য একাকি নামায পড়ে এবং অভ্যাস গড়ে, যাতে সবার সামনেও একাগ্রতা আসে, তবে কি এটাও রিয়া? **উত্তর:** এটাও রিয়া (কেননা) অন্তরে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কিছুর নিয়্যত রয়েছে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৩১ পৃষ্ঠা) **প্রশ্ন:** যদি লৌকিকতার জন্য নামায রোযা আদায় করে তবে কি ফরয আদায় হবে নাকি হবে না? **উত্তর:** ফিকহিভাবে নামায রোযা হয়ে যাবে, কেননা ভঙ্গের কারণ

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ নামায রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ) পাওয়া যায়নি, কিন্তু সাওয়াব পাবে না বরং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে: হে ফাজির! হে গাদির (অবিশ্বস্ত)! হে হাসির (ক্ষতিগ্রস্ত)! হে কাফির! তোমার আমল নষ্ট হয়ে গেছে, তোমার প্রতিদান তার নিকট চাও, যার জন্য করেছিলে।” এই একটি অমঙ্গল **রিয়া**র নিন্দায় যথেষ্ট। (মালফুযাতে আলা হযরত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

৩০ বছরের নামায পূনরায় পড়লেন

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৩০ বছর যাবৎ মসজিদের প্রথম সারিতে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে থাকেন, একবার তার প্রথম সারিতে জায়গা হলো না এবং দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন তার লজ্জা অনুভূত হতে লাগলো যে, লোকেরা কি বলবে! দেখো! আজ এই ব্যক্তির প্রথম কাতার ছুটে গেছে। এই খেয়াল আসতেই তিনি সংযত হয়ে গেলেন এবং নিজের নফসকে বললেন: “হে নফস! আমি ৩০ বছর যাবৎ যে নামায প্রথম সারিতে আদায় করছিলাম, তা কি মানুষকে দেখানোর জন্যই ছিলো, যার কারণে আজ তোমার লজ্জা অনূভব হচ্ছে!” অতঃপর তিনি অতীতের ৩০ বছরের নামায পূনরায় আদায় করলেন এবং সত্যিকারের একাগ্রতার অসধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২/২০৩)

নেক আমল করা সত্ত্বেও গোপন থাকতে দেয়নি

اَللّٰهُ اَكۡبَرُ আমাদের বুযুর্গদের একাগ্রতার প্রেরণার প্রতি শত কোটি মারহাবা! শুধুমাত্র অন্তরের একটি খেয়ালের ভিত্তিতে ত্রিশ বছরের নামায পূনরায় আদায় করে দিলেন। আহ! আমরা অলসদের স্বভাব এমন যে, প্রথমত অন্তরের ক্ষেত ইবাদতের প্রেরণার বীজ শূন্য এবং যেনতেন ভাবে ইবাদত করে নিলেও তাতে একাগ্রতার পানি খুবই কম বরং বাহবা পাওয়ার মন্দ আপদ দ্বারা ইবাদতের ফসলকে নষ্ট করে দিই।

নফসে বদকার নে দিল পর ইয়ে কিয়ামত তোড়ি,
আমলে নেক কিয়া ভী তো ছোপানে না দিয়া। (সামানে বখশীশ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মানুষ থু থু দিবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লৌকিকতা এমন ভয়ঙ্কর বাতেনী রোগ, যা মানুষের বিবেকে পর্দার আবরণ ফেলে দেয়। ইবাদতের মাধ্যমে যারা মানুষের নিকট সম্মান, সম্পদ এবং মান ও মর্যাদার আশা করে, সে বড়ই হতভাগা, কেননা সে **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সর্বোত্তম নিয়ামত এবং চিরস্থায়ী আনন্দের উপর অস্থায়ী (Temporary) জিনিসকে প্রাধান্য দেয়, যা হলো ধ্বংসশীল, মূলত এই ব্যক্তি সাওয়াব বিক্রি করে শাস্তি কিনে নিচ্ছে এবং সেই সৃষ্টিকূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য কষ্ট সহ্য করছে, যারা তাকে এই নেকীর কোন প্রতিদান দিতে পারবে না, না জান্নাতের নিয়ামত দিতে পারবে, না জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে! বরং দুনিয়াতেই যদি মানুষ তার রিয়ার কথা জানতে পারে তবে তারা তাকে থু থু করতে থাকবে।

ইলাহি! মুঝকো বানা দে খুলুস কা পেয়কর,
করিব আয়ে না মেরে কভী রিয়া, ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বপ্রথম একাগ্রতা উঠে যাবে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সর্বপ্রথম মানুষের মাঝ থেকে যা উঠিয়ে নেয়া হবে, তা হলো **বিনয় ও একাগ্রতা**।” হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই বিষয়ে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “একাগ্রতা উঠে যাওয়ার অবস্থা এরূপ হবে যে, তোমরা জামে মসজিদে গেলে সেখানে একজন নামাযীও একাগ্রতা সম্পন্ন দেখা যাবে না।” (তিরমিযী, ৪/২৯৭, হাদীস ২৬৬২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

একটি নামাযও পড়েনি

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: “নিশ্চয় মুসলমান অবস্থায় মানুষের মুখ সাদা হয়ে যায় (অর্থাৎ তার দাড়ি সাদা হয়ে যায়) কিন্তু তারা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও পরিপূর্ণভাবে পড়েনি।” আরয করা হলো: এটা কিভাবে? বললেন: “তারা বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে **আল্লাহ পাকের** প্রতি মনোযোগী হয় না।”

(ইহইয়াউল উলূম, ১/২৩৩) (ইহইয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৫৩২)

মাছির কারণে কি নড়াচড়া করবো?

হযরত সায়্যিদুনা খালফ বিন আইয়ুব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: নামাযে আপনার উপর মাছি বসে গেলো, তবে তা দূর করে দেন না কেন? এর কারণে কি আপনার কষ্ট হয়না? আপনি এর দ্বারা হওয়া কষ্টে কিভাবে ধৈর্য্যধারণ করেন? বললেন: আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, ফাসিক লোক যখন বাদশার চাবুকের আঘাত খেয়ে ধৈর্য্যধারণ করে তখন বলা হয়: অমুক (চাবুকের আঘাত প্রাপ্ত) ব্যক্তি অনেক ধৈর্য্যধারণকারী এবং সে (অর্থাৎ চাবুকের আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি) এতে গর্ব করে। আর আমি আমার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে মাছির (বসার কারণে অধৈর্য্য হয়ে যাবো এবং এই) কারণে নড়াচড়া করবো! (এটা আমার দ্বারা হবে না)। (ইহইয়াউল উলূম, ১/২০৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

পা কখন কেটে গেলো, জানতে পারলো না (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পা যখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলো (যাতে মাংস পঁচে চামড়া ছিড়ে যায় এবং মাংস ঝড়ে পরতে

www.dawateislami.net

থাকে) তখন ডাক্তাররা এই পরামর্শ দিলো যে, আপনার পা কেটে ফেলতে হবে যাতে এই ক্ষত পুরো শরীরে ছড়িয়ে না যায়, কিন্তু তিনি তা করতে নিষেধ করেন। তার সম্মানিতা স্ত্রী ডাক্তারদের বললেন: আপনারা তাঁর পা তখনই কাটতে পারবেন, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াবে। সুতরাং নামায পড়া অবস্থায় তাঁর পা কাটা হলো। নামায শেষে যখন তিনি দেখলেন যে, ডাক্তাররা তাকে ঘিরে রয়েছে, তখন বললেন: আবারো কি কাটার ইচ্ছা আছে? তারা বললো: ব্যস একবারই প্রয়োজন ছিলো। তখন তিনি বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমাকে আপনারা (পা কেটেছেন, এ ব্যাপারে) বুঝতেই পারিনি। (আল মদখল লি ইবনিল হাজ্ব, ২/৩৬৬)

আমি এই পা দিয়ে কখনো গুনাহের দিকে যায়নি

ইমাম বায়হাকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনাটি কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণনা করেন, তাতে এটাও রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কর্তনকৃত পা হাতে নিয়ে তা চুমু দিলেন অতঃপর বললেন: "সেই সত্তার শপথ **যিনি** আমাকে তোমার উপর আরোহন করিয়েছেন! নিশ্চয় **তিনি (প্রতিপালক)** জানেন যে, আমি এই পা নিয়ে কখনো কোন হারাম কাজে বা গুনাহের দিকে হেঁটে যায়নি।"। অতঃপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সেই পাকে গোসল দেয়া হলো, সুগন্ধী লাগানো হলো এবং একটি কাপড় জড়িয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৯৮, হাদীস ৯৯৭৯)

ইউসূফের সৌন্দর্যে আঙ্গুল কাটলো মিসরের রমনীরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কিরূপ বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করতেন যে, নামাযের মাঝে পা কেটে নেয়া হলো, কিন্তু তার কোন অনুভূতিও হলোনা! আহ! আর একদিকে আমাদের অবস্থা এমন যে, নামায অবস্থায় উচ্চ আকাংখার উপত্যকায়

www.dawateislami.net

ঘুরতে থাকি এবং এই চিন্তা পর্যন্ত করিনা যে, কার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি! আর বুযুর্গানে দ্বীনরা নামাযে এমনভাবে প্রবেশ করতেন, **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসায় মগ্ন হয়ে দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে তার প্রতি বিমূখ হয়ে যেতেন, এটাকে এই উদাহরণ দ্বারা অনুধাবন করুন যে, ডাক্তাররা যখন অপারেশন করে, তখন রোগীকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে দেয়, যার কারণে রোগীর শরীর কাঁটা ও ছিড়ার কোন ব্যথা অনুভব হয়না। দেখুন না? মিসরের মহিলারা যখন হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্য দেখে ছুরি দিয়ে ফল কাটতে গিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেললো এবং তাদের কোন অনুভূতিও ছিলোনা। তো যাদের দৃষ্টিতে ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام সৌন্দর্যের আলোক ছটা ছিলো তাদের হাত কাঁটার অনুভূতি হলোনা তবে যারা জাহেরী ও বাতেনী একাগ্রতা সহকারে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে মনোযোগী হয়, তাঁর পা কাঁটা অনুভূতি কিভাবে হতে পারে!

পেশে ইউসূফ হাত কাটে হে যনানে মিসর নে,
তেরি খাতির সর কাটা বেঠে ফিদায়ানে জামাল। (যওকে নাত)

এখন লোকেরা এর উপমা দেয়

আমলে একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে, নামাযকে লৌকিকতা থেকে বাঁচাতে এবং নিজেকে আশিকে নামায বানাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। মাদানী পরিবেশের বরকতের কথা কি বলবো? আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবণ করি: ফয়সালাবাদের রুস্তমাবাদ শরীফের এক যুবক ভাই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে মন্দ সহচর্যের কারণে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করছিলো, পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা এবং ঝগড়া বিবাদে গালাগালি দেয়াতে এলাকায় সে খারাপ বলে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো। সামান্য কথায় মারামারি করতে উদ্ধত হয়ে যেতো, এই কারণে এলাকায় তার সাথে কেউ মিশতো না। মুখের ভাষা এমন ছিলো যে, মাঝে মাঝে মসজিদের ইমাম সাহেব

www.dawateislami.net

তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলে তখন খুবই খারাপ ব্যবহার করে উল্টা পাল্টা বকতে থাকতো। একবারতো রাগে এটাও বলে দিলো যে, মাওলানা সাহেব আপনি বুঝানো ছাড়া আর জানেন কি? ভবিষ্যতে আমাকে বুঝাতে আসবেন তো প্রাণে মেরে ফেলবো!!! পরিবারের সদস্যরা তাকে যেকোন ভাবে রাজি করলো এবং তাকে কোরআনে করীম শিখার জন্য ৩ মে ১৯৯৯ সালে একটি মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিলো। কিছুদিন পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাই তার গুনাহে ভরা অন্ধকার জীবনে হেদায়তের উজ্জল নক্ষত্র হয়ে উদিত হলো, হলো কি, ইসলামী ভাই তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলো, তার সৌভাগ্য যে, অস্বীকার করার পরিবর্তে তার দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং ইজতিমায় গিয়ে পৌঁছে গেলো, সেখানে মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা বয়ানে গুনাহের ধ্বংসলীলা বর্ণনা করা হচ্ছিলো, বলার ধরণ এতই চিত্তাকর্ষক এবং প্রভাবময় ছিলো যে, অন্তরে বসে যেতে লাগলো, সে নিজের গুনাহের কথা স্বরণ করে কেঁপে উঠলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসলো, ইজতিমার শেষ পর্যন্ত তার অন্তরে দাগ কেটে গেলো। সে সর্বদার জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা করে নিলো অর্থাৎ পাকাপোক্ত তাওবা করে নিলো। তার অন্তর এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেলো যে, কাল পর্যন্ত যে ছেলে পিতামাতার অবাধ্য ছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে এমন অনুগত হয়ে গেলো যে, আজ লোকেরা নিজেদের সন্তানদেরকে তার আদবের উদাহরণ দিচ্ছে। যে লোকেরা তাকে ভয় করতো এবং ঘৃণা করতো আজ তারা আন্তরিক ভাবে সাক্ষাত করছে, আশিকানে রাসূলের স্নেহ মমতা তার মাঝে এমন মাদানী রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে যে, **ফরয নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি নফল নামায পড়ারও অভ্যস্ত হয়ে গেলো। দাড়ি রেখে দিলো এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুটও সাজিয়ে নিলো।**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

একিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দার,
জিসে খেয়র সে মিল গিয়া মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৌমাছি ১৭ বার দংশন করলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (যিনি ইমাম বুখারী নামে পরিচিত) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন নামায পড়ছিলেন, মৌমাছি তাঁকে ১৭ বার দংশন করলো, নামায পূর্ণ করার পর বললেন: একটু দেখো তো এটা কি, যা আমাকে নামাযে কষ্ট দিচ্ছিলো, ছাত্ররা দেখলো যে, তাঁর পিঠ মুবারকে সতের (১৭) জায়গায় ফুলে গিয়েছিলো। ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মৌমাছির ১৭ বার দংশন করার পরও নামায ভঙ্গ না করার ব্যাপারে বলেন যে, আমি একটি আয়াত তিলাওয়াত করছিলাম এবং আমার এই ইচ্ছা ছিলো যে, আমি এই আয়াত পরিপূর্ণ করে নিই।

(হা'দীয়ুস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

মায়ের দোয়ায় চোখ ফিরে পেল (ঘটনা)

হে আশিকানে নামায! আপনারা শুনলেন তো! নামাযের একাগ্রতার ধরণ! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরীতে জুমা মুবারকের দিন হয় । প্রায় ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিজরীতে শনিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। শৈশবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান **আল্লাহ পাকের** দরবারে অধিক পরিমাণে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন, যার বরকতে **আল্লাহ পাক** তাঁর অন্ধত্ব দূর করে দিলেন। তিনি বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীস শরীফ লিখার পূর্বে গোসল করতেন এবং দুই রাকাত নফল আদায় করতেন। (১৫২টি রহমতপূর্ণ ঘটনা, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইমাম বুখারীর অপেক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহিদ তাওয়াবীসি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; আমি স্বপ্নে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হলাম, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর সাথে এক স্থানে দন্ডায়মান ছিলেন। আমি **তাঁর** দরবারে সালাম আরয করলাম **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর আমি দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর অপেক্ষা করছি।"** কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইন্তিকাল করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, যেই রাতে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন সেই রাতেই আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছিলাম। (সিয়ারে আ'লামুন নুবালা, ১০/৩১৯)

ইমাম বুখারীর মাযারের বরকত

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জানাযার নামাযের পর যখন তাঁর কবরে মাটি দেয়া হলো তখন অনেকদিন পর্যন্ত সেই মাটি থেকে সুগন্ধ আসতে থাকে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে এসে ইমাম বুখারীর মাযার শরীফের মাটি তাবাররুক হিসেবে নিয়ে যেতে থাকে। আবু ফাতাহ সমরকন্দি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন; ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকালের প্রায় দু'শ (২০০) বছর পর সমরকন্দে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো। লোকেরা অনেকবার "ইস্তিস্কার নামায" পড়লো, দোয়া করলো কিন্তু বৃষ্টি হলোনা, অতঃপর একজন নেককার ব্যক্তি শহরের বিচারকের নিকট গেলো এবং তাকে পরামর্শ দিলো যে, আপনি শহরের লোকদের নিয়ে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযারে যান এবং সেখানে গিয়ে **আল্লাহ পাকের** নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন, হয়তো **আল্লাহ পাক** আপনাদের দোয়া কবুল করে নিবেন। শহরের বিচারক এই পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং শহরের লোকজনকে নিয়ে ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযারে উপস্থিত হলো, লোকেরা সেখানে খুব কান্নাকাটি করে **আল্লাহ পাকের**

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

নিকট একান্ত একাগ্রতার সহিত দোয়া করলো এবং ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে দোয়া কবুলের জন্য সুপারিশ করার আবেদন করলো। তখনই আকাশে মেঘের সূত্রপাত হলো এবং সাত দিন পর্যন্ত লাগাতার এমনভাবে বৃষ্টি হলো যে, লোকদের জন্য "খরতঙ্গ" থেকে "সমরকন্দ" পৌঁছা কঠিন হয়ে গেলো। (ইরশাদুস সারী, ১/৬৭) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর বিনয় ও একাগ্রতা (৫ ঘটনা)

(১) খুবই সুন্দরভাবে নামায আদায়কারী

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর চেয়ে অধিক সুন্দরভাবে নামায পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি।

(২) মিনজানিক পাথর বর্ষণ করতো কিন্তু নামাযে বিঘ্ন ঘটতোনা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন উরওয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে বললেন: যদি তুমি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا কে নামায পড়তে দেখতে তবে অবশ্যই বলতে যে, এটা কোন গাছের শাখা, যাকে বাতাসে কম্পিত করছে। (অর্থাৎ বাতাস গাছের ডালকে যেভাবে কম্পিত করতে দেখা যায়, সেভাবেই তিনি নামাযে কাঁপতেন) যুদ্ধের ময়দানে নামাযে শত্রুরা মিনজানিক (যা বড় বড় পাথর নিক্ষেপের জন্য তোপের মত একটি যন্ত্র বিশেষ) দিয়ে পাথর বর্ষণ করতো আর পাথর তাঁর আশেপাশে পরতো কিন্তু তিনি এর প্রতি একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

www.dawateislami.net

(৩) মনে হয় যেনো কাঠের টুকরো

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হতে বর্ণিত: যখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا নামাযে দাঁড়াতেন তখন এরূপ মনে হতো যেনো কোন কাঠের টুকরো এবং এই বিষয়টি তাঁর নামাযে বিনয় ও একাগ্রতার কারণে বলা হতো।

(৪) মসজিদের কবুতর

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর রাত অধিকহারে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত হতো এবং দিন কাটতো রোযার মাধ্যমে আর তাঁকে মসজিদের কবুতর বলা হতো।

(৫) খুব বেশি মুনাজাতকারী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি মুলাইকা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর সম্পর্কে কি জানেন? আমি বললাম: যদি আপনি তাঁকে দেখতেন তবে **আল্লাহ পাকে**র নিকট তাঁর ন্যায় দোয়া প্রার্থনাকারী আর কাউকে পেতেন না। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৪১০,৪১১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ এর বিনয় ও একাগ্রতা

হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক বিন আব্দুর রহমান হামদানী কূফী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন, **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ ৬২ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ রয়েছে। (সিয়ারে আ'লামুন নুবালা, ৫/১০২,১০৫)

(১) কোন কাজ থাকলে আগেই বলে দাও

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন এমন মনে হতো যেনো সবকিছু থেকে সম্পর্কহীন এবং নিজের পরিবার পরিজনদের বলতেন: নিজেদের সকল প্রয়োজনাদি আমার নামায শুরু করার পূর্বেই বলে দাও। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২)

(২) নামাযের সময় পর্দা টাঙ্গিয়ে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ বিন মুনতাশির رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে পর্দা টাঙ্গিয়ে দিতেন এবং নামাযে লিপ্ত হয়ে পরিবার ও দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২)

(৩) হজ্বে পুরো রাত সিজদায় কাটাতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَۃُاللہِ عَلَیۡہِ হজ্বের সময় পুরো রাত সিজদায় অতিবাহিত করতেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ الله স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

(৪) হজ্বের সফরে একেবারেই ঘুমাতেন না

হযরত সায়্যিদুনা আলা বিন হারুন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হজ্বের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন পূনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত শুধুমাত্র নিজের কপাল মুবারক মাটিতে লাগিয়েছেন (অর্থাৎ ঘুমাননি বরং অধিকহারে ইবাদত করেছেন)। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: বান্দা **প্রতিপালকের** সবচেয়ে নিকটে সিজদায় হয়ে থাকে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১১২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বিনয় ও একাগ্রতা (৬টি ঘটনা)

(১) সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বসে যেতো

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দে কাইস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **কিয়ামুল লাইল** এবং **সায়িমুদ দাহার** ছিলেন (অর্থাৎ দিন রোযার মাধ্যমে এবং রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন), তাঁর সিজদার স্থানে শয়তান সাপের আকৃতিতে কুন্ডলী পাকিয়ে বসে যেতো, যখন তার ঘ্রাণ বুঝতে পারতেন তখন হাত দ্বারা সরিয়ে সিজদা করে নিতেন এবং (যখন সালাম ফিরিয়ে নিতেন তখন তাকে) বলতেন: যদি তোমার ঘ্রাণ অনূভব না করতাম তবে তোমার উপরই সিজদা করে নিতাম। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৩)

www.dawateislami.net

(২) কাপড়ের ভেতরে সাপ

হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি দেখলাম যে, হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নামায পড়ছেন এবং সাপ কাপড়ের ভেতর ঢুকে আস্তিন ইত্যাদি দিয়ে বের হচ্ছিলো কিন্তু তিনি একটুও নড়াচড়া করতেন না। আরয করা হলো: আপনি সাপটাকে দূর করলেন না কেন? বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার লজ্জা হয় যে, **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবো! **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার তো অনুভবও হয়নি যে, তা কখন প্রবেশ করলো আর কখন বের হলো! (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৩)

(৩) প্রতিদিন এক হাজার রাকাত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওয়াহাব رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ হতে বর্ণিত যে, হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ উত্তম ইবাদত কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নিজের উপর এক হাজার রাকাত নামায পড়া আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত লাগাতার নামাযে লিপ্ত থাকতেন। যখন ফিরতেন তখন পা'দ্বয় ও পায়ের গোড়ালি ফুলে যেতো। নিজের নফসকে বলতেন: “হে নফস! হে মন্দের নির্দেশকারী! তোমাকে শুধু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি তোমাকে সর্বদা আমলে ব্যস্ত (অর্থাৎ **Busy**) রাখবো, এমনকি বিছানা তোমার থেকে সময় আদায় করতে পারবে না (অর্থাৎ আরাম করবো না)।”

(৪) হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দে কাইস رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ একবার **সিবাআ উপত্যকার** (হিংস্র প্রাণীর উপত্যকা) দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে হযরত সায়্যিদূনা হুমামা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ নামক এক **হাবশী আবিদ** (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

ইবাদতকারী) থাকতেন। তিনি এক কোণায় আর সেই হাবশী আবিদ অপর কোণায় ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। ৪০ দিন এবং ৪০ রাত দু'জন কেউ কারো নিকট যাননি। যখন ফরয নামাযের সময় হতো তখন নামায আদায় করতো অতঃপর পূনরায় নফল ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যেতেন। ৪০ দিন পর হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দে কাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত হুমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি দয়া করুক! আপনি কে? বললেন: ছেড়ে দিন! আমাকে আমার কাজে লিপ্ত থাকতে দিন। হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি আপনার কৃসম দিচ্ছি, বলুন আপনি কে? উত্তর দিলেন: আমি হুমামা। বললেন: আপনি যদি সেই হুমামা হন, যার সম্পর্কে আমার নিকট আলোচনা করা হয়েছিলো, তবে আপনি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী। আপনি আমাকে (আপনার) উত্তম স্বভাবের ব্যাপারে বলুন। হযরত সায়্যিদূনা হুমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে আমি আমলের ক্ষেত্রে অলসতার (অর্থাৎ কমতি) স্বীকার, যদি ফরয নামাযের নির্ধারিত সময় আমার কিয়াম ও সিজদার কর্তন হওয়ার কারণ না হতো, তবে আমি পছন্দ করতাম যে, সারা জীবন রুকুতে অতিবাহিত করা এবং আমার চেহারা সিজদায় ঝুঁকে রাখা, এমনকি এই অবস্থায় আমার ইন্তিকাল হয়ে যেতো, কিন্তু ফরয সমূহ আমাকে এরূপ করতে দেয় না।

হিংস্র প্রাণী পেছন থেকে থাবা মেরে দিলো!

এটা বলার পর হাবশী আবিদ জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনাকে দয়া করুক! আপনি কে? বললেন: আমি আমের বিন আব্দে কাইস। বললেন: যদি আপনি সেই আমের হন, যার সম্পর্কে আমি শুনেছি, তবে আপনি সকল মানুষের চেয়ে বেশি ইবাদতকারী, সুতরাং আমাকে (নিজের) উত্তম স্বভাবের ব্যাপারে বলুন। হযরত সায়্যিদূনা আমের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিশ্চয় আমারও আমলে অলসতা (অর্থাৎ কমতি) হয়ে যায়, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** ভয় ও প্রভাবের মহত্ব অন্তরে এমনভাবে

www.dawateislami.net

রয়েছে যে, **তাঁকে** ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। **একবার হিংস্র প্রাণীরা আমাকে ঘিরে ধরলো, একটি প্রাণী পেছন (অর্থাৎ পিঠের) দিক থেকে আমার উপর ঝাপটে পরলো এবং আমার কাঁদের উপর থাবা মেরে দিলো** যখন আমি এই আয়াত মুবারক তিলাওয়াত করছিলাম:

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿۱۰۳﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১০৩)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> ঐ দিন সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে এবং ঐ দিন হাযির হবারই।

যখন প্রাণিরা দেখলো যে, আমি এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করছি না, তখন তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেলো।

সায়্যিদূনা হুমামা প্রতিদিন ৮০০ রাকাত নফল পড়তেন

হযরত সায়্যিদূনা হুমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: হে আমের! আপনার জন্য কোন জিনিসটি ধ্বংসের কারণ? বললেন: "আমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি লজ্জা হয় যে, **তাঁকে** ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করবো।" হযরত সায়্যিদূনা হুমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: যদি **আল্লাহ পাক** আমাকে পেটের (অর্থাৎ পানাহার করার) পরীক্ষায় জড়িত না করতেন, তবে আমার **প্রতিপালক** আমাকে সর্বদা রুকু ও সিজদাতেই লিপ্ত পেতেন কিন্তু যখন আমি খাই, তখন আমার প্রাকৃতিক ডাকেও সাড়া দিতে হয়। (আর এভাবে সময় ব্যয় হয়ে যায়) হযরত সায়্যিদূনা হুমামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি প্রতিদিন ৮০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন অতঃপর (বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে) বলতেন: আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে অলস (অর্থাৎ কম ইবাদত করি)। তিনি (বিনয় করে) নিজেকে অনেক বেশি তিরষ্কার করতেন।

(ইহইয়াউল উলূম, ২/১০৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(৫) পানি থেকে গরম বাষ্প উঠতো (কারামত)

হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন; একদা হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দে কাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: "**আল্লাহ পাক!** শীতের সময়ে আমার জন্য পবিত্রতা (অর্থাৎ অযু ইত্যাদি) অর্জন করা সহজ করে দাও।" (এরপর) যখন পবিত্রতার জন্য পানি নিলেন তখন (তা কুদরতী ভাবে গরম হয়ে যেতো এবং) তা থেকে গরম বাষ্প (Steam) উঠতো।

(আয যুহদ লি ইবনে মুবারক, ২৯০পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৬১। আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/১৪৯)

(৬) আগুন অন্য দিকে ফিরে গেলো (কারামত)

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলায়মান দারানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন; একবার হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দে কাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে আরয করা হলো: "আপনার ঘরের চারপাশ আগুনের লেলিহান শিখায় ছেয়ে গেছে (সুতরাং আপনার ঘরের খবর নিন)।" তিনি বললেন: "আগুনের কথা ছাড়ুন, তা **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নিয়োজিত।" অতঃপর নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সুতরাং যখন আগুন আশেপাশে জ্বালিয়ে তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছলো তখন অন্য দিকে ফিরে গেলো।

(ইবনে আসাকির, ২৬/৩১। আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/১৪৯)

আমার ন্যায় মন্দকেও ভালো করো হে প্রতিপালক!

হে আশিকানে রাসূল! سُبۡحٰنَ اللّٰہ! **খোদাভীতি** হোক এমনই! আমল হোক এমনই! এবং বিনয় হোক তাও এমনই! যে, প্রতিদিন **হাজার হাজার রাকাত নফল** পড়ে, সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থেকে এবং যে সময়টি প্রয়োজনীয় পানাহার ইত্যাদিতে ব্যয় হয়, সেই ব্যাপারেও আফসোস করে যে, আহ! যদি এই সময়টুকুও নফল নামাযে অতিবাহিত হতো। এরূপ মহান ইবাদত করার পরও বিনয় করতে গিয়ে নিজেকে অলস ও কৃপণ মনে করা, সেই সম্মানীত মনিষীদেরই বৈশিষ্ট ছিলো। আহ! আর আমাদের অবস্থা যে, প্রথমত তো আমলই করিনা, যদিওবা কখনো দু'চার

www.dawateislami.net

রাকাত নফল পড়েই নিই তবে নিজেকে অনেক বড় ইবাদতকারী মনে করতে থাকি! যদি আমরা কখনো কারো সামনে বিনয় করিও তবে তা এমন যা স্বয়ং নিজের মনেই স্বীকার করে না। **আল্লাহ পাক** আমাদের এই করুণ অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং সেই মহান বুযুর্গুদের ইবাদত ও বিনয়ের সদকায় আমাদেরও অধিকহারে ইবাদতের নিয়ামত এবং সত্যিকারের বিনয়ের দৌলত দান করুন আর সেই মহান বুযুর্গদের সদকায় আমরা মন্দদেরও ভালো বানিয়ে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হার ভালে কি ভালায়ি কা সদকা, **ইস বুরে কো ভী কর ভালা ইয়া রব!**

(যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উপহার ভাগ্য পরিবর্তন করে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা পেতে, গুনাহে ভরা বন্ধুত্বের পিছু ছাড়াতে এবং পিতামাতার আনুগত্যের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, আসুন! একটি "মাদানী বাহার" শুনি: গুজরাঁওয়ালা (পাঞ্জাব) এর নিকটবর্তী শহর রাহোওয়ালীর এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিলো, মেয়েদের সাথে বন্ধুত্বের আগ্রহ এবং প্রায় তাদের সাথে গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলে নিকৃষ্ট শয়তানী স্বাদ উপভোগ করতো, সিনেমা নাটক দেখা এবং গান বাজনা শুনার এমন প্রেমিক ছিলো যে, তার নিকট প্রায় সাতশ'টি গানের ক্যাসেট ছিলো, এরপরও যখনই সে কোন নতুন ক্যাসেটের সংবাদ পেতো, তখন এটা ভাবতো যে, খুচরা মার্কেটে এই ক্যাসেট আসতে অনেক দেরী! হোলসেল থেকে আগেই কিনে নিতো। সারাদিন খেলা ধূলার জন্য ক্রিকেট মাঠে এবং রাতভর ভবঘুরের ন্যায় রাস্তা, হোটেল এবং অলিগলিতে ঘুরাঘুরিই ছিলো তার কাজ, গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ির বাহিরে থাকতো এমনকি

www.dawateislami.net

চারিদিকে রাতের অন্ধকার এবং নিরব হয়ে যাওয়ার পরও বাড়িতে না আসলে তার সম্মানীত পিতাকে প্রায় তার সন্ধানে বের হতে হতো, অথচ মসজিদের ইমাম হওয়ার কারণে ফজরের নামায পড়ানোর জন্য তাকে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরতে হতো, কিন্তু পিতার আরামের বেঘাত ঘটার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপই ছিলো না এবং নিজের কুকর্মের কারণে তার সম্মানে আঘাত হওয়ারও কোন অনুভূতি ছিলো না। পিতা বার বার নিজের পাশে বসিয়ে বুঝাতেন কিন্তু সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো। তার উপর **আল্লাহ পাকে**র দয়া এভাবে হলো যে, মূলতানে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, সেখানে ইজতিমা শেষে দোয়ায় প্রতিজ্ঞা করলো যে, ভবিষ্যতে **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকবো এবং নেক কাজ করবো। **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় তার **নেকী করার তৌফিক হলো এবং সে নামায পড়া শুরু করে দিলো, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে অটলতার দৌলতও অর্জিত হলো এবং লাগাতার চার মাস তার কোন নামায কাযা হয়নি** কিন্তু দূভার্গ্যক্রমে পূনরায় খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে বসতে লাগলো। **"সহচর্য প্রভাব বিস্তার করে"** সুতরাং সে আবারো পূরনো গুনাহের দুনিয়ায় পুনরায় ফিরে গেলো এবং ধীরে ধীরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে চলে গেলো। যখন মাদানী পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন একদিন কাকতালিয়ভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হলো, পূর্বের কোন পরিচয় না থাকার পরও সেই ইসলামী ভাই যখন একান্ত আন্তরিকতার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলো তখন প্রথম প্রথম তার এরূপ ভূল ধারণা হলো যে, সম্ভবত সে কোন প্রয়োজনে এসেছে এবং যেভাবে এই ব্যক্তি আমার সাথে ব্যবহার করছে, সম্ভবত সে আমার থেকে টাকা চেয়ে বসবে! কিন্তু এর বিপরীত যখন সেই ইসলামী ভাই মুচকি হেসে তাকে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট **"সম্রাটদের হাড়"** উপহার দিয়ে তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ

www.dawateislami.net

করার অনুরোধ করলো এবং তার নিকট কোন কিছু চাইলো না বরং এই ক্যাসেটের দামও চাইলো না, তখন তার ভূল ধারনার অনুভুতি হলো, ঘরে এসে যখন সে ঐ বয়ান শুনলো তখন **খোদাভীতি**তে কেঁপে উঠলো এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো, তার চোখের সামনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কাটানো চার মাস সময়গুলো ভাসতে লাগলো, সুতরাং সে পূনরায় নেককাজে অটলতার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার কাবীনা পর্যায়ে তা'বীযাতে আত্তারীয়ার যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে এবং আমাদের সকলকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুক। আমিন

তুম আপনায়ে রাখো সাদা মাদানী মাহোল সাঁওয়ার জায়ে গি আখিরাত اِنْ شَآءَالله,

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিনয় ও একাগ্রতা (১৩টি ঘটনা)

(১) অশ্রুর বারিধারা

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪১ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা “**অশ্রুর বারিধারা**” এর ৩য় পৃষ্ঠায় রয়েছে: জমজমাট বাজারে রেশমী কাপড়ের একটি দোকানে সেই দোকানের কর্মচারী দোয়ায় লিপ্ত ছিলো এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছিলো। তা শুনে দোকানের মালিকের মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, চোখ দিয়ে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু করলো যে, কাঁপুনি শুরু হয়ে গেলো এবং উভয় কাঁধ কাঁপতে লাগলো। দোকানের মালিক

www.dawateislami.net

সাথে সাথে দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দিলো, নিজের মাথায় কাপড় জড়িয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলো আর বলতে লাগলো: আফসোস! আমরা **আল্লাহ পাকের** প্রতি কতই না নির্ভয় হয়ে গেছি যে, আমাদের মধ্যে একজন লোকই কেবল নিজের মন থেকে **আল্লাহ পাকের** নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছে। (এটা তো অনেক সাহসিকতার আবেদন) আমাদের মতো (গুনাহ্গারদের) তো **আল্লাহ পাকের** নিকট (নিজেদের গুনাহের) ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ। সেই দোকানের মালিক অনেক বেশী **খোদাভীতি** সম্পন্ন ছিলেন, রাতে নামাযের জন্য যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁর চোখ থেকে এমনভাবে অশ্রু বর্ষণ হতো যে, চাটাইয়ের উপর চোখের পানির ফোঁটা টপটপ করে পড়ার শব্দ শোনা যেতো আর এত বেশী কান্না করতেন যে, প্রতিবেশিদের মনে দয়া সৃষ্টি হতো। (আল খায়রাতুল হিসান, ৫০-৫৪ পৃষ্ঠা)

জান্নাত চাওয়াতে শরয়ী কোন বাধা নেই

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা কি জানেন তিনি কে ছিলেন? এই দোকানের মালিক তাবেয়ী বুযুর্গ কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, হযরত ইমামে আযম, সায়্যিদুনা **ইমাম আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন। তাঁর বিনয়ের প্রতি মারহাবা! **খোদাভীতির** প্রতি শত কোটি মারহাবা! জান্নাত প্রার্থনা করাতে তাঁর অবস্থা **খোদাভীতির** কারণে ছিলো, অন্যথায় জান্নাত প্রার্থনা করাতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। সুতরাং আমরা গুনাহগারদেরকে **আপন প্রতিপালকের** পক্ষ থেকে জান্নাত প্রদানকারী **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তবে জান্নাত বলতে থাকে: **ইলাহী**! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে জাহান্নাম বলে: **ইলাহী**! তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখো।

(তিরমিযী, ৪/২৫৭, হাদীস ২৫৮১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

হাদীসের ব্যাখা: অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় বা দিনে কমপক্ষে একবার, এরূপ তিনবার বলবে: اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ[১] এবং এরূপ তিনবার বলবে: اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ[২] তবে স্বয়ং জান্নাতই তার জন্য প্রবেশের দোয়া করবে এবং স্বয়ং দোযখ নিজের থেকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আশ্রয়ের আরয করবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৬৭)

জিগর ভী জখমী হে দিল ভী ঘায়েল, হাজার ফিকরেঁ হে সো মাসায়িল,
দুখোঁ কা আত্তার কো দু মরহম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) নামাযের পূর্বে দোয়ায় কান্নাকাটি

হযরত সায়্যিদুনা ফযল বিন দুকাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি তাবেয়ীদের মধ্যে অন্য কাউকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ন্যায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে নামায পড়তে দেখিনি। তিনি নামায শুরু করার পূর্বে অনেক বেশি কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন, এমনকি অবলোকনকারী বলতো যে, সত্যিকারের **খোদাভীতি** এটাই। অধিকহারে ইবাদত করার কারণে তাকে ছোট চামড়ার থলের মতো ম্লান মনে হতো। (আল খায়রাতুল হিসান, ৫১ পৃষ্ঠা)

(৩) একই আয়াত বারবার পড়ে রাত অতিবাহিত করতেন

ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক রাতে নামাযে ২৭তম পারা সূরা ক্বামার এর ৪৬নং আয়াত:

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾
(পারা ২৭, ক্বামার, আয়াত ৪৬)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> বরং তাদের প্রতিশ্রুতি কিয়ামতের উপরই এবং কিয়ামত অতি কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত।

---

১. অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।
২. অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে বাঁচাও।

www.dawateislami.net

পাঠ করলেন এবং সম্পূর্ণ রাত এটাই পূনরাবৃত্তি করতে থাকেন এবং দ্বিতীয় রাতে নামাযে কিরাত পাঠ করতে গিয়ে যখন ২৭তম পারা সূরা তুর এর ২৭নং আয়াত:

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾

(পারা ২৭, তুর, আয়াত ২৭)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: অতঃপর **আল্লাহ** আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের "লু"এর শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

এ পৌঁছালে তখন বারবার এই আয়াতে মুবারাকা পড়তে থাকেন এমনকি মুয়াজ্জিন ফজরের আযান দিয়ে দিলো। (আল খায়রাতুল হিসান, ৫১ পৃষ্ঠা)

(৩) নামাযে সূরা যিলযাল শুনে ইমাম আযমের অবস্থা

হযরত সায়্যিদূনা ইয়াযিদ বিন লাইস رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার (ইশার ফরয নামাযে) ইমাম সাহেব (কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা সম্বলিত) **সূরা যিলযাল** পাঠ করলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ জামাআতে উপস্থিত ছিলেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমি দেখলাম যে, হযরত সায়্যিদূনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ চিন্তিত মনে বসে আছেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস নিচ্ছেন। আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম যেনো তার ধ্যান না সরে এবং প্রদীপটিতে সামান্য তেল ছিলো, সেটা ওখানেই রেখে এলাম। অতঃপর যখন আমি ফজরের সময় আসলাম, তখন প্রদীপটি (তেমনই) জ্বলছিলো এবং ইমাম সাহেব তাঁর দাড়ি মুবারক ধরে দাঁড়িয়ে আরয করছিলেন: হে সেই সত্তা! যিনি বিন্দু পরিমাণ কল্যাণের প্রতিদান কল্যাণ এবং বিন্দু পরিমাণ মন্দের শাস্তি দিবেন, নুমানকে (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা) তোমার অনুগ্রহে আগুন থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে নাও, যেনো আগুন কাছেও না আসে এবং তাকে (অর্থাৎ আবু হানিফা) তোমার অশেষ রহমতের ছায়ায় প্রবেশ করিয়ে নাও। যখন আমি তাঁর পাশে আসলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: প্রদীপ নিতে চাইছো কি? আমি আরয করলাম: আমিতো ফজরের আযানই দিয়ে দিয়েছি। বললেন: যা কিছু তুমি দেখেছো তা কারো নিকট প্রকাশ করো না।

www.dawateislami.net

অতঃপর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে বসে পড়লেন, এমনকি নামায শুরু হয়ে গেলো এবং তিনি রাতে করা অযু দিয়ে আমাদের সাথে ফজরের নামায পড়লেন।

(আল খায়রাতুল হিসান, ৫৩ পৃষ্ঠা)

মুঝে নারে দোযখ সে ডর লাগ রাহা হে,
হো মুঝ নাতোওয়াঁ পর করম ইয়া ইলাহি! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর **খোদাভীতি**র কথা কি বলবো! কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্বলিত **সূরা যিলযাল** শুনে কিয়ামতের এমন ভয় সঞ্চার হলো যে, সারারাত আখিরাতের চিন্তায় অতিবাহিত করে দিলেন! আফসোস! এরূপ কোরআনী সূরা পড়ে বা শুনে আমাদের মাঝে কোন প্রভাবই পড়ে না! **সূরা যিলযাল** ৩০তম পারায়, এতে আটটি আয়াত রয়েছে। **"সিরাতুল যিনান ফি তাফসীরিল কোরআন"** ১০ম খন্ডের ৭৮৯ থেকে ৭৯৪ পৃষ্ঠা থেকে এই মুবারক সূরা, কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর উল্লেখ করা হচ্ছে, তা পড়ুন এবং গভীরভাবে চিন্ত ভাবনা করে আখিরাতের সম্বল অর্জন করুন।

সূরা যিলযাল অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুনাময়।
যখন যমিনকে থর থর করে কাঁপানো হবে যেভাবে সেটার কাঁপানো সাব্যস্ত হয়েছে।

পৃথিবী ভুমিকম্পে থর থর করে কেঁপে উঠবে

(অর্থাৎ) ইরশাদ করলেন যে, যখন পৃথিবী ভুমিকম্পে থর থর করে কেঁপে উঠবে এবং পৃথিবীতে কোন গাছগাছালি, কোন দালান কোটা এবং কোন পাহাড় অবশিষ্ট থাকবে না, এমনকি কম্পনের তীব্রতায় প্রতিটি জিনিস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

পৃথিবীর এই কম্পন তখনই হবে, যখন কিয়ামত সন্নিকটে আসবে অথবা কিয়ামতের দিন পৃথিবী থর থর করে কম্পিত হবে। (খাযিন, ৪/৪৪০)

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যমিন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে।

মানুষ এবং জ্বিনকে 'সাকলাইন' কেন বলা হয়?

অর্থাৎ যখন পৃথিবী নিজের ভেতর বিদ্যমান খনি এবং মৃতদেরকে বের করে বাইরে নিক্ষেপ করে দিবে। মনে রাখবেন! মানুষ এবং জ্বিনরা হলো বোঝা মূলক অস্তিত্ব, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর উপরে বিদ্যমান থাকে তখন তা পৃথিবীর উপর বোঝা এবং যখন মাটির ভেতরে যায়, তখন পৃথিবীর জন্য বোঝা, এইজন্য মানুষ এবং জ্বিনকে **'সাকালাইন'** বলা হয়, কেননা এরা জীবিত হোক বা মৃত পৃথিবী তাদের বোঝা বহন করে। (মাদারিক, ২/৮২৬। খাযিন, ৪/৪০০, ৪০১)

কিয়ামতের দিন সম্পদের প্রতি অসন্তুষ্টি

হযরত (সায়্যিদুনা) আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জমিন স্বর্ণ রূপার স্তম্বের ন্যায় নিজের কলিজার টুকরো উপড়ে বের করে দিবে, হত্যাকারীরা দেখে বলবে যে, এই (সম্পদ) এর কারণেই তো আমি হত্যা করেছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলবে: এর কারণেই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম, চোর দেখে বলবে যে, এই সম্পদের কারণে আমার হাত কাটা হয়েছিলো, অতঃপর সবাই এই সম্পদ ছেড়ে দিবে এবং কেউ তা থেকে কিছুই নিবে না।" (মুসলিম, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪১)

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মানুষেরা বলবে, সেটার কি হয়েছে?

www.dawateislami.net

পৃথিবীর কি হলো?

অর্থাৎ সেই কম্পনের সময় যেসকল মানুষ উপস্থিত থাকবে, তারা আশ্চর্য হয়ে বলবে: পৃথিবীর কি হলো যে, এরূপ অস্থির হয়েছে এবং **এতো তীব্র কম্পন** এসেছে যে, যা কিছু এর ভেতরে ছিলো, তা সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করে দিলো।

(রুহুল বয়ান, ১০/৪৯২)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝۴

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ দিন সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে।

মাটি নেককার এবং বদকারদের সংবাদ দিবে

এই আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের সারাংশ হলো যে, এই ঘটনা সংগঠিত হবে, তখন জমিন **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশে সৃষ্টি জগৎকে নিজের সংবাদ জানিয়ে দিবে এবং যে নেকী ও গুনাহ তার উপর করেছে, সবকিছু বর্ণনা করবে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হবে যে, জমিন নাফরমানদের প্রতি অভিযোগ করবে আর আনুগত্যশীলদের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, সুতরাং সে এটা বলবে যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর নামায পড়েছে, অমুক যাকাত দিয়েছে, অমুক রোযা রেখেছে এবং অমুক হজ্ব করেছে আর অমুক ব্যক্তি কুফরি করেছে, অমুক যেনা করেছে, অমুক চুরি করেছে, অমুক অত্যাচার করেছে, এমনকি কাফিররা (এটা শুনে) আকাংখা করবে যে, তাকে (অর্থাৎ নিজেকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক।

(খাযিন, ৪/৪০১। তাফসীরে কবির, ১১/২৫৫)

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۬

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ দিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে।

কারো চেহারা সাদা হবে আর কারো কালো

এই আয়াতের **একটি অর্থ এটা যে,** কিয়ামতের দিন মানুষ হিসাবের স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর সেখান থেকে অনেক রাস্তা দিয়ে ফিরে যাবে, কেউ ডান দিক দিয়ে জান্নাতে যাবে এবং কেউ বাম দিক দিয়ে দোযখে যাবে, যাতে তাদেরকে

www.dawateislami.net

তাদের আমলের প্রতিদান দেখানো হয়। **দ্বিতীয় অর্থ এটা যে,** যেদিন ঐ অবস্থা সংগঠিত হবে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তবে সেদিন মানুষ নিজেদের কবর থেকে হিসাবের স্থানের দিকে বিভিন্ন অবস্থায় ফিরবে যে, কারো চেহারা হবে সাদা এবং কারো চেহারা হবে কালো, কেউ আরোহী হবে এবং কেউ শিকলবদ্ধ ও পায়ে বেড়ী বাঁধা অবস্থায় হেঁটে যাবে, কেউ নিরাপত্তার সহিত থাকবে এবং কেউ ভীতসন্ত্রস্ত হবে, যাতে তাদেরকে তাদের আমল সমূহ দেখানো হবে। (খাযিন, ৪/৪০১। রুহুল বয়ান ১০/৪৯৩)

وَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

নেক ও মন্দ আমল সমূহ কিয়ামতের দিন দেখানো হবে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন যে, প্রত্যেক মুমিন ও কাফিরকে কিয়ামতের দিন তাদের নেক এবং মন্দ আমল সমূহ দেখানো হবে, মুমিনকে তাদের নেকী সমূহ এবং গুনাহ সমূহ দেখিয়ে **আল্লাহ পাক** গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং নেকী সমূহের জন্য সাওয়াব দান করবেন আর কাফিরদের নেক আমল গুলো রহিত করা হবে, কেননা তা কুফরি করার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে এবং গুনাহ গুলোর জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

কাফিরদেরকে দুনিয়াতে ভাল কাজের প্রতিদান দিয়ে দেয়া হয়

হযরত মুহাম্মদ বিন কাআব কুরাযি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন; কাফিররা কণা পরিমাণ নেকী করলে তবে তার প্রতিদান দুনিয়াতেই দেখে নিবে, এমনকি যখন দুনিয়া থেকে বের হয়ে যাবে তখন তার নিকট কোন নেকী থাকবে না এবং মুমিনদের কেউ এরূপ হবে, যারা নিজেদের মন্দ কাজের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে, তখন আখিরাতে তাদের সাথে কোন মন্দ থাকবে না। কিছু কিছু মুফাসসীর বলেন: এতে আগের আয়াত (৭) মুমিনদের সম্পর্কে এবং এই আয়াত (৮) কাফিরদের সম্পর্কে।

(খাযিন, ৪/৪০১। মাদারিক, ২/৮২৬)

www.dawateislami.net

নগন্য নেকীও কাজের এবং গুনাহ ছোট হলেও ভয়াবহ

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, নগন্য নেকীও কাজের (অর্থাৎ কাজে আসবে) এবং গুনাহ ছোট হলেও ভয়াবহ (অর্থাৎ বিপদ)। হযরত (সায়্যিদুনা) আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা কখনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি মূলক কথা বললো এবং সেদিকে মনোযোগই দিলো না (অর্থাৎ কিছু কথা মানুষের দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ হয়ে থাকে) **আল্লাহ পাক** সেই (কথার) কারণে তার অনেক মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং কখনো **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি মূলক কথা বললো এবং সেদিকে খেয়ালই করলো না, সেই (কথার) কারণে জাহান্নামে পতিত হয়।" (বুখারী, ৪/২৪১, হাদীস ৬৪৭৮)

(সিরাতুল যিনান ফি তাফসীরিল কোরআন, ১০/৭৮৯-৭৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) ছাদ থেকে সাপ পরলো! (ঘটনা)

ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মসজিদে নামায পড়ছিলেন, ছাদ থেকে একটি সাপ পরলো, লোকেরা এদিক সেদিক পালাতে লাগলো, কিন্তু তিনি বরাবরই নামাযে লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি কিছু জানলেন না। (তাফসীরে কবির, ১/২১৩)

(৬) হানাফিদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

সায়্যিদুনা ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জীবনে পঞ্চান্নবার (৫৫) হজ্ব করেন। যখন শেষবার হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন কাবা শরীফের খাদিম তাঁর অনুরোধে কাবা শরীফের দরজা খুলে দিলেন, তিনি খুবই বিনয়ের সহিত ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং **বায়তুল্লাহর** দু'টি স্তম্ভের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামাযে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করলেন, অতঃপর দীর্ঘক্ষণ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত (দোয়া) করতে থাকেন, তিনি দোয়ায় লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় **বায়তুল্লাহর** এক

www.dawateislami.net

কোণা থেকে আওয়াজ আসলো: **তুমি উত্তমরূপে আমার মারিফাত** (অর্থাৎ পরিচয়) **অর্জন করেছো এবং একনিষ্টতার সহিত খেদমত করেছো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার মাযহাবের উপর থাকবে** (অর্থাৎ তোমার অনুস্মরণ করবে, হানাফি হবে) **তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম।"** (দুররে মুহতার, ১/১২৬, ১২৭) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দয়াময় আঁচল আমাদের হাতে এসেছে।

মরোঁ শাহা! যে'র সবজ গুম্বদ, হো মদফন আক্বা বকীয়ে গরক্বদ,
করম বরায়ে রাসুলে আকরাম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

(৭) রওযায়ে পাক হতে সালামের উত্তর

আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর উপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যধিক করুণা ও দয়া ছিলো। মদীনা শরীফে যখন তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরারী রওযায় এভাবে সালাম আরয করলেন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْن (অর্থাৎ **হে রাসূলদের সর্দার**, আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক!) তখন নূরানী রওযা থেকে উত্তরের আওয়াজ আসলো: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْن (অর্থাৎ এবং মুসলমানদের ইমাম, তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক!) (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

তুমহারে দরবার কা গাদা হুঁ, মে সায়েল ইশকে মুস্তফা হুঁ,
করম পায়ে শাহে গউসে আযম, ইমাম আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

(৮) ইমাম আযমের দিন রাতের ব্যস্ততা

হযরত সায়্যিদুনা মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "আমি ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মসজিদে উপস্থিত হলাম, দেখলাম যে, ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি লোকদেরকে সারাদিন ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতে থাকেন, এর মাঝে শুধুমাত্র নামাযের বিরতি হলো। ইশার নামাযের পর তিনি তাঁর মর্যাদাময়

www.dawateislami.net

ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সাদা পোশাক পরিধান করে অধিকহারে সুগন্ধি লাগিয়ে বাতাসে সুবাস ছড়িয়ে, আপন নূরানী চেহারা চমকিয়ে পূনরায় এসে মসজিদের এক কোণায় নফল আদায়ে লিপ্ত হয়ে গেলেন, এমনকি সুবহে সাদিক হয়ে গেলো, এবার মর্যাদাময় ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং পোশাক পরিবর্তন করে ফিরে এলেন আর ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর গতকালের ন্যায় ইশা পর্যন্ত পাঠদানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। আমি ভাবলাম হয়তো তিনি অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছেন, আজ রাত তো অবশ্যই আরাম করবেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাতেও একই অবস্থা ছিলো। অতঃপর তৃতীয় রাত ও দিন একইভাবে অতিবাহিত করেন। আমি খুবই প্রভাবিত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে, সারা জীবন তাঁর খেদমতে থাকবো। সুতরাং আমি তাঁর মসজিদেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে নিলাম। **আমি আমার অবস্থানরত সময়ে, ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দিনে কখনো রোযা ব্যতীত এবং রাতে কখনো ইবাদত ও নফল নামায থেকে বিরত থাকতে দেখিনি।** তবে যোহরের পূর্বে তিনি কিছুক্ষণ আরাম করে নিতেন।” (আল মানাকিব লিল মুয়াফফাক, ১/২৩০-২৩১) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি মুয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা; মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকাল ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে সিজদারত অবস্থায় হয়েছে। (আল মানাকিব লিল মুয়াফফাক, ১/২৩১)

জো বে মেছাল আ'প কা হে তাকওয়া, তো বে মেছাল আ'প কা হে ফতোওয়া
হে ইলম ও তাকওয়া কে আ'প সাঙ্গম, ইমামে আযম আবু হানিফা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

(৯) ত্রিশ বছর ধারাবাহিক ভাবে রোযা

“আল খায়রাতুল হিসান” কিতাবে রয়েছে, তিনি ধারাবাহিক ভাবে **ত্রিশ বছর রোযা রাখেন,** ত্রিশ বছর পর্যন্ত এক রাকাতে কোরআনে পাক খতম করতে থাকেন, চল্লিশ (বরং ৪৫) বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন, **যে স্থানে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, সেই স্থানে তিনি সাত হাজার বার কোরআনে পাকের খতম করেছেন।** (আল খায়রাতুল হিসান, ৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১০) ইমামে আযমের মর্যাদাবান ছাত্র

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সামনে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাপারে কেউ অপত্তি করলো, তখন তিনি বললেন: "তুমি কি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপত্তি করছো, যিনি পয়তাল্লিশ (৪৫) বছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায একই অযু দিয়ে আদায় করেছেন এবং তিনি এক রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করে নিতেন আর আমার নিকট যা কিছু ফিকাহ রয়েছে, তা তাঁর থেকেই শিখেছি।" (আল খায়রাতুল হিসান, ৫০ পৃষ্ঠা)

(১১) মানুষের সু-ধারণার সম্মান রাখলেন

ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه শুরু থেকেই সারারাত ইবাদত করতেন না। একবার তিনি কাউকে এরূপ বলতে শুনেছেন যে, "আবু হানিফা সারারাত ঘুমান না।" সুতরাং তার সু-ধারণার সম্মান রাখার জন্য তিনি সারারাত ইবাদত করা শুরু করে দিলেন। (আল খায়রাতুল হিসান, ৫০ পৃষ্ঠা)

হে ধুম চারোঁ তরফ সাখা কি, ভরি হে ঝোলি হার ইক গাদা কি,
আতা হো মুঝ কো ভী তায়্যেবা কা গম, ইমাম আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

(১২) রমযান মাসে ৬১ বার কোরআন খতম

ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ঈদুল ফিতরসহ রমযানুল মুবারকে ৬২ বার কোরআনে করীম খতম করেন, (দিনে একবার, রাতে একবার, তারাবীতে পুরো মাসে একবার এবং ঈদের দিন একবার) এবং সম্পদের ব্যাপারে দানশীল ছিলেন, ইলমের পাঠদানে ধৈর্য্যধারণকারী ছিলেন, নিজের ব্যাপারে করা আপত্তি গুলো শুনতেন, রাগ থেকে অনেক দূরে থাকতেন। (আল খায়রাতুল হিসান, ৫০ পৃষ্ঠা)

আতা হো খওফে খোদা খোদারা, দো উলফতে মুস্তফা খোদারা,
করোঁ আমল সুন্নাতোঁ পে হার দম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(১৪) প্রাণ দিয়ে দিলেন কিন্তু সরকারী পদ গ্রহণ করলেন না

আব্বাসীয় খলিফা মনসুর, ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করলো যে, আপনি আমার রাষ্টের প্রধান বিচারক হয়ে যান। বললেন: আমি এই পদের জন্য যোগ্য নই। মনসুর বলল: আপনি মিথ্যা বলছেন। বললেন: যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আপনি স্বয়ং মীমাংসা করে দিলেন! মিথ্যাবাদী বিচারক হওয়ার উপযুক্ত নয়। খলিফা মনসুর এই বিষয়টিকে নিজের অপমান মনে করে তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিদিন তার মাথা মুবারকে দশটি করে চাবুক মারা হতো, যার কারণে রক্ত মাথা মুবারক থেকে গড়িয়ে হাটু পর্যন্ত এসে যেতো, এইভাবে বাধ্য করা হচ্ছিলো যেনো বিচারক হওয়ার সম্মতি দেয়, কিন্তু তিনি সরকারী পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। একইভাবে তাঁকে প্রতিদিন দশটি করে একশত দশটি চাবুক মারা হলো। মানুষের সহানুভূতি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ছিলো। অবশেষে প্রতারণা করে বিষের পাত্র পান করতে দেয়া হলো, কিন্তু তিনি ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিষ চিনে ফেললেন এবং পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে জোর করে কন্ঠনালীতে বিষ ঢেলে দেয়া হলো, যখন বিষ তার প্রভাব বিস্তার শুরু করলো তখন তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদায় অবনত হয়ে গেলেন এবং সিজদা অবস্থাতেই ১৫০ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। (আল খায়রাতুল হিসান, ৮৮ ও ৯২ পৃষ্ঠা) তখন তাঁর বয়স ছিলো ৮০ বছর। তার মাযার শরীফ বাগদাদে মুয়াল্লায় অবস্থিত। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিয়ারে বাগদাদ মে বুলা কর, মাযার আপনা দেখা জাহাঁ পর,
হে নূর কি বারিশেঁ ছমা ছম, ইমামে আযম আবু হানিফা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালেহ (মুয়াজ্জিন) এর বিনয় ও একাগ্রতা

আযান দিতে গিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি) একবার আযান দিতে গিয়ে যখন اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বললেন তখন বেহুশ হয়ে নিচে পরে যান, লোকজন তাকে মিনার থেকে নামালেন, তাঁর ভাই আযান দিলেন এবং নামায পড়ালেন, ততক্ষণ তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। (তানবিহুল মুগতারিন, ৫৩ পৃষ্ঠা)

খোদাভীতিতে ক্রন্দনকারী মা এবং দুই ছেলে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুবহে সাদিক পর্যন্ত নফল আদায় করতেন। অতঃপর নিজের নামাযের স্থানে বসে অঝোড় ধারায় কান্না করতেন এবং তাঁর ভাই তার কক্ষে (Room) বসে ক্রন্দন করতো। তাঁর আম্মাজান দিনরাত **খোদাভীতি**তে কান্না করতে থাকতেন। প্রথমে আম্মাজানের ইন্তিকাল হলো, এরপর তার ভাই হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত হলো এবং তাঁদের পর তিনিও এই দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

ইন্তিকালের পর তিনজনের অবস্থা

আম্মাজান এবং দুইভাইয়ের ইন্তিকালের পর যখন সায়্যিদুনা হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে তাঁর আম্মাজানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: "**খোদাভীতি**তে সর্বদা কান্না করার কারণে **আল্লাহ পাক** তাঁকে চিরস্থায়ী সুখ দান করেছেন।" অতঃপর তাঁর ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: "সেও কল্যাণে রয়েছে।" এবং যখন স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন এরূপ বলে চলে গেলেন যে "আমি তো শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র ক্ষমা ও

www.dawateislami.net

অনুগ্রহের উপরই ভরসা করতাম।" (আর রিক্কাতু ওয়াল বুকায়ি মাআ মাওসুআতি ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/২১১, নম্বর ২২১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামাযও জানতো না

হে আশিকানে রাসূল! ইবাদতের প্রেরণা পেতে, নামাযের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং ইসলামী কার্যাদি বাড়ানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকুন। আসুন! একটি "মাদানী বাহার" শ্রবণ করি: করাচীর গুলশানে হাদীদ এলাকার এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে দুনিয়াবী সৌন্দর্যে বিভোর ছিলো। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এমন ছিলো যে, সে সঠিক পদ্ধতিতে অযু এবং গোসল করতে জানতো না আর না নামাযের সঠিক পদ্ধতি জানা ছিলো। সে নেকীর পথে এভাবে আসলো যে, একদিন যখন সে মাগরিবের নামায পড়ার জন্য নিজের এলাকার মসজিদে গেলো তখন সেখানে সবুজ পাগড়ী পরিহিত একজন ইসলামী ভাই দরস দিচ্ছিলো, তার ধরণটা তার খুব ভালো লাগলো, সুতরাং সেও শুনতে বসে গেলো। দরসের পর মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** খুবই আন্তরিকতার সহিত তার সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে তাকে মসজিদে অনুষ্ঠিত প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার দাওয়াত দিলেন, ইসলামী ভাইয়ের ভালবাসাপূর্ণ ধরণের কারণে তাকে না করতে পারলো না, সে রাজি হয়ে গেলো। যখন প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া শুরু করে দিলো, তখন এর বরকতে সে অযু গোসল এবং নামাযের পদ্ধতি শিখলো তাছাড়া কোরআনে পাক বিশুদ্ধ মাখরাজের সহিত পড়াও শিখে গেলো। এরই মাঝে যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো তখন সে এটা দেখে হতবাক হয়ে গেলো যে, এতো অধিক সংখ্যক যুবক সুন্নাত অনুযায়ী নিজেদের চেহারায় দাড়ি এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ

www.dawateislami.net

করেছে। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বাহার দেখে তার অন্তরেও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে দাড়িও সাজিয়ে নিলো এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্তা আরোও দৃঢ় হয়ে গেলো।

আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা, তুম আ’জাও দেয়গা সিখা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসারের বিনয় ও একাগ্রতা (১২ ঘটনা)

(১) লোকদের হাসি ও কথা বলার কোন কিছুর খেয়াল থাকতো না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল হামিদ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হতে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন পরিবারের সকলেই চুপচাপ হয়ে যেতো, কোন ধরনের কথাবার্তা বলতেন না, কিন্তু যখন তিনি নামায শুরু করে দিতেন তখন তারা হাসি ও কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে যেতো (কেননা তখন তার কোন কিছুর খেয়াল থাকতো না)। (আল্লাহ ওয়ালো কে বাতেঁ, ২/৪৪৮- ৪৪৯)

(২) তুমি কি জানো, আমার মন কোথায় থাকে!

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে একবার আরয করা হলো: আপনাকে নামাযে কখনো এদিক সেদিক মনোযোগী হতে দেখা যায়নি। বললেন: “তুমি কি জানো, আমার মন কোথায় থাকে!” (আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ২/৪৪৭)

(৩) হঠাৎ এক সিরিয়ান লোক এসে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: একদিন আমার সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নামাযে লিপ্ত ছিলেন, হঠাৎ এক সিরিয়ান লোক ঘরে এসে পরলো, সকলে আতঙ্কিত হয়ে তার ঘরে

www.dawateislami.net

জমা হয়ে গেলো, যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেলো, তখন আমার আম্মাজান আমার আব্বাজানকে আরয করলেন: একজন সিরিয়ান লোক ঘরে প্রবেশ করেছে, সবাই ভয় পেয়ে গেছে কিন্তু আপনি কেন আসেননি? বললেন: "আমি তো জানিই না!"

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৮)

(৪) মসজিদের খুঁটি পরে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মাইমুন বিন হাইয়ান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে নামাযের সময় কখনোই একটুও এদিক সেদিক মনোযোগী হতে দেখিনি, একবার মসজিদের একটি খুঁটি (Pillar) পরে গেলো, তাতে বাজারের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে গেলো আর হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বাভাবিক ভাবে মসজিদে নামায পড়তে থাকেন এবং এদিকে একেবারেই মনোযোগ দিলেন না। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৮)

(৫) মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে গেলো কিন্তু জানলোই না

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একবার নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে পড়লো, কিন্তু তিনি জানলেনও না।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৮)

(৬) যেনো কাপড় রাখা আছে

হযরত সায়্যিদুনা গাইলান বিন জারির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন নামায পড়তেন তখন এমন মনে হতো, যেনো কাপড় রাখা আছে (অর্থাৎ এমন বিনয় ও একাগ্রতার সহিত নামায পড়তেন যে, একেবারেই নড়াচড়া করতেন না)। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৯)

(৭) পুঁতে রাখা খুঁটি

হযরত সায়্যিদুনা আওন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি যখন হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে নামায পড়তে দেখতাম, তখন এমন মনে হতো

www.dawateislami.net

যেনো কোন খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে, তিনি নামাযে একটুও নড়াচড়া করতেন না আর তাঁর কাপড়ে কোনরূপ নড়াচড়া সৃষ্টি হতো না। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৯-৪৫০)

(৮) আপাদমস্তক নামায

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আওন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন নামায পড়তেন না, তখনোও এমন মনে হতো যেনো নামাযেরই রয়েছেন। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৯)

(৯) নামাযে বিনয়ের কারণে অসুস্থ মনে হতো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমি আমার সম্মানীত পিতা হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে যখনই নামায পড়তে দেখতাম, তখন এমন মনে হতো যে, তিনি অসুস্থ।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৯)

(১০) সিজদার স্থান এমন ছিলো, যেনো পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জামে মসজিদে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন সিজদার স্থান অশ্রুর আধিক্যের কারণে এমন হয়ে গিয়েছিলো, যেনো সেই স্থানে পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে। (সিফাতুস সফওয়া, ৩/১৫৭)

(১১) সিজদার স্থান অশ্রুতে ভেজা ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা রবি বিন সবীহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হতে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বসরার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন: হে বসরাবাসী! আমি তোমাদের এক নেতাকে দেখেছি, তিনি কাবা শরীফে প্রবেশ করলো এবং সামনের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে দুই রাকাত নামায পড়ার পর সিজদায় এমনভাবে কান্না করলেন যে, অশ্রুতে মাটি ভিজে গেলো। আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনেছি:

www.dawateislami.net

“(হে দয়ালু আল্লাহ!) আমার পূর্ববর্তী গুনাহ এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দাও।” দেখলাম তিনি হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ছিলেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৫৩)

(১২) দু’টি দাঁত পড়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মূয়াবিয়া বিন কুররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দীর্ঘক্ষণ সিজদা করতেন, যার কারণে সামনের দু’টি দাঁতে পুঁজ জমে গিয়েছিলো। সুতরাং, যখন তা পরে গেলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তা দাফন করে দিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৩১)

শরীর হতে পৃথক হয়ে যাওয়া বস্তু দাফন করার বিধান

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় পরে যাওয়া দাঁতদ্বয় দাফন করার আলোচনা হয়েছে, এই ব্যাপারে মাসআলা শ্রবণ করুন: “যে বস্তু মানুষের শরীর থেকে পৃথক হয়, তা দাফন করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন; চুল, নখ, রক্ত, দাঁত ইত্যাদি।” (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

পাঁচটি শিক্ষনীয় বাণী

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নামাযে অতুলনীয় বিনয় ও একাগ্রতার প্রতি মারহাবা! তিনি মদীনা মুনাওয়ারার তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তিনি অনেকক সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, অনেক হাদীসে মুবারাকাও তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পাঁচটি শিক্ষনীয় বাণী পড়ুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন:

(১) হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি আমার আমলের ব্যাপারে ভীত থাকি, কেননা এতে যেনো এমন কোন জিনিস প্রবেশ না করে, যা একে ধ্বংস করে দেয়। (২) তাছাড়াও বলেন: সেই ভালবাসা ভালবাসা নয়, যা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য হয়না, আমি শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ভালবাসি। (আত তাবকাতুল কিবরি, ৭/১৩৯, নম্বর ৩০৫৭) (৩) তিনি ডান হাতে লজ্জাস্থান

www.dawateislami.net

স্পর্শ করাকে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন: আমার আশা যে, নিজের আমলনামা ডান হাতেই নিবো। (আয যুহদ, ২৫৭ পৃষ্ঠা, নম্বর ১৩৯১) (৪) বললেন: যখন কোন পোষাক পরিধান করে তুমি এরূপ মনে করো যে, এই কাপড়ে তোমাকে অন্য কাপড়ের চেয়ে বেশি ভাল লাগে, তবে (জেনে রাখো যে) এই পোশাক তোমার জন্য খুবই খারাপ। (আয যুহদ, ২৫৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ১৩৮৯) (৫) বললেন: সত্যিকারের স্বাদ উপভোগের আশাবাদীরা একাকিত্বে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে মুনাজাত করার চেয়ে বেশি স্বাদ কোন জিনিসে পায়না। (আল আযালাতু ওয়াল ইনফিরাদু মাআ মাওসুআতু ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ৬/৫৩৮, নম্বর ১৮৬)

ওফাতের পর স্বপ্নে সালামের উত্তর দিলেন না

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের এক বছর পর আমি স্বপ্নে দেখে সালাম করলাম, তখন তিনি উত্তর দিলেন না, আমি আরয করলাম: “আপনি সালামের উত্তর দেননি কেন?” বললেন: “আমার ইন্তিকাল হয়ে গেছে, আমি সালামের উত্তর কিভাবে দিবো?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “ইন্তিকালের দিন আপনার কি অবস্থা ছিলো?” বললেন: “ভয় ও আতঙ্ক এবং কঠিন বিপদ আমাকে ঘিরে নিয়েছিলো।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “এরপর কি হলো?” বললেন: “দয়ালূ **আল্লাহ**র ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? **আল্লাহ পাক** নেকীকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দান করেছেন এবং গুনাহগুলো ক্ষমা করে তা নেকীতে রুপান্তর করে দিয়েছেন।” হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা বর্ণনা করতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কান্না করতে লাগলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন, কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হলেন এবং এই রোগেই ইন্তিকাল হয়ে গেলেন। মানুষ মনে করতো তার অন্তর ফেটে গেছে। (ইবনে আসাকির, ৫৮/১৪৯) **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযে একাগ্রতা আনার ২৭টি মাদানী ফুল

(১) ক্ষুধা ও পিপাসার্ত হলে মিঠিয়ে নিন (২) প্রশ্রাব ইত্যাদি (৩) প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং (৪) ফোন করতে হলে করে নিন (৫) মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে দিন (৬) শিশুদের থেকে দূরে থাকুন (৭) শোরগোল ও আওয়াজ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন (৮) যে অপেক্ষায় আছে তাকে ছেড়ে দিন (৯) সামনের দেয়ালে নকশা ও চিত্র অঙ্কিত থাকলে বা সামনে আয়না (Mirror) ইত্যাদি থাকলে এবং মনোযোগ আকৃষ্ট করলে তবে স্থান পরিবর্তন করে নিন (১০) যদি গরম একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে ফ্যান বা সম্ভব হলে **A.C** ইত্যাদির ব্যবস্থা করুন (১১) শীত লাগলে নামাযে শীতের কাপড় এবং হিটার ইত্যাদি ব্যবহার করুন (১২) পোশাক, পাগড়ী, চাদর ইত্যাদি কোন জিনিস যেনো একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন, যেমন; পোশাক আঁটসাঁট (**Tight**) না হওয়া, এর খোঁচা অনুভব না হওয়া ইত্যাদি (১৩) পায়ে যদি মশা কামড়ায় তবে মোজা পরিধান করে নিন (১৪) পাগড়ী বা এর উপরের চাদর সিজদায় পরতে ও তুলতে থাকা বা গরম লাগা বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, ইত্যাদির কারণেও একাগ্রতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় (১৫) পকেটে থাকা জিনিস পত্রের বোঝা একাগ্রতায় বিগ্ন ঘটালে বের করে ফেলুন (১৬) নকশা ও চিত্র অঙ্কিত জায়নামাযে নামায পড়া থেকে বিরত থাকুন (১৭) জায়নামায বা কার্পেট ইত্যাদি একাগ্রতায় ঘাটতির কারণ হলে তবে সরিয়ে ফেলুন অথবা নিজেই সরে যান (১৮) যে বস্তুই একাগ্রতায় বেঘাত ঘটায়, যথাসম্ভব তা দূর করে দিন (১৯) একাগ্রতায় কুমন্ত্রণা প্রতিবন্ধক হলে তবে নামায শুরু করার পূর্বে কেউ যেনো না দেখে সেভাবে বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু করুন অতঃপর لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الۡعَلِيِّ الۡعَظِيۡم পড়ুন, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে, রুকুতে পা'দ্বয়ের দিকে, সিজদায় নাকের দিকে এবং বৈঠকে কোলের দিকে দৃষ্টি রাখুন اِنۡ شَآءَ الله কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবেন (২০) যেই নামায আদায় করছেন, তা নিজের জীবনের শেষ নামায মনে করুন (২১) এই মানসিকতা বানিয়ে রাখুন যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে

www.dawateislami.net

দেখছেন **(২২)** বিভিন্ন নামাযে সূরা ফাতেহা ব্যতীত পাঠকৃত সূরা সমূহ পরিবর্তন করে করে পড়ুন **(২৩)** নামাযের মধ্যে তিলাওয়াতে তাজবীদের আবশ্যকীয় কায়িদার উপর আমল করুন **(২৪)** আয়াত ও যিকির সমূহে এক একটি হরফ বিশুদ্ধভাবে আদায় করুন এবং **(২৫)** নামাযে যা কিছু পড়বেন তার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখুন **(২৬)** নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ ভালভাবে আদায় করুন **(২৭)** তাড়াহুড়ো করে নয় বরং শান্তভাবে নামায পড়ুন।

খুশো এ্যয় খোদা! তু নামাযোঁ মে দেয় দেয়, ইজাবত করম সে দোয়াউ মে দেয় দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সে কখনো ঈদের নামাযও পড়তো না

হে আল্লাহ পাকের রহমত প্রত্যাশীরা! বিনয় ও একাগ্রতার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, নামাযে অন্তরের একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে এবং এতে আসা কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রেরণা পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। আসুন! একটি 'মাদানী বাহার' শুনি: একজন ইসলামী ভাইয়ের এক আত্মীয়, যার ব্যাপারে কখনো নামাযী হওয়ার কল্পনাও করা যেতো না, কেননা জুমাতো জুমা সে তো কখনো ঈদের নামাযও পড়তো না। **আল্লাহ পাকে**র শান যে ১৪২৯ হিজরীর (২০০৮ সালে) রমযানুল মুবারকে **আল্লাহ পাকের** রহমতে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের **"মাদানী চ্যানেল"** চালু হয়ে গেলো। ইসলামীর ভাইয়ের আত্মীয়টি **মাদানী চ্যানেল** চালু করলে তা তার অনেক পছন্দ হলো। যখন সে এককজন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান শুনলো তখন তার অন্তরের পৃথিবী উলট পালট হয়ে গেলো, গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং বিস্ময়করভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার নিয়্যত করে নিলো। স্ত্রী পুত্রসহ গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মুরিদও হয়ে গেলো।

মাদানী চ্যানেল সুন্নাতোঁ কি লায়ে গা ঘর ঘর বাহার,
মাদানী চ্যানেল সে হামে কিউঁ ওয়ালাহানা হো না পেয়ারা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে প্রত্যেক নামায বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আদায় করার সামর্থ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নতুন চাঁদ দেখে এই দোয়া পড়া সুন্নাত!

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন (হেলাল) নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَلْاِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، رَبِّىْ وَرَبُّكَاللّٰهُ ـ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ পাক!** এটাকে আমাদের উপর নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্তি এবং সালামের সহিত উদিত করো, (হে চাঁদ!) আমার এবং তোমার **প্রতিপালক** হলো **আল্লাহ পাক।**

(আল মুসতাদরাক, ৫/৪০৫, হাদীস ৭৮৩৭)

চন্দ্র মাসের (আরবী মাসের) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে **হেলাল** বলা হয়, এর পরের রাতের চাঁদকে **ক্বমর** বলা হয়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/২৮৩) এই দোয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় রাত পর্যন্ত পড়তে পারবে।

নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত)

আমরা **আল্লাহ পাকের** গুনাহগার বান্দা এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম। নিশ্চয় জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, আমরা সর্বদা মৃত্যুর নিকটবর্তী হতে চলেছি। আমাদেরকে শীঘ্রই অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে। মুক্তি **আল্লাহ পাকের** আদেশ মান্য করা এবং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা মাদানী সংগঠন **“দাওয়াতে ইসলামী”** এর একটি মাদানী কাফেলা.......... শহর থেকে আপনাদের এলাকার......... মসজিদে এসেছে। আমরা **“নেকীর দাওয়াত”** দেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। মসজিদে এখন দরস চলছে, দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে এখনি তাশরীফ নিয়ে আসুন, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি, আসুন! তাশরীফ নিয়ে চলুন! (যদি সে আসতে না চায় তবে বলুন) যদি এখন আসতে না পারেন তবে মাগরীবের নামায সেখানেই আদায় করুন। নামাযের পর اِنْ شَآءَ اللّٰه সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে। আপনার নিকট আবেদন যে, বয়ান অবশ্যই শুনবেন। **আল্লাহ পাক** আমাকে এবং আপনাকে উভয় জগতের কল্যাণ নসীব করুক। اٰمِين

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

নামায না পড়ার শাস্তি

ইয়া রব্বে মুস্তফা! যে ব্যক্তি নামায না পড়ার বিভিন্ন শাস্তি" অংশটি পড়ে বা শুনে নিবে, যেন তার কখনো নামায কাযা না হয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো। আমিন

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা খাল্লাদ বিন কাছির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুত্যুর পর বালিশের নিচে একটি কাগজের টুকরা পাওয়া গেল। যেটাতে এটা লিখা ছিল: هٰذِهٖ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ لِخَلَّادِ بۡنِ كَثِيۡر অর্থাৎ: "এটা খাল্লাদ বিন কাছিরের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ, লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বলল: মরহুম প্রতি শুক্রবার এক হাজার বার এই দরুদ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الۡاُمِّيِّ পাঠ করতেন। (আল কওলুল বদী, ৩৮২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِيۡن بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেনামাযীর জন্য জাহান্নামের ভয়ংকর উপত্যকা

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه নামায একটি মহান নেয়ামত, যে নিয়মিত আদায় করবে সে জান্নাত লাভের অধিকারী হবে আর যে ফরয নামায আদায় করবে না সে জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হবে। কোরআনুল করীমের ১৬ পারা সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো যারা নামায সমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুস্মরণ করেছে সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য'- এর জঙ্গল পাবে।

ভয়ানক কূপ

বয়ানকৃত আয়াতে করীমায় 'গায়্য' এর আলোচনা হয়েছে। হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'গায়্য' হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা যেটার উত্তাপ এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে একটি কূপ আছে যার নাম হলো "হাব হাব।" যখন জাহান্নামের আগুন নিবে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন **আল্লাহ পাক** ঐ কূপকে খোলে দেন যার ফলে সে আগের মত প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا[১] যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিবো। এই কূপ বে নামাযী এবং ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর এবং পিতা মাতাকে কষ্ট দানকারীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াবী কূপ

হে আশিকানে রাসূল! **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন! আর লজ্জিত হয়ে অতিশীঘ্রয় নিজের অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন! উক্ত বর্ণনায় বে নামাযী, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারকারী, সুদখোর এবং পিতা মাতাকে কষ্ট দানকারীদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, সেই ভয়ানক কূপের ধারণা নেওয়ার জন্য দুনিয়ার কোন গভীর কূপের পাশে দাঁড়িয়ে তার গভীরত্বের দিকে একটু দৃষ্টি দিন এবং ভেবে দেখুন

১. পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল: ৯৭

www.dawateislami.net

দুনিয়ার এই কূপে যদি আমাকে বন্দী করা হয় তাহলে কি আমি সহ্য করতে পারবো? কখনো পারবো না তাহলে আমরা জাহান্নামের ঐ ভয়ানক কূপের শাস্তি কিভাবে সহ্য করবো!

গরম পানিতে ডুবার শাস্তিও অসহনীয় (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ বিন জাবির رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন মুরছাদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করলাম: আমি আপনাকে সব সময় কাদঁতে দেখি, আপনি এত কান্না করেন কেন? বললেন: আপনি এই প্রশ্ন কেন করছেন? আমি বললাম : আশা করছি যে হয়তো এটা থেকে আমি কোন উপদেশমূলক উত্তর পাবো। তিনি বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! কোন কোন সময়ে আমার সামনে খাবার আনা হয়, তখন আমি **আল্লাহ**র ভয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আহার বিমুখ হয়ে যায়, কখনো এরকম হয়ে থাকে যে আমি আমার পরিবার পরিজনের সাথে থাকি, তবে হঠাৎ আমার এই অনুভুতি হয়ে যায় আর আমি কাঁদতে শুরু করে দিই। আমাকে দেখে আমার সন্তান সন্ততি এবং পরিবারের সকল সদস্যরাও কাঁদতে শুরু করে অথচ তাদের কান্না করার কারণ বুঝে আসে না। আমার স্ত্রী অধিকাংশ সময়ে আমাকে একটাই অভিযোগ করে: হায় আফসোস! এমন কোন মুসলমান নারী কি আছে, যার স্বামী আপনার মত পেরেশানগ্রস্ত?, আমিতো আপনার মুহাব্বতে বিভোর হয়ে গিয়েছি, আপনার কাছ থেকে কখনো এরকম উৎফুল্লতা প্রকাশ হয়না যে আপনাকে দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সর্বশেষ ওটা কোন জিনিস যেটা আপনাকে এরকম পেরেশানগ্রস্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত বানিয়ে দিয়েছে? বলতে লাগলেন: যদি নাফরমানদের প্রতিদান স্বরূপ গরম পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার আদেশ শুনানো হয় তাহলে এটাও এমন কঠিন শাস্তি যে, যার কারণে কান্না করা উচিৎ। কিন্তু কার্যকলাপতো এটার চেয়ে বেশি কঠোর কেননা **আল্লাহ পাক** নাফরমানীর কারণ অপরাধীদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন

www.dawateislami.net

এবং নিঃসন্দেহে ঐ আগুন সহ্য করার মত নয়, সুতরাং আমি কেন ঐ আগুনের ভয়ে কান্না করবো না? (উয়ূনুল হিকায়াত, ৮২ পৃষ্ঠা)

মেরে আশ্‌কা বেহতে রেহে কাশ হারদম, তেরে খওফ ছে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
তেরে খওফ ছে তেরে ডর সে হামেশা, মে থর থর রহো কাঁপ্তা ইয়া ইলাহী!
মুসলমাউ হে আত্তার তেরি আতা সে,
হো ঈমান ফর খাতেমা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওরাতে মুনাফিকদের বর্ণনাকৃত বৈশিষ্ট

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি তাওরাত কিতাবে মুনাফিকের এই বৈশিষ্ট পড়েছি: নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুস্মরণকারীরা এবং নামায ত্যাগকারীরা। অতঃপর ১৬ পারা, সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াত পাঠ করলেন:

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিরাকারীগণ আসলো যারা নামায সমূহ নষ্ট করেছে সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে।

(তাফসীর দুররে মানসুর ৫ম খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

জান্নাতিদের বিপরীতে জাহান্নামিদের প্রশ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয় ও একনিষ্ঠতার সাথে নামায আদায়কারীদের জন্য সফলতা অর্জন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার সুসংবাদ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত বর্ননা করার পরে "ইহয়াউল উলুম (উর্দু)" প্রথম খন্ডের ৫২৮ পৃষ্ঠায় বলেন: আমার মনে হয় অমনযোগী হয়ে শুধুমাত্র মুখে তাড়াহুড়া উচ্চারনকারী এই মর্যাদা পর্যন্ত যেতে

www.dawateislami.net

পারবে না। এই কারণে **আল্লাহ পাক** তার (অর্থাৎ নামায সমূহের) বিপরীতে জাহান্নামিদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

(পারা ২৯, সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৪২,৪৩)

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে? তারা বলবে আমরা নামায পড়তাম না।

সুতরাং নামাযীরাই জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী এবং **আল্লাহ পাকের** নুরের পর্যবেক্ষণকারীরা তার নিকট থেকে দয়া ও করুণা লাভকারী।

কিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দা থেকে নামাযের হিসাব নেওয়া হবে, যদি এটার সঠিক উত্তর হয় তাহলে বাকী সব আমল ঠিক থাকবে এবং এটা যদি শেষ হয়ে যায় তবে সব শেষ।"

(মু'জামে আওসাত ১ম খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮৫৯) (বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

রোজে মেহসর মে জাঁ গুদাজ বুওয়াদ,
আওয়ালি পুরসিশ নামায বুওয়াদ।

(অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যে প্রাণকে গলিয়ে দিবে, (ওখানে) সর্বপ্রথম প্রশ্ন নামাযের হবে।

জাহান্নামের দরজায় নাম

নবীয়ে পাক হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এক ওয়াক্ত নামাজ ত্যাগ করে তার নাম জাহান্নামের ঐ দরজায় লিখে দেওয়া হয় যে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া ৭ম খন্ড, ৯৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫৯)

www.dawateislami.net

হাজার বছরের কান্নাও কাজে আসবে না

আলা হযরতের পিতা আল্লামা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই ব্যক্তি বিনা কারণে ও অপরাগতায় নামায ত্যাগ করে **আল্লাহ** এবং **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একেবারে লজ্জাবোধ করে না, কিয়ামতের দিন যদি এক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে দিতে চাই কবুল করা হবে না এবং যদি হাজার বছর কান্না করে,তবুও মুক্তি পাবে না। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ৩৪৪)

হাজার বছরের শাস্তির উপযুক্ত

আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই ব্যক্তি জেনে বুঝে এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করে যে হাজার বছর জাহান্নামে থাকার উপযুক্ত হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করে না এবং তার কাযা আদায় করে না, যদি কোন মুসলমান জীবনে একেবারে নামাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে তার সাথে কথা বলবে না, তার পাশে বসবে না, তাহলে অবশ্যই সে বে-নামাযীর এই বৈঠক তার জন্য শাস্তি স্বরূপ এবং তার জন্য এটাই প্রযোজ্য, (বে নামাযীর সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব প্রদান পূর্বক সায়্যিদি আলা হযরত কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেন সুতরাং তিনি লিখেন) **আল্লাহ পাক** (৭ পারা সূরা আন আমের ৬৮ নং আয়াতে) ইরশাদ করেন:

وَ اِمَّا یُنۡسِیَنَّكَ الشَّیۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّکۡرٰی مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্বরণে আসতেই যালিমদের নিকট বসো না! (ফতোওয়ায়ে রযভীয়া ৯ম খন্ড, ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা)

“তাফসীরাতে আহমদিয়াতে” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: এখানে যালিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফিরগণ, গোমরাহ এবং নির্কৃষ্ট ফাসিকগণ।

(তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বে নামাযীর ১৫টি শাস্তি

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পাচঁটি বিষয় দ্বারা সম্মানীত করবে: (১) তার কাছ থেকে পেরেশানী এবং (২) কবরের আযাব দূরীভূত করে দিবেন (৩) **আল্লাহ পাক** আমলনামা তার ডান হাতে দিবেন (৪) সে পুলসিরাত বিজলির চেয়েও দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাবে (৫) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে অলসতার কারণে নামায ছেড়ে দিবে, **আল্লাহ পাক** তাকে “১৫টি শাস্তি” দিবেন: (১) তার হায়াত থেকে বরকত শেষ করে দেওয়া হবে (২) তার চেহারা থেকে নেককার বান্দাদের আলামত উঠিয়ে দিবে (৩) **আল্লাহ পাক** তাকে কোন আমলের সাওয়াব দিবেন না (৪) তার কোন দোয়া আসমান পর্যন্ত পৌঁছবে না এবং (৫) এবং নেককার বান্দাদের দোয়া সমূহে তার কোন অংশ হবে না। মৃত্যুর সময় প্রদানকৃত তিনটি শাস্তি (১) সে লাঞ্চিত হয়ে মরবে (২) ক্ষুদার্থ অবস্থায় মরবে (৩) পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যদি তাকে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানি পান করানো হয় তারপরও তার পিপাসা মিটবে না। কবরে প্রদানকৃত তিনটি শাস্তি (১) তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে তার হাড় একটা অপরটার ভিতর ডুকে যাবে। (২) তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে অতঃপর সে দিন রাত আগুনে উলট পালট হতে থাকবে এবং (৩) তার কবরে একটি বিরাট সাপ নিয়ুক্ত করে দিবে যার নাম اَلشُّجَاعُ الْاَقْرَع (অর্থাৎ টাক ওয়ালা সাপ), তার চোখ গুলো আগুনের হবে, যার থাবা হবে লোহার, প্রত্যেক থাবার দীর্ঘ এক দিনের দূরত্ব হবে, সে মৃতের সাথে কথা বলবে যে আমি اَلشُّجَاعُ الْاَقْرَع (অর্থাৎ টাক ওয়ালা সাপ)। তার আওয়াজ বজ্রপাতের গর্জনের মত হবে, সে বলবে: আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে ফজরের নামায নষ্টকারীকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত দংশন করতে এবং যোহরের নামায নষ্টকারীকে আসর পর্যন্ত দংশন করতে এবং আসরের নামায নষ্টকারীকে

www.dawateislami.net

মাগরিব পর্যন্ত দংশন করতে,এবং মাগরিবের নামায নষ্টকারীকে ইশা পর্যন্ত দংশন করতে এবং ইশারের নামায নষ্টকারীকে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে, যখন সে মৃতকে দংশন করবে তখন সে জমিনের ৭০ হাত পর্যন্ত ধসে যাবে এবং সে নামায ত্যাগকারী কিয়ামত পর্যন্ত এই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কিয়ামতের দিন প্রদানকৃত ৩টি শাস্তি (১) তার হিসাব খুবই কঠিন হবে (২) **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হবেন (৩) জাহান্নামে প্রবেশ করবে[১] (কিতাবুল কাবায়ির লিল ইমামিল হাফিযুয যাহাবি ২৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা: বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে ১৫ টি শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু আলোচনায় ১৪ টির বর্ণনা হয়েছে হয়তো ১৫ টির কথা ভুলে গিয়েছে। অবশ্যই আবুল লাইস সমরকান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনায় সম্পূর্ণ ১৫ টি শাস্তির কথা আলোচনা করেছেন যাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করে নিলে ১৫টি পূরণ হয়ে যাবে। "দুনিয়াতে সৃষ্টিকুল তাকে ঘৃণা করবে।" (নেকীউ কা জাযায়ে আওর গুনাহো কা সাযায়ে ১৪ পৃষ্ঠা) (১৪২৮ হিজরি রজব এর প্রবন্ধ) (কুররাতুল উয়ুন মাআ রউযুল ফায়েক ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

বে নামাযীর তিনটি দূর্ভাগ্য

বর্ণিত আছে: "কিয়ামতের দিন (নামাযের ব্যাপারে পেরেশানগ্রস্ত ব্যক্তি) এই অবস্থায় আসবে তার চেহারায় তিনটি লাইন লিখা থাকবে: (১) হে **আল্লাহ পাকের** হক নষ্টকারী! (২) হে **আল্লাহ পাকের** গযবের সাথে নির্দিষ্ট! (৩) যেমনিভাবে তুমি দুনিয়াতে **আল্লাহ পাকের** হক নষ্ট করেছো তেমনিভাবে আজ তুমি **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে।"

(আয-যাওয়াজের ১ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা) (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আ'মাল ১ম খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

---

(১) অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইকরাম এই বর্ণনার ব্যাপারে খন্ডন করেছেন এবং আমাদের কিছু ওলামা ওয়াজ নসীহত ও কিতাবেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য বে নামাযীদের নামাযের নিকটবর্তী করার জন্য " ফয়যানে নামাযে " এই বর্ণনাকে অন্তর্ভুক্ত করা করেছে।

www.dawateislami.net

গুনাহের আযাব দুনিয়া ও আখেরাত উভয়খানে হয়ে থাকে

"তাফসীরে সিরাতুল জিনানে" ৬ খন্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যেমন গুনাহের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে ভোগ করতে হয় একইভাবে নেকীর প্রতিদান উভয় জাহানে নসীব হয়। যেই মুসলমান নিয়মিত পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামাআত সহকারে আদায় করে তার রিযিকে বরকত, কবরে প্রশস্থতা নসীব হবে এবং সহজভাবে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে আর যে জামাআত ছেড়ে দিবে তার উপার্জনে কোন বরকত হবে না, চেহারায় নেককারের প্রভাব থাকবে না, লোকদের অন্তরে তার জন্য ঘৃণা হবে, ক্ষুদার্থ ও পিপাসার্ত অবস্থায় রুহ কবজ এবং কবর সংকীর্ণতার সম্মুখীন হবে এবং তার হিসাব নিকাশ কঠিন হবে।

হে বে নামাযীরা! নিজের দূর্বলতার প্রতি দয়া করো, অলসতা ছেড়ে দিন এবং নামায পড়া শুরু করে দিন! যখন নামায পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন اِنْ شَآءَ الله নামায পড়া ব্যতীত আপনার প্রশান্তিই আসবে না।

পড়তে রহো নামায তো জান্নাত কো পাওগে,
ছুঁড়ো গে গির নামায জাহান্নাম মে জাওগে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানে মত কে? (ঘটনা)

এক বুযুর্গ এর সাথে এক শয়তানের সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন: এমন কোন পদ্ধতি বলো যেটা করলে আমি তোমার মত হয়ে যাবো! শয়তান বলল: নামাযে অলসতা করো এবং কোন মিথ্যা কসম করে! ঐ বুযুর্গ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল: আমি **আল্লাহ পাকের** সাথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমি কখনো নামাযে অলসতা করবো না এবং কখনো মিথ্যা কসম করবো না! শয়তান ব্যাকুল হয়ে বলল; আমিও ওয়াদা করছি যে কখনো কোন মানুষকে নসীহত করবো না। (তামবিহুল গাফিলিন, ১৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমল নষ্ট হয়ে গেল

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি বিনা অপারগতায় ফরয নামায ছেড়ে দেয় তার আমল নষ্ট হয়ে গেছে।”

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শাইবা ৭ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯)

মন্দ স্বভাব যেতে থাকবে

নিজের নেক আমল বাচাঁনোর জন্য, শয়তানের ফাঁদ থেকে স্বয়ং নিজেকে বাচাঁতে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টমূলক আমল বাড়াতে, সময় মতো নামায আদায় করার উৎসাহ পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন, “দা’ওয়াতে ইসলামীর” মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। মাদানী বাহার: রাওয়ালপিন্ডি নামক স্থানের এক ইসলামী ভাই আগে বন্ধুদের সাথে খুব গালি গালাজ এবং হাসি তামাশা করতো আর রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মানুষদেরকে অকারণে কষ্ট দিতো, এই স্বভাবের কারণে লোকজন তার উপর অসন্তুষ্ট থাকতো, আফসোস! তার মন্দ স্বভাবগুলো শুধুমাত্র বাহিরে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং যখন ঘরে প্রবেশ করতো তখন অসৎ আচরনের তুফান চালাতো, যদি সময় মতো খাবার প্রস্তুত না হতো পূনরায় বের হয়ে যেতো, চিৎকার করতো, কথায় কথায় পরিবারে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো, প্লেট তুলে এদিক সেদিক নিক্ষেপ করা শুরু করে দিতো যার কারণে পরিবারের সদস্যরাও তাকে অপছন্দ করতো। মোটকথা উত্তম চরিত্র থেকে তার জীবনটা শূন্য ছিল, তার মন্দ স্বভাব দূর হওয়ার কারণ এটাই হলো, তার এলাকার মসজিদে দা’ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ প্রতিদিন ইশারের নামাযের পর ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতো, সৌভাগ্যক্রমে তারও ঐ মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো এবং ফয়যানে সুন্নাতের দরসে বসার সৌভাগ্যও অর্জন হয়ে গেলো। অতঃপর এই ধাপ থেকে বেরিয়ে আসল, সে দরসের মধ্যে অনেক মূল্যবান বিষয় জানতে পারল, মুবাল্লিগে দা’ওয়াতে ইসরামী দরসের শেষে খুবই আন্তরিক ভাবে

www.dawateislami.net

ইসলামী ভাইদেরকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার উৎসাহ প্রদান করলেন। এখন থেকে তার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয়, যেখানে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে সেখানকার পরিবেশ দেখে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি এমনভাবে প্রভাবিত হলো যে, ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাটা তার জীবনের স্মৃতি হয়ে গেলো, যার বরকতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের মুহাব্বতের বরকতে তার মন্দ স্বভাব দূরীভূত হলো। পূর্বে মানুষদেরকে কষ্ট দেওয়া তার কাজ ছিল কিন্তু এখন মানুষদের নেকীর দাওয়াত দিয়ে আখিরাতের শাস্তি থেকে বাচাঁনোর আগ্রহ অন্তরে অনুভূত হতে লাগলো। اَلۡحَمۡدُ لِله এলাকার মোশাওরাতের নিগরান হিসাবে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।

ফিলা কর ম্যায় ইশক দে গা বানায়া,
তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল মে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায কাযা করার শাস্তি

৩০ পারার সূরা মাউনের ৪ এবং ৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۴﴾
الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ﴿۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে, যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে।

"তাফসীরে সিরাতুল জীনানে" সূরা মাউনের বয়ানকৃত ৫নং আয়াতে ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে: নামাযের প্রতি অলসতার কিছু অবস্থা: যেমন মনোযোগ দিয়ে না পড়া, সময়মত আদায় না করা, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সঠিক পদ্ধতিতে আদায় না করা, শরয়ী অপরাগতা ছাড়া জামাআত সহকারে আদায় না করা, নামাযের প্রতি আন্তরিক না হওয়া, একাকি অবস্থানে নামায কাযা করা এবং মানুষের সামনে

www.dawateislami.net

পড়ে নেওয়া ইত্যাদি, এসব কিছু অলসতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহ নিয়ে পড়ে না, অর্থ বুঝে আদায় না করা, মনোযোগ দিয়ে না পড়াও নামাযের অলসতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, অবশ্যই এসব অবস্থা ঐ অবস্থার অন্তর্ভূক্ত নয় যা পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (তাফসীরে সিরাতুল জীনান ১০ম খন্ড, ৮৪১ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের ভয়ংকর উপত্যকা ওয়াইল

"কিতাবুল কাবায়ের" এ বর্ণিত রয়েছে: জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যার নাম হলো ওয়াইল, যদি তাতে দুনিয়ার পাহাড় ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে সেটাও তার তাপে গলে যাবে আর এটা সেই লোকদের ঠিকানা যারা নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে এবং ওয়াক্তের পর কাযা আদায় করে কিন্তু তারা নিজেদের ভুলের উপর লজ্জিত হবে এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করবে।

(আল কাবায়ের লিযযাহবী, ১৯ পৃষ্ঠা)

নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত করে ওয়াক্তের পর নামায আদায়ে আযাবের আশংকা রয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **সুলতানে দোজাহান হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা সাহাবায়ে কেরামের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেই ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করেন? সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলেন: **আল্লাহ্ পাক** এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাল জানেন। এইভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবার প্রশ্ন করলেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার আপন সম্মান এবং মহত্বের শপথ! যেই বান্দা সময়মত নামায আদায় করে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো আর যে তা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর আদায় করবে, যদি আমি চাই তার উপর দয়া করবো এবং যদি চাই শাস্তি দিবো।"

(মু'জাম কবীর ১০ম খন্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫৫৫)

www.dawateislami.net

পরিবার ও সম্পদ যেতে থাকে

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নামায চলে গেল তার পরিবার ও সম্পদ যেতে থাকবে। (বুখারী, ২য় খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৬৩) (বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা) অন্য এক হাদীস শরীফে রয়েছে: "যার আসরের নামায যেতে থাকে যেন তার পরিবার ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়।"

(বুখারী ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫২) (মিরআতুল মানাযীহ ১ম খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা)

হাদীসের ব্যাখ্যা: যেমনিভাবে সেই ব্যক্তির ক্ষতি সাধন হলো যার কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না, তেমনিভাবে আসরের নামায ত্যাগকারীর ক্ষতি সাধন হবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কোন প্রতিদান নসীব হবে না। (মিরাতুল মানাজীহ ১ম খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা)

মিরাজ রজনীতে আযাব দেখেছেন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিরাজের রাতে এমন একটি গোত্রের (অর্থাৎ লোকদের) নিকট তাশরিফ নিয়ে গেলেন যাদের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছিলো, যখনি মাথা সম্পূর্ণ পিষ্ট করা হয় তখন সেটা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং এই শাস্তি এইভাবে চলতে থাকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিবরাইল! এরা করা? আরয করলেন: এরা ঐ সকল লোক যাদের মাথা নামায পড়ার কারণে ভারী হয়ে যেতো (অর্থাৎ ফরয নামায আদায় করতো না)। (মুসনদে বাযযার, ১৮তম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৫১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি মাথায় সাধারণ কোন আঘাত হয় তখন বান্দা অস্থির হয়ে যায় তখন مَعَاذَ الله নামায কাযা করা অবস্থায় যদি আযাবের ফিরেস্তারা মাথার উপর পাথরের বিষাক্ত দাতঁ দ্বারা আঘাত করা শুরু করে দেয় তখন তার কি অবস্থা হবে? হায়! যদি সকল মুসলমান খাঁটি নামাযী হয়ে যেতো।

তাওফিক দেয় ইলাহী মুঝে তু নামায কি,
সদকে মে মুস্তফা কে বনে হো নামায কি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

মাথা পিষ্ট করার শাস্তি

ফজরের নামাযের সময় ঘুমে বিভোর থাকা ব্যক্তি, নামাযের সময় ঘুমে অতিবাহিত করার ভয়ানক আযাবের বর্ণনা পড়ুন এবং তাওবা করুন। **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন: আজ রাত দুই ব্যক্তি (অর্থাৎ জিবরাইল ও মিকাইল عَلَيْهِمَا السَّلَام) আমার নিকট আসলো এবং আমাকে আরযে মুকাদ্দাস (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস[১]) নিয়ে আসলো। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩৮৬) আমি দেখলাম, একজন ব্যক্তি শায়িত এবং তার মাথার পাশে এক ব্যক্তি পাথর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বার বার তার মাথায় আঘাত করছে, প্রতি আঘাতের পর মাথা পূনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আমি সেই ফিরিস্তাদের বললাম: سُبْحٰنَ اللّٰه এটা কে? তারা আরয করলো? সামনে তাশরীফ নিন! (আরও কিছু দেখানোর পর) ফিরিস্তারা আরয করল: প্রথম ব্যক্তি যাকে আপনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখেছেন (অর্থাৎ যার মাথায় আঘাত করা হচ্ছিল) এটা ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়লো অতঃপর সেটাকে ছেড়ে দিলো এবং ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকতো।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭০৪৭)

মাথায় কেন শাস্তি?

হযরত সায়্যিদুনা শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কাসতলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মাথায় আঘাত করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যেহেতু সে নামাযের সময়ে ঘুমিয়ে থাকতো এবং ঘুমের স্থান হলো মাথা, এইজন্য তাকে মাথায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল”[২] হযরত আল্লামা ইবনে হুবায়রা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যেহেতু সে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসকে ছেড়ে দিতো (অর্থাৎ কোরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং এর হুকুমের উপর আমল করত না[৩]) এজন্য তাকে শরীরের সবচেয়ে উচ্চ অঙ্গ মাথায় আঘাত দেওয়া হয়েছে। (ফতহুল বারী ১৩ তম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, ৭০৪৭ নং হাদীসের পাদটীকা)

---

১. নুজাহাতুল কারী ২/৮৭৪ পৃষ্ঠা। ২. ইরশাদুস সারী ১৪/৫৬৬ পৃষ্ঠা। ৩. মাখুযাজ মিরাত ৬/৩০১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে

জেনে বুঝে নামায কাযা কারী এবং মিথ্যা শপথ কারীদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দাঁড় করানো হবে, **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিবেন, সে আরয করবে: হে **আল্লাহ**! আমাকে কি কারণে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে? ইরশাদ হবে: "নামায সমূহকে সময় চলে যাওয়ার পর আদায় করা এবং আমার নামে মিথ্যা শপথ করার কারণে।" (আয যাওয়াজের, ১/ ২৯৬) (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১ম খন্ড, ৪৪৪-৪৪৫ পৃষ্ঠা)

কালো সাপ মুখে ছোবল মারছিলো! (ঘটনা)

হযরত আল্লামা মুফতি ইনায়েত আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه (ওফাত: ১২৭৯ হিজরী) লিখেন: "শরহে বরযখে" উল্লেখ রয়েছে: বাগদাদে এক ধনী যুবতীর ইন্তিকাল হলো, প্রাণ চলে যাওয়ার পর লোকেরা তার লাশকে চাদর দিয়ে ডেকে দিলো, যখন মৃতকে কাফন দাফনের ব্যবস্থার জন্য চাদর খুলল, দেখলো যে এক কালো সাপ তার মুখে দংশন করছে এবং তার সারা শরীরে জড়িয়ে ছিলো! লোকেরা সেই সাপকে মারতে চাইলে, সেই মৃতের পিতা বললেন: এই সাপ এমন নয় যে মারলে চলে যাবে, বুঝা যাচ্ছে, এই সাপ **আল্লাহ পাকের** শাস্তি, এরপর তিনি সাপের পাশে গিয়ে বললেন: "আমি জানি তুমি **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে এসেছ কিন্তু আমাদের উপরও হুকুম রয়েছে এই বিষয়ে যে মৃতকে সুন্নাতে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুযায়ী দাফন কাফন করানো, যদি তুমি আমাদেরকে এতটুকু সুযোগ দাও যে আমরা এই সুন্নাত আদায় করি, তবে কতই না উত্তম কথা।" এটা শুনতেই সেই সাপ ঐ যুবতী থেকে পৃথক হয়ে ঘরের এক পাশে গিয়ে বসে গেলো, যখন তাকে গোসল করিয়ে কাফন পরিধান করিয়ে খাটের উপর শোয়ানো হলো এবং জানাযার জন্য উঠাতে চাইলে ঐ সাপ দৌঁড়ে এসে পূনরায় সেই মৃতকে আগের মতই জড়িয়ে ধরে, এইপর্যন্ত যে তার

www.dawateislami.net

সাথেই দাফন করা হলো, লোকেরা সেই যুবতীর পিতার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলো, কোন গুনাহ করতো এই যুবতী যার কারণে তার উপর এই কঠিন শাস্তি প্রকাশ পেলো? তিনি বললেন: এ অন্য কোন গুনাহ করত না কিন্তু কখনো কখনো নামায কাযা করে দিতো। (মাহাসিনুল আমল আল আফযল, ৭-৮ পৃষ্ঠা)

বে নামাযী কি নাহুসাত হে বড়ি,
মর কে পায়েগা সাযা বে হদ কড়ি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কবরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ (ঘটনা)

এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন তাকে দাফন করে ফিরে আসলো মনে পড়লো যে কবরে টাকার ব্যাগ পড়ে গিয়েছে, সুতরাং ব্যাগ বের করার জন্য নিজের বোনের কবরে এসে কবর খনন করলো, কি দেখল: বোনের কবরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত হচ্ছে! সে কবরে মাটি দিয়ে ব্যথিত হয়ে কান্না করতে করতে মায়ের কাছে আসল এবং বলল: আম্মাজান! আমার বোনের আমল কেমন ছিল? তিনি বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছো? আরয করল: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত হতে দেখেছি। এটা শুনে মাও কাঁদতে লাগলো এবং বলল: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করতো এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায পড়তো (অর্থাৎ জেনে বুঝে নামায কাযা করতো)। (মুকাশাফাতুল কুলুব ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা)

আহ! আমরাতো গরমও সহ্য করতে পারি না

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আপন প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করে নিন। একটু ভাবুনতো! আজকে আমরা দুনিয়ার আগুনকে কি পরিমাণ ভয় করি! যদি কোন স্থানে আগুন লেগে যায় তার আশে পাশে বসবাসকারীরা ভয়ে আতংকিত হয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায়! চলুন! আগুনের কথা ছেড়ে দিন!

www.dawateislami.net

গরমের মাত্রা একটু বেড়ে গেলে আমাদের কি অবস্থা হয়ে যায়! কোন ভাবেই প্রশান্তি পাওয়া যায়না, শত কোটি আফসোস! সেই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমরা তার থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করছি না!

নামায না পড়াটা, কাযা পড়ার চেয়ে বড় গুনাহ

হে **আল্লাহ পাকের** রহমতের আকাংখীরা! কখনো শয়তান যেন আপনাদেরকে সেই কুমন্ত্রণায় লিপ্ত না করে দেয় যে, নামায কাযা করাটাই বড় গুনাহ সুতরাং নামায অনাদায়ী থেকে গেলে কাযা করা উচিৎ নয়! কখনো এরকম নয় যে, কাযা পড়ে এবং তাওবা করে নেওয়াতে তাওবা কবুলের এবং ক্ষমা পাওয়ার দৃঢ় আশা করা কিন্তু যে পূর্বে থেকে নামাযই পড়েনি, তাওবা করার দ্বারা তার নামাযের ক্ষমা হবে না। তিনি তো মালিক ও মুখতার, হ্যাঁ! **আল্লাহ পাক** কোন মুসলমানকে আপন অনুগ্রহে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। অতঃএব নামায নিয়মিত আদায় করুন! যদি অতীতের নামায অনাদায়ী থাকে তাহলে সেগুলোরও হিসাব করে ওমরী কাযা আদায় করুন! নিয়্যত পরিষ্কার اِنۡ شَآءَ الله উদ্দেশ্যে সফল, আপনি সাহস করুন, নিরাশ হবেন না! ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ৩০ বা ৪০ বছরের নামায অনাদায়ী থাকে তাহলে সেগুলো আদায় করে দেওয়া আবশ্যক, সে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত যেগুলো ছাড়া চলা যায় না, অন্যান্য কাজকর্ম বাদ দিয়ে কাযা নামায পড়া শুরু করবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে যে, সকল নামায শেষ করেই বিশ্রাম করবো! আর মনে করুন! এই অবস্থায় এক দিন বা এক মাস পর তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে **আল্লাহ পাক** আপন পরিপূর্ণ রহমতে তার সকল নামায আদায় করে দিবেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

مَنۡ یَّخۡرُجۡ مِنۡۢ بَیۡتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَی اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ثُمَّ یُدۡرِکۡهُ الۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ اَجۡرُهٗ عَلَی اللّٰهِ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি আপন ঘর থেকে বের হয়েছে **আল্লাহ** ও রাসুলের প্রতি হিজরতকারী হয়ে, অতঃপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসেছে, তার পুরস্কার **আল্লাহ পাকের** দায়িত্বে এসে গেছে।

এখানে সাধারণত শর্তহীনভাবে বলা হয়েছে, যদি ঘর থেকে এক কদমও বের হয় এবং মৃত্যু এসে যায় তাহলে সম্পূর্ণ কাজ তার আমল নামায় লিখে দেওয়া হবে এবং সম্পূর্ণ সাওয়াব পাবে,ঐখানে নিয়্যত দেখবে, সকল কাজ তার একনিষ্ঠ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (মলফুযাতে আলা হযরত ১২৬ পৃষ্ঠা)

চাকরির কারণে নামায কাযা করা কবিরা গুনাহ

হে আশিকানে রাসূল! পাচঁ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করা একান্ত প্রয়োজন, চাকরি বা ব্যবসা বা শিক্ষা অর্জন করার কারণে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করা কবিরা গুনাহ, হারাম ও জান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ, ঐখানে জামাআত পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও যদি মালিক জামাআতে যাওয়াতে বাধা দেয়, ঐরকম চাকরি না করা, যদি চাকরির কারণে নামায বরং জামাআতও ছেড়ে দেয় তাহলে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের অধিকারী হবে। মালিকের কোন অধিকার নেই যে, জামাআত সহকারে ফরয নামাজ আদায়ে বাধা দেয়ার, সে বাধা দিক বা না দিক চাকরি বাঁচানোর জন্য নিজের নামায ছেড়ে দিবে না। হ্যাঁ, নামায পড়তে পারে কিন্তু জামাআত সহকারে আদায় করতে না পারার অন্য কোন অপারগতা থাকলে জামাআত ছেড়ে দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

কিয়ামতের দিন না ভয় থাকবে না হতাশা

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন শ্রেণির ব্যক্তি এমন হবে যারা কিয়ামতের দিন কালো কস্তুরীর (সুগন্ধী) উপাত্যকায় অবস্থান করবে তাদের না

www.dawateislami.net

কোন ভয় হবে, না হতাশা, ততক্ষণে মানুষের হিসাব নিকাশ হয়ে যাবে, (১) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কোরআনে পাক তিলাওয়াত করেছে এবং লোকদের ইমামতি করেছে যখন তারা তার উপর সন্তুষ্ট হয় (২) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মসজিদে আযান দিয়েছে এবং মানুষদেরকে **আল্লাহ পাকের** দিকে আহ্বান করেছে (৩) দুনিয়াতে যাকে রিযিকের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সে পরীক্ষা তাকে আখিরাতের আমল করা থেকে উদাসীন করতে পারেনি।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩০৬০)

গুনাহ না করলে রিযিক পাবে না! (ঘটনা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবিয়ার ২৩তম খন্ডে, ৫২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সূফিয়ান ছাওরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে চাকরির মালিক হওয়ার পেশা থেকে নিষেধ করলেন (কেননা খারাপ সরকারী কিছু চাকরিতে জুলুম ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে থাকে। এটা শুনে সে) বলল: সন্তান সন্তুতির কি অবস্থা হবে? (এটা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বললেন : একটু শুনুন! এই ব্যক্তি বলতেছে আমি **আল্লাহ পাকের** নাফরমানী করলে তখন (তিনি) আমার পরিবার পরিজনকে (অর্থাৎ সন্তান সন্তুতি) রিযিক পৌঁছাবের আর আনুগত্য করলে (শরীয়াতের হুকুমকে মেনে অসৎকাজ ছেড়ে দিলো) তবে (**আল্লাহ পাক** আমাকে) রিযিকের অভাবে রাখবেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ২৩ খন্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)

রিযিক আল্লাহ পাকের বদান্যতার দায়িত্বে

মনে রাখবেন! নামায ছেড়ে দিয়ে কোনভাবে রিযিকে বরকত আসতে পারে না, রিযিক দেওয়া **আল্লাহ পাকের** বদান্যতার দায়িত্বে রয়েছে, যিনি নামায ফরয করেছেন। কোরআনে পাকের ১২ পারার শুরুতে রয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

(১২ পারা, সূরা হুদ আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর জমিনে বিচরণকারী এমন কেউ নেই, যার জীবিকা **আল্লাহ**র করুনার দায়িত্বে নয়।

কোন প্রাণীকে রিযিক দেওয়া আল্লাহ পাকের উপর আবশ্যক নয়

“তাফসীরে সিরাতুল জীনান” ৪র্থ খন্ডের, ৩৯৬-৩৯৭ পৃষ্ঠা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: আল্লামা আহমদ সাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: এই আয়াত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, প্রাণীদেরকে রিযিক দেওয়া **আল্লাহ পাকের** উপর আবশ্যক কেননা **আল্লাহ পাক** এটা থেকে পবিত্র, তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হওয়া বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রাণীদেরকে রিযিক দেওয়া এবং তাদেরকে লালন পালন করা **আল্লাহ পাক** নিজের বদান্যতার দায়িত্বে আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং এর বিপরীত করেন না। রিযিকের দায়িত্ব নেওয়াকে “عَلٰى” এর সাথে এইজন্য বর্ণনা করেছেন যে বান্দার আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা যেন দৃঢ় হয় এবং যদি সে (রিযিক অর্জন করার) মাধ্যম অবলম্বন করে তবে তার উপর যেন ভরসা করে না বসে বরং **আল্লাহ পাকের** উপরই নিজের বিশ্বাস ও ভরসা রাখে, মাধ্যম অবলম্বন শুধু এই কারণেই করবে যে, **আল্লাহ পাক** মাধ্যম অবলম্বর করার হুকুম দিয়েছেন কেননা **আল্লাহ পাক** বেকারত্বে থাকা বান্দাকে পছন্দ করেন না। জমিনের প্রাণীদেরকে বিশেষভাবে এ কারণে উল্লেখ করেছেন কেননা তারা খাবারের মুখাপেক্ষী, অথচ আসমানের প্রাণী যেমন ফিরিশতা এবং জান্নাতি হুর, এরা সেই রিযিকের মুখাপেক্ষী নয় বরং তাদের খোরাক হলো তাসবীহ ও তাহলীল। (সাবী, ৩য় খন্ড, ৯০০-৯০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা? রিযিক প্রদানকারী **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করে সর্বদা রিযিকের মাধ্যম এরকমই চাকরি **(Job)** অনুসন্ধান করা উচিৎ যাতে **আল্লাহ পাকের** নাফরমানী করতে না হয়, নামায এবং জামায়াতও যেন ছুঁটে না যায়। আর

www.dawateislami.net

(চাকরির) মালিকের উচিৎ, নিজের সাথে নামাযী কর্মচারী রাখা, যদি কর্মচারি **(Employee)** বে নামাযী হয় তাহলে তাকে নামাযের প্রতি উৎসাহ দিতে থাকা।

নামাযী খাদিম (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবুল হায়সাম ইবনে তাইয়িহান رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে ইরশাদ করলেন: তোমার কাছে কি খাদিম আছে? তিনি আরয করলেন: না। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যখন আমার নিকট কয়েদী আসবে তখন তুমি আসিও। সুতরাং যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দুইজন ব্যক্তি আসলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আবুল হায়সাম ইবনে তাইয়িহান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ খেদমতে উপস্থিত হলেন, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করো। আরয করলের: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিই মনোনীত করে দিন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যার থেকে পরামর্শ নিচ্ছো সে আমিন (অর্থাৎ আমানতদার), (অতঃপর একজনের দিকে ইশারা করে বললেন:) তুমি একে নাও কেননা আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি এবং তার সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩, ১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭৬)

ঐ কর্মচারিই উত্তম যে নামায আদায়কারী হয়

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ হাদীসের এই অংশের (যার থেকে পরামর্শ নিচ্ছ সে আমিন) ব্যাখ্যায় লিখেন: কিয়ামত পর্যন্ত এই রীতি প্রণয়ন করে দিলেন যে, যদি তোমাদের থেকে কেই পরামর্শ নেয় তাহলে তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, তাকে ভুল পরামর্শ না দেওয়া, যদি এরকম করো তাহলে তোমরা খিয়ানত কারী হবে, পরামর্শ গ্রহনকারী যদিও বা দুশমন হয় তারপরও সঠিক পরামর্শ দাও। হাদীসে পাকের এই অংশের (তুমি একে নাও কেননা আমি তাকে নামায

পড়তে দেখেছি) ব্যাপারে লিখেন: এর থেকে বুঝা গেল, সব সময় নামাযী কর্মচারিকে নিজের কাজকর্মের জন্য রাখা, স্ত্রী, বংশধর, খাদিমগণ, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়দের মধ্যে সেই উত্তম যে নামাযী হয়, নামাযী লোক اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুত্তাকি, পরহেযগার, কল্যাণ কামনাকারী হয়, যেই ব্যক্তি **আল্লাহ** পাককে ভয় করে না সে বান্দাকে এবং তার হক নষ্ট করতে কি ভয় করবে? হাদীসে মোবারকার এই অংশের (এবং তার সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ করো) ব্যাখ্যায় বলেন: এটার দুই অর্থ হতে পারে: একটা হলো, সেই খাদিমকে সব সময় ভালো কাজের নসীহত করতে থাকা তাকে সংশোধনই তোমার দায়িত্বে। দুই, তুমি তার ব্যাপারে আমার উপদেশ কবুল করো যে, তার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখবে। আর তিনি এই দ্বিতীয় অর্থটাই বুঝলেন এবং তাকে ঘরে নিয়ে এসে মুক্ত করে দিলেন।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা)

তু ভী নামায পড় তেরা নোওকর পড়ে নামায,
এ কাশ! বাচ্ছা বাচ্ছা, বরাদার! পড়ে নামায।

নামায হলো একটি মাপকাটি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবুল আলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি কিছু দিন সফরে থাকা অবস্থায় কিছু ব্যক্তি থেকে (হাদীসে পাক) শুনার জন্য যেতাম, তখন পৌঁছার পর সর্বপ্রথম তাদের নামায সম্পর্কে যাচাই করতাম, যদি তাদের নামায কায়েম করতে এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে আদায় করতে দেখতাম তাদের কাছ থেকে হাদীস শরীফ শুনতাম, যদি তাদেরকে নামায নষ্ট করা অবস্থায় পেতাম তবে হাদীস শরীফ না শুনেই ফিরে আসতাম এবং অন্তরে এ ধারণা হলো, যখন এরা (নামায নষ্ট করছে তবে) নামায ব্যতীত অন্যান্য ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো এর চেয়ে অধিক নষ্টকারী হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১১৯)

www.dawateislami.net

যে ফরয আদায় করে না সে কি ঋণ আদায় করবে! (কাল্পনিক ঘটনা)

এক যুবক নিজের পরিচিত একজন নামাযী ব্যক্তির দোকানে আসলো, দোয়া সালামের পর তাকে বলল:“ আমাকে পাচঁ হাজার টাকা ধার দিন, তিন দিন পর দিয়ে যাবো।” দোকানদার টাকা গণনা করা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল: অধিকাংশ সময় কোন মসজিদে নামাজ পড়ো? যুবক উত্তর দিলো: “আমি নামাযের ব্যাপারে দূর্বল, নামাযতো পড়িইনা।” এটা শুনে দোকানদার পূনরায় ক্যাশে টাকা রেখে দিয়ে বলল: আপনাকে ধার দেওয়া যাবে না। যুবক চমকে উঠে বলল: জনাব! ঋণের সাথে নামাযের কি সম্পর্ক! আমি দৃঢ় ওয়াদা করছি, তিন দিন পর ঋণ দিয়ে দিবো। দোকানদার ঋণ দেওয়াতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন: “যে **আল্লাহ পাকের** “ঋণ”(ফরয) আদায় করেনা সে আমার ঋণ কি আদায় করবে!” (এই ঘটনা শিক্ষা গ্রহনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে, অবশ্য বে নামাযীকে ঋণ দেওয়া জায়িয এবং বে নামাযী ঋণ আত্মসাৎ করে নেয় এটা জরুরী নয়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য লাভ হলো

নামাযের গুরুত্ব অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য, নামায ছেড়ে দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে, মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে নিজেকে নেককার বানানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি: মুলতানের এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহের জলাভূমিতে ডুবে যাচ্ছিলো, সিনেমা দেখার প্রতি এমন আসক্ত ছিল, একদিনে তিন চারটা পর্যন্ত সিনেমা দেখতো, যে সময়টুকু বেঁচে যেতো সেগুলো জুয়া খেলার মধ্যে নষ্ট করে দিতো, সিনেমায় অবৈধ প্রেম, অশ্লীল ঘটনাবলী দেখে নিজেও রূপক প্রেমে বিভোর হয়ে গিয়েছিলো, খারাপ আমলের

www.dawateislami.net

পাশাপাশি আর এক বিপদ এটাই ছিলো, সে অসৎ লোকের দলে এসে গিয়েছে। এক দিন তার মনে এই ধারণা আসলো যে দেখিতো দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা কি বলে? সুতরাং সে কোন এক বন্ধুর সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চলে গেলো। সেখানে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান ইত্যাদি শুনে তার অন্তরে একটু প্রশান্তি পেলো কিন্তু আমলের বিশেষ কোন পরিবর্তন আসলো না। এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং সে তাকে মূলতানে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে যেতে সফল হয়ে গেলো। ঐখানে সে "গুনাহের বিভিন্ন শাস্তি" বয়ানটি শুনে, যেটা তার অন্তরে প্রচন্ডভাবে প্রভাব ফেলে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিয়মিত নামায আদায়ের সাথে সাথে সুন্নাতের উপর আমল করতে শুরু করে দিলো। এমনকি সে আমলকারী হয়ে গেলো ৭২ মাদানী ইনআমাতের ৭১ পর্যন্ত আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো।

এ্যা বিমার ইসয়াউ তু আজা ইয়াহা পর,
গুনাহো কি দেগা দাওয়া মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যার নামায নেই তার কোন ধর্ম নেই

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার আমানতদারীতা নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই এবং যার নামায নেই তার কোন ধর্ম নেই কেননা ধর্মে নামাযের স্থান এমন, যেভাবে শরীরে মাথার স্থান। (মু'জাম আওসাত, ১ম খন্ড,৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৯২) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নামায নেই ইসলামে তার কোন অংশ নেই। (মুসনদে বাযার, ১৫তম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৫৩৯)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যে নামায ছেড়ে দিলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নামায দ্বীনের স্তম্ভ এবং যে নামায ছেড়ে দিলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করে দিলো। (ইয়াহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা)

নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরি ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে তিনবার ইরশাদ করলেন: “নামাযের ব্যাপারে **আল্লাহ্** পাককে ভয় করো!” (শুয়াবুল ঈমান ২য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১০৫৩)

আল্লামা মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: অর্থাৎ নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে নিজে **আল্লাহ্ পাকের** গযব থেকে বাঁচাও এই আশায় যে, তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (ফয়যুল কাদীর ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৭)

নামায না পড়া বরকত শূন্যতার কারণ

মুফতি সায়্যিদ আব্দুল ফাত্তাহ হোসাইনী কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (ওফাত ১৩২৩ হিজরি) সব সময় জামাআত সহকারে নামায আদায় করাতে উত্তম সফলতা এবং ধন সম্পদে বরকত অর্জিত হয়, মন্দ প্রকৃতি এবং দ্রারিদ্রতা দূর হয়ে যায়। আর জামাআত ছেড়ে দেওয়াতে এমনকি নামায অনাদায়ে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

(দৌলতে বেজাওয়াল, ২০ পৃষ্ঠা)

নামায না পড়ার চেয়ে বড় সুন্নাত পরিপন্থী কাজ আর কী হতে পারে! (ঘটনা)

আরিফ বিল্লাহ, শায়খ সালেহ সুলাইমান কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে একবার ওয়ালী মিসরি ইবনে তুলুন উপস্থিত ছিল, এর মাঝে একজন ব্যক্তি এসে আরয করল: “ইয়া সায়্যিদি! আজ রাত আমি স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

যিয়ারত করেছি, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রং কালো ছিলো।" শায়খ সুলাইমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আপনার স্বপ্ন ইবনে তুলুনকে বলুন। তিনি তার স্বপ্ন ইবনে তুলুনকে শুনালেন তখন ইবনে তুলুন বললেন: যেই ব্যক্তি এই স্বপ্ন দেখেছে সে সুন্নাত পরিপন্থি কাজে লিপ্ত রয়েছে কেননা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক সাদা ছিলো এবং কালো রং সাদা রংয়ের বিপরীত, যিনি স্বপ্ন দেখেছে তিনি সুন্নাত পরিপন্থি কাজে লিপ্ত রয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন: আমি সুন্নাত পরিপন্থি কোন কাজ করিনি, হ্যাঁ! এতটুকু বলতে পারি যে কোন কোন সময় অলসতার কারণে নামায ছুটে যায়। শাইখ সুলাইমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নামায না পড়া চেয়ে বড় সুন্নাত পরিপন্থি আর কি হতে পারে! নামায না পড়া সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং তার ভয়াবহতার কারণে মানুষের চেহারা কালো হয়ে যায়। শায়খ সুলাইমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই স্বপ্ন অবলোকনকারীকে আরও বলেন: নামায ছেড়ে দেওয়া থেকে তাওবা করো এবং নিজের অতীতের নামায আদায় করো।

(আলকাওয়াকিবুস সায়িরাতু বিইয়ানুল মাআতুল আশিরাতু ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাক গযব দিবেন

আল্লাহ্ পাক হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে অহী প্রেরণ করলেন: হে দাউদ! বনি ইসরাইলকে বলো! যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিবে সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এই অবস্থায় মিলিত হবে যে আমি তার উপর গযব অবতীর্ণ করবো। (আযজাহরুল ফা'ইহ ২৭ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে বড় নির্লজ্জতা

আলা হযরতের পিতা, আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নামাযকে ছেড়ে দেওয়া এবং নিজের মালিকের নির্দেশকে পরিহার করা হলো সকল গুনাহ থেকে বড় গুনাহ এবং সকল নির্লজ্জতা থেকে মারাত্মক নির্লজ্জতা।" (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমল নষ্ট

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নবী করীম হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নামায ছেড়ে দিলো, **আল্লাহ পাক** তার আমল নষ্ট করে দিবেন এবং **আল্লাহ পাকের বদান্যতার** দায়িত্ব তার কাছ থেকে উঠে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা না করে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

বেনামাযী থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়েছেন: কোন জিনিসকে **আল্লাহ পাকের** অংশীদার করিও না, যদিওবা তোমাকে আক্রমণ করা হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর ফরয নামায জেনে বুঝে ছেড়ে দিওনা, যে একে জেনে বুঝে ছেড়ে দেয় তার উপর থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর মদ পান করিও না এটা সকল মন্দের চাবি। (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৩৪)

তার থেকে দায়িত্ব উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসের পাকের এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ বে নামাযী থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে গিয়েছে, তাকে বিচারক এই কারণে (নামায ছেড়ে দেয়ার কারণে) কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দিতে পারে। অথবা অর্থ এটাই যে, নামাযী ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তায় (হেফাযতে) থাকে, হাজারো মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে, বে নামাযী এই দৌলত থেকে বঞ্চিত। (মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা) অপর স্থানে উল্লেখ করেন: বে নামাযী **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তায় (হেফাজতে) থাকে না, নামাযের বরকতে মানুষ দুনিয়াতে মুসিবত থেকে, মৃত্যুর সময় মন্দ মৃত্যু থেকে, কবরে অকৃতকার্য হওয়া থেকে, হাশরে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দয়ায় মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে। সুফীয়ানে কেরাম বলেন: ওযীফা, বিভিন্ন আমল, তা'বিযাতের উপকার অর্জন করার জন্য নিয়মিত নামায আদায় করা প্রয়োজন, শায়খ ও মুরিদ উভয়ের জন্য আবশ্যক।

(মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা)

যখন দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে যায় (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর যখন দৃষ্টিশক্তি চলে যাচ্ছে তখন তাঁকে আরয করা হলো: আমরা আপনার চিকিৎসা করাবো, আপনি কি তার জন্য কয়েকদিন নামায ছেড়ে দিতে পারবেন ? বললেন: না, কেননা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে **আল্লাহ পাকের** সাথে এই অবস্থায় মিলিত হবে যে, **আল্লাহ পাক** তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৩২)

আল্লাহ পাকের বন্ধু ও শত্রু কে?

প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে সে আমার সত্যিকার বন্ধু আর যে এগুলো নষ্ট করবে সে আমার শত্রু: (১) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করা (২) রমযানের রোযা রাখা (৩) অপবিত্রতা থেকে গোসল করা। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৪৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: "সত্যিকারের বন্ধু হওয়া" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ পাক** তার দায়িত্ব নিয়ে নিবেন এবং তাকে হেফাজত করবে এবং নামায নষ্টকারী "**আল্লাহ পাকের** শত্রু" হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা ও অনুগ্রহ না হয়, তবে

www.dawateislami.net

তিনি তাকে শাস্তি দিবেন এবং লাঞ্ছিত করবেন। (ফয়যুল কাদীর ৩য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** শত্রু শব্দটা মূলত শুধুমাত্র কাফিরের জন্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের প্রাদেশিক গভর্ণরদের নির্দেশনাবলী প্রেরণ করলেন যে, তোমাদের সকল কাজকর্ম থেকে আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নামায আদায় করা, যে তার “হেফাজত” করল এবং তার উপর হেফাজত করা হবে (হেফাজতের ব্যাখ্যা সামনে আসতেছে) সে তার আপন দ্বীনকে নিরাপদ রাখলো যে তাকে নষ্ট করল সে অপরগুলোকে এর চেয়ে বেশি নষ্ট করবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬)

নামায ঈমানের পরিচয়

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নামায ঈমানের পরিচয় যে নামাযের ফরয, সুন্নাত এবং বিভিন্ন আদব সহকারে সত্য অন্তরে তাকে সংরক্ষণ করবে সে মু'মিন।” (আলফেরদৌস বিমাআসুরিল খিতাব, ৩য় খন্ড,৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১০২)

“হিফাজত” ও “হেফাজত করা হবে” এটার অর্থ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশের (তোমাদের সকল কাজকর্ম থেকে আমার দৃষ্টিতে নামায বেশি গুরুত্বপূর্ণ) ব্যাখ্যায় “মিরাত” ১ম খন্ডের, ৩৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: অর্থাৎ রাষ্টের কাজ, রাজত্বের ব্যবস্থাপনা নামাযের পর, যখন নামাযের সময় চলে আসবে তখন সকল কাজ ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিন। (এবং নামাযে মশগুল হয়ে যাও) এর থেকে দুইটি মাসয়ালা জানা যায়: এক ইসলামী রাষ্ট্রের বাদশাহের উচিত, জনগণের ধর্মীয় অবস্থা সামলানো। শুধুমাত্র দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি না রাখা। দ্বিতীয়ত “বড় গুলো সামালালে

www.dawateislami.net

স্বয়ং ছোট বিষয় গুলো সামলে যাবে!" এই জন্যই তিনি বিচারকদেরকে নির্দিষ্ট করে সম্বোধন করে বলেন: (যে তাকে নষ্ট করল অন্যান্য গুলোকে সে এর চেয়ে অধিকতর নষ্ট করবে)। হেফাজত দ্বারা (এখানে) উদ্দেশ্য হলো, নামাযকে সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা এবং হেফাজত করা হবে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বদা ঠিক সময়ে পড়া। এই কথার দ্বারা বুঝা গেল, যেমনিভাবে নিয়মিত নামায আদায়ের মাধ্যমে সকল নেকীর দরজা খুলে দেওয়া হয় তেমনিভাবে নামায ছেড়ে দেওয়া গুনাহ সমূহের দরজা খুলে যায়, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ ؕ

(১৭ পারা, সূরা আনকাবুত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

(মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের হেফাজত করা হবে আরও ব্যাখ্যা

ইমাম শারফুদ্দিন হোসাইনী ইবনে মুহাম্মদ তিবী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: হেফাজত করা হবে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাযের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি না পাওয়া, তাকে তার সময়মত আদায় করা, তার রোকন সমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা এবং রাখা নিজেকে নামায এবং তার আরকান সমূহের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনে ব্যস্ত রাখা, যেগুলো দ্বারা নামায **(perfect)** যথাযথ আদায় হয়ে যায়। (শরহে তিবী ২য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

জনগণ আপন বাদশাহের দ্বীনের উপর হয়ে থাকে

ইমাম আবু ওমর ইবনে আব্দুল বাররা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ নিজের শাহী দরবারে বিচারককে এজন্য সম্বোধন করলেন: জনগণ তার পিছে চলে, যেমন প্রবাদ আছে: اَلنَّاسُ عَلٰى دِيۡنِ الۡمَلِك (জনগণ বাদশাহের দ্বীনের উপর থাকে) **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের দুই শ্রেণির লোক সংশোধন হয়ে গেলে সবাই সংশোধন

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে এবং তারা হলো বিচারক ও আলিমগণ"[১]। ইবনে আব্দুল বাররা আরও বলেন: যেই ব্যক্তিকে **আল্লাহ পাক** জনগণের বিচারক বানিয়েছেন তার উপর আবশ্যক হলো তাদের কল্যাণ কামনায় তাদের দেখাশোনা করা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করা থেকে উত্তম কল্যাণ আর কি হতে পারে! আর সেই কল্যাণ কামনা করার সাথে সাথে যে নামায পড়ে না (তাকে নামাযী বানানো) এই পর্যন্ত যে, নামাযের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: যার নামায নেই তার কোন ধর্ম নেই। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:" যেই বান্দাকে **আল্লাহ পাক** জনগণের বিচারপতি বানিয়েছে এবং সে তাদের কল্যাণ কামনা মাধ্যমে দেখাশোনা করে না এ রকম ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না[২]।" হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ নিজের জনগণের জন্য স্নেহময় পিতার মত ছিলেন কেননা তিনি জানতেন, প্রত্যেক সর্দার থেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। (আল ইসতিযকার, ১ম খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা) মূলকথা বে নামাযীর জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো, তাকে নামাযী বানানো।

বার বার পতিত হওয়ার পর অবশেষে সংশোধন হয়ে গিয়েছে

নামায আদায়ের স্থায়িত্বের জন্য, অন্যকেও নামাযী বানানোর আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এবং অযু ও গোসলের জরুরী মাসয়ালা শিখে ও শিখানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকুন! মাদানী বাহার: ওকাড়া (পাঞ্জাব) এর নিকটবর্তী এলাকার শফিক নগরের এক ইসলামী ভাই নামায আদায়ের স্থায়িত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলো, মাস পর্যন্ত মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতো, দুনিয়ার ভালবাসায় এমন বিভোর ছিলো, মৃত্যুর আলোচনা হলে নফসের ফাঁদে পতিত হয়ে উড়িয়ে দিতো, নফস শয়তান তাকে এই মনমানসিকতা বানিয়ে দিয়েছে, খুব মজা করো! যা হবে দেখা যাবে! অজ্ঞতার অবস্থা এমন ছিলো, গোসলের গুরুত্বপূর্ণ

---

১. আল ফেরদৌস বিমা'সুরিল খাত্তাব ২য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৮৪

২. বুখারী ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৫

www.dawateislami.net

মাসয়ালাও জানতো না, এর ফলে কোন কোন সময়ে অপবিত্র অবস্থাতেও মসজিদে নামায পড়তে চলে যেতো, তার ভাগ্যের তারকা এইভাবে চমকে উঠলো, সে একদিন যোহরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলো, জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছিলো এইজন্য সে একাকী নামায পড়ছিলো। সেই সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা মসজিদে অবস্থান করে, আশিকানে রাসূলের মুখে দাঁড়ি শরীফ এবং পাগড়ীর নূরে নূরানী ছিলো। যখন সে নামায শেষ করে কাফেলার এক ইসলামী ভাই তার পাশে গেলো এবং সালাম মুসাফাহার পর আমীরে কাফেলা ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করালেন। যে তাকে এককভাবে বুঝালেন এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহিত করলেন, তাতে সে বলল আমিতো ইজতিমাতেও যায়না আর আপনি আমাকে মাদানী কাফেলায় যেতে বলছেন! এটা শুনে আমীরে কাফেলা ইসলামী ভাই হিকমত অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে আরও মনমানসিকতা বানানোর চেষ্টা করলেন সে সম্মতি প্রকাশ করলো যে কখনো সুযোগ পেলে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এরপর সে পূনরায় ঘরে ফিরে আসল। মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর চেষ্টার প্রতিফলন এটাই হলো, সে দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলো এবং প্রায় ২ মাস পর একদিন তার চাচাত ভাইয়ের বন্ধুর সাথে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করল। ঐখানের মাদানী পরিবেশ দেখে তার অন্তর খুশি হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়বারও সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হয় এবং যখন সে ইজতিমায় দোয়ার মধ্যে শামিল হয় তখন তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং সে নিজের প্রতিপালকের নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। এরপর সালাতু সালাম পেশ করা হলো এবং পূনরায় ইসলামী ভাইয়েরা পরষ্পর হাত মিলানোর ধারাবাহিকতা শুরু হলে তার এক পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়ে গেলো সে তাকে ইজতিমায় দেখে অনেক খুশি হলো। পুরাতন বন্ধু তাকে অন্যান্য আশিকানে রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো, যারা তাকে আন্তরিকতা দেখালেন এবং উপহারও

www.dawateislami.net

দিলেন। এই ভালবাসা দেখে তার অন্তর আনন্দে ভরে গেলো, আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং সেও দাঁড়ি শরীফ সাজানো শুরু করে দিলো কিন্তু সে শয়তানের ফাঁদে আটক ছিলো তার চেহারা দাঁড়ির নুরে নূরানী হয়ে গিয়েছে, সুতরাং শয়তানের আক্রমনের প্রতিফলনে সে দুই সপ্তাহ পর দাঁড়ি শরীফ মুন্ডিয়ে ফেলে। অতঃপর তার মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ান শুনার সুযোগ হলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মনমানসিকতা সৃষ্টি হলো সে একেবারে দাঁড়ি মুন্ডানো ছেড়ে দিলো, রমযান মাস চলে যাওয়ার পর পূনরায় সে শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেল এবং চেহারাকে দাঁড়ি শরীফ থেকে বঞ্চিত করে দিলো। অতঃপর যখন সে একদিন আয়নায় নিজের চেহারাকে দাঁড়ি শরীফের নুর থেকে শূন্য দেখলো তখন তার লজ্জাবোধ হলো এবং তার বিবেক তাকে তিরস্কার করতে লাগলো, সে আরেকবার পূনরায় পাক্কা নিয়্যত করে নিলো যে এখন থেকে প্রয়োজনে আমার গর্দান কাটাবো কিন্তু দাঁড়ি মুন্ডাবো না, **আল্লাহ পাক** তাকে স্থায়িত্ব দান করলেন এবং ভবিষ্যতে দাঁড়ি শরীফ স্থায়ীভাবে রাখতে সফল হয়ে গেলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার বরকতে সে মাদানী পরিবেশের নিকট থেকে কাছ এসে গেলো, তার জীবনে নেকীর সমাহার হতে লাগলো, চরিত্র ও কর্ম, জাহির ও বাতিন সজ্জিত হতে লাগলো, اَلْحَمْدُ لِله তার যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হলো।

ওলফতে মুস্তফা আওর খওফে খোদা,
চাহিয়ে গর তুমহে কাফিলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায নষ্ট করা কিয়ামতের আলামত

আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলোন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হলো তোমরা লোকদেরকে নামায নষ্ট করতে দেখবে। (কানযুল উম্মাল, ১৪/২৪৩, হাদীস: ৩৯৬৩২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

“নামায নষ্ট করার” অর্থ

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাসূল বারযানজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (ওফাত: ১১০৩ হিজরি) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন: নামায নষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ একেবারে নামাযই আদায় করে না বা আদায় করতো, তবে তার কোন ফরয বা ওয়াজিব ছেড়ে দেবে এটা এই হাদীসের বিপরীত নয় যে “যার মধ্যে এটাও যে, সেই উম্মত হতে সর্বপ্রথম আমানত এবং সর্বশেষ নামায উঠিয়ে নেওয়া হবে” কেননা তার দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, নামাযের পদ্ধতিটা অবশিষ্ট থাকবে, অথচ এখানে নষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে তারা ঐ নামাযকে একাগ্রচিত্তে বা তার শর্তবলী সহকারে আদায় করবে না। (আল ইশাআতু লা শারাতুশ সাআত ১২৩ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অধিকাংশ মানুষের নামায কবুল হবে না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামত সন্নিকট হওয়ার আলামত হলো, পঞ্চাশজন ব্যক্তি নামায আদায় করবে আর তাদের মধ্য থেকে কারো নামায কবুল হবে না। (আল জামীউস সগীর ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৮১)

হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাসূল বারযানজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এর অর্থ হলো, তারা নামাযের শর্তবলী এবং রোকন অনুযায়ী আদায় করবে না, যার কারণে তাদের নামায সঠিক হবে না এবং এই কারণেই তাদের নামায গুলো কবুল হবে না। (আল ইশাআতু লা শারাতুশ সাআত ১১৪ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: তাদের মধ্য থেকে কারো নামায এইজন্যই কবুল হবে না যার কারণ হলো, তাদের ইল্ম কম হবে এবং অতিরিক্ত মূর্খতায় নিমজ্জিত হবে, এপর্যন্ত যে, তারা

এমন কোন ব্যক্তি খোঁজে পাবে না, যে তাদেরকে ধর্মের স্তম্ভ নামাযের আহকাম শিখাবে এবং ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে সহায়তা করবে এবং তাদের ইবাদতগুলো নির্ভুল করে দিবে। আর বাস্তবতা হলো এটাই পঞ্চাশ সংখ্যাটা নির্দিষ্ট বান্দার জন্য নয় বরং বহু সংখ্যক বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। (অর্থাৎ নামায আদায়কারী ব্যক্তি অনেকে এমন হবে যাদের নামায কবুল করা হবে না)।

(ফয়যুল কাদীর ২য় খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪৮১, আত তাইসির ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

নামায ত্যাগকারী দূর্ভাগা ও বঞ্চিত

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: দোয়া করো, হে **আল্লাহ**! আমাদের মাঝে দূর্ভাগা ও বঞ্চিত ব্যক্তিকে রাখিও না। অতঃপর বললেন: তোমরা কি জানো দূর্ভাগা ও বঞ্চিত ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে কে? তখন ইরশাদ করলেন: নামায ত্যাগকারী। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১ম খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামীদের পুঁজ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিলো মূলত পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু তার নিকট ছিল,তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো এবং যে ব্যক্তি চার ওয়াক্ত নামায নেশা অবস্থায় ছেড়ে দিলো, **আল্লাহ পাকের** দায়িত্ব হলো যে তাকে طِيْنَةُ الْخَبَال এ নিক্ষেপ করা। আরয করা হলো: طِيْنَةُ الْخَبَال কি? ইরশাদ করলেন: জাহান্নামীদের পুঁজ এবং রক্ত। (মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ২য় খন্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৬৭১)

কালো সাপের বিষের এক চুমুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেশা তেমনিই হারাম অতঃপর এর কারণে নামায ছুটে যাওয়া আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মদ খুবই খারাপ এবং কঠিন শাস্তির কারণ

www.dawateislami.net

যার নিকটবর্তী হওয়াও উচিৎ নয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করল **আল্লাহ পাক** তাকে কালো সাপের বিষের এমন এক চুমুক পান করাবেন যেটা পান করার ফলে প্রথমে তার চেহারার মাংস পাত্রে খসে পড়বে আর যখন সে পূনঃরায় সেটা পান করবে তখন তার মাংস ও চামড়া ঝড়ে যাবে যার দ্বারা জাহান্নামীদেরও কষ্ট অনুভব হবে, স্বরণ রাখো! নিশ্চয় মদ পানকারী, প্রস্তুতকারক এবং যে প্রস্তুত করাবে, বহনকারী এবং যে বহন করাবে এবং এর দ্বারা উপার্জনকারী, সকলেই গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, **আল্লাহ পাক** না তাদের মধ্যে থেকে কারো নামায কবুল করবেন, না রোযা, না হজ্ব এই পর্যন্ত যে সে তাওবা করে নিবে, যদি তাওবা করা ব্যতীত মারা যায় তাহলে **আল্লাহ পাকের** উপর দায়িত্ব হলো, তাকে দুনিয়াতে পানকৃত মদের প্রত্যেক চুমুকের পরিবর্তে জাহান্নামের পুঁজ পান করানো। জেনে নাও! প্রত্যেক নেশা জনিত বস্তু হারাম এবং প্রত্যেক প্রকারের মদ হারাম।

(জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা) (আযজাওয়াজির, ২য় খন্ড,৩১৬ পৃষ্ঠা)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্য কোন বর্ণনায় طِيْنَةُ الْخَبَال এর প্রসঙ্গে লিখেন: خَبَال অর্থ বিশৃঙ্খলা, طِيْنَة অর্থ দূর্গন্ধযুক্ত পুজঁ, এগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত, অনেক দূর্গন্ধ, অনেক গাঢ়ো হবে, এমন মারাত্মক স্বাদ যেগুলো দেখলে বমি চলে আসে, মন আতংকিত হয় কিন্তু পিপাসা এবং ক্ষুধার কারণে পান করতেই হবে। **আল্লাহ পাকের** কাছে এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৬১ পৃষ্ঠা)

ভয়ংকর সাপ ও খচ্চরের ন্যায় বিষাক্ত বিচ্ছু

বর্ণিত আছে; জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে যেটার নাম “লামলাম”, সেখানে উটের গর্দানের মত মোটা মোটা আকারের সাপ রয়েছে যেগুলোর দৈর্ঘ্য এক মাসের সমান দূরত্ব, যখন এই সাপ বেনামাযীকে দংশন করবে তখন সেই সাপের বিষ তার শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত যন্ত্রণা দিতে থাকবে। জাহান্নামে আর একটি উপত্যকা আছে যার নাম “হুব্বুল হুযুন” সেখানে কালো খচ্চরের মত দেখতে বিষাক্ত বিচ্ছু রয়েছে, প্রত্যেকটি বিচ্ছুর সত্তরটি পা রয়েছে এবং প্রত্যেকটা পায়ে বিষের তেল

www.dawateislami.net

রয়েছে, ঐ বিচ্ছুগলো যখন বেনামাযীকে পা দিয়ে আঘাত করবে তখন সেই বিচ্ছুর বিষ তার সমস্ত শরীরে ছেঁয়ে যাবে এবং সেই বিষের প্রভাব এক হাজার বছর পর্যন্ত থাকবে, এরপর বেনামাযীর হাড়গুলো মাংস থেকে ঝরে যাবে এবং তাদের লজ্জাস্থান থেকে পুজঁ বের হতে থাকবে এবং সকল জাহান্নামীরা তাদেরকে অভিশাপ দিবে।

(কুররাতুল উয়ুন মাআহুর রউযুল ফায়েক ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (নেকীউ কি জাযায়ি আউর গুনাহো কি শাজায়ি ২১ পৃষ্ঠা)

হে আযাবকে ভয়কারী ইসলামী ভাইয়েরা! কেপেঁ উঠুন! আর ভীত হয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করে নামায পড়া শুরু করে দিন, না হয় মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** আযাব সহ্য করতে পারবেন না।

মাংস বিহীন চেহারা

কুর্‌রাতুল উয়ুন নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে; একটি হাদীসে পাকের সারাংশ হলো: উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দশ ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের উপর কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** আযাব দিবেন, তাদের চেহারা মাংসবিহীন হাড়গুলো দেখা যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। সেই দশচন হলো: (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারকারী (২) ভ্রান্ত শাষক (৩) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি (৪) পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান (৫) চোগলখোর (৬) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী (৭) যাকাত প্রদান করে না এমন ব্যক্তি (৮) সুদখোর (৯) অত্যাচারী এবং (১০) বেনামাযী। কিন্তু বেনামাযীর জন্য দুইগুণ শাস্তি হবে এবং বেনামাযী কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠবে, তার দুই হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে ফেরেশতারা তাকে পিটাতে থাকবে আর জান্নাত তাদেরকে বলবে: “না তুমি আমার, না আমি তোমার। আর জাহান্নাম বলবে: আমি তোমার এবং তুমি আমার। **আল্লাহ পাকের** শপথ! অবশ্যই আমি তোমাকে কষ্টদায়ক আযাব দিবো। সেই সময় তার (বেনামাযীর) জন্য দোযখের দরজা খুলে যাবে এবং সে দ্রুত গতিতে দোযখের দরজার পৌঁছে যাবে আর তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে এবং জাহান্নামের সেই কক্ষে তার জায়গা হবে যেই কক্ষে ফিরআউন, হামান এবং কারুন থাকবে।

(কুররাতুল উয়ুন ৩৮৪ পৃষ্ঠা) (নেকীউ কি জাযায়ি আউর গুনাহো কি শাজায়ি ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এক সেকেন্ডের কোটিতম ভাগ আযাবও সহ্য করা যাবে না

ফিরআউন, হামান এবং কারুন যেহেতু কাফির সেহেতু তারা সর্বদা জাহান্নামেই থাকবে কিন্তু বেনামাযী মুসলমান مَعَاذَ الله যদিও দোযখে যায় তবে পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে! জাহান্নামের আযাবের এক সেকেন্ডের কোটি ভাগও সহ্য করা যাবে না। জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত অবস্থা শুনুন এবং **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন।

জাহান্নামের আযাব ও দুনিয়ার কষ্ট

জাহান্নাম কহরে কাহহার গযবে জব্বারের প্রকাশ হওয়ার স্থান, যেমনিভাবে **আল্লাহ পাকের** রহমত ও নিয়ামত সমূহের কোন সীমা নেই এবং মানুষের জ্ঞান সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না তেমনিভাবে **আল্লাহ পাকের** কহর ও গযবের কোন সীমা নেই। প্রত্যেক সেই কষ্টদায়ক বস্তু যেগুলোর কল্পনা করা হয় তা **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য আযাবের একটি সামান্য অংশ মাত্র। যেমন কোন পরিবারের জীবন্ত মানুষের নখ টেনে বের করে নেওয়া, কাউকে চুরি বা লাটি দিয়ে মারা, কারো উপর অনেক ওজন বিশিষ্ট গাড়ী চাপিয়ে দিয়ে তার হাড়গুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কারো মাথার চুল পাকড়াও করে প্রকাশ্য মুখে বন্দুকের গুলি চালিয়ে দেওয়া, শরীর কেটে লবণ ও মরিচ চিটে দেওয়া, জীবন্ত মানুষের চামড়া তুলে নেওয়া, অজ্ঞান করা ব্যতীত অপারেশন করা, অথবা বিভিন্ন রোগের যন্ত্রনাদি যেমন মাথা ব্যথা, জ্বর, পেট ব্যথা অথবা কঠিন রোগ যেমন হৃদরোগ (হার্ড অ্যাটাক), ক্যান্সার, কিডনিতে পাথরের ব্যথা, খোস পাঁচরা, ভয়ে অনেক ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব দুনিয়ার রোগ অথবা বিপদ আপদ যেগুলোর কল্পনা করা সম্ভব সেগুলো জাহান্নামের কষ্টের তুলনায় কিছুই না। মোট কথা পৃথিবীর সকল প্রকারের রোগ সমূহ এবং বিপদ কোন ব্যক্তির উপর যদি একত্রিত হয় তারপরও জাহান্নামের আযাবের সবচেয়ে হালকা আযাবের সমান হবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার উপর জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব হবে তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যার ফলে তার মগজ এমন ভাবে উত্তপ্ত হবে যেভাবে আগুনের তাবা উত্তপ্ত হয়, সে মনে করবে হয়তো সবচেয়ে বেশি আযাব আমার উপরই হচ্ছে অথচ তার উপর সবচেয়ে হালকা আযাব হবে। (মুসলিম ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫১৭)

নবী করীম হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সবচেয়ে হালকা আযাব যার উপর হবে, **আল্লাহ পাক** তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: “যদি সারা পৃথিবীর তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয় তুমি কি এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য সারা পৃথিবী তুমি দান করে দিবে? সে আরয করবে: হ্যাঁ। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: যখন তুমি আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পিঠে ছিলে আমি তোমাকে এরচেয়ে সহজ জিনিসের আদেশ করেছিলাম: কুফরী করিও না কিন্তু তুমি মান্য কর নাই।”

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩৩৪)

দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুন! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যেই ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে দোযখ দোয়া করে: হে **আল্লাহ্**! তাকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ রাখো।” (তিরমিযী ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৮১) আশ্রয় শব্দের স্থলে এই শব্দ ব্যবহার করা যায় যে: হে **আল্লাহ্**! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমীন!

গুনাগার হো মে লায়িক জাহান্নাম হো, করম চে বখশ দেয় মুঝকো না দেয় সাজা ইয়া রব!
বুরাইউ ফর ফাশিমা হো রহম ফরমা দেয়, হে তেরে কহর পে হাবি তেরি আতা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কারূনের সাথে হাশর

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন নামায নূর ও দলীল এবং মুক্তির মাধ্যম হবে আর যে তার হিফাযত করবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন না নুর হবে এবং না দলীল এবং না মুক্তির মাধ্যম। আর ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কারূন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে হবে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৭৮)

নামাযের দ্বারা কবর ও পুলসিরাত আলোকিত হবে

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ (হাদীসে পাকের এই অংশ: যে নামাযের হিফাযত করলো) এর প্রসঙ্গে বলেন: এভাবে সর্বদা নামায আদায় করা,শুদ্ধভাবে, মনযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে আদায় করা, এর অর্থ হলো, নামায কায়েম করা, যার নির্দেশ কুরআনে করীম বার বার দিয়েছে: اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ। (অর্থাৎ নামায কায়েম করো) এবং হাদীসে পাকের এই অংশের (নামায কিয়ামতের দিন নূর ও দলীল এবং মুক্তির মাধ্যম হবে) ব্যাপারে বলেন: কিয়ামতের মধ্যে কবরও অন্তর্ভুক্ত কেননা মৃত্যুও কিয়ামত। উদ্দেশ্য হলো, নামায কবর এবং পুলসিরাত আলোকিত করবে, যে সিজদার স্থান হতে নূর চমকাবে এবং নামায মু'মিন বরং আরিফ বিল্লাহ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** পরিচয় লাভকারী) হওয়ার দলীল হবে এমনকি নামাযের মাধ্যমে তার প্রত্যেকটা জায়গায় মুক্তি মিলবে, কেননা কিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন হবে নামাযের, যদি এতে বান্দা সফল হয়ে যায় তাহলে اِنۡ شَآءَ اللّٰه সামনেও সফল হবে। (মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ৩৬৭-৩৬৮ পৃষ্ঠা)

বে নামাযীর অমুসলিমদের সাথে হাশর হওয়ার ব্যাখ্যা

(মুফতি সাহেব আরও বলেন:) ওবাই ইবনে খালাফ ঐ মুশরিক, যাকে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদের ময়দানে নিজ হাত মোবারকে হত্যা করেছেন।

www.dawateislami.net

"মিরকাত" নামক কিতাবে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে, বেনামাযীদের হাশর (অর্থাৎ উঠানো) সেই কাফিরদের সাথে হবে এবং নামাযী মু'মিনদের হাশর (অর্থাৎ উঠানো) নবীগণের, সিদ্দিকগণের, শহীদদের এবং সালেহীনদের (অর্থাৎ নেককার বান্দাদের) সাথে হবে, এটার দ্বারা এটা আবশ্যক হবে না, বেনামাযী কাফির হয়ে যাবে এবং নামাযী نَعُوْذُ بِاللّٰه নবী হয়ে যাবে বরং বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন সেই কাফিরদের সাথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে যেমন কোন সম্মানীত ব্যক্তিকে লাঞ্চনা সহকারে উঠানো তার জন্য অপমান জনক।

(সামনে আরও বলেন:) মনে রাখবেন! যে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর (অর্থাৎ উঠানো) তার সাথে হবে যাকে সে দুনিয়াতে ভালবেসে ছিলো এবং যার মত সে কাজ করেছিলো, বেনামাযী যেহেতু কাফিরদের অনুস্মরণ করে সেহেতু তাদের হাশর (অর্থাৎ উঠানো) তাদের সাথে হবে, নামাযীরা যেহেতু নবীদের, সিদ্দিকদের অনুস্মরণ করে সেহেতু তাদের হাশর (উঠানো) তাদের সাথে হবে। এইজন্য বলা হয়, ভালোর অনুস্মরণও ভালো আর খারাপের অনুস্মরণও খারাপ।

(মিরাতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ৩৬৭-৩৬৮ পৃষ্ঠা)

কারুন ও অন্যান্যদের সাথে হাশর হওয়ার ব্যাখ্যা

কতিপয় ওলামায়ে কিরাম বলেন: যেই ব্যক্তি ধন সম্পত্তির ব্যস্ততার কারণে নামায ছেড়ে দেয় তাকে কিয়ামতের দিন কারূনের সাথে উঠানো হবে, যেই ব্যক্তি রাষ্টীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাজ ছেড়ে দেয় তাকে কিয়ামতের দিন ফিরআউনের সাথে উঠানো হবে, যে ব্যক্তি মন্ত্রীত্বের কারণে নামায ছেড়ে দেয় তাকে ফিরআউনের মন্ত্রী হামানের সাথে উঠানো হবে এবং যে ব্যক্তি ব্যবসার ব্যস্ততার কারণে নামায ছেড়ে দেয় কিয়ামতের দিন তাকে মক্কা শরীফের নিকৃষ্ট কাফির উবাই ইবনে খালাফের সাথে উঠানো হবে।" (কিতাবুল কাবাইর ২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

উবাই ইবনে খালফের শিক্ষনীয় (ঘটনা)

বর্ণিত আছে, উবাই বিন খালফ (বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়, মুক্তি পাওয়ার জন্য) যখন সে বন্দীর উদ্ধার মূল্য (অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে দিলো) তখন সে বলল: আমি আমার ঘোড়াকে রোজ বেশি করে খাবার দিবো এবং نَعُوْذُ بِاللهِ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শহীদ করার সময় সেই ঘোড়াটি ব্যবহার করবো, যখন হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে এই কথাটি বলা হলো তখন ইরশাদ করলেন: اِنْ شَآءَ الله আমি তাকে হত্যা করবো। অতঃপর উহুদ যুদ্ধের সময় উবাই ইবনে খালফ ধন সম্পদ এবং অস্ত্র-সস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে যখন তার পালনকৃত ঘোড়ার উপর আরোহন করে আর বলতে লাগলো: لَا نَجَوْتُ اِنْ نَجَا مُحَمَّدٌ অর্থাৎ: যদি মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বেঁচে যায় তাহলে আমি বাচঁবো না (যদি আমি তাকে শহীদ না করি তাহলে আমাকে হত্যা করবে) উহুদের ময়দানে তুমূল যুদ্ধ চলছিলো আর সে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে তার ঘোড়াটি দৌড়ালো, তার প্রস্তুতি দেখে সাহাবায়ে কিরাম তাকে আটকাতে চাইলেন কিন্তু রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার রাস্তা ছেড়ে দাও অতঃপর তার শরীরের উপর বল্লম গিয়ে পড়লো আর উবাই বিন খালফ আঘাত পেয়ে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গেলো এবং মক্কা শরীফ পর্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় পৌছতে পারেনি, রাস্তায় মারা গেলো। উবাই বিন খালফ যখন আঘাত পেয়ে পড়ে গেলো তখন তার সঙ্গীরা কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করলে তখন সে বলদের ন্যায় চিৎকার করতে লাগলো, তারা বলল: কেন এইভাবে চিৎকার করতেছ? তোমার উপরতো সামান্য এক নখের আচঁড় পড়েছে! তারা তাকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই বাণীটি শুনালো যে (তিনি বলেছেন) আমি উবাইকে হত্যা করবো! অতঃপর সে বলল: তার শপথ যার আওতায় আমার প্রাণ! যে কষ্ট আমার উপর অতিবাহিত হচ্ছে যদি এই কষ্ট اهلِ ذُو الْمَجَازِ ("যুল মাজায" আরবের এক বাজারের নাম) এর উপর হতো তাহলে তারা সকলেই মারা যেতো। অতঃপর সে মক্কা শরীফ পৌছার পূর্বে রাস্তায় মারা গেলো। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চিন্তার বিষয়

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তার বিষয় হলো, এক অমুসলিম ও দুশমনে রাসূলের, রাসূলের বাণীর উপর এমন বিশ্বাস ছিলো যে, যখন সে রাসূলে পাকের এই বাণী শুনলো "اِنۡ شَآءَ الله আমি তাকে হত্যা করবো" তখন সে নিজের জীবনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে কিন্তু আমরা গোলামে রাসূলের বিস্ময়কর অবস্থা হলো, ইশকে রাসূলে পরিপূর্ণ, অনুসরনকারীর দাবিদার এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক বাণীর উপর সত্যমনে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও নাফরমানীর ব্যাপারে তার বর্ণনাকৃত শাস্তির ব্যাপারে অলসতার শিকার হয়েছি।

কাফন চোরের আত্মকাহিনী (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হাত মোবারকে এমন এক কাফন চোর তাওবা করল যে অসংখ্য কাফন চুরি করেছে। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করাতে সে তিনটি কবরের কাফন চুরির ঘটনা খুলে বলল। অতএব সে বলল:

আগুনের শিকল:

একবার আমি একটি কবর খনন করলাম সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য ছিলো! কি দেখলাম, মৃতের চেহারা কালো হয়ে গেলো, হাত ও পায়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আর মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি তার থেকে এমন দূর্গন্ধ আসছিলো যে মস্তিস্ক ফেটে যাচ্ছিলো। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আমি পালিয়ে যেতে চাইছিলাম মৃত ব্যক্তিটি বলে উঠল: কেন পালিয়ে যাচ্ছ? আহ, শুনো কোন গুনাহের কারণে আমার আযাব হচ্ছে! আমি মৃতের চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সকল সাহস একত্রিত করে কবরের পাশে গেলাম যখন অন্ধকার সরিয়ে দেখলাম তখন আযাবের ফেরেশতারা তার ঘাড়ে আগুনের শিকল বেঁধে বসেছিলো। আমি মৃতকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? সে উত্তর দিলো: "আমি মুসলমানের ছেলে

www.dawateislami.net

মুসলমান কিন্তু আফসোস! আমি মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী ছিলাম আর ঐ মাতাল অবস্থায় মারা গিয়েছি এবং আযাবে গ্রেফতার হয়েছি।" নিজের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় সেই কাফন চোর আরও বলল:

কালো মৃত ব্যক্তি

অন্য এক সময়ে যখন আমি কাফন চুরি করার জন্য কবর খনন করলাম তখন এক কালো মৃত ব্যক্তি ব্যক্তি বলে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো! তার চতুর্পাশে আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছিল, ফেরেশতারা তার গলায় শিকল বেঁধে দিয়েছিলো। সেই ব্যক্তি আমাকে দেখতেই বলল: ভাই! আমি অনেক পিপাসার্ত আমাকে একটু পানি পান করাও।"ফেরেশতারা আমাকে বলল: সাবধান! এই বেনামাযীকে পানি দিওনা। অতঃপর আমি সেই মৃতকে সাহস করে বললাম: তুমি কে আর তোমার অপরাধ কি ছিলো? সে উত্তর দিলো: আমি মুসলমান ছিলাম কিন্তু আফসোস! আমি **আল্লাহ পাকের** অনেক নাফরমানী করেছি এবং আমার মত অনেক গুনাহগার আযাবে গ্রেফতার হয়েছে।" সেই কাফন চোর আরও বলে:

কবরে বাগান

এইভাবে আমি একদা কবর খনন করি তখন ভিতরে খুবই প্রশস্থ ছিলো এবং একটি অত্যন্ত সুন্দর বাগান দেখলাম যেখানে ঝর্না ছিলো, একজন সুন্দর যুবক সেই বাগানে উৎফুল্ল মনে শুয়েছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার কোন আমলের কারণে এই নিয়ামত নসীব হয়েছে? সে বলল: আমি এক ওয়েজিন (অর্থাৎ যিনি ওয়াজ করেন) থেকে শুনেছিলাম যে ব্যক্তি আশুরার দিনে ছয় রাকাত নফল নামায পড়ে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেন। এজন্য আমি প্রতি বছর আশুরার দিনে ছয় রাকাত নফল নামায পড়তাম[১]। (রাহাতুল কুলুব ২০ পৃষ্ঠা)

---

১. ওয়েজিনের কথার উপর ভালো ধারণা করে যুবক আশুরার দিনে নফলের বিনিময় পেয়েছে। না হয় হাদীসের কিতাবসমূহে আশুরার দিনের ছয় নফলের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

www.dawateislami.net

যাকে দাফন করা হয়নি তার উপরও কি আযাব হবে?

হে **আল্লাহ** পাককে ভয়কারীরা! শুনেছেন আপনারা! বেনামাযী, মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী এবং **আল্লাহ পাকের** নাফরমানী কারীরা কি রকম ভয়ংকার আযাবে সম্মুখীন হতে হয়েছে। মনে রাখবেন! কবরের আযাব সত্য, "হাদিকাতুন নাদিয়া" নামক কিতাবে রয়েছে: কবরের আযাব মূলত পরকালের আযাবকেই বলা হয়। একে কবরের আযাব এইজন্যও বলা হয় যে সাধারণত মানুষকে কবরেই দাফন হয়ে থাকে, না হয় অনেক ব্যক্তি জ্বলে যায়, ডুবে যায়, হিংস্র প্রাণী ছিড়ে খেয়ে ফেলে, খিট পতঙ্গে খেয়ে নেয়, অথবা তার ছাই করে বাতাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রত্যেক অবস্থায় তার সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ধারাবাহিকতা অটুট থাকবে।

(আল হাদিকাতুন নাদিয়া ১ম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)

মুসলামানদের আযাব দেখানোর কারণ

বরযখ শব্দের অর্থ হলো আড়াল বা পর্দা এবং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতে উঠা পর্যন্ত মধ্যকার সময়কে বরযখ বলে। বরযখ এর কার্যাদি জীবিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিগোচর হয়না, অবশ্যই কখনো কখনো **আল্লাহ পাক** আপন বান্দাদেরকে উৎসাহ (অর্থাৎ নেক কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য) বা ভয় (অর্থাৎ গুনাহের শাস্তি সমূহকে ভয় করার জন্য) দেখিয়ে থাকেন! প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ কে প্রশ্ন করা হলো: অমুসলিমরা মরে যায়, তাদের আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু কোন কোন সময় গুনাহগার মুসলমানদের আযাব স্বপ্নে দেখা যায় এর কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন: অমুসলিমদের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই কিন্তু মুসলমানদের এই অবস্থা এই কারণেই দেখা যায় যাতে সে শিক্ষাগ্রহণ করে এবং গুনাহের ব্যাপারে ভয়হীন না হয়। (শরহুস সূদুর ১৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কবরের আযাব কোরআন থেকে প্রমাণিত

কবরের আযাব সত্য হওয়াটা কোরআনে করীম থেকে প্রমাণিত। কেননা কোরআনে পাকের ২৯ পারার সূরা নূহ এর ২৫ নং আয়াতে হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর নাফরমান গোত্র তুফানে ধ্বংস হওয়ার পর কবরের আযাবের সম্মুখীন হওয়াটা এইভাবে বর্ণনা করেন:

مِمَّا خَطِيٓـٰٔتِهِمۡ اُغۡرِقُوۡا فَاُدۡخِلُوۡا نَارًا ۬ۙ

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: তাদেরকে তাদের কেমন পাপের কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে।

এই আয়াতে মোবারকার এই অংশে "অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে" এর ব্যাখ্যায় লিখেন: هِيَ نَارُ الۡبَرۡزَخِ وَالۡمُرَادُ عَذَابُ الۡقَبۡرِ অর্থাৎ আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরকালের আগুন এবং উদ্দেশ্য কবরের আযাবের। (রুহুল মায়ানী ২৯ অংশ, ১২৫ পৃষ্ঠা)

কবরের আযাব সম্পর্কে ২৪ পারার সূরা মু'মিন এর ৪৬ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلنَّارُ يُعۡرَضُوۡنَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَيَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ ۟ اَدۡخِلُوۡۤا اٰلَ فِرۡعَوۡنَ اَشَدَّ الۡعَذَابِ ﴿۴۶﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: আগুন, যার উপর তাদের সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন নির্দেশ দেওয়া হবে ফিরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিনতর শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।

এই আয়াতে ব্যাখ্যামূলক ভাবে কবরের আযাবের বর্ণনা করা হয়েছে: اَشَدَّ الۡعَذَابِ দ্বারা জাহান্নামের আযাব উদ্দেশ্য যেটা কিয়ামতের দিন হবে এর আগে যা আযাব সেই আযাবই হলো কবরের আযাব।

(নুযহাতুল ক্বারী ২য় খন্ড, ৮৬২ পৃষ্ঠা, উমদাতুল ক্বারী ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তেরে হাবীব কা দেতাহো ওয়াসেতা ইয়া রব! আযাবে কবর ও জাহান্নাম সে তু বাচা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচটি কবরের (ঘটনা)

খলিফা আব্দুল মালিকের কাছে একবার এক ব্যক্তি ভয়ে আতংকিত হয়ে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগলো: হুযুর! আমি বড়ই গুনাহগার এবং জানতে চাই, আমার জন্য কি ক্ষমা আছে নাকি নেই? খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি যমিন ও আসমান থেকে বড়? উত্তর দিলো: বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি লাওহ কলম থেকে বড়? সে বলল: বড়। প্রশ্ন করলেন: তোমার গুনাহ কি আরশ কুরসি থেকে বড়? উত্তর দিলো: বড়। খলিফা বললেন: ভাই! অবশ্যই তোমার গুনাহ **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে তো আর বড় হতে পারবে না। এটা শুনার পর তার বক্ষে আঘাত লাগে এবং তার চোখে বন্যা বইতে থাকে এবং সে কান্না শুরু করে দিলো! খলিফা বলল: ভাই! অবশেষে বুঝতে তো পারলে তোমার গুনাহ কি? এবার সে বলল: হুযুর! আমার আপনাকে বলতে সীমাহীন লজ্জা হচ্ছে, আরয করছি, হয়তো আমার তাওবার কোন মাধ্যম বেরিয়ে আসবে। এটা বলে সে নিজের ভয়ানক ঘটনা শুরু করল। বলতে লাগল: হুযুর! আমি এক কাফন চোর, আজ রাত আমি পাচঁটি কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং তাওবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মদ্যপায়ীর পরিণাম

কাফন চুরির উদ্দেশ্যে যখন আমি প্রথমে কবর খনন করলাম তখন মৃতের চেহারা কেবলার দিক হতে ফেরানো ছিলো। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে চাইলে অদৃশ্য এক আওয়াজ আমাকে চমকিয়ে দিলো। কেউ বলছিলো: "তুমি এই মৃতের আযাবের কারণ জিজ্ঞাসা করে নাও।" আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: আমার সাহস হচ্ছে না, তুমিই বলে দাও! আওয়াজ আসলো: এই ব্যক্তি মদ্যপায়ী ও ব্যাভিচারী ছিলো।

www.dawateislami.net

শিকল বদ্ধ মুরগী

দ্বিতীয় কবর খনন করলে আমার চোখের সামনে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ছিলো। কি দেখলাম: আমি মুর্দার চেহারা শুকরের মত হয়ে গেলো এবং গলায় শিকলবদ্ধ ছিলো। অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসলো: এ মিথ্যা শপথ করতো এবং হারাম খেতো।

আগুনের কয়লা

তৃতীয় কবর যখন খনন করলাম সেখানেও এক ভয়ংকর দৃশ্য ছিলো। মৃতের জিহব্বা মাথার পিছনের দিকে বের হওয়া অবস্থায় ছিলো এবং তার শরীরে আগুনের পেরেক ঢুকানো ছিলো। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: এ গীবত করতো, চোগলখোরী করতো আর লোকদের মাঝে সাথে ঝগড়া লাগিয়ে দিতো।

আগুনে আবৃত হওয়া

চতুর্থ কবর যখন খনন করলাম তখন আমার চোখের সামনে এক অত্যন্ত ভয়ংকর দৃশ্য ছিলো! মৃত ব্যক্তি আগুনের মধ্যে উলুট পালুট হচ্ছিল এবং ফেরেশতারা তাকে আগুনের হাতুড়ি দ্বারা মারতেছিলো। আমি ভীত হয়ে একদম পালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমার কানে একটি অদৃশ্য আওয়াজের প্রতিধ্বনি আসছিলো যে এ দূর্ভাগা নামায ও রমযানের রোযায় অলসতা করতো।

যৌবনে তাওবা করার প্রতিদান

পঞ্চম কবর যখন খনন করলাম তখন তার অবস্থা পূর্বের চার কবর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো। কবরে যতদূর দৃষ্টি যায় ততটুক প্রশস্ত ছিলো, ভিতরে একটা সিংহাসনে খুব সুন্দর এক যুবক বসা ছিলো। অদৃশ্য আওয়াজে বলল: এই যুবক যৌবনে তাওবা করে নিয়েছিলো আর নামায এবং রোযায় খুব যত্নশীল ছিলো।

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েজিন ৬১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হে আশিকানে রাসূল! উল্লেখিত ঘটনাগুলো পড়ুন এবং **আল্লাহ**র ভয়ে কম্পিত হোন! **আল্লাহ পাক** কখনো কখনো কবরের দৃশ্য অর্থাৎ বরযখের অবস্থা এইজন্য দেখিয়ে থাকেন যাতে মানুষ তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গুনাহ থেকে বাঁচার সামগ্রী জোগার করে এবং সৎ পথ অবলম্বন করে।

নামাযী না ছোঁড়ো! গুনাহো কো ছোঁড়ো! কভি ইয়াদ হক ছে না মুহ আপনা মুড়ো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিনেমায় আসক্ত ব্যক্তি কিভাবে কোরআনের হাফেজ হলো

দুনিয়া থেকে ঈমানের নিরাপত্তা নিয়ে যাওয়ার চিন্তা বানানোর, কবরের আযাব থেকে বাঁচার আমল বাড়ানোর এবং কবর ও আখিরাতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। মাদানী বাহার: লাহোরের এক ইসলামী ভাই সিনেমা নাটক দেখার প্রতি সীমাহীন আসক্ত ছিলো, যেদিন টিভিতে সিনেমা দেখানো হতো, সকল পরিবার ঘুমিয়ে যেতো কিন্তু তার ঘুম আসতো না, সম্পূর্ণ সিনেমা দেখার পর নিশ্বাস নিতো, সে সিনেমায় কাজ করার স্বপ্নও দেখতো। তার নিকটবর্তী মসজিদে এক ইসলামী “ফয়যানে সুন্নাত” থেকে দরস দিতো। সে যখন মসজিদে যেতো তার দরস অবশ্যই শুনতো। তার মুবাল্লিগে দা’ওয়াতে ইসলামীর সাথে সাক্ষাতের ভালবাসা ও আন্তরিকতার ধরণটা অনেক ভালো লাগতো। সে তাদেরকে অন্তর থেকে আদব করতো কিন্তু খুবই কম সময় তাদের নিকট বসতো। এইভাবে অলসতায় সময় অতিবাহিত করতে লাগল। তার এলাকার এক ইসলামী ভাই দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসা “মাদরাসাতুল মদীনায়” কোরআনে পাক মুখস্থ করতো। তাকে দেখে তার অন্তরও কোরআনে করীম মুখস্থ করার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। অবশেষে এক দিন পরিবার থেকে অনুমতি নিয়ে সে “মাদরাসাতুল মদীনায়” ভর্তি হলো। কোরআনে কারীমের বরকতে তার অন্তরের

www.dawateislami.net

মরিচা দূর হতে লাগল, সিনেমা নাটক এবং অন্যান্য গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হলো এবং কোরআনে পাকের ভালবাসা তার অন্তরে বসে গেলো। আপন উস্তাদ ক্বারী সাহেবের আন্তরিকতায় এবং একক প্রচেষ্টার বরকতে সেও তার মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলো, সুন্নাতে ভরা পোশাক পরিধান করে নিলো এবং মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে খুবই তাড়াতাড়ি কোরআনে পাক মুখস্থ করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাজ করতে করতে যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরানও হয়ে গেলো।

একিনান মুকাদ্দার কা উহ হে সিকান্দার,
জিসসে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

আত্তারের দোয়া:

হে আমাদের প্রিয় প্রতিপালক! আমাদেরকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করো আর যেসব মুসলমানদের কাযা নামায বাকী রয়েছে তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি আদায় করার সামর্থ্য দান করো এবং দেরীতে পড়ার গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য দান করো আর তাদের তাওবা কবুল করো এবং আমাদের উপর সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমাদের এবং আমাদের পিতা মাতা ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আশিকানে নামাযের ৮৬টি ঘটনাবলী

হে আমার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "আশিকানে নামাযের ৮৬টি ঘটনাবলী" অংশ সম্পূর্ণ পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে আশিকানে নামাযের বরকত দ্বারা উভয় জগতে সমৃদ্ধি দান করো এবং মৃত্যু শয্যায় ও কবর এবং হাশরের প্রতিটি জায়গায় শান্তি ও নিরাপত্তা দান করো। **আমিন**

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক যুবক কা'বা শরীফের তাওয়াফ করার সময় শুধু দরূদ শরীফই পড়ছিলো, কেউ তাকে বললো: তুমি আর কোন তাওয়াফের দোয়া কি জানো না, নাকি অন্য কোন বিষয় রয়েছে? সে বললো: দোয়া তো জানি কিন্তু কথা হলো যে, আমি এবং আমার পিতা উভয় হজ্বের জন্য বের হয়েছিলাম, পথিমধ্যে আমার পিতা অসুস্থ হয়ে রাস্তায় মৃত্যু বরণ করলো, তার চেহারা কালো হয়ে গেয়েছিলো, চোখ উল্টে গিয়েছিলো আর পেট ফুলে গিয়েছিলো! আমি অনেক কান্না করেছি: এবং বলেছি : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ যখন রাতে অন্ধকার ছেয়ে যায় তখন আমার চোখে ঘুম নেমে আসলো, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন আমি স্বপ্নে সাদা পোশাক পরিহিত এক সুবাসিত অপূর্ব ও সুন্দর বুযুর্গের যিয়ারত করলাম। **তিনি** আমার মরহুম পিতার লাশের নিকট তাশরীফ এনে আপন নূরানী হাত তার চেহারা এবং পেটের উপর বুলিয়ে দিলেন, দেখতে দেখতে আমার মরহুম পিতার চেহারা দুধের চেয়ে বেশি

www.dawateislami.net

সাদা এবং আলোক উজ্জ্বল হয়ে গেলো আর পেটও পূর্বের আকৃতিতে ফিরে এলো। যখন ঐ বুযুর্গ ফিরে যেতে লাগলো তখন আমি তার পবিত্র আঁচল আঁকড়ে ধরলাম এবং আরয করলাম: ইয়া সায়্যিদী! (অর্থাৎ হে আমার সর্দার!) আপনাকে ঐ স্বত্বা শপথ, **যিনি** আপনাকে এ জঙ্গলে আমার মরহুম পিতার জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আপনি কে? বললেন: আমাকে চিনো না? আমি তো **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তোমার পিতা অনেক গুনাহগার ছিলো কিন্তু আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাফ করতো, যখন তার এই বিপদ আসলো তখন সে আমাকে ফরিয়াদ করলো, অতএব আমি তার ফরিয়াদ কবুল করলাম এবং আমি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ফরিয়াদ কবুল করে থাকি যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ প্রেরণ করে। (রওযুর রায়াহিন, ১২৫ পৃষ্ঠা)

ফরিয়াদ উম্মতি জো করে হালে যার মে,
মুমকিন নেহি কে খয়রে বশর কো খবর না হো। (হাদায়িকে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিয়ের প্রথম দিনও ফজরের জামাআতে উপস্থিত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা হারিস বিন হাচ্ছান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিয়ের রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যখন ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার জন্য মসজিদে তাশরীফ নিলে গেলেন, তখন তাঁর নিকট আরয করা হলো: " اَتَخْرُجُ وَاِنَّمَا بَنَيْتَ بِاَهْلِكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ؟ অর্থাৎ আপনি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার জন্য এসেছেন, অথচ গতরাতে আপনি কেবল দাম্পত্য জীবন শুরু করেছেন।" বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! যদি কোন মহিলা আমাকে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করা থেকে বাঁধা দেয় তবে সে অবশ্যই অসৎ মহিলাই হবে। (মু'জামুল কাবীর ৩য় খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসাররাত)

অন্ধকার কবরে তোমাদেরকেও একদিন শায়িত হতে হবে

এ ঘটনায় ঐ সকল বরের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা নামাযী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের প্রথম রাত অতিবাহিত করার পর মসজিদের নিকটে থেকেও ফজরের নামায ঘরে আদায় করে বা مَعَاذَ الله কাযা করে দেয়। তওবা! তওবা!! সাবধান! দুনিয়ার খুশি সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী (Temporary) বা ধ্বংসশীল। প্রকৃত বিবাহের রাত সেটাই যখন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির সুসংবাদ পেয়ে ঈমান সাথে নিয়ে কবরে আরামে শয়ন করা নসীব হবে। সাবধান! যে কোন আনন্দের সময় ঐ মৃত্যুকে কখনো ভুলো না, যা কখনো একেক জন বর বা কনেকে আলোক সজ্জিত বিবাহের কক্ষ থেকে বের করে অন্ধকার কবরে শয়ন করিয়ে দেয়!

মওত ইয়ে কেহনে লাগী দোলহা দোলহান ছে ওয়াকত্ব আইশ,
হে আন্ধেরী কবর মে তুম কো বি শুওনা এক দিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) পরে ইন্তিকালকারী জান্নাতে প্রথমেই প্রবেশ করেছে

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; কবিলায়ে বালিয়্যা এর দুই ভাই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এক সাথে ঈমান আনয়ন করলো। তাদের মধ্যে এক ভাই অন্য ভাই থেকে বেশি ইবাদত করতো। ইবাদতকারী ভাই জিহাদ করে শহীদ হলো এবং দ্বিতীয় ভাই এরপর এক বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলো অতঃপর তারও ইন্তিকাল হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, জান্নাতের দরজায় আমি তাদের উভয়ের সাথে দাঁড়ালাম, একজন আগমনকারী জান্নাত থেকে বের হলো এবং তিনি পরে ইন্তিকালকারী ভাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন, অতঃপর দ্বিতীয়বার বের হয়ে শহীদ ভাইকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর আমার দিকে মনযোগ দিয়ে বললেন: তুমি ফিরে যাও, এখনো তোমার সময় আসেনি। যখন

www.dawateislami.net

সকাল হলো এবং আমি এই স্বপ্নের কথা লোকদের নিকট বর্ণনা করলাম তখন লোকেরা এতে খুবই আশ্চর্য হলো, যখন একথা **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছলো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা কোন কথায় আশ্চর্য হয়েছো? লোকেরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রথম ভাই অধিক ইবাদত করতো অতঃপর সে শহীদ হয়ে গেলো কিন্তু পরবর্তীতে ইন্তিকালকারী ভাই প্রথমে ইন্তিকালকারী ভাইয়ের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করলো! তখন ইরশাদ করলেন: সে কি শহীদ (ভাই) এর ইন্তিকালের পর রমযানের রোযা রাখতো না? বছরে এত এত নামায আদায় করতো না? লোকজন আরয করলো: জ্বি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: তো তাঁদের উভয়ের মাঝে আসমান ও জমিনের পার্থক্য অধিক হবে না কেন? (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৯২৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! এ ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, নেকীতে ভরা দীর্ঘ জীবন উত্তম হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন ব্যক্তি উত্তম? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যার বয়স দীর্ঘ হয় আর কর্ম ভাল হয়। আরয করা হলো: কোন ব্যক্তি মন্দ? ইরশাদ করলেন: যার বয়স দীর্ঘ হবে আর কর্ম মন্দ হবে।”

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৩৭)

দেয় শওকে তিলাওয়াত, দেয় যওকে ইবাদত,
রহো বা ওযু মে, সদা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) মৌমাছির ন্যায় গুনগুন আওয়াজ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন লোকেরা ঘুমানোর পর উঠে ইবাদত করতেন, তখন তাঁর থেকে সকাল পর্যন্ত মৌমাছির ন্যায় গুনগুন শব্দ শুনা যেতো। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মিনায় এক অলী আরেক অলীকে ফেললেন

হে আশিকানে সাহাবী ও আউলিয়া! মৌমাছির আওয়াজ সম্পর্কে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথে সংঘটিত হওয়া একটি ঘটনা তাঁরই মুখ থেকে শুনি: যেমনটি তিনি বলেন: প্রথমবার হাজিরীর সময় (অর্থাৎ প্রথম হজ্বের সফর) আমি মিনা শরীফের মসজিদে মাগরিবের সময় উপস্থিত ছিলাম, যখন লোকজন মসজিদ থেকে চলে গেলো তখন মসজিদেরভেতরের অংশে এক সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখলাম যে, কিবলার দিকে মুখ করে অযিফা পাঠে লিপ্ত রয়েছে। আমি মসজিদের বারান্দায় দরজার নিকটে ছিলাম এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি মসজিদে ছিলো না। হঠাৎ মসজিদের ভেতরে গুনগুন শব্দ শুনা গেলো, যেভাবে মৌমাছি আওয়াজ করে। সাথে সাথে আমার এই হাদীসটা মনে পড়লো: **আল্লাহ** ওয়ালাদের অন্তর থেকে এরূপ আওয়াজ বের হয়, যেভাবে মৌমাছি আওয়াজ করে থাকে। আমি অযিফা ছেড়ে তঁর দিকে চললাম, তাঁকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করাবো বলে, আমি কখনো কোন বুযুর্গের নিকট اَلْحَمْدُ لله দুনিয়াবী প্রয়োজন নিয়ে যায়নি, যখন গেলাম এটা মনে করে যে, তাঁর দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করাবো। অবশেষে মাত্র দু'কদম তাঁর দিকে গেলাম, সে বুযুর্গ আমার দিকে মুখ করে আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে তিন বার বললেন: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِيْ هٰذَا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِيْ هٰذَا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِيْ هٰذَا۔ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

করে দাও, হে **আল্লাহ**! আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও, হে **আল্লাহ**! আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও) আমি বুঝে গেলাম যেনো তিনি বললেন: আমি তোমার কাজ করে দিয়েছি এখন তুমি আমার কাজে ব্যাঘাত করো না।" আমি এই ভাবে ফিরে আসলাম। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৪৯৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাগফিরাতের দোয়ার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! এ ঘটনা থেকে এটাও শিক্ষা পেলাম যে, দুনিয়াবী উপকার লাভের পরিবর্তে আখিরাতের সুখ এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা অধিকহারে কামনা করা উচিত। যখন কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন হয় তখন যথাসম্ভব তাঁর দ্বারা ঈমানের সহিত মৃত্যু এবং মাগফিরাতের দোয়ার অনুরোধ করা উচিত। আর নিজেও আপন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা উচিত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই গুনাহগার কিন্তু যাকে আমি বাঁচাবো, সে বাঁচবে, সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিবো এবং তোমাদের মধ্যে যে নিশ্চিত করে নিল যে, আমি ক্ষমা করে দেয়ার উপর ক্ষমতাবান তবে আমার নিকট আমার কুদরতের ওসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করো তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪২৫) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিলো, **আল্লাহ পাক** তার প্রত্যেক চিন্তা দূর করে দিবেন এবং প্রত্যেক অভাব থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন এবং তাকে এরূপ স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যেখান থেকে তার ধারণাও হবে না।"

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৮২৯) (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হো না আতা হাশর মে রুসওয়া, বে হিসাব উসকি মাগফিরাত ফরমা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) কারামাত সম্পন্ন আরবী ব্যক্তি

"**তাফসীরে কাবীর**" এর মধ্যে রয়েছে: এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এক আরবীকে মসজিদের দরজার দিকে আসতে দেখলাম, সে উটনী থেকে নেমে সেখানে উটনিকে রেখে মসজিদে প্রবেশ করে শান্ত ও বিনয়ে সহকারে নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলো, অতঃপর দোয়া করতে লাগলো, যখন সে বাইরে বের হলো তখন উটনী না পেয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতে লাগলো: হে **আল্লাহ!** আমি তোমার আমানত আদায় করে দিলাম! আমার আমানত কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন: আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি উটনীর নিয়ে আসলো এবং তাকে উটনী সমর্পন করে দিলো। (তাফসীরে কাবীর, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে নামায! এটা আরবী কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, সুতরাং এভাবে প্রত্যেকের করার অনুমতি নেই, নিজের জিনিসপত্র নিজেকেই সংরক্ষণ করতে হবে, যেমনিভাবে সে আরবী তাঁর উটকে খোলা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করলাম। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ "তাকে বেঁধে রাখো অতঃপর ভরসা করো।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৭৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) ... তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু বাহরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি (সিরিয়ায়) হিমসের মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বলতে শুনেছি: যার এটা পছন্দ যে,

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় তার কোন ভয় থাকবে না, তবে তার উচিত যখন আযান দেয়া হবে তখন নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে যাওয়া, কেননা জামাআতে নামায আদায় করা হেদায়াত প্রাপ্তদের সুন্নাত এবং এটা সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের জন্য অব্যাহত রেখেছেন এবং কোন ব্যক্তি যেনো এরূপ না বলে, আমার ঘরে যান নামাযের জায়গা রয়েছে, আমি তো ঘরেই নামায আদায় করে নিবো। যদি তোমরা এরূপ করো তবে আপন **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বর্জনকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং যদি তুমি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বর্জন করো তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ১ম খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

হেদায়ত প্রাপ্তদের সুন্নাত কাকে বলে?

হে আশিকানে রাসূল! শরয়ী অনুমতি ব্যতিত ফরয নামাযের জামাআত কখনো বর্জন করা উচিত নয়, **আল্লাহ** না করুক যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তবে তার কোন আশ্রয়দাতা থাকবে না! বর্ণনাকৃত ঘটনায় হেদায়াত প্রাপ্তদের সুন্নাত বর্ণিত রয়েছে, সে সম্পর্কে মিরাতের ব্যাখ্যায় রয়েছে: যে কাজ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অভ্যাসগত ভাবে করেছে তা সুন্নাতে যায়েদা যেমন; চুল আঁচড়ানো, তৃপ্তিসহকারে কদু শরীফ আহার করা, আর যে কাজ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইবাদত হিসাবে করছেন তা হেদায়াত প্রাপ্তদের সুন্নাত, হেদায়াত প্রাপ্তদের সুন্নাত দুই প্রকার: মুয়াক্কাদা এবং গায়রে মুয়াক্কাদা। যে কাজ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা করছেন তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর যদি সেই কাজের আদেশ দেন তবে তা ওয়াজিব আর যে কাজ কখনো কখনো করেছেন তা গায়রে মুয়াক্কাদা, সুতরাং জামাআতে নামায আদায় এবং মসজিদে উপস্থিত হওয়া উভয়টি ওয়াজিব। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা) এখানে জ্ঞান অনুযায়ী আরও বিস্তারিত রয়েছে।

www.dawateislami.net

(৭) জামাআতের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে শাহাব জুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه একবার এরূপ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়লেন যিনি ভুল করছিলেন। তিনি বললেন: যদি জামাআতের সহিত নামায আদায় করাটা একাকী নামায আদায় করার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ না হতো, তবে আমি এই ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় করতাম না।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২য় খন্ড, ৫১৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে নামায! এ ঘটনা থেকে অনেক বড় আলিমে দ্বীন ইমাম জুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জামাআতে নামায আদায় করার ভালবাসা সম্পর্কে জানা গেলো যে, ইমামের ভুল হওয়ার সত্ত্বেও জামাআত বর্জন করেননি। এখানে ভুল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কতিপয় ছোট ছোট ভুল, যার কারণে তার পেছনে নামায পড়া জায়িয। অন্যথায় বড় ভুলসমূহ যেমন; আক্বিদা ভ্রান্ত হলে বা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে এমন ভুল হওয়া যার দ্বারা তার পেছনে নামায আদায় করা নাজায়িয হয়, তবে ইমাম জুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার পেছনে কখনো নামায আদায় করতেন না। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও জামাআত সহকারে নামায আদায় করার সামর্থ্য দান করুক। আমিন।

নামাযে জামাআত সে পড়তে রাহে হাম, ইয়ো সুয়ে জিনা কাশ! বাড়তে রাহে হাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) নামাযের কারণে সফর থামিয়ে দিল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযিম খুনাসিরি আসাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতের সময় জুমার দিন দামেশক এসেছি, লোকেরা তখন জুমার নামাযের জন্য যাচ্ছিলো, আমি চিন্তা করলাম যদি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সফর করতে থাকি তাহলে নামায ছুটে যাবে, অতএব আমি প্রথমে নামায আদায় করে নিবো, এটা ভেবে আমি নামাযের জন্য

www.dawateislami.net

চললাম এবং মসজিদের দরজার নিকট এসে আমার উটকে বসালাম আর সেটা বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলাম। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

সফরের কারণে নামায কাযা হতে দিও না

سُبْحٰنَ الله! অনুসরনীয় আমল, আমাদেরও প্রয়োজনে সফর মুলতবি করে নামায আদায় করার পরই আবার সফর শুরু করা উচিত। নামায কোন অবস্থাতেই কাযা হতে দেয়া উচিত নয় এবং জামাআতের ব্যাপারেও এই চেষ্টা করবে যেনো ছুটে না যায়। ইসলামী বোনেরা এ ব্যাপারে একটু বেশি অলসতা করে, তাদেরও এরূপ কৌশলী হওয়া আবশ্যক যেনো নামায কাযা না হয়।

না ছুড়ো ! না ছুড়ো ! নামাযে না ছুড়ো!
কবিহ ইয়াদ হক্ক ছে না মুহঁ আপনা মুড়ো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) তীব্র রোদে মাথার উপর মেঘ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান মুকতিবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার মক্কা শরীফের দিকে যাওয়ার সময় আমি হযরত সায়্যিদুনা কুরযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সফর সঙ্গী ছিলাম। তার একটা অভ্যাস ছিলো যে, কাফেলা যখন কোন স্থানে তাঁবু স্থাপন করতো তখন নিজের অতিরিক্ত কাপড় খুলে উটের কুঁজে (অর্থাৎ উটের হাওদা, যেখানে দুজন ব্যক্তি বসে) রেখে দিতেন এবং নামাযের জন্য পৃথক জায়গায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। যখন উটের আওয়াজ শুনতেন তখন পূনরায় এসে যেতেন। একদিন তিনি আসতে দেরী হয়ে গেলো কাফেলার লোকজন তাঁর খুঁজে বের হয়ে গেলো। আমি তার মধ্যে ছিলাম। আমি দেখলাম যে তিনি তীব্র রোদে উপত্যকার মাঝখানে খোলা মাঠে নামায পড়ছিলেন আর মেঘ তার মাথার উপর ছায়া দিচ্ছিলো। নামায থেকে অবসর হয়ে যখন তিনি আমাকে দেখলেন তখন নিকটে

www.dawateislami.net

এসে বলতে লাগলেন: আবু সুলাইমান! তোমার সাথে একটা কাজ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম? আবু আব্দুলাহ! কি কাজ? বললেন: আমি চাই যে, তুমি এখানে যা কিছু দেখেছো তা গোপন রাখবে। আমি বললাম: আপনার একথা গোপন থাকবে। তিনি বললেন: ওয়াদা করো! আমি শপথ করে বললাম: আপনার জীবদ্দশায় আমি একথা কাউকে বলবো না। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫ম খন্ড, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

(১০) থুথু মুবারকের দ্বারা শিফা নসীব হলো

হে আশিকানে নামায! আপনারা শুনলেন তো! সায়্যিদুনা কুরযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামাযের অবস্থা, মারহাবা! তাঁর আরেকটা কারামত শ্রবণ করুন এবং ঈমান তাজা করুন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন গাযওয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শুবরূমাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "বারসাম" (অর্থাৎ বুকের ব্যাথা বা পিত্ত থলিতে পানি জমে যাওয়ার রোগ) এর মধ্যে পতিত ছিলেন, হযরতে সায়্যিদুনা কুরযা বিন ওবারাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার চিকিৎসা করতে আসেন। তিনি তার কানে আপন থুথু মুবারক নিক্ষেপ করলেন (সেটার বরকতে) তার রোগ সেরে যেতে লাগলো। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ الله! তাঁর থুথুর এমন শান হলে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কি অবস্থা হবে!

আওলিয়ায়ে কারাম কি শানে, বামুকাদ্দর হে উনকো জো মানে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) জাহান্নাম স্মরণে আসার প্রভাব

হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তার বিছানায় ঘুমিয়ে যেতেন তখন এভাবে পার্শ পরিবর্তন করতেন যেভাবে হাঁড়িতে গমের দানা উলট পালট হতো আর বলতেন: জাহান্নামের স্মরণ আমাকে ঘুমানো থেকে বাধা প্রদান করে থাকে। অতঃপর উঠে নামায পড়তে লাগলো। (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১২)....তখন নিজে মাথার উপর মাটি ঢেলে দিতেন

আহ! জাহান্নাম কি ভয়ঙ্কর!! আহ! দোযখের ধ্বংসলীলা! দোযখের আযাবের ভয়ে অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ভয়ে অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এক বর্ণনায় রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন খুতবা দিচ্ছিলেন এবং ইরশাদ করলেন: দু'টি মহান জিনিস জান্নাত ও জাহান্নামকে ভুলনা! অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্না করলেন এ পর্যন্ত যে, অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো অথবা **তাঁর** মুবারক অশ্রু দাড়ি মুবারককে উভয় পার্শ্ব সিক্ত করে দিয়েছে। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আখিরাত সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি, তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা মাটির উপর গড়াগড়ি করতে আর মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে। (কিতাবুর রিক্কতি ওয়াল বাকা মাআ মাওছিআহ ইবনে আবি দুনিয়া, ৩য় খন্ড ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০২) (মুকাশাফাতুল কুলুব উর্দূ, ৬৬০ পৃষ্ঠা)

জালা দে নাহ নারে জাহান্নাম করম হো, পায়ে বাদশাহ উমম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) জান্নাতের বিছানা খুবই নরম

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয বিন আবু রাওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাতে শয়ন করার জন্য আপন বিছানায় আসতেন এবং এতে হাত বুলিয়ে বলতেন: "তুমি খুবই নরম ও উত্তম, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** শপথ! জান্নাতের বিছানা তোমার চেয়েও অধিক নরম হবে।" অতঃপর সারা রাত নামায পড়তে থাকতেন।

(জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! আমাদের বুযুর্গদের কিরূপ শান ছিলো! কারো ঘুম চলে যেতো জাহান্নামের ভয়ে এবং কারো জান্নাতের আশায়। আর আহ! অপরদিকে আমরা, যদিও কখনো আমাদের ঘুম চলেও যায় কিন্তু তার কারণ জান্নাতের আশা বা জাহান্নামের ভয় নয়, শুধু দুনিয়াবী চিন্তা এবং টেনশনের কারণে। আহ!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আফওয়া কর আওর সদা কে লিয়ে রাযি হো জা, গর করম করদে তো জান্নাত মে রহোগা ইয়ারব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) প্রতিরাতে কবরস্থানে ...

হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন উতবাহ বিন ফারকদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রতিরাতে ঘর থেকে বের হয়ে কবরস্থানে চলে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসী! কিতাব (Books of deeds) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে! এবং আমল উঠিয়ে নেয়া হয়েছে! (উদ্দেশ্য হলো যে, মৃত্যুর পর তোমাদের আমলনামা লেখার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু আমি তো এখনো জীবিত রয়েছি জীবন থেকে উপকার গ্রহণ করে উত্তম আমল করে নেওয়া উচিত) অতঃপর সারারাত নামায (অর্থাৎ নফলসমূহ) পড়তে থাকতেন। আবার পূনরায় এসে ফজরের নামাযে উপস্থিত হয়ে যেতেন।

(জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

হে জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রত্যাশীরা!

হে জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রত্যাশীরা! কবরস্থানের নিরবতা দুনিয়াবী আরাম আয়েশ এবং সকল মূল্যবান বিশ্রামের আসবাবপত্র যে ধ্বংসশীল তা বুঝিয়ে দেয়, কবরস্থানের সামনে উপস্থিতিই আখিরাতের প্রস্তুতির প্রতি পথ দেখায়। ভেঙ্গে পরা বিভিন্ন কবর ধ্বংসশীল দুনিয়া সম্পর্কে আহ্বান করে বলে যে, দেখো! আমার ভেতর কিরূপ সুন্দর সুন্দর অস্থিত্বসমূহ মাটিতে পরিবর্তন হয়ে গেছে! **মুকাশিফাতুল কুলুব** এর মধ্যে রয়েছে: এক ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো: সবচেয়ে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি কবর ও মুসিবতসমূহ ভুলে না, দুনিয়াবী সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের মূল্যবান বস্তুসমূহকে বর্জন করে দিলো, ধ্বংসশীল বস্তুসমূহের উপর স্থায়ীত্বকে প্রাদান্য দিলো, আগামী কালকে নিজের জীবনের অংশ হিসাবে গণ্য করে না আর নিজেকে কবরবাসী হিসাবে গণ্য করে। (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ৬৫৮ পৃষ্ঠা। শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫৬৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

জিন্দেগী আমদ বরায়ে বান্দেগী জিন্দেগী বে বন্দেগী শরমিন্দেগী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) স্বপ্নে জান্নাতি হুর

হযরত সায়্যিদুনা আযহার বিন মুগিস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি অত্যন্ত ইবাদতকারী বুযুর্গ ছিলেন, বললেন: আমি স্বপ্নে এমন এক মহিলাকে দেখলাম, যে দুনিয়ার মহিলার মত নয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তুমি কে?" উত্তর দিলো: "আমি জান্নাতি মহিলা।" এটা শুনে আমি বললাম: "আমাকে বিবাহ করে নাও!" উত্তর দিলো: "আমার মালিকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে দাও এবং আমার মোহর আদায় করে দাও।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "তোমার মোহর কি?" বললো: "রাতে দীর্ঘক্ষণ নামায পড়া।" (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

জান্নাতি হুরদের মর্যাদা

হে আশিকানে নামায! আমাদের সকলেরই **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জন করা, জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে যাওয়া, এর চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের পাওয়ার জন্য **আল্লাহ পাকে**র রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামাযও আদায় করা উচিত। জান্নাতি হুরেরও কিরূপ মর্যাদা, **বাহারে শরীয়তে** রয়েছে: এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে যে, যদি জান্নাতি হুর তার হাতের তালু পৃথিবী ও আসমানের মাঝখানে বের করে দেয় তবে তার সৌন্দর্যেসকল মানুষ ফিতনায় পতিত হয়ে যাবে এবং যদি তার ওড়না প্রকাশ করে তবে এর সৌন্দর্যের সামনে সূর্য এরূপ হয়ে যাবে যেনো সূর্যের সামনে প্রদীপ। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৪র্থ খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৭) যদি কোন হুর সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে তবে তার থুথুর মিষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানিও মিষ্টি হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১৫৬, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

ইয়া খোদা মেরি মাগফিরাত ফরমা,
বাগে ফিরদৌস মারহামত ফরমা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) আল্লাহ পাক স্বপ্নে ইরশাদ করলেন

এক বুযুর্গ স্বপ্নে **আল্লাহ পাককে** দেখলেন এবং **আল্লাহ পাককে** ইরশাদ করতে শুনলেন যে, আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি সুলাইমান তায়মীকে উত্তম ঠিকানা দিবো, কেননা সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার জন্য ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ১০৬০ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! আশিকানে নামাযীরও **আল্লাহর** দরবারে কিরূপ মর্যাদা!

জিস ওয়াক্ত এ নামাযীয়ো দুনিয়া সে জাওগে
রাযি খোদায়ে পাক কো লা রায়বা পাওগে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) নামায পড়ার জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় ইন্তিকাল

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জার্‌রাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার জন্য যাওয়ার সময় রাস্তাতেই ইন্তিকাল করেন এবং প্লেগের কারণে শাহাদাতের মর্যাদা মর্যাদা লাভ করেন। (হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ, ৫০ পৃষ্ঠা)

শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়ার ব্যবস্থা পত্র

হে আশিকানে নামায! আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবদ্দশায় (যাহেরী হায়াতে) যে দশজন সাহাবী رَضِىَ اللهُ عَنْهُم কে এক সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাদের **আশারায়ে মুবাশশারা** বলে। হযরতে সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জার্‌রাহ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সেই সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। নামাযে বা নামাযের জন্য যাওয়ার সময় ইন্তিকাল হওয়া সৌভাগ্যবানদেরই বৈশিষ্ট এবং বড়

www.dawateislami.net

সৌভাগ্যের বিষয় আর প্লেগ রোগে ইন্তিকাল করা তো শাহাদাত। এভাবে আরও রোগসমূহ ইত্যাদিতে ইন্তিকাল হলে শাহাদাতের সাওয়াব রয়েছে। যেমন; পাকস্থলীর ব্যথা, মৃগী, পেটের রোগ (বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৮৫৮ পৃষ্ঠায় ১ নম্বর হাশিয়ায় লিখা রয়েছে: এর (অর্থাৎ পেটের ব্যাথা) দ্বারা উদ্দেশ্য ইসতিসকা (যার দ্বারা পেট বেড়ে যায় এবং অনেক পিপাসার্ত হয়ে থাকে) বা ডায়রিয়া (Diarrhoea) হওয়া উভয়টি বর্ণিত রয়েছে আর এই শব্দ উভয়কে অর্ন্তভুক্ত করতে পারবে অতএব **তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের**) বদান্যতায় আশা রয়েছে যে, উভয়কে শাহাদাতের প্রতিদান দিবেন) টিবি আর জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু শহীদ। অনুরূপভাবে ডুবে, পুড়ে মারা যাওয়া, দেয়াল পতিত হওয়া, মহিলারা সন্তান জন্মদানের সময়, অবিবাহিত অবস্থায় বা কোন বিষাক্ত প্রাণী (যেমন সাপ ইত্যাদির) দংর্শনে মারা যাওয়া, যাকে হিংস্র পশু (অর্থাৎ বাঘ, চিতা ইত্যাদি) আক্রমন করে ভক্ষণ করলো সেও শহীদ। অনুরূপভাবে প্রতিরাতে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠকারী বা অযু সহকারে শয়ন করলো এবং মারা গেলো, জুমাবারে মৃত্যু বরণকারী, যে প্রতিদিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে সেও শহীদের সাওয়াব পাবে। (বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ডের ৮৫৭ থেকে ৮৬৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

মেরা ইয়ে খাওয়াব হো জায়ে শাহা! শরমিন্দায়ে তা'বির,
মদীনে মে পিয়ো জামে শাহাদাত ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্কুলের শিক্ষক কিভাবে তাওবা করলো

হে আশিকানে রাসূল! ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা বৃদ্ধি করতে, শাহাদাতের সুধা পান করার স্পৃহা লাভ এবং দুনিয়া থেকে নিরাপদ ও ঈমানের সহিত যাওয়ার মানসিকতা তৈরী করতে শুধুমাত্র আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকুন এবং তাদের

www.dawateislami.net

সাথে অধিকহারে মাদানী কাফেলার সফর করুন। **মাদানী বাহার:** নওশহর ও পিরোজ (সিন্ধু প্রদেশ) এর ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে নফস ও শয়তানের হাতের খেলনা হিসাবে ছিলো। দুনিয়াবী ভবিষ্যত উজ্জল করার চিন্তা ঘিরে রেখেছিলো, জীবনের একটি দীর্ঘ সময় দুনিয়াবী জ্ঞান ও ডিগ্রী অর্জনে অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু দ্বীন থেকে এমন দূরে ছিলো যে, সঠিকভাবে না নামায আদায় করতে জানতো আর না কখনো কোরআন পড়ার সময় বের করতো। যখন চূড়ান্ত কষ্টের পর "উচ্চ ডিগ্রী" অর্জন করাতে সফল হলো তখন ভালো মানের চাকরীর অনুসন্ধানে লেগে গেলো এবং দ্রুত নিজের এলাকায় একটি এমন স্কুলের শিক্ষক পদে নিয়োগ পেলো যেখানে مَعَاذَ الله ছেলে মেয়ে এক সাথে লেখাপড়া করে। টাকা উপার্জন শুরু করলে আনন্দ উল্লাসের ঢেউ খেলে গেলো। ছুটির পর তার বেশির ভাগ সময় খারাপ বন্ধুদের সাথে অহিবাহিত হতো। লম্পট বন্দুরা বিভিন্ন গুনাহের পদ্ধতি বলতো এবং তাকে মন্দকাজ করার জন্য উৎসাহ দিতো। অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ তাকে ধ্বংস করে দিলো আর শেষ পর্যন্ত যে কাজ না করার তা করে বসলো। গুনাহ কতক্ষণ গোপন রাখতে যায়! ধীরে ধীরে তার কার্যকলাপ মানুষের সামনে প্রকাশ হতে লাগলো, তার মন্দ চরিত্রের উপর উপলদ্ধি হতে লাগলো, ঘর থেকে বের হলে লোকেরা আঙ্গুল উঠাতো এবং তাকে ঘৃণা ও তিরস্কারের চোখে দেখতো, সে লোকদের সামনে যেতে লজ্জাবোধ করতো, এ অবস্থায় তার জীবনধারণ কঠিন হয়ে গেলো, তার বিবেক ভেতরে ভেতরে তাকে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমি একজন শিক্ষক হয়ে সমাজের মধ্যে কি রকম মন্দকাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছো। নিজের পদেরও কোন সম্মান রাখছো না। এ অবস্থায় বিরক্ত হয়ে সে কিছু দিনের জন্য গ্রামও ছাড়লো কিন্তু অসৎ এবং স্বার্থপর লোক কখনো কারো বন্ধু হয় না! শেষ পর্যন্ত তারই বন্ধুরা তার গোপন গুনাহের মুখোশ খুলে দিয়ে তার মান সম্মানও মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো। এমতাবস্থায় শয়তান তাকে আত্মহত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে যে, যখন লোকের সামনে আমার

www.dawateislami.net

মান সম্মান কিছুই নেই তখন বেঁচে থেকে লাভ কি! শয়তানের ফাঁদে পরে সে নিজেকে শেষ করে দেয়ার জন্য চেষ্টাও করলো কিন্তু নিঃশ্বাস বাকি ছিলো সে জন্য বেঁচে গেলো। তার ভাগ্য ভাল যে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলো এবং আত্মহত্যা তার অন্তর থেকে বের হয়ে গেলো, তার জীবনের অমুল্য শ্বাসের মর্যাদা ও উদ্দেশ্যের অনুভব কিছুটা এরকম হয়েছিল যে, একবার টিভি অন করলো এবং চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে মাদানী চ্যানেলে পৌঁছতেই তার হাত থেমে গেলো। সে সময় সরাসরি (Live) মাদানী মুযাকারা চলছিলো, ইলমে দ্বীনের ফুল বন্টন করা হচ্ছে, আখিরাতের মানসিকতা প্রদান করা হচ্ছে। যেনো মাদানী মুযাকারা শুনতে শুনতেই তার উপর দয়া হতে লাগলো। **আল্লাহ্**র ভয় এমনভাবে বৃদ্ধি পেলো যে, চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগলো। সে নিজের মাগফিরাতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো। সে আপন গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার স্থান অন্বেষণ করে ইজতিমাতে যাওয়ার অভ্যাস করে নিল। মাদানী পরিবেশের বরকত নসীব হতে লাগলো। এবং সে মাদানী কাফেলাতেও সফর করতে লাগলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের সংস্পর্শ পাওয়ার দ্বারা তার অন্তরে প্রশান্তি মিলল, অস্থিরতা বিদায় নিল, নিয়মিত নামায আদায় করতে লাগলো, তার জীবনের মধ্যে স্থায়ী মাদানী পরিবর্তন দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলো, সেখানকার লোক যারা তাকে দেখে পলায়ন করতো, ঘৃণা করতো আর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো, اَلْحَمْدُ لله এখন সবাই ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

ইয়ে গুনাহো কে মরিযো! ছাহতে হো গির শিফা
অন করতে রহো তুম মাদানী চ্যানেল কো সদা (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে বাইতকে নামাযের জন্য জাগাতেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয় মাস পর্যন্ত অভ্যাস ছিলো যে, ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় হযরত সায়্যিদুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ইরশাদ করতেন: "হে আহলে বাইত! নামায প্রতিষ্টা করো।" (অতঃপর ২২তম পারা সূরা আহযাব এর ৩৩নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন)

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾

(পারা ২২, সূরা বআহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদের পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২১৭)

উনকি পাকি কা খোদায়ে পাক করতা হে বয়া,
আয়া তাতহির সে যাহির হে শানে আহলে বায়েত। (যওকে নাত)

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "তাফসীরে নুরুল ইরফান" হাদীসে পাকে বর্ণিত আয়াতে মুবারাকায় যা কিছু বলেছেন তাতে এটাও রয়েছে: পরিবারে বসবাসকারী সমস্ত লোককে মানুষের "আহল" বলা হয়, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ইত্যাদি। কামিল নামাযী (অর্থাৎ পরিপূর্ণ নামাযী) সে নয় যে শুধু নিজেই নামায পড়ে বরং কামিল নামাযী সেই ব্যক্তি, যে নিজেও নামায পড়ে এবং নিজের পরিবারকেও নামাযী বানিয়ে থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৫১২ পৃষ্ঠা)

(১৯) বিবি ফাতেমা এবং প্রতিবেশিদের প্রতি সহানুভূতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আমার আম্মাজান হযরত সায়্যিদুনা বিবি ফাতিমা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا কে দেখলাম যে, রাতে মসজিদে বাইত (অর্থাৎ ঘরে নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থান) এর

www.dawateislami.net

মধ্যে নফলসমূহ পড়তে থাকতেন এমনকি ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেতো। আমি তাঁকে মুসলমান পুরুষ এবং মহিলার জন্য অনেক দোয়া করতে শুনেছি, তিনি নিজের জন্য কোন দোয়া করতেন না। আমি আরয করলাম: আম্মীজান! কি কারণে আপনি নিজের জন্য কোন দোয়া করেন না? বললেন: “প্রথমে প্রতিবেশি অতঃপর ঘর।” (মাদারিজুন নবুওয়াত, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা)

প্রতিবেশির কতিপয় হক

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শুনলেন তো আপনারা, জান্নাতি মহিলাদের সরদার হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ইবাদতের আগ্রহ এবং প্রতিবেশিদের প্রতি মমতা! অবশ্যই প্রতিবেশির অনেক গুরুত্ব রয়েছে, আফসোস! এখন আমাদের এ ব্যাপারে অনুভূতিও নেই। প্রতিবেশিদের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করা উচিত। মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **মুকাশিফাতুল কুলুব** (উর্দূ) এর ৫৮৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে: প্রতিবেশির হকের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাকে দেখার সাথে সাথে সালাম করবে, তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলবে না, তার কাছ থেকে যেন অধিক হাত না পাতে, অসুস্থ হলে তাকে সেবা করবে। বিপদের সময় তাকে শান্তনা দিবে, যদি তার সেখানে মৃত্যু হয়ে যায় তবে তার সঙ্গে থাকুন, খুশিতে তাকে মুবারকবাদ জানান। আর তার সুখের সময় সঙ্গে থাকুন, তার ভুল সমূহে তাকে ক্ষমা করে দিন, ছাদ থেকে তার ঘরে উকিঁ না মারা, আপনার ঘরের দেয়ালের উপর বিভিন্ন বস্তু (লাকড়ীর তখতা, পাট্টা, বিম, ইত্যাদি) রাখলে তাকে বাধা দিবেন না, তার ঘরের আঙ্গিনায় বা দরজার নিকট ময়লা, মাটি (ইত্যাদি) নিক্ষেপ করবেন না, তার ঘরের রাস্তা সংকির্ণ করো না (তার ঘরের সামনে গাড়ী পার্কিং করে হরণ বাজিয়ে তাকে কষ্ট দিবেন না) সে ঘরে যা কিছু নিয়ে যায় সে গুলো খারাপ দৃষ্টিতে দেখবেন না, তার অনুপস্থিতে তার ঘর দেখা শুনার ক্ষেত্রে অমনোযোগী হবেন না, তার গীবত (কারো নিকট)

www.dawateislami.net

শুনবেন না, তার সম্মানকে হেফাযত করবেন, তার সন্তানদের সাথে নম্র ভাবে কথা বার্তা বলবে, যে দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয় সম্পর্কে সে অজ্ঞ তাকে পথ দেখাবে। এগুলো ঐ হক যা সাধারণ ও নির্দিষ্ট প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

পড়োছি কো ভাই! না হারগিয চিতানা,
ওগার না জাহান্নাম বনে গা ঠিকানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) মোরগ যখন ডাক দিল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট একটি মোরগ ডাক দিলো তখন এক ব্যক্তি বললো: হে **আল্লাহ**! এর উপর অভিশাপ বর্ষন করো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: একে অভিশাপ দিও না এবং মন্দ বলো না, নিঃসন্দেহে সে নামাযের জন্য আহ্বান করছে। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৪র্থ খন্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

"মোরগ নামাযের জন্য আহবান করে" এর অর্থ

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কামাল উদ্দীন দামিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মোরগ নামাযের জন্য আহবান করে, অর্থাৎ এটা নয় যে, যখনই সে ডাক দেয় তখন এটা বুঝে নেওয়া হয় যে নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে বরং মোরগের ব্যাপারে (Nature) স্বভাবগত ভাবে এ কথা রয়েছে সে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার সময় বার বার আওয়াজ দিয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নামাযের জন্য উঠে যায়, এভাবে মোরগ নামাযের জন্য লোকজনকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যম হয়ে থাকে। একে রূপক ভাবে (অর্থাৎ সাধারণত) دُعَاءُ الدِّيْكِ اِلَى الصَّلٰوةِ (অর্থাৎ মোরগ নামাযের জন্য আহ্বান করে) বলা হয়েছে। সুতরাং ফজরের সময় সম্পর্কে তার আহবান অর্থাৎ মোরগের ডাকের উপর কখনো ভরসা করবে না কেননা অভিজ্ঞতার দ্বারা এ কথা প্রমাণ হলো,

www.dawateislami.net

মানুষের মৃদু গোলমাল এবং চলন-বলন শুনে সুবহে সাদিকের পূর্বেও মোরগ ডাক দেয়া শুরু করে দেয়। (হায়াতুল হায়ওয়ান, ১ম খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের দয়া প্রার্থনা করো!

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনবে তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট দয়া প্রার্থনা করো কেননা মোরগ ফিরিশতাকে দেখে এবং যখন তোমরা গাধার আওয়াজ শুনো তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো কেননা গাধা শয়তানকে দেখে। (বুখারী, ২য় খন্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩০৩)

মোরগ ডাক দেয়ার সময় দোয়া কবুল হয়

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, মোরগের আওয়াজ শুনলে তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট দয়া প্রার্থনা করো এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন যে ফিরিশতা মুমিন বান্দার দোয়ার সাথে আমিন বলে আর তার উসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার ইখলাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর এ (অর্থাৎ মোরগ আযান দেয়ার) সময়টা দোয়া কবুল হওয়ার সময়। আর গাধা শয়তানকে দেখে আওয়াজ বের করে, এর কারণ হলো এটাই যে, শয়তানকে দেখে গাধা ভয় পেয়ে যায়, সুতরাং মুমিন বান্দাদের উচিত যে তাউয (অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) পড়ার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** রহমতের ছায়ায় এসে যাওয়া।

(হায়াতুল হায়ওয়ান, ১ম খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

মোরগের মাংস সম্পর্কে ১০টি মাদানী ফুল

(১) মোরগের মাংস পরিপোষক পদার্থ দ্বারা ভরপুর। (২) ঐ মোরগের মাংস বেশি সুস্বাদু হয় যে মোরগের আওয়াজ বেশি নিম্ন হয় না এবং বেশি উচুঁও হয় না (৩) কম বয়সের মোরগ যেটা এখনো ডাক দেয়া আরম্ভ করে নাই তার মাংস সব লোকের জন্য উপকারী (৪) মোরগের মাংস শীতকালে বেশি উপকারী (৫) সেটার

www.dawateislami.net

মাংস ঠান্ডা মেজাজের এবং বৃদ্ধ লোকদের জন্য উপকারী। (৬) অল্প বয়স্ক মোরগের মাংস পেটের জন্য উপকারী এবং কফ দূর করে এবং এর মাংস (৭) শূলবেদনা (অর্থাৎ বড় অন্ত্রের ব্যথা (Colic) (৮) জোড়াসমূহের ব্যাথা (৯) খিচুনী রোগ এবং (১০) জ্বরের জন্যও উপকারী।

স্বাধীন বিচরণকারী প্রাণীর মাংস উত্তম

ফার্মের প্রাণীর পরিবর্তে ঐ হালাল প্রাণীর মাংস উত্তম যা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে আর দানা ইত্যাদি আহার করে। **প্রাণীর লড়াই দেয়া:** মোরগ, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি প্রতিটি প্রাণীর লড়াই দেয়া বা সে লড়াইয়ে তামাশা দেখা উভয়টি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২১) ঘর দূর হওয়ার হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এমন একজন সাহাবীকে চিনি যার ঘর মসজিদে নববী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে ছিলো আর তাঁর নামাযের জামাআত কখনো কাযা হতো না, আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম যে একটা গাদা ক্রয় করে নিন যেনো তার উপর আরহণ করে রোদ এবং অন্ধকারে সহজেই (মসজিদে পর্যন্ত) আসতে পারেন। তিনি বললেন: আমার নিয়্যত এটা রয়েছে যে, আমার জন্য ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা এবং মসজিদ থেকে আপন ঘরে ফিরে আসার সাওয়াব লিখা হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সে সাহাবীকে) ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** এই সমস্ত (সাওয়াব) তোমার জন্য জমা করে দিয়েছেন।

(মুসলিম, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫১৪)

www.dawateislami.net

প্রতিটি কদমে নেকী

سُبْحٰنَ الله! সাহাবীদের নেকীর লোভও কেমন, আহ! নিশ্চয় জামাআতে নামাযের জন্য মসজিদে, কোন নেক মজলিস, উলামায়ে কেরাম এবং নেক বান্দার যিয়ারত, উত্তম সংস্পর্শ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা,নাত মাহফিল ইত্যাদির দিকে আসা যাওয়ার জন্য প্রতিটি কদম উত্তলনকারীর জন্য সাওয়াব লিখা হয়, কদম যত বেশি নেকীও ততো বেশি, আহ! আমাদেরও নেকী জমা করার স্পৃহা হয়ে যেতো।

কুছ নেকীয়া কামা'লে জলদ আখেরাত বানা'লে,
কোয়ী নেহী ভরোসা এই ভাইহু! জীন্দেগী কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২২) উত্তম রূপে নামায আদায়কারীকে মুক্ত করে দিতেন

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا যখন নিজের কোন গোলামকে উত্তম রূপে নামায পড়তে দেখতেন তখন তাকে মুক্ত করে দিতেন। যখন গোলামদের এ কথাটা জানা হলো, তখন তারা তাকে দেখানোর জন্য নামায উত্তম রূপে পড়তে লাগলো এবং তিনিও তাদের মুক্ত করে দিতেন। কেউ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন: যে **আল্লাহর** নাম দ্বারা আমাকে ধোঁকা দেয় আমি **তাঁর** নামে ধোঁকা খেয়ে নিব। (আল মুসতাতররফ, ১ম খন্ড ২০৭ পৃষ্ঠা)

(২৩) নামাযী গোলামদের মুক্তি মিলে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জাবল رَضِىَ اللهُ عَنْهُ নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং গোলামদেরকে নিজের পেছনে নামায আদায় করতে দেখে তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কার জন্য নামায পড়ছো? বললেন: **আল্লাহ পাকের** জন্য। তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "যাও! আমি তোমাদের সবাইকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম।" (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ১ম খন্ড ৪২১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! নামাযের বরকতে গোলামরা দুনিয়াতে মুক্তি পেয়ে গেলো, اِنْ شَآءَ الله আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সেই সৌভাগ্যবান গোলামদের (এবং আমাদের সত্যিকার সেই মুনিবদের) সদকায় এবং নামাযের বরকতে জাহান্নাম থেকেও মুক্তি নসীব হয়ে যাবে।

পাবন্দী নামায কি আদাদ বানায়ে, দোযখ ছে বাছ কে ছুয়ে জিনা বাড়তে জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) নিশ্চুপ নেকীর দা'ওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ইসলামের শুরুতে নিজের আঙ্গিনায় একটা মসজিদ বানিয়ে ছিলেন, যেখানে কোরআনে কারীমের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায আদায় করতেন। লোকজন তাঁর এই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে একত্রিত হয়ে যেতো, তাঁর কোরআন তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং **আল্লাহর** ভয়ে তাঁর কান্নায় লোকজন অনেক প্রভাবিত হতো। তাঁর সেই আমলের কারণে কতিপয় লোকজন ইসলামে প্রবেশ করেন।

(ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৬২ পৃষ্ঠা)

(২৫) দোয়ার বরকতে মাগফিরাত

হে আশিকানে নামায! বুঝা গেলো যে **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাগণের নেকীসমূহ, তাঁর সংস্পর্শে আর দোয়া সমূহের দ্বারা অন্যদের উপকার পৌঁছে থাকে। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন হারুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ওয়াছিতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে স্বপ্নে দেখলাম তো জিজ্ঞাসা করলাম: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কি আচরণ করেছে ? তিনি বলেন: আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ক্ষমা কি কারণে হয়েছে? বললেন: একদিন হযরত সায়্যিদুনা আবু আমর বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জুমার দিন

www.dawateislami.net

আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং দোয়া করলেন তো আমরা আমিন বললাম, ব্যস সে জন্য ক্ষমা হয়ে গেলো।

(শরহুস সুদুর ২৮২ পৃষ্ঠা। কিতাবুল মানামাত মাআ মাওসুয়াতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, নম্বর ৩৩৭)

নেক বান্দো কে তোফাইল এ মেরে পিয়ারে কিরদেগার!
বখশ দে বাস বখশ দে তু বখশ দে পারওয়ার দিগার!

হাজি মুশতাকের ইনফিরাদী কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর সাওয়াব পাওয়ার জন্য ফয়যানে সুন্নাত থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস দেয়া বা শ্রবণ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنۡ شَآءَ الله আপনার আগ্রহ বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য বরকতও নসীব হবে, ফয়যানে সুন্নাতের একটা মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন: যেমন অওরংগী টাউন, করাচিতে অবস্থানকারী ইসলামী ভাই, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ পাওয়ার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করতো, গান বাজনা শ্রবণ করা, ডান্স পার্টিতে অংশ গ্রহণ করা তার পছন্দনীয় অভ্যাস ছিল। **আল্লাহ পাকে**র দয়া এরকম হলো যে তার এলাকার এক ইসলামী ভাই তাকে উৎসাহ দিলেন যে ইশার নামাযের পর মাদরাসাতুল মাদীনায় কোরআন পড়ার জন্য আসবেন। ভালবাসা পূর্ণ আচরণ দেখে তার নিকট আসতে অস্বীকার করেনি। যখন তিনি ইশার নামাযের পর মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া আরম্ভ করে দিল তখন সেখানের পরিবেশ অনেক ভাল লাগলো আর সে নিয়মিত সেখানে যেতে লাগলো। সেখানে কোরআনুল কারীম পড়ানো হয়, অযু গোসলের মাসআলা সমূহ শিখানো হয় এবং খুব উত্তম পদ্ধতিতে চরিত্রের সংশোধন করা হয়। মাদরাসাতুল মদীনা (বালেগানে) পড়ার বরকতে সে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত আসতে লাগলো, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা শুরু করে দিল এবং তার নেক কাজের দিকে স্পৃহা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একবার" **দা'ওয়াতে ইসলামীর**" মারকাযী মজলিশে শুরার মরহুম নিগরান

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার এলাকায় তাশরীফ নিয়ে আসলে তাকে ইনফিরাদী করতে করতে বললেন: আপনি ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস কেন দেন না? তিনি অপরাগতা প্রকাশ করলেন: **হুযুর**! আমার দাড়ি নাই। মরহুম হাজী মুশতাক বললেন: اِنْ شَآءَ الله দরসের বরকতে দাড়িওয়ালা হয়ে যাবে এবং اَلْحَمْدُ لِله তিনি ফয়যানে সুন্নাত হতে দরসও দিল আর আপন চেহারাতে সুন্নাত অনুযায়ী দাড়িও সাজিয়ে নিলো।

তু দাড়ি বাড়া লে ইমামা সাজা লে,
নেহি হে ইয়ে হারগিয বুরা মাদানী মাহুল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) রহস্যময় যুবক

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক মসজিদে মুয়ায্যিন ছিলেন। তিনি বললেন: আমার এক যুবক প্রতিবেশি ছিলো, যখনই আমি আযান দিতাম সে দ্রুত মসজিদে এসে যেতো এবং প্রত্যেক নামায জামাআতে আদায় করতেন, নামাযের পর দ্রুত আপন ঘরের দিকে রাওনা হয়ে যেতেন। আমার এটা আশা ছিল, আফসোস! এই যুবক আমার সাথে কথা বার্তা বলতো বা আমার নিকট তার কোন প্রয়োজনীয় বস্তু চাইতো। একদিন সে যুবক আমার নিকট আসলো এবং বলতে লাগলো: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কি আমাকে তিলাওয়াত করার লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য কোরআনে কারীম দিতে পারবেন? আমি তাকে কোরআনুল কারীম দিলাম, তিনি নিয়ে কোরআনকে আপন বক্ষে লাগালো বা বলতে লাগলো: আজ আমার অবশ্যই কোন মহান ঘটনা সামনে আসন্ন। এটা বলে সে আপন ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেলো। সে সারাদিন আমার চোখের সামনে আসেনি। তখন আমার সন্দেহ হলো। আমি ইশার নামাযের পর তার ঘরে পৌঁছলাম তো দেখলাম যে সে যুবকের লাশ রাখা অবস্থায়, এক পার্শে বালতি এবং বদনা রাখা আর কোরআনে

www.dawateislami.net

কারীম তার কোলের মধ্যে রয়েছে। আমি কোরআনে কারীম উঠালাম এবং লোকজনকে তার মৃত্যুর সংবাদ দিলাম। অতঃপর আমরা তাকে উঠিয়ে কাঠের উপর রাখলাম। আমি সারা রাত চিন্তা করতে লাগলাম যে এর কাফন কার নিকট চাইবো! তাকে কাফন কে দিবে? যখন ফজরের নামাযের সময় হয়েছে তখন আমি আযান দিলাম এবং যখনই মসজিদে প্রবেশ করলাম তো মেহরাবের উপর এক আলোকবর্তীকা দৃষ্টিগোচর হলো, যখন সেখানে পৌঁছি তখন দেখলাম যে একটা কাফন রাখা, আমি সেটা নিলাম এবং আমার ঘরে রেখে আসলাম এবং **আল্লাহ পাকে**র শোকর আদায় করলাম যে তিনি কাফনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আমি ফজরের নামায আরম্ভ করলাম যখন সালাম ফেরালাম তখন দেখলাম যে আমার (Right) ডানে (সে যুগের প্রসিদ্ধ আওলিয়ায়ে কেরাম) হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার, হযরত সায়্যিদুনা হাবীব ফারসী এবং হযরত সায়্যিদুনা সালেহ মুর্‌রী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا উপস্থিত ছিল। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার ভাইয়েরা! আজ সকাল সকাল আপনারা এখানে কিভাবে তাশরীফ নিয়ে আসলেন? তারা বলতে লাগলো: তোমার প্রতিবেশির মধ্যে আজ রাতে কারো ইন্তিকাল হয়েছে? আমি আরয করলাম: জ্বি হ্যাঁ! এক যুবকের ইন্তিকাল হয়েছে, যে আমার সাথে নামায পড়তো। তাঁরা বললেন আমাদের তার নিকট নিয়ে চলো। আমি তাঁদেরকে নিয়ে সেই যুবকের ঘরে পৌঁছলাম তো হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার চেহারা থেকে কাপড় সরালেন এবং তার সিজদার স্থানে চুম্বন করতে লাগলো এবং বললেন: হে হাজ্জাজ! رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আমার মা বাবা তোমার প্রতি কুরবান! যেখানে লোকজনের নিকট তোমার অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে তো তুমি সে স্থান ছেড়ে দিয়েছ। আর এরকম স্থানে বসবাস করেছ যেখানে তোমার সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত ছিলো না। এরপর সে বুযুর্গগণ এ যুবককে গোসল দেয়া আরম্ভ করলো। তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকজনের নিকট একটা করে কাফন ছিল, সবাই এটা বলছিল:এ যুবককে আমি কাফন দিবো। তখন আমি মেহরাবে পাওয়া কাফন

www.dawateislami.net

দেখিয়ে তাদেরকে এর ঘটনা আরয করলাম: এতে তাঁরা সবাই বলতে লাগলো: এ যুবককে এই কাফনই দেয়া হোক এবং আমরা সেই কাফনেই দিলাম। আর আমরা তাকে নিয়ে কবর স্থানের দিকে চলে গেলাম। এ যুবকের জানাযায় এতগুলো লোক শরিক হলো যে আমাদের কাঁধে নেয়ারও সুযোগ ছিলো না, বলতে পারি না যে এত বেশি লোক কোথায় থেকে তার জানাযায় অংশ গ্রহনের জন্য এসে গেয়েছিল? (উয়ূনুল হিকায়াত (উর্দ্দু), ১ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেকীসমূহ গোপন করার মাঝে নিরাপত্তা রয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! সাধারণ যুবকদের মধ্য থেকে **আল্লাহ পাক** একজন মাকবুল বান্দাকে বের করলেন! যশ-খ্যাতি এবং রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজেকে নিজে লুকিয়ে রেখেছিল! নেকী গোপন করার উদ্দেশ্য সেগুলো বিলিন হওয়া থেকে বাঁচানো, কেননা নফস শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন যা মানুষকে নেকী করতে দেয় না। এবং যদি সাহস করে কোন নেকী করেও নেয় তো সেটা গোপন রাখতে দেয় না। শয়তান প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে নিজের দিকে ধাবিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তরে নিজের নেকী প্রকাশ করার আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকে তখন সে লোকদেরকে আপন নেক আমলসমূহ বলে, নেককার নামের প্রশংসা পেয়ে অহংকারী, যশ-খ্যাতি, এবং রিয়ার গভীর গর্তে পতিত হয়। এজন্য যখনিই কোন নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন হয় তখন সে নেক কাজ করে নেওয়ার পর গোপন করে রাখার মাঝে নিরাপত্তা রয়েছে।

৭০ গুণ বৃদ্ধির সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়

আসলেই নিজের নেক আমলকে গোপন রাখা নেকী করা থেকে বেশি কষ্ট, যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আমল করে ঐ আমলকে

www.dawateislami.net

রিয়াকারী থেকে বিরত রাখা অধিক কষ্টকর হয়ে থাকে। আর মানুষ যখন কোন নেক আমল করে তখন তার জন্য এমন নেক আমল লিখে দেয়া হয় যা একাকীত্বে করা হয়ে থাকে, আর এর জন্য সত্তর (৭০) গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। অতঃপর শয়তান তার সাথে লেগে থাকে (এবং তাকে বিক্ষুব্ধ করে থাকে) এমনকি যে মানুষ ঐ আমলকে লোকদের সামনে বর্ণনা করে তা প্রকাশ করে দেয় তো এখন তার জন্য এই আমল (গোপনের পরিবর্তে) প্রকাশ্যভাবে লিখে দেয়া হয় এবং প্রতিদানের মধ্যে বৃদ্ধির সত্তর (৭০) গুণকে মিটিয়ে দেয়া হয়। শয়তান আবার তার সাথে লেগে থাকে এ পর্যন্ত যে, সে দ্বিতীয়বারও লোকদের সামনে তার আমলের বর্ণনা করতে থাকে। আর চাই যে লোকজনও এর আলোচনা করুক আর এ আমলের উপর তার প্রশংসা করা হোক তখন সেটা প্রকাশ্যভাবে মিটিয়ে দিয়ে রিয়াকারী হিসাবে লিখে দেয়া হয়। সুতরাং **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, নিজের দ্বীনকে হেফাযত করো আর নিঃসন্দেহে রিয়া করা শিরকে (আসগর)।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৬) (নেকীয়া চুপাও, ২১-২২)

আমল গোপন করার ক্ষেত্রে কোন গুনাহ নেই

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: যখন রিয়া ও এখলাসের মধ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানী জালসমূহ এবং ধোঁকার ফাঁদ রয়েছে তো তোমাদের সাবধান ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তোমার বুঝে আসে না যে তুমি কি মুখলিস না রিয়াকারী তো এমনতাবস্তায় তোমার নিজের নেক আমল গোপন করাই উত্তম কারণ এর মধ্যে তোমার জন্য কোন প্রকার ক্ষতি নেই।

(হাদিকাতুন নাদিয়া, ১ম খন্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৬) (নেকীয়া চুপাও, ২০-২২ পৃষ্ঠা)

কতিপয় অবস্থায় নেকী প্রকাশ করাতে সাওয়াব রয়েছে

মনে রাখবেন! কতিপয় অবস্থায় নেকী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাওয়াব পাওয়া যায় যেমন এরকম ব্যক্তি যে যাকে অনুসরন করা হয়, সে লোকদের উৎসাহ দেয়ার

www.dawateislami.net

নিয়্যতে এ রকম আমল প্রকাশ করা যেতে পারে অথচ এই প্রকাশের মধ্যে রিয়ার মিশ্রণ না থাকে। এভাবে ইখলাসের সাথে আমলকে প্রকাশ করার দ্বারা সে অধিক সাওয়াবের অংশীদার হবে যেভাবে হাদিসে পাকে রয়েছে: যখন প্রকাশ্য আমলের অনুস্মরণ করা হবে তবে সেই (প্রকাশ্য আমলকারী) গোপনে আমলকারী থেকে অধিক উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭০১২)

বানা দে মুজকো ইলাহি খুলুস কা পেকর,
করিব আয়ে না মেরী কবি রিয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পূর্বে বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের বর্ণনাকারী সাহবীয়ে রাসূল হযরতে সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে অত্যধিক মর্যাদার অধিকারী, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখলো বা আমাকে অবলোকনকারীদের (অর্থাৎ সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) দেখলো।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৮৮৪) **আল্লাহ পাক** যে সৌভাগ্যবানদের জন্য বোধশক্তি ও প্রজ্ঞার দরজা খোলে দেন এবং যার যবানের মধ্যে জ্ঞান ও হিকমতের ঝর্ণা প্রবাহিত করেন সেই সৌভাগ্যবানদের মাঝে একটি নাম হলো অতুলনীয় আলেম, পরিপূর্ণ ক্বারী, ইখলাসের সাথে ইবাদত কারী,প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের হাকিম হলো ওয়াইমার (আবু দারদা)। (মুসনাদুশ শামিয়িন, ২য় খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা)

নাম ও উপনাম

তাঁর আসল নাম ওয়াইমার এবং উপনাম আবু দারদা। তিনি মাথা মোবারকের উপর টুপি পরিধান করতেন এবং তার উপর পাগড়ির মুকুট দ্বারা

www.dawateislami.net

সাজাতেন তখন শিমলা শরীফ উভয় কাধেঁর মাঝে পিটের উপর রাখতেন। তিনি প্রথমে ব্যবসা করতেন, কিন্তু ইবাদতের আগ্রহ এবং আখিরাতের হিসাবের কঠোরতার ভয়ে ব্যবসা ছেড়ে **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে মগ্ন হয়ে যান।

(মা'রেফাতুস সাহাবী লি আবি নুআঈম, ৩য় খন্ড, ৪৭৫-৪৭৬ পৃষ্ঠা)

গরম লেপ কেন পাঠায়নি

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ অত্যন্ত সাদাসিদে এবং দরিদ্র্য জগৎতের মাঝে জীবন অতিবাহিত করতেন, একবার শীতের মৌসুমে কিছু লোক তাঁর অতিথি হয়ে আসলো, রাতে তিনি খাবার পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু লেপ পাঠাতে পারলেন না। পরের দিন লোকজন তাঁর নিকট অভিযোগ করার জন্য পৌঁছল তখন দেখলো যে, তিনি এবং তার সম্মানিত পরিবারের সদস্যের নিকট ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য লেপ তো নেই গরম পোশাকও নেই, মেহমানদের চেহারায় প্রকাশকৃত অসন্তুষ্ট ভাব ও অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে তিনি বললেন: আমাদের একটা মূল ঘর রয়েছে যেখানে সম্পদ জমা হয় সেগুলো আমরা ঐখানে পাঠিয়ে দিয়, শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে তারই দিকে প্রত্যবর্তন করতে হবে। (সিফাতুছ সাফওয়াত, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীন শিখানোর হালকা

হযরতে সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র ইলমে দ্বীনের মাহফিল সজ্জিত করা অবস্থায় ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারীদের শরয়ী মাসআলা বলতেন এবং কোরআনে পাক বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন এবং প্রতিদিন সকালে তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং তাঁর পবিত্র মাহফিলকে এভাবে সাজাতেন যে, প্রতি দশজন করে একটা হালকা তৈরী করতেন এবং তার মাঝে একটা নিগরান করে দিতেন যিনি তাদের পড়াতে থাকতো, আর এমনতাবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, যদি কারো কোন কথা বুঝে না আসতো তখন তারা তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং শান্তভাবে উত্তর দিতেন, কখনো এরকম হতো যে তিনি কোরআনে

www.dawateislami.net

পাকের তিলাওয়াত করতেন আর নিগরান এবং অন্যান্যরা বসে গভীর ভাবে শুনতে থাকতো, অতঃপর নিজের হালকার দিকে সবাই চলে যেতেন এবং যা কিছু শিখতেন তারা অন্যদেরও শিক্ষা দিতেন। যখন এ পবিত্র মাহফিল শেষ হয়ে যেত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে কারো কোথাও দাওয়াত ইত্যাদি রয়েছে কিনা? যদি উত্তরে হ্যাঁ আসতো সেখানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, না হলে রোযার নিয়্যত করে নিতেন এবং বলতেন যে আমি রোযা রেখেছি অথচ সমস্ত হালকা সমূহে নিজেই পরিচালনা করতেন। একদিন মজলিসের ছাত্র গণনা করা হলো তখন ঐ সব হালকায় ১৬০০ থেকে অধিক ছাত্র ছিলো। (ইবনে আসাকির, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

প্রাণীর উপর দয়া

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রাণীর উপর অধিক বোঝা উঠানোকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং যখন কেউ তাঁর থেকে উট ধার করে নিতে চাইতেন তখন বলতেন: এর উপর বেশি বোঝা তুলবে না কেননা এটা এর শক্তি রাখে না। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন উটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন: কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহর** দরবারে আমার কাছে সাওয়াল জাওয়াব করো না কেননা আমি তোমার সামর্থ্য থেকে বেশি বোঝা তোমার উপর তুলি নাই। (ইবনে আসাকির, ৪৮ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া থেকে বিদায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ৩২ হিজরীতে সাহাবীয়ে রাসূল, আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতের সময় ইন্তিকাল করেন। শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত পেরাশানী হওয়ার দারুণ তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন: আমি তো মৃত্যুকে পছন্দ করি কিন্তু আমার নফস তাকে পছন্দ করে না, এটা বলে অঝোর ধারায় কান্না করতে লাগলো,

www.dawateislami.net

অতঃপর কালেমায়ে তৈয়বা পাঠ করতে থাকে এবং ইন্তিকাল করেন। (আসাদুল গা'বাতে ৪র্থ খন্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আবু দারদা কে সদকে মে, ইলাহী! কবর রওশন হো,
উনহি কা ওয়াসেতা মাওলা! মেরা ফেরদৌস মুসকান হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জামাআত ছুটে নাই

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জামাআতের এ পরিমাণ স্পৃহা ছিলো যে প্রিয় মদীনায় বসবাসকারী তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বিশ বৎসর হওয়ার নিকটবর্তী, নিয়মিত নামাযের আযানের আওয়াজ যথা সময়ে যখনই কানে আসতো তখনই মসজিদের সামনে পৌঁছে যেতাম। (কিমিয়ায়ে সা'দাত, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত না আমার কখনো জামাআত ছুটেছে, না আমার দৃষ্টি লোকদের কাঁধের পেছনের অংশে পড়েছে। (আত তাবকাতুল কোবরা, ৫ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

(২৮) মাইমুনা বিন মেহরান বলেন

হে আশিকানে রাসূল! বুঝা গেলো যে, হযরত আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিটি নামায প্রথম কাতারে আদায় করেছেন, এজন্য নামাযে লোকদের গর্দানের পেছনের অংশের উপর দৃষ্টি পড়ে নাই। **ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা মাইমুনা বিন মেহরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে ৪০ বৎসর সময় কাল পর্যন্ত কখনো এরকম হয়নি যে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মসজিদে ঐ সময় পৌঁছেছে যখন নামাযীরা নামায থেকে অবসর হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

(আত তাবকাতুল কোবরা, ৫ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পাপীষ্ট ইয়াযিদের নাম (ঘটনা)

যখন পাপীষ্ট ইয়াযিদের সন্য বাহিনী মদীনায়ে তৈয়্যবার মধ্যে তুলপার কান্ড, হত্যা ও লুঠতরাজ এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। সেখানে বসবাসকারীর ঘর লুণ্ঠন করে নিল, সাতশ (৭০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে শহীদ করলো এবং অন্যান্য সাধারণ (অর্থাৎ বসতিতে বসবাসকারী) সব মিলে দশ হাজার থেকে বেশি শহীদ করলো, ছেলেদেরকে বন্দী করে নিল, মসজিদে নববী শরীফের স্তম্ভে ঘোড়া বাধঁলো, তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববী শরীফে লোকজন নামায পড়তে পারেনি।

(২৯) রাসূলের রাওযা থেকে আযানের ধ্বনি আসতো

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাগল বেশে তখন মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি নিজেই বলেছেন: 'হুররার ঘটনা'র দিন সমূহে (অর্থাৎ যখন ইয়াজিদ বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞতা চালাচ্ছিলো) মসজিদে নববী শরীফে আমি ব্যতিত আর কেউ থাকতো না, ইয়াজিদের দল মসজিদে নববী শরীফে প্রবেশ করতো আর তারা বলতো: এ বৃদ্ধ পাগলকে দেখ! আর যখনই নামাযের সময় হতো রাসূলের রাওযা থেকে আযানের আওয়াজ আসতো অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হতাম এবং নামায আদায় করতাম এবং আমি ব্যতিত মসজিদে আর কেউ থাকতো না। (আত তাবকাতুল কোবরা, ৫ম খন্ড, ১০০পৃষ্ঠা)

না শামির হি ওয়া ছিতাম রাহা,না ইয়াযিদ কি জাফা রেহি
জো রাহা তু নাম হুসাইন কা জিছে ইয়াদ রাখতি হে কারবালা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইশা ও ফজরের জামাতের কি হবে?

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণিত বিষয়ে যেখানে পাপীষ্ট ইয়াজিদের অত্যাচার ও নিপীড়নে কম্পমান ঘটনা রয়েছে, সেখানে তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাসূলের রাওজা থেকে আযান শ্রবণ করতেন আর পবিত্র আওয়াজ আসার দ্বারা নামায আদায়কারীর আযিমুশ্‌শান কারামতও বর্ণিত রয়েছে। তাঁর জামাআতে নামায পড়ার কিছুটা এরকম আন্তরিক ভালবাসা ছিলো যে তারঁ এমন জায়গায় চিকিৎসার জন্য যাওয়ারও মনমানসিকতাও ছিলো না যেখানে জামাআতের সাথে নামায না পড়ার ভয় হতো! যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে হারমালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখের মধ্যে ব্যথা হলো তখন লোকজন আরয করলেন: হে আবু মুহাম্মদ! যদি আপনি "লাল রঙের উপত্যকায়" তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানে সবুজের (Greenery) দিকে থাকালে তবে আপনার ব্যথা কমে যাবে। তিনি বললেন: তো ইশা ও ফজরের জামাআতের কি হবে?

(আত তাবকাতুল কোবরা, ৫ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে নামায! আপনারা শুনলেন তো! তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ সাঈদ বিন মুসায়য়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদের জামাআতের কেমন ভালবাসা ছিলো যে ফজরের জামাআত ছুটে যাওয়ার ভয়ে চোখের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সবুজ প্রকৃতি দেখার জন্যও প্রস্তুত ছিলো না, প্রকৃত পক্ষেই সবুজ (Green) রঙ দেখা চোখের জ্যোতির জন্য উপকারী, এ ঘটনা হতে কতিপয় মাদানী ফুল গ্রহণ করুন এবং আন্দোলিত হোন।

সবুজ রঙ দেখার দ্বারা জ্যোতি বৃদ্ধি পায়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি বস্তু চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে থাকে: (১) ক্বিবলামুখী হয়ে বসা (২) ঘুমানোর সময় সুরমা লাগানো (৩) সবুজ (Greenery) দেখা এবং (৪) পোশাককে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ الله! সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুযায়ী সবুজ দৃশ্যবলীও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

(মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০২৭)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবুজ রঙের গুনাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "সবুজ রঙের দিকে দেখাটা দৃষ্টি শক্তিকে বৃদ্ধি করে।"

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবুল লিবাস, ৩৭ পৃষ্ঠা)

জান্নাতবাসিদের পোশাক সবুজ হবে

আল্লাহ পাক জান্নাতবাসিদের পোশাক বিছানা ইত্যাদি সবুজ রঙের বানিয়েছেন, যেমনটি পারা ১৫ সূরা কাহাফ ৩১নং আয়াতে বর্ণিত রয়েছে:

ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সুক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে।

সবুজ রঙ দৃষ্টির জন্য উপযোগী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: সবুজ (Green) রঙ এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এটা দৃষ্টি শক্তির জন্য উপযোগী।

(আত তাযকিরা বি আহওয়ালিল মাওতা, ৪৮০ পৃষ্ঠা) (ইমামাহ কে ফাযায়েল, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

কতিপয় মুহাব্বতের ভাষা...

سُبْحٰنَ الله! সবুজ রঙয়ের ভাগ্যের ব্যাপারেও কি বলবো! যার রাসূলের রাওযাতে জড়িয়ে ধরে থাকার সৌভাগ্য লাভ করলো। আশিকানে রাসূল সবুজ গম্বুজ যিয়ারত করে আপন চক্ষুসমূহ শীতল করেন, সবুজ গম্বুজের যিয়ারত দ্বারা কেবল দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হয় না, যদি কোন দেয়ানা ইশ্বকে রাসূলে ডুবে থাকে, সরাসরি সম্মানের সাথে সবুজ গম্বুজের দিদার করে তবে **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও রহমত দ্বারা তার অন্তরের দৃষ্টিও বৃদ্ধি হয়ে যাবে!

দিল পে জব কিরন পড়তি, উন কে সবয গুম্বদ কি, উসকি সবয রঙ্গত ছে বাগ বান কে কিল জাতা।
গুম্বদে হযেরা! খোদা তুজ কো সালামত রাখখে, দেখ লেতে হে তুজে পিয়াস বুজা লেতে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩১) তুলে মসজিদে নিয়ে যাওয়া

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর সম্পর্কে এসেছে যে তাঁকে অসুস্থতা অবস্থায় তুলে নিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতেন। (মুছান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ১ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬) শুধু এটাই নয় বরং বর্ষার সময়ও তিনি আগ্রহ করতেন যে আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন উবাইদা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আপন অসুস্থতা অবস্থায় কাদা এবং বৃষ্টির হওয়া সত্ত্বেও নিজের সঙ্গীদের আদেশ দিতেন যে তাঁকে (জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য) তুলে মসজিদে যেন নিয়ে যায়। (আয যুহদ লি ইবনুল মুবারক. ১৪১ পৃষ্ঠা. হাদীস ৪১৯)

অসুস্থতা ও বৃষ্টির মধ্যে জামাতের মাসআলা

হে নেকবান্দাদের ভালবাসাকারীগণ! مَاشَآءَ اللّٰه হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর জামাআত সহকারে নামাযের মুহাব্বতের উপর শত কোটি মারহাবা! সুতরাং মাসআলা হলো এটাই যে, এ রকম রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে মসজিদ পর্যন্ত যেতে কষ্টকর হয়ে যায় তার মসজিদে জামাআত আদায় ক্ষমাযোগ্য, অনুরূপ খুব বেশি বৃষ্টি পাত হলে বা রাস্তায় খুব বেশি কাদা হলে তবে সুস্থ ব্যক্তিদের জন্যও মসজিদে গিয়ে জামাআত আদায় ক্ষমাযোগ্য।

নামাযো কে আশিক পে রহমত খোদা কি,
আওর ইস কো আতা হোগি জান্নাত খোদা কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার আগ্রহ লাভ

হে আশিকানে রাসূল! ইলমে দ্বীন প্রচারের একটি উত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলা, জীবনে এক সঙ্গে ১২ মাস, প্রতি বারো মাসে

www.dawateislami.net

এক মাস, প্রতি এক মাসে ৩ দিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলাতে সফর করুন, মাদানী কাফেলার বরকতে সমৃদ্ধ হয়ে যাওয়া একটা **মাদানী বাহার** শ্রবণ করুন: লাহোরের এক ইসলামী ভাইয়ের বয়স ২৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে ইলমে দ্বীন থেকে এতটুকু দূর ছিলো যে, নামায রোযার মূল মাসআলা পর্যন্ত তার জানা ছিলো না, একদিন সে মসজিদে নামাযের জন্য উপস্থিত হয়েছিলো তখন তার সাথে এক ইসলামী ভাইয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেই অবস্থাতেই মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিল। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে না জানার কারণে সে না করে দিল কিন্তু এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে সাহস দিলেন এবং তাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য প্রস্তুত করে দিল। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর সকালে মাদানী কাফেলাতে সফর করার কথা ছিল। সে জন্য ইজতিমার পর সে "আমীরে কাফেলা" বা কাফেলা প্রধানকে খুঁজে তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেলো, সে দুনিয়ার মুহাব্বতের শিকার, এত দীর্ঘ সময় মসজিদে অবস্থান করার দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলো আর তিন দিন মসজিদে অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। সুতরাং সে আপন কাফেলা প্রধানের উপরও রাগ করতে লাগলো যে "আমি আপনাকে চিনি না, আমি কোন মাদানী কাফেলাতে যাবো না, আপনি দয়া করে! আমাকে ঘরে যেতে দিন।" কিন্তু কাফেলার প্রধান ইসলামী ভাই যে এখন রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে স্নেহ এবং নম্রভাবে বুঝানো শুরু করলেন আর অনুরোধ করা অবস্থায় দ্বিতীয় বার মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য রাজি করালেন। মাদানী কাফেলায় প্রথম দিন মাদানী কাফেলাগণ শিখে শেখানোর হালকা লাগালেন তখন তিনি নিজেকে নিজে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন যে আমার তো প্রাথমিক মাসআলা সমূহও জানা নেই! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে ৩ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে কিছুনা কিছু ইলমে দ্বীন যেমন; অযু ও গোসল এবং কতিপয় আহকাম শিখে এবং দ্বীনে মতিনের খেদমত করার আগ্রহ নিয়ে এ অবস্থায় ঘরে ফিরে এলেন, তখন তার মাথার উপর মাদানী কাফেলার কথা মনে করিয়ে দেয়ার সবুজ পাগড়ীও ছিল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

লুঠনে রহমতে কাফিলে মে চলো
শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩২) সত্তর বছর পর্যন্ত প্রথম তাকবির ছুটে নাই

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে প্রায় দুই বছর ধরে উপস্থিত হচ্ছি আমি দেখি নাই যে তাঁর জামাআতের কোন রাকাত ছুটতে বরং প্রায় সত্তর (৭০) বছর ধরে তার প্রথম তাকবির ছুটে নাই। (তাহযিবুত তাহযিব, ৩য় খন্ড ৫০৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আমাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পরিচিতি

হযরত সায়্যিদুনা আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পূর্ণ নাম আবু সোলাইমান বিন মেহরান আ'মাশ আসাদি, তিনি বানু বংশের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন ইউনুস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি আমাদের যুগে হযরত সায়্যিদুনা আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ন্যায় আর কাউকে দেখি নাই, সম্পদশালী এবং বাদশাহদেরকে হযরত আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মজলিস থেকে বেশি কোন ঘৃণিত মজলিস দেখি নাই অথচ ঐসময় তাঁর টাকা পয়সারও প্রয়োজন ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন হযরত আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আলোচনা করতেন তখন বলতেন: হযরত আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইবাদতকারী ছিল, জামাআতে নামায এবং প্রথম কাতারের প্রতি যত্নবানকারী ছিলেন এবং বলতেন: হযরত আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হলো "ইসলামের পরিচয়।" (সিফাতুস সফওয়াতুন, ২য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩৩) কখনো জামাআত অনুসন্ধান করতে দেখা যায়নি

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মাঈন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ৪০ বছর এভাবে অতিবাহিত করতেন যে অপরান্নের (অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়া এবং যোহরের সময় আরম্ভ হওয়া) সময় মসজিদে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁকে জামাআত অনুসন্ধান করতে কখনো দেখা যায়নি। (অর্থাৎ তাঁর কখনো জামাআত ছুটেই নাই যে তাঁকে অন্য জায়গা অনুসন্ধান করতে হবে) (সিফাতুস সফওয়াতুন, ২য় খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

উভয় কাধেঁর মধ্য নাজাতের সফলতা লিখা ছিল! (ঘটনা)

জামাআতে নামায আদায়ে এ পরিমাণ যত্নবান **আল্লাহ**! **আল্লাহ**! তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নামাযসমূহ এবং ইবাদত সমূহ **আল্লাহ পাকের** রহমত দ্বারা ঐ রূপ ধারণ করলো যে, হযরত সায়্যিদুনা যুহাইর বাবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শরীরের উপর একটা জামা রয়েছে যার উপর উভয় কাধেঁর মধ্যখানে এ ইবারত লেখা ছিল: بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ، كِتَابٌ مِّنَ اللهِ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ ، بَرَاءَةٌ لِّيَحۡيَى بۡنِ سَعِيۡدِ الۡقَطَّانِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়, **আল্লাহ পাক** ও জ্ঞানীদের পক্ষ হতে এই সনদ ইয়াহিয়া বিন সাঈদ কাত্তানের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি নামা।

(সিয়ারে আলামিন নাবালা, ৮ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

তামান্না হে ফরমায়ে রোযে মাহশর, ইয়ে তেরী রেহায়ী কি চেট্টি মিলি হে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৪) এক আশিকে নামাযের অসাধারণ দোয়া

মলফুযাতে আ'লা হযরত এর মধ্যে রয়েছে: এক ব্যক্তি, সৎলোকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক দূর্বল (অর্থাৎ যথেষ্ট বৃদ্ধ) হয়েছে, পাঞ্জেগানা (আর্থাৎ পাচঁ

www.dawateislami.net

ওয়াক্ত) মসজিদের উপস্থিত হওয়াটা ছুটতো না। এক রাতে ইশার (নামাযের জামাআত) আদায়ের সময় দূর্বলতার কারণে পড়ে যায়, আর আঘাত পাই। নামাযের পর আরয করলেন: হে **আল্লাহ!** আমি অনেক দূর্বল হয়ে গিয়েছি, বাদশাহ আপন বৃদ্ধ গোলামদের দয়া স্বরূপ আযাদ করে দিতেন (সুতরাং) আমাকে আযাদ করে দিন। তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে । কিন্তু দেখা গেলো যে অনুরূপ সকালে যখন উঠল তখন (জ্ঞান যেতে লাগলো) পাগল হয়ে গেলো। (এখন নামায ও জামাআতের হুশই নেই। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২৮০ পৃষ্ঠা)

(৩৫) ১২৬ বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও জামাআতের সাথে নামায

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা সুওয়াইদ বিন গাফালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স একশত ছাব্বিশ (১২৬) বছর ছিলো কিন্তু তিনি জামাআতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

(শরহে ইবনে বাত্তাল, ২য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

(৩৬) নামাযের পর অন্যের সাহায্যে উঠানো হতো

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক হামদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অন্য কিছুর সাহায্যে মসজিদে নিয়ে যেতো,তিনি নামায থেকে অবসর হওয়ার পর নিজে নিজে উঠতে পারতো না বরং তাকে উঠানো হতো। (শরহে ইবনে বত্তাল, ২য় খন্ড, ২৯০পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদের অধিকাংশের অবস্থা

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! আপনারা শুনলেন তো, বুযুর্গগণ কি রকম নামাযের আশিক ছিলো এবং তাঁদের নিকট জামাআতে নামাযের কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিলো যে অনেক বেশি বৃদ্ধ অবস্থা, কঠিন রোগ এবং অনেক দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি সম্ভব পদ্ধতির মাধ্যমে মসজিদে উপস্থিত হওয়াটা নিশ্চিত করতেন,এমন কি অন্য জনের সাহায্যে গিয়েও আপন রবের দরবারে উপস্থিত থাকতেন। আহ! আজ কাল

www.dawateislami.net

মুসলমানদের অধিকাংশের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, আযান শেষ হয়ে যায়, জামাত শেষ হয়ে বরং নামাযও কাযা হয়ে যায়। কিন্তু তাদের কর্ণ কুহরে পর্যন্ত পৌঁছে না আর তাদের অন্তরে কোন অনুভূতি ও অনুশোচনা সৃষ্টি হয় না।

রূহ মে সোয নেহী, ক্বলব মে ইহসাস নেহী,
কুছ বি পয়গাম মুহম্মদ, কা তুমহি পাছ নেহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৭) শয়তান নামাযের জন্য জাগালেন

হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসনবী শরীফে বর্ণনা করেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁর কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁকে কেউ জাগিয়ে দিলো, চোখ খুলে যখন দেখলেন তো জাগ্রতকারীকে দেখায় যাচ্ছিল না, সে সময় তিনি বললেন: আরে তুমি কে? আর তোমার নাম কি? এটা শুনে শয়তান বললো: আমি দূর্ভাগার নাম ইবলিস, যা অনেক প্রসিদ্ধ। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আরে ইবলিসের কাজ তো মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে তার নামায কাযা করে দেয়া, যদি তুমি ইবলিস হতে তাহলে তুমি আমাকে নামাযের জন্য কেন জাগালে? তোমার কাজতো নামায থেকে বিরত রাখা, নামায পড়ানো তো তোমার কাজই নয়। এটা শুনে ইবলিস বললো! শুনুন আর শিক্ষা নিয়ে মাথা পরিষ্কার করুন! শয়তান দাতঁ বের করে বললেন যে আমি এজন্য জাগালাম যে যদি সেই সময়ের নামায চলে যেত তাহলে আপনি খুব আফসোস করতেন ব্যথিত অন্তরে কান্নাকাটি করতেন, নামায ছুটে যাওয়ার চিন্তায় আপনার আফসোস এবং অস্থিরতা ও **আল্লাহ পাকের** দরবারে আপনার আহাজারী (অর্থাৎ কান্নাকাটি) সাওয়াবের মাঝে দুইশ রাকাত নামায থেকেও বেড়ে যায়! সুতরাং আমি আপনাকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলাম যেন আপনার সাওয়াব বেড়ে না যায়।

www.dawateislami.net

মান হাসুদম আয হাসাদ করদম ছুনে,

মান আদুওয়াম কার মান মাকরে আসতা ওয়া কে।

অর্থাৎ আমি মুসলমানদের হিংসাকারী এবং এ হিংসার স্পৃহা বৃদ্ধির কারণে আমি আপনাকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছি (যেন আপনার অধিক সাওয়াব না মিলে) আমি তো মুসলমানদের দুশমন, ধোঁকা আর দুশমনি আমার কাজ

(মাসনবী মায়ানবী মাআ তাফসীরে ইরফানী, ২য় খন্ড, ৩২৭-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

শয়তানের ধোঁকার জাল থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে থাকে

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা শুনলেন তো! আমরা গুনাহগার কোন প্রকার ও কার দলে রয়েছি? একজন সাহাবীর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাথেও শয়তান আপন শয়তানী ফাঁদের মাধ্যমে সাফল্য হতে পারেনি! **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে একনিষ্ঠতার নিয়ামত দ্বারা ধন্য করুক।

বানা দে মুজকো ইলাহী! হুলুস কা পায়কর,

করিব আয়ে না মেরে কভি রিয়া ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর পরিচয়

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখন আপনারা ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনলেন, سُبْحٰنَ اللّٰه! নামাযের আশিক, কাতেবে অহী,(অর্থাৎ অহী লেখক) সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নামাযের সাথে কি পরিমাণ **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা ছিলো! মারহাবা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এরও কেমন মর্যাদা! তিনি নিজেই সাহাবী, পিতাও সাহাবী, মাতাও সাহাবীয়া এবং প্রিয় বোন সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবীবাহ শুধু সাহাবীয়া নয় বরং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় "উম্মুল মুমীনিনের" সম্মান দ্বারাও সম্মানিত হয়েছে। رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن

www.dawateislami.net

লেতা হো ইসলিয়ে তো মে নামে মুয়াবিয়া,
মে হো গোলামে ইবনে গোলামে মুয়াবিয়া।

রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আম্বিয়াগণের عَلَیْہِمُ السَّلَام আলোচনা করা ইবাদত এবং নেক লোকদের আলোচনা করা (গুনাহের) কাফ্ফারা (অর্থাৎ গুনাহ মুছে দেয়)।” (জামীউস সগীর, ২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৩৩১) হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেক লোকের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৭৫) তাহলে আসুন! রহমত অবতীর্ণ এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা অর্জনের আশায় **আল্লাহ পাকের** মাকবুল বান্দা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর আলোচনা উত্তম ভাবে করি:

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন এবং কোরআনের হুকুম অনুযায়ী প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী। **আল্লাহ পাক** ২৭তম পারা, সূরাতুল হাদীদ এর ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ঐ সব লোক অপেক্ষা বড় যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করছিল এবং তাঁদের সবার সাথে **আল্লাহ পাক** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং **আল্লাহ পাক** তোমাদের কৃত কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত আছেন।

www.dawateislami.net

এই পবিত্র আয়াতে দুই প্রকার সাহাবীর বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁদের সবার জন্য حُسۡنٰى অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الۡحُسۡنٰى ؕ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং তাঁদের সবার সাথে **আল্লাহ পাক** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন) শায়খ আহমদ সাবী মালিকি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এ আয়াতে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থ এটা যে সেই সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করেছে এবং যারা মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছে এবং **আল্লাহ**র রাস্তায় ব্যয় করেছে, **আল্লাহ পাক** তাদের সকলের সাথে ওয়াদা করেছেন।

(তাফসীরে সাবী, ২য় খন্ড, ২১০৪ পৃষ্ঠা)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: সেই (সাহাবাগণ) এদের মর্যাদা যদিও ভিন্ন হয় কিন্তু তাঁরা সবাই জান্নাতী হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই কেননা **আল্লাহ পাক** ওয়াদা করেছেন। সমস্ত সাহাবী ন্যায়পরায়ন ও মুত্তাকী, কেননা সবার সাথে **আল্লাহ পাক** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, জান্নাতের ওয়াদা ফাসিকদের সাথে হয় না। যারা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য হতে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন সাহাবীকে ফাসিক প্রমাণ করবে (মূলত সেই) মিথ্যুক, কোরআন সত্য। (এবং **আল্লাহ পাক** তাদের তাওবার সামর্থ্য দান করুক এবং সে গুনাহে যেন লিপ্ত না থাকে।) (নুরুল ইরফান, বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা)

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী,
সব সাহাবীয়াত ভি! জান্নাতী জান্নাতী।

আমীরে মুয়াবিয়া জান্নাতী

আমার আকা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ একটা বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর মর্যাদা এবং জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে বলেছেন। আরবী ইবারতের অনুবাদ লক্ষ্য করুন: অনুবাদ: **আল্লাহ পাকের** তৌফিকে আমি বলছি: **আল্লাহ পাক** আপন অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা আমাকে এরকম

www.dawateislami.net

বিশুদ্ধ হাদিসের উপর জ্ঞাত করলো যা হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জান্নাতী হওয়াটা সাক্ষ্য দেয়:

হাদীস: ইমাম বুখারী, উমর বিন আসওয়াদ আনছি থেকে এবং সে হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হারাম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনছেন: আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব প্রথম সৈন্যবাহিনী যে সমূদ্রে যুদ্ধ করবে, সে ওয়াজিব করে নিলো (অর্থাৎ জান্নাত)। উম্মে হারাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি এদের মধ্যে রয়েছি? ইরশাদ করলেন: তুমিও তার মধ্যে রয়েছো।"

(বুখারী, ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৯২৪)

আর এ কথা (জ্ঞানীদের) জানা আছে যে, এ যুদ্ধ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফত কালে হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নেতৃত্বে হয়েছিলো। সুতরাং জানা গেলো তিনি তাদের মাঝেই, যার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তখন তাদের নেতা ছিলেন।

(তা'লিকাতুল ইমাম আহলে সুন্নাত আলাল ইলালিল মুতানাহিয়া, ৫ম পৃষ্ঠা)

এখনিই একজন জান্নাতী আগমন করবে (ঘটনা)

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বর্ণনা করেন: **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন ইরশাদ করেন: এখনিই তোমাদের মাঝে একব্যক্তি আগমন করবে, সে জান্নাতী। তখন মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রবেশ করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَا مُعَاوِيَةُ اَنۡتَ مِنِّیۡ وَاَنَا مِنۡكَ۔ অর্থাৎ হে মুয়াবিয়া! তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে। অতঃপর **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুই আঙ্গুল মিলিয়ে ইরশা করলেন: وَاِنَّكَ تُزَاحِمُنِیۡ عَلٰی بَابِ الۡجَنَّةِ كَهَاتَیۡنِ۔ অর্থাৎ তুমি জান্নাতের দরজায় আমার সাথে এভাবে হবে।"

(ইবনে আসাকির, ৫৯তম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। আল ফেরদৌস, ৫ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৫৩, ৮৮৩)

www.dawateislami.net

বাঘ কথা বলে উঠলো! (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন আশজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক স্থানে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে বসে গেলাম, কি দেখলাম যে, একটা বাঘ আমার দিকে এগিয়ে আসছিলো! আমি হাতিয়ার তুলে নেয়ার ইচ্ছা করলাম তখন বাঘ বলে উঠলো: থামো! আমিতো তোমাকে একটা সংবাদ দেয়ার জন্য এসেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমাকে কে পাঠিয়েছে? বাঘ বললো: **আল্লাহ পাক** আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আপনাকে সংবাদ দিই যে (হযরত সায়্যিদুনা) মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুয়াবিয়া? তো বাঘ বললো: হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সূফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। (মু'জামু কাবীর, ১৯তম খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা। মুজামুস সাহাবা, ৫ম খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, নম্বর ২১৯১) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

বা আমল বে রিয়া হযরত মুয়াবিয়া, জান্নাতী বে শুবাহ হযরত মুয়াবিয়া।

আল্লাহ ও রাসূল মুয়াবিয়াকে ভালবাসা করেন (ঘটনা)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর এখানে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীনকে তাঁর ভাই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে চুম্বন করতে দেখলেন। ইরশাদ করলেন: তুমি কি আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ভালবাসো? আরয করলেন: সে আমার ভাই, তার সাথে ভালবাসা কেন হবে না? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: فَاِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُحِبَّانِهٖ۔ অর্থাৎ **আল্লাহ** ও **রাসূল**ও মুয়াবিয়াকে ভালবাসা করেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯ম খন্ড, ৫৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫৯২৩)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِ بِهٖ۔ অর্থাৎ "হে **আল্লাহ পাক**! তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আমিরে

www.dawateislami.net

মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে) হাদি (অর্থাৎ পথপ্রদর্শক) মাহদী (হেদায়াত প্রাপ্ত) করো এবং তাঁর মাধ্যমে লোকদের হেদায়াত দান করো। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৮৬৮)

নিকলি হে উনকি মাদহা যবানে হুযুর ছে, হে কিছ কদর বুলন্দ মকামে মুয়াবিয়া।

যখন কেউ কঠোর ভাষায় কথা বললো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে একবার কেউ কঠোর ভাষায় কথা বললেন, এটা দেখে কেউ আরয করলো: যদি আপনি চান তাকে শিক্ষা পায় মত শাস্তি দিতে পারবেন। তিনি আরয করলেন: আমার এ কথা দ্বারা লজ্জা আসে যে আমার রিয়া বা কোন ভুলের কারণে আমার ভদ্রতা ও সহনশীলতা কম হয়ে যাক। (হিলমু মুয়াবিয়াতুন লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ২২তম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

অতুলনীয় কাফন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পোশাক মুবারক, একটা তেহবান্দ শরীফ, একটা পবিত্র চাদর, নখ মুবারক এবং কিছু চুল মুবারক ছিল। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ওফাতের সময় অসিয়ত করলেন যে, সেই পবিত্র কাপড় দ্বারা আমাকে দাফন করবে এবং নখও চুল মুবারক মুখ এবং নাকের উপর রেখে দিবে এবং আমার বক্ষের উপর ছড়িয়ে দিবে আর অতঃপর আমাকে **দয়ালূ আল্লাহ পাকের** নিকট সোপর্দ করে দিবে।

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

ওফাত শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ওফাত বৃহস্পতিবার রাতে ২২ শে রজব, ৬০ হিজরীতে সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেশকে হয়েছে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৯তম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা) সে সময় তাঁর বয়স ৭৮ বছর ছিল। **মাযার শরীফ:** দামেশকের বাবুস সগীরে রয়েছে। (তারিখুল খোলাফা, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হাতো মে উন কে হাত না দেতে কাভী হাসান,
ইক বিহ না ঠিক হোতা জু কামে মুয়াবিয়া।

সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী এবং বুযুর্গগণের অভিমত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার বলেন: (হযরত আমীরে) মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভদ্র ও সহনশীল ছিল।

(আস সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

কাবিছা বিন জাবের তাবেয়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

হযরত সায়্যিদুনা কাবিছা বিন জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে অধিক মার্জনাকারী, অজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত দূর এবং গম্ভীর আর কেউকে দেখি নাই।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪র্থ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এদের মধ্য থেকে কে উত্তম? তিনি বললেন : **আল্লাহ পাকের** শপথ! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথীদের মাঝে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘোড়ার নাকের মধ্যে প্রবেশকৃত ধুলা হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে হাজার গুণ উত্তম।

(নেকীর দা'ওয়াত, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

হুযুর গাউছে আ'যম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ

আউলিয়াগণের অনেক বড় ইমাম, হুযুর গউছে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: হযরত আলীউল মুরতাজা শেরে খোদা এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا এর মাঝে যে মতানৈক্য হয়েছে, তাতে **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছা মনে করে মুখ বন্ধ রাখা উচিত। (গুনিয়াতুত তালিবীন, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ

কোটি কোটি হাম্বলীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে কেউ আরয করলো: হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার মামা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে মন্দ বলে এবং অনেক সময় আমার মামার সাথে খাবার খেতে হয় তবে কি করবো? তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ সাথে সাথে বললেন: তার সাথে খাবার খাবে না।

(আস সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

দাতা হুযুর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ

হযরত সায়িদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলি হাজবিরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর সাথে এমন মুহাব্বাত ছিলো যে, তাঁকে উন্নতমানের উপহার প্রদান করার সত্ত্বেও তাঁর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতেন: এখনো আপনার সঠিক সেবা করতে পারিনি, ভবিষ্যতে আরো বেশি উপহার পেশ করবো।

(কাশফুল মাহজুব, ৭৭ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নযরানা উন কা লেতে তে হুসাইন শওক ছে,
দেতে তে ওয়াফস পে সালামে মুয়াবিয়া।

মুজাদ্দেদে আলফেসানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

কোটি কোটি নকশ্‌বন্দিদের মহান নেতা, হযরত ইমাম মুজাদ্দিদে আলফেসানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (আল্লাহ পাকের হক) এবং বান্দার হক আদায় করার ক্ষেত্রে ন্যায় পরায়ন খলিফা ছিলেন।

(ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯১ পৃষ্ঠা) (মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, ১ম খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ন্যায় পরায়ন কারীদের অন্তর্ভুক্ত, মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী এবং বিশেষ গুণে গুণান্বিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ৮ম খন্ড, ১৫তম অংশ, ১৪৯ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯১ পৃষ্ঠা)

ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টিতে আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

হযরত ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খেলাফতের যুগে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে কটুক্তিকারীকে ব্যতিত অন্য কাউকে চাবুক মারতে দেখিনি। (শরহে উসূল ই'তিকাদ আহলে সুন্নাত, ২য় খন্ড, ১০৮৪ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯০পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা শিহাবুদ্দীন খাফাজি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

শিফা শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফাজি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সাথে কটুক্তি করে সে জাহান্নামের কুকুর মধ্যে একটা কুকুর। (নাসিমুর রিয়ায, ৫ম খন্ড, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আহলে হকদের মতে হযরত ইমাম বুখারী ও হুযুর ইমাম আযমের সাথে ঐ সম্পর্ক যে সম্পর্ক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ও আমিরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর সাথে রয়েছে, তবে তাঁদের মাঝে অগণিত পদমর্যাদার বৈষম্য রয়েছে এবং সত্য এটাই যে, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মর্যাদা বেশি, কিন্তু মুয়াবিয়াও আমাদের সরদার, তাঁকে ঠাট্টা ভৎসনাকারী অসৎ ব্যক্তি গুনাহগার। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১০ম খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা) মূলকথা হলো যে, নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া থেকে অনেক বেশি মর্যাদা রাখেন, কিন্তু হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُও আমাদের সরদার, সুতরাং তাঁকে মন্দ বলা নির্লজ্জ ও ফাসিকদের কাজ।

ইয়ে হে রযা কা ফয়য কেহ রাশিদ কে হাত মে,
হুব্বে আলি কি মে হে তো জামি মুয়াবিয়া।

সদরুশ শরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

সদরুশ শরীয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইসলামের সর্বপ্রথম বাদশাহ তাঁর সম্পর্কে পবিত্র

www.dawateislami.net

তাওরাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে: مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهٗ بِالشَّامِ অর্থাৎ "ঐ শেষ যুগের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় জন্মগ্রহণ করবে এবং মদীনায় হিজরত করবে আর তার রাজত্ব শাম দেশে হবে।" তো আমীরে মুয়াবিয়ার বাদশাহী, যদিও তা রাজত্ব, কিন্তু কার! **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই রাজত্ব।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া, ১৯৮)

খায়িফে কিবরিয়া	হযরতে মুয়াবিয়া	আশিকে মুস্তাফা	হযরতে মুয়াবিয়া
যাহিদ ও পারেসা	হযরতে মুয়াবিয়া	সাহিবে ইত্তিকা	হযরতে মুয়াবিয়া
হো করম হো আতা	হযরতে মুয়াবিয়া	হাতেমা হো বালা	হযরতে মুয়াবিয়া
খুবে রু হুশ আদা	হযরতে মুয়াবিয়া	হুশ নুমা হুশলিকা	হযরতে মুয়াবিয়া
মুখলিস ও বা ওফা	হযরতে মুয়াবিয়া	বা আমল বে রিয়া	হযরতে মুয়াবিয়া
হামদমে বা ওয়াফা	হযরতে মুয়াবিয়া	বাআদব বাহায়া	হযরতে মুয়াবিয়া
জান্নাতী বে শুবা	হযরতে মুয়াবিয়া	বাখোদা বাছফা	হযরতে মুয়াবিয়া

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাদেরও কান্না এসে গেলো

হে আশিকানে রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য, **আল্লাহর** ভয় ও **রাসূলের** ভালবাসা পাওয়া, মুহাব্বতে সাহাবা ও আহলে বাইতের দ্বারা অন্তর আলোকৃত করা এবং নিজের মাঝে সুন্নাতের মাদানী সুবাস ছড়ানোর জন্য। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করুন। **মাদানী বাহার:** খায়বার পাখতুন খাঁ এর শহর ডেরা ইসমাঈল খাঁর অধিবাসী এক ইসলামী ভাই তার জীবনের অনেক বড় অংশ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে অতিবাহিত করে দিয়েছে। একদিন নিকটবর্তী গ্রামের এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগ তাদের গ্রামে আসে এবং মাগরিবের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করে। বয়ানের শেষে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার উৎসাহও প্রদান করে। সে তখন নিয়্যত করে নিলো কিন্তু ইজতিমায়

www.dawateislami.net

অংশগ্রহণ করতে পারেনি, কেননা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায তার গ্রাম থেকে যথেষ্ট দূরে ছিলো। তার সাথে অন্য কেউ যাওয়ার মতোও ছিলো না। পরবর্তী সপ্তাহে সেই মুবাল্লিগ আবারো আসে এবং মাগরিবের নামাযের পর সুন্নাতে ভরা বয়ান করে। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো কিন্তু সে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি তখন সেই মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী কাফেলার সাথে তার গ্রামে আগমন করে এবং ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে তার সাথে চারজন ইসলামী ভাইকে ইজতিমার জন্য প্রস্তুত করে। এবার সে নিয়্যতের উপর আমল করে নিলো এবং ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর যিকির ও দোয়ার মনোরম দৃশ্য দেখলো যে, ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীরা কান্না করতে করতে দোয়া প্রার্থনা করছে। "সংস্পর্শ প্রভাব বিস্তার করে" সত্যিই সে মনোরম দৃশ্য দেখে তারও কান্না এসে গেলো। ইজতিমার বরকত সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেল যে, এক আশিকানে রাসূল উৎসাহ দেয়াতে সে মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করে নিলো। কেউ সাথে যাওয়ার ছিলো না তাই পরবর্তী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় একাই পৌঁছে গেলো এবং পরদিন সকালে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে তার নামায, অযু, গোসল এর মধ্যে দৃষ্টিগোচর হওয়া কতিপয় ভুলক্রটি দূর হলো এবং সে কতিপয় দোয়াও শিখে নিলো। তাছাড়াও মাদানী কাফেলার বরকতে সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে মাদানী রঙে সাজিয়ে নিল। যখন সে মাদানী কাফেলা থেকে ঘরে ফিরে আসলো তখন তার মাথায় পাগড়ীর মুকুট সজ্জিত ছিল। গ্রামের লোকজন এসব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এত দ্রুত তার মাঝে পরিবর্তন কিভাবে এলো! সে সাহস করে মসজিদে "ফয়যানে সুন্নাতের" দরস দেয়াও আরম্ভ করে দিল। ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকতে আরও তিনজন ইসলামী ভাই নিজের মাথায় পাগড়ী সাজিয়ে নিল এবং তাদের গ্রামেও মাদানী কাজের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

চাহো গর বরকতে কাফিলে মে চলো,
পাওগে আযমতে কাফিলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩৮) জেগে থাকার আশ্চর্য ব্যবস্থাপত্র

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ছাফওয়ান বিন সুলাইম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পায়ের গোছা নামাযে অনেক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফুলে গিয়েছিলো। তাঁর ইবাদতের আধিক্যের অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি তাকে বলে দেয়া হতো যে, কাল কিয়ামত (তাই ইবাদত আরো বৃদ্ধি করে দিন) তবুও আর বৃদ্ধি করতে পারতো না (কেননা তার নিকট ইবাদতের সময় বৃদ্ধি করার কোন সুযোগই ছিলো না)। যখন শীতের দিন আসতো বাড়ির চাদের উপর নামায পড়তো যেনো শীতের কারণে জাগ্রত থাকে এবং যখন গরমের দিন আসতো বাড়ির ভেতর নামায পড়তো যেনো গরম ও কষ্টের কারণে ঘুমাতে না পারে আর সারা রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করে দিতেন। তাঁর ইন্তিকাল সিজদাবস্থায় হয়েছিলো। তিনি দোয়া করতেন: হে **আল্লাহ পাক!** আমি তোমার সাক্ষাতকে পছন্দ করি তবে তুমিও আমার সাক্ষাতকে পছন্দ করো। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

(৩৯) পানিতে ডুব দেয়ার মাধ্যমে ঘুমের চিকিৎসা

হযরত ইব্রাহিম বিন হাকিম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উক্তি হলো: আমার পিতার নিকট যখন ঘুম আসতো তখন তিনি নদীতে নেমে যেতেন এবং **আল্লাহ পাকের** তাসবীহ পাঠ করতে থাকতেন যা শুনে নদীর মাছ জড়ো হয়ে যেতো এবং তারাও তাসবীহ পাঠ করতে থাকতো। (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(৪০) ইয়া আল্লাহ! আমার রাতের ঘুম উঠিয়ে নাও!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া প্রার্থনা করলেন: "হে **আল্লাহ**! আমার রাতের ঘুম উঠিয়ে নাও।" **আল্লাহ পাক** তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁর চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুম আসেনি। এভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সারারাত ইবাদতে অতিবাহিত করেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ৮৪ পৃষ্ঠা)

আতা করদে ইবাদত কা মুঝে জযবা খোদায়ে পাক!
না হো সুনতী না গফলত কভী গালাবাহ খোদায়ে পাক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

একদিকে তারা, একদিকে আমরা!

سُبْحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গদের ইবাদতের প্রতি কিরূপ মনোযোগ ছিল! ইবাদতে বাধাঁ প্রদানকারী ঘুমকে তাড়ানোর জন্য কিরূপ আশ্চর্য ও বিস্মকর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের এবং আমাদের নামাযে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর উক্তি হলো: মানুষ নামাযে যে পরিমাণ প্রশান্তি ও বিনয়ী এবং স্বাদ ও আনন্দ অর্জন করে। সেই পরিমাণ কিয়ামতের দিন সে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় হবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ১৪৩ পৃষ্ঠা) হে **আল্লাহ**! প্রকৃত নামাযীর সদকায়! আমাদেরকে তোমার পছন্দনীয় নামাযী বানিয়ে নাও!

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইলাহী! নামাযীযো কা জযবা আতা কর   নামাযীযো কে শয়দায়ো কা বালা কর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪১) নামাযে ইন্তিকাল

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা যুরারাহ বিন আবি আওফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুবই আবিদ ও ধর্মনিষ্ঠ এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত আমলদার আলিমে দ্বীন ছিলেন।

www.dawateislami.net

কোরআন তিলাওয়াতের সময় ভীতি প্রদর্শন ও আযাবের আয়াত পড়ে শরীর কম্পন করতো বরং কখনো কখনো **আল্লাহর** ভয়ে বেহুশ হয়ে যেতেন। একদিন ফজরের নামাযে যখনই (সুরা মুদ্দাসসীর, আয়াত ৮ এবং ৯) فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُوْرِ ۙ فَذٰلِکَ یَوْمَئِذٍ یَّوْمٌ عَسِیْرٌ ۙ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অতঃপর যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সে দিন বড় কঠিন দিন।) তিলাওয়াত করলেন তখন নামায অবস্থাতেই তাঁর উপর **আল্লাহর** ভয় এত বেশি বেড়ে গেলো যে কাঁপতে কাঁপতে **আল্লাহর** ভয়ে মাটিতে পতিত হয়ে গেলেন এবং তার রূহ বের হয়ে গেলো। (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা। আউলিয়ায়ে রিজাল, হাদীস ১২৩) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪২) মৃত্যুর সময়ও শয়ন করেনি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শপথ করলো যে, **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ ইন্তিকাল) না হওয়া পর্যন্ত আপন বাহু মাটিতে রাখবো না (অর্থাৎ শয়ন করবো না, নফল ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করবো) অতঃপর চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় এ শপথের উপর অটল ছিলেন। যখন শেষ সময় আসলো আর রূহ বের হয়ে যাওয়ার কষ্টের প্রভাব অনুভব হলো তখনও শয়ন করার পরিবর্তে তিনি বসে গেলেন। তার মেয়ে আরয করলো: আব্বাজান! যদি আপনি শুয়ে যেতেন? তিনি বললেন: যদি আমি এরূপ করি তবে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ হতে মান্নত এবং **তাঁর** যে শপথ করলাম তা পূর্ণ করতে পারবো না। (সিয়রে আলামুন নাবালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৪৩) রূহ বের হওয়া অবস্থায়ও জামাআতে নামায!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুসআব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আমের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রূহ বের হওয়ার সময় কষ্টে পতিত হন, তখনই মাগরিবের আযান আরম্ভ হয়ে গেলো, বললেন: আমার হাত ধরো (আর আমাকে মসজিদে পৌঁছে দাও), আরয করা হলো: আপনি অসুস্থ। বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের** আহ্বান শুনবো এবং কবুল করবো না! (অর্থাৎ আযান শ্রবণ করার পর আমি জামাআতে অংশগ্রহণ করবো না! এটা আমার দ্বারা হতে পারে না) সুতরাং লোকেরা হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসলেন এবং তিনি মাগরিবের জামাআতে অংশগ্রহণ করলেন, তখনো এক রাকাত আদায় করতে পারেননি যে তাঁর রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে প্রস্থান করলো (অর্থাৎ ইন্তিকাল হয়ে গেলো) اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরা তো **আল্লাহরই** মালিকানাধীন এবং আমাদের তাঁর দিকে প্রত্যবর্তন করতে হবে)। বর্ণিত আছে যে. অনেক সময় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশার নামায থেকে অবসর হওয়ার পর থেকে ফজর পর্যন্ত দোয়া করতে থাকতেন! (সিয়রে আলামুন নাবালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামায মে জিছে মাওত আয়ে খোশ নসীব হে ওহ,
খোদা, রাসূল সে ফেরদৌস হে ওহ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাকের রক্ত কিভাবে বন্ধ হলো?

হে আশিকানে রাসূল! প্রকৃত পক্ষে আশিকানে নামাযের শান অনন্য! দুনিয়া থেকে যেতে যেতেও নামায আর তাও জামাআত সহকারে আর তাও মসজিদে! ব্যস এটা তাদেরই বৈশিষ্ট ছিলো যারা নিয়ে গেছেন। আপনারা **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله প্রকৃত আশিকানে নামাযের কিছুনা কিছু সদকা অবশ্যই অর্জিত হবে। আসুন! একটি **মাদানী বাহার** শ্রবণ করি: গুযার খান জেলা রাওয়ালপিন্ডীর এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে আসার পূর্বে না নামায জানতো, না অযুর পদ্ধতি জানতো, সে লোকদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নামায পড়তো। সুতরাং সে মসজিদে নামায পড়তে যেতো কিন্তু কখনো আযান দেয়া বা ইকামত দেয়ার মতো কেউ না থাকলে তবে সে ভয় পেয়ে যেতো যে, না আবার আমাকে আযান বা ইকামত দিতে হয়! অতএব ভয়ে এদিক ওদিক সরে যেতো। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশ পেয়ে গেলো, গরমের মৌসুমে তার নাসিকা ফেটে যেতো এবং নাক দিয়ে রক্ত বের হতো যার কারণে সে চিন্তিত ছিলো, اَلْحَمْدُ لِله যখন থেকে সে পাগড়ী সাজালো এরপর থেকে তার নাক দিয়ে কখনো রক্ত বের হয় নাই। اَلْحَمْدُ لِله মাদানী কাফেলায় বারবার সফর করার বরকতে তার অযু গোসল এবং নামাযের যথেষ্ট পরিমাণ মাসআলা শেখার সুযোগ হয় বরং সে অন্যদেরও শিক্ষা দেয়।

শিফায়ে মিলে গী, বালায়ী টেকেলী গী,
ইয়াকিনান হে বরকত ভরা মাদানী মাহল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৪) অর্ধেক শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়ার সত্ত্বেও...

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ বিন ইনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও জামাআত ছাড়তো না বরং জামাআতের জন্য জোরপূর্বক চলে যেতো। আমি তাঁর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত ছিলাম, মৃত্যু শয্যায় (অর্থাৎ রূহ বের হওয়ার সময়) বসে বসে ইমামের পেছনে তখন নিয়্যত বাঁধ যখন শরীরের নিচের অর্ধাংশ থেকে রূহ বের হয়ে গেয়েছিল এবং ইঙ্গিতে নামায পড়লো, যখন সালাম ফেরাল তখন আমরা তাঁকে শয়ন করিয়ে

www.dawateislami.net

দিয়েছি, তিনি তাসবিহ নিয়ে নিম্ন স্বরে কিছু পড়তে লাগলেন, রূহ বের হওয়ার সময় শেষ পর্যন্ত নড়াচড়া এটাই ছিলো যে হাতে তাসবিহ নাড়তে মশগুল ছিল। (লাওয়াকিহুল আনওয়ারুল কুদ্দুস ফি বয়ানিল উহুদুল মাহমুদিয়া, ৪৯০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

না পাও মে আপনা পাথা ইয়া ইলাহী!
ভালবাসা মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী
পিলা জাম এইছা পিলা ইয়া ইলাহী!
রহো মসতও বহদ মে তেরী বিলা মে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৫-৪৬) দু'টি সংক্ষিপ্ত ঘটনা

হে আশিকানে নামায! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গরা **আল্লাহর** মুহাব্বতে কি পরিমাণ মগ্ন ছিলো যে, মৃত্যুর কষ্টেতেও মুহাব্বতে ইলাহীর নেশায় সেই সম্মানিত ব্যক্তিরা জামাআতের আগ্রহের নেশায় বিভোর ছিল! মৃত্যু শয্যায়ও অলসতা তাদের থেকে দূরে ছিল। আহ! একদিকে আমাদের জীবনের প্রশান্তির মুহূর্ত বা বিশৃংখলার সময় প্রতিটি অবস্থায় "অলসতায়" নিমজ্জিত থাকি। আহ যদি! অলসতা থেকে প্রাণ বেঁচে যায়, না হয় অত্যন্ত লজ্জার কারণ হতে পারে । মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ)** ৫৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একজন নেককার লোক তার শিক্ষককে স্বপ্নে দেখলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: আপনার নিকট সবচেয়ে বড় দুঃখ কোনটা? শিক্ষক উত্তর দিলেন: অলসতার দুঃখ সবচেয়ে বড়। **ঘটনা:** একজন নেককার লোক তার বাবাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: হে আব্বাজান! আপনি কেমন আছেন এবং কি অবস্থা? তিনি উত্তর দিলেন: আমি জীবন অলসতার মাঝে অতিবাহিত করেছি এবং অলসতাতেই মরে গিয়েছি।

www.dawateislami.net

অলসতার পরিচয়

দ্বীনি বিষয়াদীতে অলসতা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ভুল, যা মানুষের মাঝে বিবেক ও সাবধানতার ঘাটতির কারণে প্রকাশ পায়।

(মুফরদাত আলফাযুল কোরআন, ৬০৯ পৃষ্ঠা) (বাতেনী বিমারীয়ো কি মালুমাত, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

এটা তোমাদের অলসতার মধ্যে পতিত করবে

বুখারী শরীফের একটা হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার তোমাদের প্রতি দরিদ্রের ভয় নেই কিন্তু আমার ভয় রয়েছে যে তোমাদের মাঝে দুনিয়া ছড়িয়ে দেয়া হবে, যেভাবে তোমাদের পূর্বের সম্প্রদায়ের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তোমরাও এ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে পূর্বের সম্প্রদায়ের মত পরস্পরের মধ্যে লড়াই করবে এবং এটা তোমাদেরকে অলসতায় পতিত করে দিবে যেভাবে সে পূর্বের সম্প্রদায়কে উদাসিন করে দিয়েছে। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৪২৫) (বাতেনী বিমারীও কি মালুমাত, ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা) (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা **উদাসিনতা** অধ্যয়ন করে নিন, اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার হবে)

মুজে গফলতো ছে বাঁচা ইয়া ইলাহী মুজে নেকীয়োঁ মে লাগা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৭) কোন নেকী সম্পর্কে এটা বলো না যে! এর দ্বারা কি উপকার হবে!

হযরত আল্লামা নাজমুদ্দীন গাযি্য رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কোন ব্যক্তি একটা অর্ধেক নেকী করে **আল্লাহ পাকের** রহমতের আশা রয়েছে যে তাকে এ নেক আমলের কারণে কখনো না কখনো অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে।

(হাসানুত তানবিহ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বুঝা গেলো যে, কোন নেকীকে ছোট মনে করোনা এবং কখনো বে নামাযী ইত্যাদিকে কোন মুস্তাহাব কাজ থেকে

www.dawateislami.net

বাধাঁ দিওনা। যেমন; এটা বলে দেয়া যে তুমিতো নামায পড়ো না, গউছে পাকের ইসালে সাওয়াবের নিয়ায করার দ্বারা কি উপকার হবে! নিশ্চয় নামায ফরয যারা পড়ে না তারা বড় গুনাহগার, নামায পড়তেই হবে কিন্তু যে পড়ে না তাকে অন্য নেকী থেকে বাধা দেয়া এটাও ঠিক নয়। হতে পারে বুযুর্গদের সাথে আক্বিদা রাখার কারণে এবং তাদের নিয়াযের বরকতে তার নামাযেরও সামর্থ্য মিলে যাবে, সুতরাং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অনেক সময় মানুষের মাঝে বিদ্যবান একটি নেক অভ্যাসের কারণে **আল্লাহ পাক** তার সমস্ত আমলকে ভাল করে দিয়ে থাকেন। (মু'জামু আওসাত, ১ম খন্ড, ৫৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০০৬)

(৪৮) কান্না করতে করতে অন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক আবিদার নিকট গেলাম। সে অধিক রোযা রাখতো এবং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে এত কান্না করতো যে, তার দৃষ্টি শক্তি যেতে থাকে আর এত অধিক নামায পড়তো যে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব হতো না, অতঃএব বসে নামায পড়তো। আমি তাঁকে সালাম করলাম অতঃপর **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম যে, তার স্পৃহা কমে গেলো। তিনি এ কথা শুনে একটা চিৎকার দিলেন আর বললেন: আমি আমার নফসের পরিচয় অর্জন করে নিয়েছি যার কারণে আমার অন্তর ক্ষত হয়ে গিয়েছে, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি চাই যে, আহ! **আল্লাহ পাক** যদি আমাকে সৃষ্টিই না করতো এবং আমি কোন আলোচনার উপযুক্ত বিষয়বস্তুও না হতাম। এটা বলে পূনরায় নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলো। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ! সালবে ঈমান কা খাওফে খায়ে জাতা হে,
কাশকে! মেরি মা নে হি নেহি জানা হোতা (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না কারার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! বুযুর্গ মহিলা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করতে করতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকে**র ভয়ে কান্না করাটা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুমিন বান্দার চোখ থেকে **আল্লাহ পাকে**র ভয়ে মাছির মাথার সমান অশ্রু বের হয়ে তার চেহারা পর্যন্ত পৌঁছে তবে **আল্লাহ পাক** সেই বান্দার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন। **(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১৯৮)**

সিনেমার অভিনেতা তাহাজ্জুদ আদায়কারী হয়ে গেলো

দাদো (সিন্দ) এর সংযুক্ত এলাকার এক ব্যক্তি অসৎ চরিত্রের অধিকারী এবং মদ্যপায়ী ছিলো। সিন্দি সিনেমায় অভিনেতা হিসাবে কাজ করতো। সে অসৎ সঙ্গীর সাথে বন্ধুত্ব রাখতো। কখনো নামায পড়তো না। কিন্তু তার পিতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুত্তাকী, নামায আদায়কারী বরং তাহাজ্জুত আদায়কারী ছিল, অন্যান্য ভাইয়েরাও নিয়মিত নামায আদায়ে অভ্যস্ত ছিল। একজন শুধু সে, যে এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলো, যদি তার পিতা কখনো বুঝিয়ে নামাযের জন্য নিয়ে যেতো। তবে সে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে হাত থেকে পালিয়ে যেত। এলাকাবাসীও তার কারণে অতিষ্ট ছিল, কখনো আত্মীয় স্বজনদের ঘরে গেলে তো তাদের আচরণে স্পষ্ট অনুভব করতে পারতো যে, তাদের নিকট আমার আসাটা পছন্দনীয় নয়। ২০০৮ সালের মুহার্‌রম মাসে তার পিতা ইশার নামাযের জন্য তাকে সাথে নিয়ে গেলো। নামাযের পর সবুজ পাগড়ী পরিধানকারী দুইজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তারা তার ছোট ভাই এবং পিতাকে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য দাওয়াত দিল তখন ছোট ভাই ইসলামী ভাইদেরকে বললো যে, আমার এ ভাই আপনাদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করবে। সেও লজ্জায় হ্যাঁ বলে দিল কিন্তু ঘরে এসে ভাইকে বলতে লাগলো: আপনি চলে যান, আমি মাওলানাদের

সাথে যাব না, কালকে আমার সিনেমার শুটিং আছে। তখন পিতা বললেন: যদি তুমি আমাকে ভালবাসো তবে মাদানী কাফেলায় চলে যাও এবং তার জিনিষপত্র ঘুছিয়ে দিল। দ্বিতীয় দিন ঘরে শুয়েছিল আর মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাই তাকে নেয়ার জন্য পৌঁছে গেলো এভাবে সে আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করতে সফল হয়ে গেলো। মাদানী কাফেলায় সে ইসলামী ভাইয়ের ভালবাসা ও স্নেহ দেখে অনেক মুগ্ধ হলো এবং যখন সে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব"** পড়ল তখন **আল্লাহ পাকের** শাস্তির ভয়ে তার লোম দাঁড়িয়ে গেলো। সে তার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল এবং গাউছে পাকের সিলসিলায় মুরিদ হয়ে গেলো। মাদানী কাফেলায় ফরয নামাযের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ এবং ইশরাক চাশতের নামাযও নসীব হলো, যখন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসলো তখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলো, তখন তার পিতার খুশির অন্ত ছিলো না যে, এ তো ফরয নামায থেকে পালিয়ে বেড়াতো এখন তাহাজ্জুদ আদায় করছে! ঘরের বাকি সদস্যরাও তার এ পরিবর্তনে অনেক খুশি হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি মাথায় পাগড়ী সাজিয়ে নিলেন এবং এক মুষ্ঠি দাড়ি চেহারায় সাজানোর দৃঢ় নিয়্যত করে নিল। এ পরিবর্তন দেখে এলাকার লোকজন পূর্বে যারা অতিষ্ট ছিলো এখন তারা সাক্ষাতের সময় আনন্দ অনুবভ করে, ঐ আত্মীয়স্বজন যারা নিজেদের ঘরে তার আসাটাকে পছন্দ করতো না, এখন তারাই অভিযোগ করতে থাকে যে, তুমি আমাদের ঘরে আসো না কেন। এক সপ্তাহ পর তার ফয়যানে মদীনায় সকিরের মধ্যে ৬৩ দিনের তরবিয়তী কোর্স কারার সৌভাগ্য নসীব হলো। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় তাকে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার বানিয়ে দেয়া হলো। মাদানী কাজ করতে করতে মাদানী ইনআমাতের যিম্মদারও হয়ে গেলো।

বে শক আমল বদ ওয়ার আফআলে বদ কি ছুটে আদতি, কাফিলো মে চলো
কর সফর আয়ে গে, তু সুধড় জায়েগে আব না সুসতি করে, কাফিলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪৯) মৃত্যুর স্মরণে ক্ষুধার্ত থাকা মহিলা

হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায আদাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا প্রতিদিন সকালে বলতেন: (সম্ভবত) এটা ঐ দিন যে দিনে আমাকে মরতে হবে। অতএব সন্ধ্যায় কিছু আহার করতেন না, "অতঃপর যখন রাত হতো তখন বলতো: (সম্ভবত) এটা ঐ রাত যেটাতে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।" অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতো। (ইহইয়াউল উলুম (উর্দূ), ৫খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুসালসাল মওত নযদিক আ'রাহি হে, হায়! বরবাদি,
করম মওলা! গুনাহো কা মরয বাড়তা হি জাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর স্মরণ সৌভাগ্যবানদেরই বৈশিষ্ট

سُبْحٰنَ الله! মৃত্যুর এমন স্মরণ!!! নিশ্চয় মৃত্যুর স্মরণ সৌভাগ্যবানদেরই বৈশিষ্ট: **আল্লাহ পাক** ২৯তম পারা সূরা মুলক এর ২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

(পারা ২৭, সূরা মুলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনিই যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

এ আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে (একটা উক্তি) রয়েছে: "তোমাদের মাঝে কে মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করে, এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং অধিক ভয় রাখে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৮ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৭৮৮)

দু'টি জিনিস আমার জন্য দুনিয়ার স্বাদ নষ্ট করে দিয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আ'লা তায়মী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দু'টি জিনিস আমার দুনিয়ার স্বাদ নষ্ট করে দিয়েছে: (১) মৃত্যুর স্মরণ এবং (২) **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

সামনে দন্ডায়মান হওয়া (খেয়াল)। (হিলায়াতুল আউলিয়া, ৫/১০২, হাদীস ৬৪৮৫) হযরত সায়্যিদুনা আউন বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুর সঠিক অর্থ জেনে নেয়, সে কাল আগত দিনকে গন্য করে না, এমন অনেকে রয়েছে যারা আগত দিন পেলো কিন্তু দিন পূর্ণ করতে পারলো না এবং কতজন সুখ প্রস্তুতকারী, সুখ পেলো না, যদি মৃত্যু আর তার দূরত্বের মাঝে চিন্তা করো তবে অবশ্যই দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা এবং তার ধোঁকাকে ঘৃণা করবে। (মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা, ৮/২২৩) (শরহুস সুদুর, ৯৬)

আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কম আহার করা ইবাদত

আশিকানে নামাযের ঘটনার মধ্যে ক্ষুধারও বর্ণনা রয়েছে। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কম আহার করাও ইবাদতের সাওয়াব। **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা নিজের আহার স্বল্প করে তখন তার পেটকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হয়। (জামিউস সগীর, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৯)

ভুক সেহনে পিয়াস সেহনে কি খোদা তৌফিক দে,
গুম তেরি ইয়াদো মে রেহনে কি সদা তৌফিক দে।

(৫০) জাহান্নামের স্মরণে ঘুম চলে গেছে

হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন বিছানায় শুয়ে যেতেন তখন এভাবে পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন যেনো হাঁড়ে দানা লাফাচ্ছে! অতঃপর লাফিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বিছানাকে ভাঁজ করে রেখে দিতেন আর সকাল পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত থাকতেন অতঃপর বলতেন: জাহান্নামের স্মরণে ইবাদতে আতিবাহিত কারীর ঘুম চলে গেছে। (ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, ৫/৫২৯)

প্রতিটি গর্তে একটি করে সাপ আছে

হে আল্লাহ পাককে ভয়কারীগণ! জাহান্নামের আযাব! তা কেইবা সহ্য করতে পারবে! কেউ পারবে না, কেউ পারবে না, কখনোই কেউ পারবে না,

www.dawateislami.net

হে **আল্লাহ**! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নাও। আমিন। বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামে সত্তর হাজার উপত্যকা রয়েছে, প্রতিটি উপত্যকায় সত্তর হাজার ঘাঁটি রয়েছে, প্রতিটি ঘাঁটিতে (৭০) সত্তর হাজার গর্ত রয়েছে, প্রতিটি গর্তে একটি করে সাপ রয়েছে, যারা জাহান্নামীদের চেহারায় দংশন করতে থাকবে।

(কিতাবুন সফফাতুন নার মাআ মাওসুআ ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৬/৪০৯, হাদীস ৪৫) (মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দু), ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দরদ সার হো ইয়া বুখার আয়ে তাড়াফ জাতা হো
মে জাহান্নাম কি সাযা কেইসে সহোগা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫১) তোমার বাবা হঠাৎ আগত শাস্তিকে ভয় করে

اَللهُ اَكْبَرُ যেই ব্যক্তি যে পরিমাণ নেককার হবে সে সেই পরিমাণ **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে, **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারী তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা রাবে বিন খুছাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তার মেয়ে আরয করলো: আব্বাজান! কি কারণে মানুষ ঘুমিয়ে যায় আর আপনি ঘুমান না? তখন ইরশাদ করলেন: তোমার বাবা ঐ আযাবকে ভয় করে যা হঠাৎ এসে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৫৪৩, হাদীস ৯৮৪) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুজে নারে দোযখ ছে ডর লাগ রাহা হে
হো মুজ না'তাওয়া পর করম ইয়া ইলাহী (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫২) শুরুতে বিশ বছর নামাযের জন্য কষ্ট শিকার করলেন

হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন মুহাম্মদ বিন আবি রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি ২০ বছর পর্যন্ত নামাযের

www.dawateislami.net

ব্যাপারে কষ্ট শিকার করলাম এবং ২০ বছর পর্যন্ত আনন্দের সাথে নামায আদায় করলাম।" (সফফাতুস সাফওয়াতুন, ২য় খন্ড, নম্বর ১৭৫। আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯০)

মন স্থির হোক বা না হোক নেকী অব্যাহত রাখুন

হে আশিকানে নামায! এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পেলাম যে, মন স্থির হোক বা না হোক নামায পড়তে থাকুন! যিকির ও দরূদে, নেকীর দাওয়াতের কাজে, মাদানী কাফেলায় সফর করা "মাদানী ইনআমাতের" উপর আমল করা, প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাত নামক পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথম তারিখে জমা করানো, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত এবং আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে মন লাগুক বা না লাগুক এ সব কাজ অব্যাহত রাখুন اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো মন লেগে যাবে।

(৫৩) অর্ধাঙ্গ রোগ হওয়ার সত্ত্বেও জামাআত সহকারে নামায

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা রাবী বিন হুসাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যখন অর্ধাঙ্গ রোগ হয়ে গিয়েছিলো তখন দুজন ব্যক্তির সাহায্যে মসজিদে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন, যখন আরয করা হলো: হুযুর! আপনি মা'যুর (অপারগ)। তিনি বলতেন: কিন্তু আমি মুয়াজ্জিন থেকে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة (অর্থাৎ নামাযের জন্য এসো), حَيَّ عَلَى الْفَلَاح (অর্থাৎ কল্যাণের দিকে এসো!) শুনি, আর যে আযান শ্রবণ করে তার উচিতযে সে যেন জামাআতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়, চাই হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও হামাগুড়ি দিয়ে যাবে! (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১৩৩, নম্বর ১৭০৭) এটা তাঁর এই স্পৃহা জামাআতে নামায আদায়ে উচ্চ মর্যাদার তাক্বওয়া ছিল, সুতরাং মাসআলা এটাই যে, এরূপ রোগ যার, জামাআতের জন্য যেতে অত্যন্ত কষ্টকর হয় তার মসজিদে অনুপস্থিত ক্ষমা যোগ্য।

www.dawateislami.net

(৫৪) নামাযের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ

এক ব্যক্তির কাজীর (বিচারকের) নিকট কোন প্রয়োজন ছিল, তখন সে হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাহায্য চাইলো। সুতরাং তিনি তার সাথে চললেন, যে মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিল তাতেই নামায আদায় করে এমন কি বিচারকের নিকট পৌঁছে গেলো, ঐ সময় মজলিশ শেষ হয়ে গেলো, তিনি বিচারকের নিকট ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পর্কে বললো, তখন তার চাহিদা পূর্ণ করে দেয়া হলো, অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, সফরের মধ্যে যা কিছু তুমি দেখেছো তা তোমার উপর বোঝা স্বরূপ অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বললেন: আমি যখনই নামায আদায় করি তখন **আল্লাহ পাকে**র নিকট আপনার প্রয়োজন অবশ্যই প্রার্থনা করি। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯২)

(৫৫) সেবা করার জন্য যখন যেতেন তখন রোগীর ঘরে প্রথমে দুই রাকাত নামায পড়তেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শুযাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখন কখনো আমরা হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সঙ্গে কোন রোগীর সেবার জন্য যেতাম তখন রোগীর ঘরে গিয়ে তিনি প্রথমে মসজিদে বাইতে (অর্থাৎ নামাযের জন্য ঘরের নির্দিষ্ট করা স্থানে) নামায আদায় করতেন, অতঃপর রোগীর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯১)

মসজিদে বায়ইত তৈরী করুন

হে আশিকানে নামায! এই ঘটনা থেকে এটাও বুঝা গেলো যে, পূর্বের পবিত্র সময়ে মুসলমানদের ঘরে "মাসজিদ বাইত" থাকতো। আফসোস! এখন ঘরে বেডরুম, ড্রয়িং রুম, ড্রায়নিং রুম, ড্রেসিং রুম, এস্টাডী রুম, ফিটনেস রুম, টি ভি রুম আর না জানি কত কিছু তৈরী করা হয়! আর শুধু তৈরী করা হয় না "মসজিদে

বাইত"। **বাহারে শরীয়ত** এর মধ্যে মসজিদে বাইতের উৎসাহ দিতে গিয়ে লিখেন: মহিলাদের জন্য এটা মুস্তাহাবও রয়েছে যে, ঘরে নামায পড়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিবেন এবং উচিত হবে যে, সে স্থানকে পাক পবিত্র রাখবে এবং উত্তম এটা যে, সে স্থানকে ছাদ ইত্যাদির দিকে উঁচু করে নিবে। বরং পুরুষদের উচিত যে, নফলসমূহর জন্য ঘরে কোন জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবে, কারণ নফল নামায ঘরে পড়া সর্বোত্তম। (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৪৯৪। বাহারে শরীয়ত, ১/১০২১) মনে রাখবেন! মসজিদে বাইতের জন্য সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট কক্ষ করে নেওয়া জরুরী নয়, কোন কক্ষে স্বল্প জায়গাও যথেষ্ট। তার জন্য পৃথক দালান ইত্যাদিও জরুরী নয়।

(৫৬) প্রতিটি মসজিদে নামায

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শাওযাব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সাথে কোথাও যেতাম তবে যে মসজিদের পাশ দিয়ে যেতাম তিনি সে মসজিদে অবশ্যই নামায আদায় করতেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯১)

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হামিদুদ তাবিল رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, যখন আমি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যেতাম, তখন হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সঙ্গী হতেন, যখনই কোন মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতাম তখন তিনি তাতে অবশ্যই নামায পড়ে নিতেন। যখন আমি হযরত আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খিদমতে উপস্থিত হতাম তিনি رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করতেন: ছাবিত কোথায়? নিশ্চয় সে (ইবাদত করতে) অনেক চেষ্টা করে এজন্য আমি তাকে ভালবাসি।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/৩১৭, হাদীস ১৫৭) (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯১)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচয়

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখন আপনারা যে ঘটনাটি শ্রবণ করলেন তাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলিলুল কদর সাহাবী, সফর ও অবস্থানের সঙ্গী এবং **তাঁর** বিশেষ খাদেম হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উত্তম আলোচনা ছিল। সাহাবাগণ সবাই মর্যদাবান, হযরত আব্দুর রহিম বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা বলেন: আমি এমন চল্লিশজন তাবেয়ীর সাথে সাক্ষাত করেছি যারা সবাই আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করতেন যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার সমস্ত সাহাবীকে ভালবাসে, তাদেরকে সাহায্য করে এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করে তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমার সাহাবীদের সঙ্গ নসীব করবেন। (আল জামি লি আখলাকির রাবী লিল খাতীব, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩৬৮) এভাবে তো সব সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **আল্লাহ পাকের** শেষ **নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতের জন্য সব সময় উপস্থিত থাকতেন কিন্তু কতিপয় সৌভাগ্যবান সাহাবা এমন ছিলেন যাঁদেরকে বিশেষ খাদেমের মধ্যে গণ্য করা হয়, এই পবিত্র তালিকায় একটা নাম হলো হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। আসুন! তার উত্তম আলোচনা করে **আল্লাহ পাকের** রহমতসমূহ একত্রিত করি।

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী

তাঁর নাম **আনাস**। তিনি আনসারী গোত্রের খাযরাজের একটি শাখা বনি নাজ্জার গোত্রের, তাঁর মাতার নাম উম্মে সুলায়ম বিনতে মিলহান। তার উপনাম **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আবু হামযাহ** রেখেছিলেন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি **খাদিমুন নবী** এবং উপাধিতে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই গর্ব করতেন। দশ বছর বয়সে পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ১০ বছর পর্যন্ত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে অতিবাহিত কারার সৌভাগ্য অর্জন করে ছিলেন।

(আল আকমাল ফি আসমাউর রিজাল, ৫ পৃষ্ঠা। আসাদুল গাবাতি, ১/১৯২-১৯৩)

www.dawateislami.net

দোয়ায়ে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করে ছিলেন: اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ - অর্থাৎ "হে **আল্লাহ্ পাক**! তাঁর সম্পদ এবং সন্তান সমূহের মাঝে আধিক্য দান করুন এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করুন।" হযরত আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার মধ্যে দু'টি দোয়া কবুল হওয়ার দৃশ্য তো আমি দেখেছি আর আমি আশা রাখি যে, আমি তৃতীয় দোয়ার দৃশ্যও অবশ্যই দেখবো, অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাব। (সিরাতে মুস্তফা, ৭০২ পৃষ্ঠা। মুসনাদ আবদ বিন হামিদ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৫৫) হযরত আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ্ পাকের** শপথ! (এ দোয়ার বরকতে) আমার সম্পদ অধিক বেড়ে গেলো এবং আমার সন্তান আর সন্তানের সন্তান একশত থেকে বেশি। (মুসলিম, ১০৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৩৭৬)

নামায এবং তিলাওয়াতে কোরআনের ভালবাসা

হযরত আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর পোষাক পরিবর্তন করতেন আর ইশা পর্যন্ত নফল সমূহ আদায় করতে থাকতেন। (ইবনে আসাকির, ৯/৩৬৩) যখন কোরআন খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করতেন তখন আপন সন্তান-সন্ততিকে একত্রিত করে নিতেন এবং তাদের সবার জন্য দোয়া করতেন। তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর কথাবার্তা খুবই কম শব্দ সম্বলিত ছিলো। (সফফাতুস সফওয়া, ১/৩৬২)

ওফাত শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফত কালে লোকদের দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি মদীনা মুনওয়ারা থেকে বসরায় চলে গেলেন। ৯১ (বা ৯৩ হিজরীতে) তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ১০৩ বছর ছিল। বসরায় ইন্তিকালকারী সাহাবী رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ মাঝে সবচেয়ে শেষে তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং সেখানেই তাঁর পবিত্র মাজার হয়। (আল আকমাল ফি আসমা ইর রিজাল, ৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কবরে প্রিয় নবীর তবাররুক

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তবাররুকের মধ্যে থেকে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিকট লাঠি মুবারক ছিল। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ অসিয়ত করেছিলেন যে, এ তবাররুক দাফনের সময় আমার কাফনে রেখে দিও, অতএব এ মুবারক লাঠি তার কাফনে রেখে দেয়া হয়েছিল। (আসাদুল গাবাতু, ১/৭২১) তাঁর মাতা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক জমা করে সুগন্ধের সাথে মিশ্রিত করতেন। (মুসলিম, ৯৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬০৫৫) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার কাফনের হনূতে ঐ সুগন্ধি ব্যবহার করবে যাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক মিশ্রত রয়েছে। (বুখারী, ৪/১৮৬, হাদীস ৬২৮১) হনূত ঐ সুগন্ধিকে বলে যা কাফন এবং মৃতকে লাগানোর জন্য তৈরী করা হয় যাতে কর্পুর এবং গোলাপ ইত্যাদি থাকে। (উমদাতুল ক্বারী, ১৫/৩৯২, হাদীস ৬২৭১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাহাবা কা গাদা হো আওর আহলে বায়ত কা খাদেম,
ইয়ে সব হে আফহি কি তো ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫৮) হে আল্লাহ! কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করো

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে শাওযাব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; আমি হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি: হে **আল্লাহ পাক**! যদি তুমি সৃষ্টিজগতের কাউকে কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করে থাকো তবে আমাকেও দান করো। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৫১৬, হাদীস ৩১৯১) (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৮৮)

www.dawateislami.net

(৫৯) নামায, রোযা এবং যিকির ব্যতিত জীবন চাই না

হযরত সায়্যিদুনা মুবারক বিন ফদ্বালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আমি (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কঠিন রোগের সময় তাঁর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি ঘরের উঁচু স্থানে ছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে নিজের ছাত্রদের স্মরণ করতে লাগলেন, যখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন বললেন: হে ভাই! গতকাল আমি ঐভাবে নামায পড়তে পারিনি যেভাবে পূর্বে পড়তাম, যেভাবে রোযা রাখতাম সেভাবে রোযাও রাখতে পারিনি এবং যেভাবে আপন সঙ্গীদের সাথে **আল্লাহ পাকের** যিকির করতাম এখন আর সেরূপ করতে পারিনা।" অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয কররাম: হে **আল্লাহ পাক**! যদি তুমি আমার এ তিনটা (নামায, রোযা এবং যিকির) বন্ধ করে দাও তবে আমাকে এক মুহুর্তের জন্যও দুনিয়ায় থাকতে দিওনা। অথবা আরয করলেন: যেভাবে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং তোমার যিকির করার ইচ্ছা রাখি যদি তুমি আমাকে তা থেকে বিরত রাখো তবে একমুহুর্তের জন্যও দুনিয়ায় থাকতে দিওনা। অতএব তখনই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯০) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তারঁ সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৬০) কবরে নামায পড়ছেন

হযরত সায়্যিদুনা শায়বান বিন জাসর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা বলেন; **আল্লাহ পাকের** শপথ যিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নেই! হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আমি এবং হযরত হামিদুত তাবিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বা অন্য কেউ ব্যক্তি কবরে নামালাম, যখন আমরা ইটগুলো ঠিক করছি তো ঘটনা ক্রমে একটা ইট কবরের ভিতরে চলে গেলো, হঠাৎ আমি তাঁকে কবরে নামায পড়তে দেখি, সঙ্গীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি দেখেছ? তখন তিনি বললেন: চুপ থাকো! অতএব

www.dawateislami.net

দাফন করার পর তাঁর কন্যার নিকট আসলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার বাবা কি আমল করতো? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি দেখেছেন? আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম তখন তিনি বললেন: আমার সম্মানিত পিতা ৫০ বছর ধারাবাহিক ভাবে রাত জেগে ইবাদত করতেন, যখন সেহেরীর সময় হতো তখন এভাবে দোয়া করতেন: হে **আল্লাহ্**! তুমি যদি কাউকে মৃত্যুর পর নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করে থাকো, তাহলে আমাকেও প্রদান করো। **আল্লাহ্ পাক** তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

(সফফাতুস সফওয়াতুন, ২য় খন্ড, ৩য় অংশ, ১৭৭ পৃষ্ঠা। আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৩৮৯)

আল্লাহ! দেয় দেয় এইছি মুহাব্বত নামায কি,
ছোড়াও ইসকে না মাওত বি উলফত নামায কি।

(৬১) কবর শরীফ থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন সিম্মাহ মুহাল্লাবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন; যে ব্যক্তি সেহেরীর সময় হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কবর মোবারকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তারাই আমাকে বললেন যে, যখনই আমরা এ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি আমারা তিলাওয়াতে কোরআন শুনি।" (কিতাবুত তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লায়ল মাআ মাওসুআতুন লিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৩৩২, নম্বর ৪১৫। আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৪৯২) **আল্লাহ্ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাচাতো ভাই হত্যা হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেশার অভ্যাস ছাড়ানো, মন্দ অভ্যাস দূর করার জন্য, নেকীর রাস্তা পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** শাহিদরা লাহোরের ইসলামী ভাই পূর্বে মদ পান করা, গাঁজা খাওয়া এবং অন্যান্য মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। খারাপ সঙ্গীদের

www.dawateislami.net

সংস্পর্শের কারণে এটাও জানা ছিলো না যে, মুসলমানের উপর নামায ফরয, বরং তাকে কেউ নামাযের দাওয়াত দিলে তখন এটা বলে দিয়ে উড়িয়ে দিতো: তুমি যাও আমি আসছি এবং মনে মনে ভাবতো যে, সে নিজে নামায পড়বে তো পড়ে নিবে আমার যখন সামর্থ্য হয় তখন আমিও নামায পড়ে নিব। অতঃপর একটা ঘটনা তার জীবনকে দ্রুত পাল্টে দিল আর সেটা এভাবে যে, তার চাচাতো ভাইকে কেউ জমির ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে হত্যা করে দিয়েছে! এ ঘটনার পর সে গ্রামের মধ্যে একা হয়ে গেলো। তার বড় ভাই যিনি তারই সাথে থাকতেন, তিনি গাউছে পাকের সিলসিলার মুরিদ ছিলো সেও নেকীর দাওয়াত দিতো এবং নামায পড়ার উৎসাহ দিতো, তখন তিনি মাকে বলতো যে, আমার ভাই আমার পিছনে কেন লেগে থাকে, যখন আমার নামায পড়তে হবে আমি পড়ে নিব। অতঃপর রমযান মাস তাশরীফ নিয়ে আসলো তখন তার ভাই তাকে আশিকানে রাসূলের সাথে পুরা মাস ইতিকাফ করার দাওয়াত দিলেন তখন এটা তিরস্কার করে বলতে লাগলো যে আমার নিকট এতগুলো পয়সা নেই যে, আমি আমার স্ত্রী সন্তানদের খরচের জন্য দিয়ে যাব, তখন সেই দিনই একজন বন্ধু তাকে ১০ হাজার টাকা উপহার স্বরূপ দিয়েছে, সে গায়বি সাহায্যের পর অস্বীকারের ধরনাও কোথায় ছিল! সে জামে মসজিদ আক্সা শের আনওয়ালা গেইট লাহোর পৌঁছে গেলো। কিছুদিন তো সে মানসিক ভাবে নতুন পরিবেশে পেরেশান ছিলো অতঃপর অন্তর ধীরে ধীরে বসতে শুরু করলো মাদানী মুযাকারার বরকত অর্জন হতে লাগলো, একদিন এই মাদানী মুযাকারায় সংগঠিত হওয়া আখিরাতের কথা বার্তার মাঝে অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হতে থাকে কারণ নিগরানে শুরা কবর সম্পর্কে অল্প বয়ান করলেন যেটা শুনে কতিপয় ইসলামী ভাইয়ের মত সেও অশ্রু সিক্ত হয়ে গেলো। একদিন আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের মাদানী ফুল বয়ান করলেন যে, যদি আপন আত্মীয়, বন্ধু কোন ভুল করে দোষ করে ফেলে তো তাকে মাফ করে দেয়া উচিত, একথা তার অন্তরে প্রভাব ফেললো। তিনি আপন গুনাহ থেকে তাওবা করলো। নামায রোজা নিয়মিত আদায় করার নিয়্যত

www.dawateislami.net

করে নিল এবং যখন ইতিকাফের পর ঘরে পৌঁছল তখন মায়ের কদমে চুমু দিল, নিজের চাচাতো ভাইয়ের হত্যাকারীর ঘরে গিয়ে ক্ষমা এবং সন্ধি ইত্যাদি করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه চেহারায় দাড়ি সাজিয়ে নিল এবং পাগড়ী মাথায় বেধে নিল।

তু নরমি কো আপনানা জগড়ে মিটানা, রেহে গা সদা খোশনমা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬২) সারারাত নামায পড়তে থাকতো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয বিন রাওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাতের শুরুতে আপন বিছানার নিকট আসতেন আর তার হাত বিছানায় ভুলাতেন: নিশ্চয় তুমি নরম কিন্তু **আল্লাহ পাকের** শপথ! জান্নাতে তোমার চেয়ে অধিক নরম বিছানা অর্জন হবে।" অতএব সারা রাত নামায পড়তে থাকতেন। **(ইয়াহ্ইয়াউল উলুম, ১/৪২৭)** **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয় জান্নাত **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নিয়ামত, আমরা সবাই তাকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা করা এবং সেটা অর্জনের জন্য বেশি ইবাদত করা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ দ্বারা জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত।

ইয়া খোদা মেরি মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফেরদৌস মরহামত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৩) পা মুবারক সব সময় যন্ত্রনা করতো

হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিতা স্ত্রী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পা মুবারক নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কারণে সব সময় যন্ত্রনা করতো, যদি আমি তাঁর পেছনে বসতাম তো **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাঁর কষ্ট দেখে কান্না করতাম। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৪৩) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৬৪) প্রিয় নবীর পা মুবারক ফুলে গেলো

আল্লাহ ওয়ালাদের নামাযের স্পৃহার প্রতি শতকোটি মারহাবা! আমরা সামান্যতম অসুস্থতার মাঝে ফরয নামায থেকে মন ফিরিয়ে নিই এবং সেই বুযুর্গণের অধিক নফলের কারণে পায়ে যন্ত্রনা হতো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের রাতের নামাযের অবস্থা **আল্লাহ**! **আল্লাহ**! মাকতাবাতুল মদীনার ১২৫ পৃষ্ঠার আযিমুশশান কিতাব "**শোকর কে ফাযায়িল**" ৫১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিষয় সাধারণভাবে আরয করছি: হযরত সায়্যিদুনা মুগিরা বিন শুউবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতের নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দন্ডয়মান হতেন যে কদম মুবারক ফুলে যেতা। আরয করা হলো: **আক্বা!** আপনি এত কষ্ট কেন করেন? আপনি তো ক্ষমাশীল আপনার কারণে সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছে। ইরশাদ করলেন: আমি কি শোকর আদায়কারী বান্দার অন্তরভুক্ত হবো না?

মারহাবা কিয়া খোব হে! আল্লাহ ওয়ালো কি নামায
উন কে সদকে হাম কো বিহ দে ইয়া খোদা সোয ও গুদায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো

হযরত সায়্যিদুনা সিলাহ বিন আশিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সারা রাত নামায পড়তেন, যখন সকাল হতো **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: হে **আল্লাহ**! আমি জান্নাতের উপযুক্ত নই কিন্তু তোমার রহমত দ্বারা আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান

www.dawateislami.net

করো। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪৬৭) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার ফযীলত

হে আল্লাহ পাককে ভয়কারী বান্দা! আল্লাহ পাকের শপথ! এক সেকেন্ডের জন্যও কেউ জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবে না! আমাদের সর্বদা জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কিছু বর্ণনা পড়ুন এবং জাহান্নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চান। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তো জাহান্নাম বলে: اَللّٰھُمَّ اَجِرْہُ مِنَ النَّارِ ـ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো।

(আল আহাদিসুল মুখতার, ৪/৩৯০, হাদীস ১৫৫৯)

জাহান্নাম থেকে তিনবার মুক্তি চাওয়ার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট তিনবার জান্নাত চাইবে তবে জান্নাত বলে: হে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই তখন জাহান্নাম বলে: হে **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো। (তিরমিযী, ৩/২৫৭, হাদীস ২৫৮১)

জাহান্নাম থেকে সাতবার মুক্তি চাওয়ার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা জাহান্নাম থেকে প্রতিদিন সাতবার মুক্তি চাইবে, তখন জাহান্নাম বলে: হে **আল্লাহ পাক**! তোমার বান্দা আমার থেকে মুক্তি চাচ্ছে, তুমি তাকে মুক্তি দিয়ে দাও। (মুসনাদ আবি ইয়ালা, ৫/৩৭৯, হাদীস ৬১৬৪) "শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবিয়া" এর ২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর) [১] اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ ـ সাত বার পড়ুন। **ফযীলত:** পাঠকারী সে দিন বা

---

১. হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

www.dawateislami.net

রাতে মারা গেলে **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(আবু দাউদ, ৪/৪১৫, হাদীস ৫০৭৯)

গুনাহ গার হো মে লায়েক জাহান্নাম হো,
করম সে বখশ দে মুজকো না দে সাযা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৬) উত্তর কেন দাও না?

হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাতের সময় কবরের নিকট এসে বলতেন: হে কবরবাসী! যখন আমি তোমাদের আহ্বান করি তখন আমাকে উত্তর কেন দাও না? অতঃপর বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! তাদের এবং উত্তরের মাঝে বাধা রয়েছে আর হয়তো আমিও তাদের মত। অতঃপর ফজরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকেন। (ইহইয়াউল উলুম (উর্দূ), ৫/৫৯০)

মৃত্যুকে স্মরণ কারার উপকারীতা

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করতো এবং নিজেকে নিজে মৃত ব্যক্তির সাথে গণ্য করতো। নিশ্চয় মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ করা অত্যন্ত উপকারীতা রয়েছে। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব শরহুস সুদুর (উর্দূ) এর ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কতিপয় বুযুর্গ বলেন: যে মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ করে সে তিনটি বিষয়ে সম্মান পায়: (১) তাওবার দ্রুত সামর্থ্য (২) অন্তর সন্তোষ (৩) ইবাদতের মাঝে স্পৃহা। এবং যে মৃত্যুকে ভূলে গেল তাকে তিনটি বিষয়ে ফেঁসে দেওয়া হবে (১) তাওবাতে দেরী (২) প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিকের মধ্যে অসন্তুষ্টি হওয়া (৩) ইবাদতে অলসতা।

মুছালছাল মাওত নযদিক আরেহি হে, হায়ে! বরবাদী
করম! মাওলা! গুনাহু কা মরয বড়তাহি জাতা হে (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সবাইকে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে

হে আশিকানে নামায! আল্লাহ পাকের আযাব ভয় না করার মত জিনিস নয়। আহ! জাহান্নামের উপর দিয়ে প্রতিটি মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। অতএব ১৬তম পারা, সূরা মরিয়ম, ৭১ ও ৭২ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِنۡ مِّنۡکُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ کَانَ عَلٰی رَبِّکَ حَتۡمًا مَّقۡضِیًّا ﴿۷۱﴾ ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا وَّ نَذَرُ الظّٰلِمِیۡنَ فِیۡهَا جِثِیًّا ﴿۷۲﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭১, ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না । আপনার রবের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়। অতঃপর আমি ভয়সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

এই আয়াতের ভিত্তিতে **খোদাভীতি** সম্পন্ন বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: আমাদের ভয় এই জন্য যে, আমাদেরকে দোযখের উপর দিয়ে গমন করতে হবে নিশ্চিত, কিন্তু মুক্তির ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

জাহান্নাম থেকে একহাজার বৎসর পর প্রস্থানকারী

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যখন এ হাদীস শরীফ বর্ণনা করলেন, যা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে এসেছে, যাকে হাজার বৎসর পর দোযখ থেকে বের করা হবে এবং আহ্বান করবে: يَا حَنَّانُ! يَا مَنَّانُ! অর্থাৎ হে অতিশয় করুণাময়! হে অত্যধিক দয়ালূ! এরপর বলতে লাগলো: আহ! সে ব্যক্তি যদি আমি হতাম।

(ইয়াহ্ইয়াউল উলুম (উর্দূ), ৪/৭৮-৭৯)

একহাজার বৎসর পর জাহান্নাম থেকে যাকে বের করা হয়েছে, আহ! সে ব্যক্তি যদি আমি হতাম এটা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সম্ভবত এজন্য বলেছেন যে, তাঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে ঈমানের উপর হয়েছে অন্যথায় যে কুফরের উপর মৃত্যুবরণ

www.dawateislami.net

করবে সে তো কোটি কোটি বছর পরও কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। আমরা জাহান্নাম থেকে **আল্লাহর** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মুজে নার দোযখ সে ডর লাগ রাহা হে,
হো মুজে না'তোওয়া পর করম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৭) খুঁটি কোথাই গেলো?

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা রাবি বিন খুসাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল করেন, তখন তার প্রতিবেশির এক শিশু তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আব্বাজান! আমাদের প্রতিবেশির ঘরের যেই খুঁটি ছিল সেটা কোথাই গেল? তিনি বললেন: সেটা (কোন খুঁটি নয় বরং) আমাদের একজন নেককার প্রতিবেশি ছিল যিনি রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। শিশুটি অন্ধকারের কারণে সে নেককার লোককে খুঁটি মনে করেছিল, কেননা সে কেবল রাতের সময় নিজের ঘরের ছাদের উপর যেতো আর প্রতিবেশিরা তাকে ছাদের উপর নামাযরত অবস্থায় পেতো। (রিসালায়ে কুশাইরীয়্যা, ৪১৬) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষণ হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৮) আনন্দ উদযাপন করো বা দুঃখ

হযরত সায়্যিদাতুনা হাবিবা আদাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ইশার নামায আদায় করে নিতেন তখন নিজের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ভালভাবে আপন চাদরকে জড়িয়ে আরয করতেন: হে **আল্লাহ পাক!** তারকা ডুবে গেছে আর লোকজন শুয়ে গেছে, পার্থিব বাদশাহগণ

www.dawateislami.net

আপন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে এবং প্রতিটি প্রেমিক আপন প্রিয়জনের সাথে একাকীত্বে চলে গেছে এখন আমি তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর তিনি নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। যখন ফজর উদিত হতো তখন আরয করতো: হে **আল্লাহ্**! রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে আর দিন আলোকিত হয়ে গেছে কিন্তু আমি জানি না তুমি আমার এ রাত কবুল করেছ কি না, যাতে আনন্দ প্রকাশ করবো! না এ রাতটাকে তোমার দরবার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ যাতে আমি শোক প্রকাশ করবো! তোমার মহত্বের শপথ! আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জিবীত রাখবে, আমার এটা জানা থাকবে যে, যদি তুমি আমাকে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দাও তবুও আমার অন্তরে তোমার দানশীলতার আশা বাকি থাকবে। (ইয়াহ্ইয়াউল উলুম, ৫/১৪৯) **আল্লাহ্ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুজসা সিয়া কার কোন! উন সা শাফিই হে কাহা!
পের ওহ তোজহি কো ভুল জায়ে, দিল ইয়ে তেরা গুমান হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনয়ের ফযীলত

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ্ পাকের** নেক বান্দার ইবাদত ও বিনয়ের প্রতি শত কোটি মারহাবা! **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা ও ইবাদতকারীর বিনয়ও স্বয়ং একটা বড় ইবাদত (১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّوَاضُعُ অর্থাৎ বিনয় অবলম্বন করা উত্তম ইবাদত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৮, হাদীস ৮১৪৮। দ্বীন ও দুনয়াকি আনোকা বাতে, ১/৬৯৯) (২) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয় স্বরূপ উত্তম কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দিবে, **আল্লাহ্** তাকে করামতের পোশাক (অর্থাৎ জান্নাতি পোশাক) পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৫/৩২৬, হাদীস ৪৭৭৮) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪০৪) (৩) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ক্ষমা করার দ্বারা

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

বান্দার সম্মান বৃদ্ধি পায় সুতরাং তোমরা ক্ষমা করতে থাক, **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন এবং বিনয় বান্দাকে মর্যাদাবান করে সুতরাং তোমরা বিনয় করতে থাক, **আল্লাহ পাক** তোমাদের মর্যাদা দান করবেন। আর সদকা সম্পদ বৃদ্ধি করে অতএব তোমরা সদকা করতে থাক **আল্লাহ পাক** তোমাদের সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন। (কানযুল উম্মাল, ৩/৪৮, হাদীস ৫৭১৬। দ্বীনি ও দুনয়াবি কি আনোকা বাতে, ১/৩০০)

বিনয় কাকে বলে? (ঘটনা)

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা ইউনুছ বিন উবাইদ, হযরত সায়্যিদুনা আয়ূব ছখতিয়ানী এবং হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বাইরে বের হল এবং বিনয় সম্পর্কে আলোচনা বলতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমরা কি জান যে বিনয় কি? বিনয় এটা যে, তোমরা ঘর থেকে বের হবে তখন যে মুসলমানকে দেখবে তাকে নিজ থেকে উত্তম মনে করবে। (ইয়াহ্‌ইয়াউল উলুম, ৩/১০০৫)

না করো কভি তাকাব্বুর, বানো আজিযী কা পায়কর,
পায়ে মুস্তফা করম কর! হে খোদায়ে রব্বে আকবর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬৯) চল্লিশ হাজার রাকাত

হযরত সায়্যিদুনা আবু আহমদ মাগাযেলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: বাগদাদ শরীফে এক ব্যক্তি ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) দিরহাম ফকিরদের মাঝে বন্টন করলেন, এটা দেখে হযরত সায়্যিদুনা সামনুন বিন হামযাহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: হে আবু আহমদ! আপনি দেখছেন না! এ ব্যক্তি এত দিরহাম খরচ করলেন এবং কি পরিমাণ নেক আমল করছে এবং আমাদের নিকট (বন্টন করার জন্য) কিছু নেই, সুতরাং আমরা এমন স্থানে চলে গেলাম, যেখানে আমরা এ ব্যক্তির পক্ষ থেকে খরচকৃত

www.dawateislami.net

প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে এক রাকাত করে নামায পড়তে থাকবো, অতএব আমরা “মাদায়িন” গেলাম এবং আমরা সেখানে চল্লিশ হাজার রাকাত নামায পড়লাম।

(রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা, ৫৮)

টাকা বন্টনকারী উত্তম না যিকিরকারী উত্তম?

سُبْحٰنَ الله! প্রতিযোগীতা এমন হওয়া উচিৎ! আর নিশ্চয় টাকা বন্টনকারীর বিপরীতে এক রাকাত নামায পড়া অত্যন্ত উত্তম আমল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি এক ব্যক্তির থলে দিরহাম দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে আর ঐ ব্যক্তি তা বন্টন করছে আর অন্যজন **আল্লাহ পাকের** যিকির করছে, তবে **আল্লাহ পাকের** যিকিরকারী উত্তম। (মু'জামু আওসাত, ৪/২৭৪, হাদীস ৫৯৬৯) (জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

মে পড়তা রহো সুন্নাতে, ওয়াক্ত হি পর
হো সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭০) কান্নাকাটি করার বংশ

হযরত সায়্যিদুনা কাসিম বিন রাশিদ শায়বানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা যামআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমার এখানে কিয়াম করলেন, তার মেয়েরা এবং তার আম্মাও সঙ্গে ছিল। তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন। যখন সেহেরীর সময় হতো তখন উচ্চ আওয়াজে ডাকতে থাকেন: হে রাতে আরামকারী মুসাফিরগণ! সারারাত কি শুয়ে থাকবে? তখন সে সমস্ত লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতো, তখন কোথা হতে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগলো এবং কোথা হতে দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলো, একদিক থেকে কোরআন পড়ার আওয়াজ শুনতে লাগলো, আর অন্য দিক থেকে অযুর, অতঃপর যখন ফজরের সময় হল তখন তিনি উচু আওয়াজে বললো: রাতের অধিকাংশ সফরে অতিবাহিতকারীর সকালে লোকজন প্রশংসা করতে লাগলো। (এটা একটা উপমা যা উত্তম ফলাফলের উদ্দেশ্যে

www.dawateislami.net

ইবাদতের মাঝে কষ্ট সহ্য করা এবং ধর্য্যের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে বর্ণনা করা হলো) (সফফাতুস সফওয়াতী, ১/১৫৪) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৭১) সব সময় কেউ না কেউ নামায পড়তে থাকতো

হে আশিকানে রাসূল! কি পরিমাণ আবেকপূর্ণ ঘটনা, কি রকম ইবাদতকারী বংশ ছিল! **আল্লাহ** আমাদেরও সন্তান সন্ততির সাথে রাতে ইবাদত করার এবং কান্নাকাটি করার সৌভাগ্য দান করুক। আমিন। এটাতো রাতে নফলসমূহ আদায়কারীর কথা আলোচনা ছিল, এখন এরকম বংশের ঘটনা পেশ করা হবে যার মধ্যে কেউ না কেউ নামায পড়তে থাকে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিবারের মধ্য থেকে সব সময় কেউ না কেউ নামাযে লিপ্ত থাকতো। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/১২৪, হাদীস ৪৫২৪)

মেরি আনে ওয়ালি নছলে, তেরি ইশকেহি মে মাছলে
উনহে নেক তু বানা না, মাদানী মদীনে ওয়ালে
মেরি গাওছ কা ওয়াসিলা, রহে শাদ সব কবিলাহ
উনহে খুলদ মে বাসানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৬) ৪০০ রাকাত

হযরত সায়্যিদুনা শুরহিবিল বিন মুসলিম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: দু'ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওয়ালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সাথে সাক্ষাতের জন্য তার ঘরে গেল, ঘরের বাসিন্দারা বললো যে, হযরত মসজিদে রয়েছে। সুতরাং উভয়ে মসজিদে আসলো তখন হযরতকে নামাযে লিপ্ত দেখে অবসর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, উভয়ে হযরতের রাকাত গননা করতে শুরু করল, একজন ৩০০

www.dawateislami.net

পর্যন্ত গণনা করল আর অন্যজন ৪০০ রাকাত গণনা করল। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১৪৮, নম্বর ১৭৬৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী!
গুনাহ হো ছে মুজকো বাঁচা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৭৩) ১৩ জায়গায় বাঁধা বুযুর্গ

سُبْحٰنَ الله! আশিকানে নামাযেরও কি মর্যাদা! মাকতাবাতুল মদিনার (উর্দূ) অনুবাদকৃত **"মুকাশাফাতুল কুলুব"** কিতাবের ৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত হুসাইন বিন মানছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শরীরকে টাকনু থেকে হাটু পর্যন্ত তেরো (১৩) স্থানে শিকল দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে রেখে ছিল এবং ঐ অবস্থায় তিনি দিন রাত একহাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ৮৪পৃষ্ঠা, তারীখে বাগদাদ, ৮/১২৮)

(৭৪) দোকানে ৪০০ রাকাত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাজারে যেতেন এবং নিজের দোকান খুলে তার সামনে পর্দা ঝুলিযে দিতেন এবং চারশ রাকাত নফল আদায় করে দোকান বন্ধ করে পূনঃরায় ফিরে আসতেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/১৭১, নম্বর ৩২৫২) হযরত হাবশি বিন দাউদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চল্লিশ বছর ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দূ), ৮৪ পৃষ্ঠা)

মুসলমান কেমন হওয়া উচিত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াতের অনেক প্রিয় মাদানী ফুল উপহার দিতে গিয়ে বলেন:

www.dawateislami.net

মুসলমানের জন্য জরুরী যে, সে সর্বদা অযু সহকারে থাকবে, যখন অযু চলে যায় তবে সাথে সাথে অযু করে নিবে (মাকরূহের সময় না হলে) দু'রাকাত নফল আদায় করবে, যখনই বসবে কিবলামুখী হয়ে বসবে, অন্তরেন একাগ্রতার সহিত এরূপ কল্পনা করবে যে, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারকের সামনে বসে আছি, নিজের প্রতিটি কাজে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে আবশ্যক করে নিন, দুঃখ সহ্য করে নিন কিন্তু মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা নয়, গুনাহ থেকে তাওবা করতে থাকুন, অহংকার ও রিয়ার নিকটবর্তীও যাবেনা, কেননা অহংকার হচ্ছে শয়তানের লক্ষন, আপনি নিজেকে নগন্য ভাবে এবং অন্যকে সম্মানের সহিত দেখুন, কেননা যে ব্যক্তি লোকদের সম্মান সম্পর্কে জানেনা **আল্লাহ পাক** তাকে ঐলোকদের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে দেন এবং যে ব্যক্তি ইবাদতের সম্মান ও মহত্বকে চিনতে পারে না **আল্লাহ পাক** তার অন্তর থেকে ইবাদতের তৃপ্তি বের করে নেন।

(মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দু), ৮৪ পৃষ্ঠা)

খতাও কো মেরী মিটা ইয়া ইলাহী!
মুজে নেক খাসলত বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পায়ের গোড়ালীতে চাবুক মারতেন

হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন আবি আ'তেকাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসলিম খাওলানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আমলসমূহের মধ্যে এটাও একটা আমল ছিল যে, তিনি নিজের মসজিদে একটা চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন এবং বলতেন: চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়ে এ চাবুকের অধিক হক্বদার আমি। যখন ইবাদতে কিছুটা অলসতা অনুভব হতো তখন নিজের পায়ের গোড়ালীতে একবার বা দু'বার চাবুক মারতেন আর বলতেন: যদি আমি নিজের চোখে জান্নাত বা জাহান্নাম দেখে নিই তবুও আমার আমলে কিছু বৃদ্ধি করতে পারবো না (কেননা তিনি ইবাদতে এত

www.dawateislami.net

বেশি সময় ব্যয় করতেন যে, এখন সময় বৃদ্ধির অবকাশই ছিল না)। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/১৪৯, হাদীস ১৭৬৭) (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/২০৩) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৭৬) অশ্চর্য জনক আমলকারী

হযরত সায়্যিদুনা হাফেয আব্দুল গণী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সময়কে অযথা নষ্ট করতেন না। ফজরের নামাযের পর লোকদের কোরআন পড়াতেন এবং অনেক সময় কিছু হাদীসও পড়াতেন, অতঃপর উঠে অযু করতেন এবং যোহরের পূর্ব পর্যন্ত তিনশত রাকাত আদায় করতেন যার মধ্যে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়তেন অতঃপর কিছু সময় আরাম করে যোহরের নামাযের পর মাগরিব পর্যন্ত (নিজের আয়ত্তকৃত মাসআলা) মুখস্ত পূনরাবৃত্তি করতে লিপ্ত থাকতেন অতঃপর যদি রোযা রাখতেন তবে ইফতার করে নিতেন নতুবা মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত (নফল) নামায পড়তে থাকতেন। ইশার পর অর্ধরাত বা কিছু অংশ সময় আরাম করতেন অতঃপর এভাবে উঠে যেতেন যেমনটি কোন মানুষে তাকে জাগিয়ে দিয়েছে! কিছু সময় দরুদ শরীফ পড়তেন আবার অযু করে ফজর থেকে কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন অনেক সময় এক রাতের মধ্যে সাতবার অযু করতেন এবং সে কারণে এটা ইরশাদ করতেন যে আমার নামাযে ঐ সময় স্বাদ আসতো যখন আমার অঙ্গসমূহ ভিজা থাকতো। আর কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে যেত এবং এটা তাঁর প্রতিদিনের আমল ছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/২৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

জান্নাত বাসীদেরও আফসোস

হে আশিকানে রাসূল! আসলে জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, একথায় সঠিক অর্থে অনুভবকারীগণ একটা শ্বাসও অযথা অতিবাহিত করা পছন্দ করবে না, ব্যস সাওয়াবের উপর সাওয়াব অর্জন করতে থাকে। **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে এবং যিকিরে কখনো উদাসিন হয় না। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) মানুষের যে সময় এরকম অতিবাহিত হয় যার মধ্যে সে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতে পারেনি তবে কিয়ামতের দিন সে ঐ সময়ের জন্য আফসোস করবে। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৯২, হাদীস ৫১১) (২) জান্নাতবাসীর সে সময় ব্যতিত কোন জিনিসের আফসোস হবে না যার মধ্যে সে **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতে পারেনি। (মু'জামু কাবীর, ২০/৯৩, হাদীস ১৪২)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী কারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (জান্নাতবাসী) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: জান্নাতবাসীদের এ আফসোস কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে হবে, কেননা জান্নাতে লজ্জিত ও আফসোস হবে না।

(হারযে ছামিন শরহে হাসন হুসাইন, ২০৯)

ইবাদত মে গুযরে মেরি যিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০৫)

(৭৭) দু'রাকাতে সারারাত অতিবাহিত করে দিলেন

হযরত শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এক রাতে আপন বন্ধুদেরকে বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ এরকম ব্যক্তি রয়েছে যে, আজরাত দু'রাকাত নামাযে পূর্ণ করবে এবং এক রাকাতে পূর্ণ কোরআন শরীফ পড়বে। উপস্থিতগণের মাঝে কেউ সাহস করতে পারলো না। শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ নিজেই দাঁড়ালেন এবং দু'রাকাত নামায অরম্ভ করে দিল। প্রথম রাকাতে পুর্ণ কোরআনে করীম এবং চার পারা অতিরিক্ত তেলাওয়াত করলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়লেন আর নামায পরিপূর্ণ করলেন।

(ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, ৩৩) (ফাওয়ায়িদুল ফাওয়াদ, ৬২)

www.dawateislami.net

(৭৮) আ’লা হযরতের ছোট বেলা থেকে নিয়মিত নামায আদায়

আ’লা হরযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ছোট্ট বেলা থেকেই জামাআতের সাথে নামায আদায় করাকে আপন করে নিয়েছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বড় ভাই মাওলানা হাসান রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তাঁর (অর্থাৎ আ’লা হযরত) উপযুক্ত বয়স থেকে আর কতিপয় বড়দের বর্ণনা থেকে বুঝা গেল যে সে (অর্থাৎ সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) বুদ্ধিমান হতেই নিয়মিত জামাআতে নামায আদায়ে খুব মনোযোগী থাকতো, হয়তো বালেগের পূর্বেই সে নির্দেশ মান্যকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ওফাত পর্যন্ত নির্দেশ মান্যকারীই ছিলেন। (সিরাতে আ’লা হযরত, ৯২। ফয়যানে আ’লা হযরত, ৭৬) **সাহেবে তারতিব:** (নির্দেশ মান্যকারী) অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি, যে বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়মিত পাচঁ ওয়াক্ত ফরয নামায থেকে কোন নামায কযা হয়নি। (এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **বাহারে শরীয়ত** প্রথম খন্ডের ৭০৩-৭০৬ পৃষ্ঠা (মাসআলা নম্বর ১৮ থেকে ৩৪) অধ্যয়ন করুন)

(৭৯) আ’লা হযরত এবং জামাআতের সাথে নামায

আ’লা হযরতের পায়ের আঙ্গুল পেকে গিয়েছিল, তার নির্দিষ্ট চিকিৎসক সে অঙ্গুলের অপরেশন করল, ব্যান্ডেজ বাধাঁর পর তারা আরয করলেন: হুযুর! যদি নড়াচড়া না করেন তবে এ আঘাত দশ বারো দিনে ভাল হয়ে যাবে, যখন যোহরের সময় এসেছে তখন আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অযু করলেন, দাঁড়াতে পারলেন না তখন বসে বাইরে দরজা পর্যন্ত এসে গেল, লোকেরা চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে পৌঁছিয়ে দিল এবং সে সময় এলাকাবাসী এবং পরিবারের সদস্যরা এটা সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রতিদিন আযানের পর আমাদের মধ্যে থেকে চারজন শক্তিশালী লোক চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবে আর কাট থেকেই চেয়ারে বসিয়ে মসজিদের মেহরাবের নিকট বসিয়ে দিবে। এ ধারাবাহিকতা কমপক্ষে এক মাস নিয়মিত চলতে থাকে। যখন আঘাত ভাল হয়ে গেল এবং তিনি নিজে চলার উপযুক্ত হয়ে গেল তো এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল। আ’লা হযরতের নামায তো নামাযই, তাঁর জামাআত

www.dawateislami.net

শরয়ী অপারগতা ব্যতিত কখনো হাত ছাড়া হয়েছে বলে এরকম হয়তো কারো মনে নেই। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ১৩২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইলাহী নামাযো কী পাবান্দী কর দে, মেরা দিল জামাআত কি উলফত সে ভর দে।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮০) নামাযের জন্য কাফেলা ছেড়ে দিল....তখন গায়বী সাহায্য

আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বায়ান্ন (৫২) বছর বয়সে যখন দ্বিতীয়বার হজ্বের সফরের জন্য রাওনা হলেন, হজ্বের অনুষঙ্গিকতা আদায় করার পর তাঁর এমন রোগ হলো যে, দু’মাসের অধিক বিছানায় ছিলেন। যখন একটু সুস্থ হলেন তখন রাওযায়ে আনওয়ার যিয়ারতের জন্য কোমর বাধঁলো এবং জিদ্দা শরীফ দিয়ে হয়ে নৌকার মাধ্যমে তিনদিন পর “রাবিগ” নাম স্থানে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে মদীনাতুর রাসূলের জন্য উটের উপর আরোহণ করলেন। সেই রাস্তা দিয়ে যখন “বীরে শায়খ” এ পৌঁছল তখন গন্তব্য নিকটতম ছিল কিন্তু ফজরের সময় কিছুক্ষণ সময় বাকী ছিল আরোহণ কারীগণ গন্তব্যে উট থামার ইচ্ছা করলেন কিন্তু সে সময় পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংখ্যা ছিল, সায়্যিদী আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ অবস্থা দেখে আপন সঙ্গীদের সাথে সেখানেই থেমে গেল আর কাফেলা চলে গেল। তাঁর নিকট একটি বালতি ছিল কিন্তু রশি বিদ্যমান ছিল না কুপও গভীর ছিল, পাগড়ী দ্বারা বালতি বেঁধে পানি বের করলেন এবং অযু করে সময়মত নামায আদায় করলেন। কিন্তু এটা চিন্তার বিষয় হল যে, দীর্ঘ সময় অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছি, এত মাইল হেঁটে কিভাবে যাব! মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তখন একজন অচেনা উট আরোহী আপন উট নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি **আল্লাহর** প্রশংসা সমাপ্ত করে সেটার উপর আরোহণ করলেন।

(মলফুযাতে আ’লা হযরত, ২১৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

বাহন এবং নামায

سُبۡحٰنَ الله! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযের আগ্রহের উপর শত কোটি মারহাবা! আমাদেরও উচিত যে সফরের মধ্যেও নামাযের ভালভাবে খেয়াল রাখা। প্রথমতো এটা মনে রাখা যে বাস বা ট্রেন অথবা উড়ো জাহাজে সিট বুকিং করার সময় এটা মনে রাখবেন যে সফরের মাঝে নামাযের সময় না আসে। যদি এ রকম আরোহণ না পাওয়া যায় আর বুঝা যায় যে উড়ো জাহাজ বা ট্রেনে নামায পড়তেই হবে তখন যথা সম্ভব অযু সহকারে থাকবেন নতুবা অযু করার পরীক্ষায় পড়ে যাবেন। অনেক সময় শহরের ভিতর বাস ইত্যাদির সফরে নামাযের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যায়, প্রথমত নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে তবে সে সময় সফরই করবে না, নতুবা রাস্তায় নেমে যাবে নামায পড়ে অন্য বাসে উঠে যাবে। এভাবে রিক্সা, ট্যাক্সি এবং ভাড়ার অন্যান্য বাহনেও সতর্কতা অবলম্ভন করুন।

নামাযো মে মুহতাত হাম কো বানা দে,
গুনাহো ছে বাঁচনে কা জযবা খোদা দ।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮১) নামায অবস্থায় খেদমত

একদিন (আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামায পড়ছেন) হাজ্বী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যিনি নামাযে ছিলেন না আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযের অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর খিদমতে মাছি তাড়াতে লাগলেন, আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সালাম ফিরানোর পর বললেন: নামাযের অবস্থায় কোন খেদমত করা উচিৎ নয়, সে অবস্থাটা ইবাদতের অবস্থা, সেবা করার সময় নয়। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২৫৬)

www.dawateislami.net

(৮২) পীর মেহের আলী সাহেবের কার যখন উল্টে গেল

একবার আ'যম পুর সাঙ্গযানি যাওয়ার দিকে গুলড়ো শরীফ থেকে ফিরার পথে হযরত পীর মেহের আলী শাহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه সফরের মাঝে বললেন যে, মাগরিবের নামাযের সময় নিকটতম কোন উপযুক্ত স্থানে কার থামিয়ে নিন যাতে নামায আদায় করতে পারি, এক ব্যক্তি আরয করলেন যে, এখনো তো সূর্য ডুবে নাই, নামাযের সময় পর্যন্ত গুলড়ো শরীফ খানকা পর্যন্ত পৌঁছে যাব, অতএব সফর অব্যহত রাখা হল। এখনো বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি যে জুংগী সায়্যিদার নিকটেই হঠাৎ কার সড়ক থেকে নেমে উল্টে গেল! হযরত পীর সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এবং বাবুজী তখন বাইরে পড়ে গেল কিন্তু মাওলানা মাহবুব আলমে হাযরবী এবং দারাউর, কারের নিচে চলে গেল, যখন তাদের বাইরে বের করল তখন হযরত পীর সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বললেন যে, এ কষ্ট ও পরীক্ষা মাগরিবের নামাযে বিলম্ভ ও ভয় না করার কারণে **আল্লাহ পাকের** আযাব সামনে ভেসে উঠলো, اِنْ شَآءَ اللّٰه উপকারী প্রমাণ হল। (ফয়যানে পীর মেহের আলি শাহ, ১৫। মেহের মুনির, ৩৩৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! এ ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন হল যে, নামাযের চিন্তা করা উচিত, সময়ের পূর্বে এটা চেষ্টার উপযুক্ততা থাকে। বাস ট্রেন বা উড়ো জাহাজে সফরকারীও অবশ্যই রাওনা হওয়ার যথেষ্ট পূর্ব থেকে সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়।

ফিকরে নামায মুজ কো আতা করদে কিবরিয়া
দেতা হো তুজ কো ওয়াসেতা পিয়ারে রাসূল কা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৮৩) কুপে পতিত হতে হতে বেঁচে গেল

বাহারে শরীয়তের লেখক হযরত মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতে অনেক কঠোরভাবে মজবুত ছিল যে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়তেন। বরং যদি কোন কারণে মুয়ায্যিন সাহেব নির্দিষ্ট সময় মত না পৌঁছতো তখন নিজেই আযান দিতেন। পূরাতন ঘর থেকে মসজিদ একদম নিকটতম ছিল সেখানে তো কোন কষ্ট ছিল না কিন্তু যখন নতুন ঘর কাদেরী মনযিলের মধ্যে বসবাস করতেন তখন আশে পাশে দু'টি মসজিদ ছিল। একটা মসজিদ বাজারের, আরেকটা বড় ভাইয়ের ঘরের নিকট ছিল যেটা "নাওয়া মসজিদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এ উভয় মসজিদে পার্থক্য ছিল। সে সময় দৃষ্টি শক্তিও দূর্বল হয়ে গিয়েছিল, তবুও নামায পড়তে আসতো। একবার এমন হল যে, ফজরের নামাযের জন্য যাচ্ছিলেন, রাস্তাতে একটা কুপ ছিল, এখন অল্প অন্ধকার ছিল এবং রাস্তাও অপ্রকাশ্য ছিল, অন্য মনস্কে কুপের উপর পা উত্তোলন করল নিকটতম ছিল যে কুপের মুখে কদম রেখে দিতেন, ইতিমধ্যে এক মহিলা এসে গেল এবং উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করতে লাগলো: আরে মাওলানা সাহেব! সামনে কুপ থেমে যাও! নতুবা পড়ে যাবে! এটা শুনে হযরত কদম থামিয়ে দিল এবং কুপ থেকে সড়ে গিয়ে মসজিদে গেল। তারপরও মসজিদে উপস্থিত হওয়া ছাড়ে নাই। (তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া, ৩১) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আতা কর নামাযো কা জযবা ইলাহী
গুনাহো কি মেরি মিটা দে সিয়াহি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৮৪) মুফতি আহমদ ইয়ার খান নামাযের আশিকে ছিলেন

মুফাচ্ছিরে কোরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর নামাযের সাথে মুহাব্বতের অবস্থা এরূপ ছিল যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকবিরে উলাও ছুটতে দেখা যায়নি,চুপ করে আযান শুনার এ পরিমাণ চেষ্টা ছিল যে অনেক সময় ঘরের মধ্যে আযানের সাথে সাথে নীরব হয়ে যেত, জামাআতে নামায আদায় কারার জন্য নিজের উভয় ছেলেকে মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়াটা তাঁর আমলের মধ্যে অন্তরর্ভুক্ত ছিল। (হালতে জিন্দাগী সাওয়ানাখে উমরী, ২৪-২৫)

(৮৫) অন্তরের ব্যাধি দূর হয়ে গেল

জিগর গোশা সদরুশ শরীয়া, মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত আল্লামা যিয়াউল মুস্তাফা আ’যমী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের একটা বয়ানে বললেন: একবার আমার কতিপয় হৃদয়ের রোগ হয়ে গিয়ে ছিল, আমি আমার উস্তাদ, উস্তাযুল ওলামা হাফেযে মিল্লাত (হযরত আল্লামা হাফেয আব্দুল আযিয সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এর দরবারে উপস্থিত হয়েছি, অবস্থা অনেক খারাপ, আমি চিন্তা করছি যে দু’চার হাতের পার্থক্য আমার কবর, আমি আরয করলাম: হুযুর! এ যৌবনেই আমার এ অবস্থা হয়ে গেল, একটু দোয়া করুন। তখন তিনি একটা শ্বাস ফেললো আর বললেন যে একটা কাজ করুন, প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরাতেই, আপন বাম হাত সিনার উপর রেখে এগারো বার (১৩তম পারা, সূরা রা’দ এর ২৮নং আয়াতের এ অংশ:)[১] اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾ পড়ে নিতেন। আমি দু’চার দিন পড়লাম, আমার অনুভব হল যে, আমি কোন নতুন জীবন লাভ করেছি। একমাস পর্যন্ত সেটার আমল চলমান রাখছিলাম, এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৮ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমার কখনো পেরেশানির রোগও হয়নি। এখন আমি বুঝতেছি যে, কোরআনে

১. কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: মনে রাখবেন আল্লাহর স্বরণেরই মাঝে হৃদয় সমূহের শান্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

পাক এটা কেবল রুহানী রোগের ব্যবস্থপত্রই নয় এটা শারিরীক রোগেরও ব্যবস্থপত্র, (উপস্থিতির মধ্য থেকে কেউ আরয করলেন: হযরত! এর অনুমতি সবাইকে দান করুন) (বললেন:) হ্যাঁ! আমাকে যেভাবে আমার শিক্ষক অনুমতি দিয়েছে আমি আমার সমস্ত প্রিয় আহলে সুন্নাতগণকে এটার অনুমতি দিচ্ছি যে, যার এটা জরুরী হয় সে এ আমলটা করবে আর কারো প্রয়োজন হলে তাকেও আপনি পড়ার আদেশ দিন। (কোথাও কোথাও শব্দসমূহ অল্প করে সংশোধন করা হয়েছে)

(৮৬) সাপের ভয়

হাফেযে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা হাফেয আব্দুল আযিয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মিলাদ শরীফের একটি জলসায় নামাযের গুরুত্ব এবং ফরয সমূহের বয়ান করতে গিয়ে ফজরের সময় ঘুম থেকে চোখ না খোলার সাধারণ অপারগতাকে সামনে তোলে উপস্থাপন করল: বলুন! আপনারা এরকম মানুষ যিনি কয়েক রাত জাগ্রত থাকলো, তখন ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে গেল, তাকে কোন উত্তম কক্ষে তার জন্য ভাল আরামদায়ক বিছানা বিছিয়ে দিন এবং চারিদিক থেকে আরামের আসবাব পত্র সাজিয়ে দিন এখন সে ক্লান্ত ও হতাশ মানুষটাকে সে কক্ষে ঘুমানোর জন্য বলে দাও এবং সাথে এটাও বলে দাও যে কক্ষের মধ্যে একটা সাপও থাকে! তো বলুন! সে ক্লান্ত এবং কয়েক রাত জাগ্রত মানুষের সেই আরামকৃত কক্ষে ঘুম আসবে? সাবার মধ্য থেকে কেউ বললো: না। তখন বললো: কেন ঘুম আসবে না? এই জন্য যে সে মানুষের অন্তরে সাপের ভয় এসে গেল, সাপের ভয় সৃষ্টি হয়ে গেল তো তার ঘুম চলে গেল। যখন সাপের ভয়ে ঘুম চলে যেতে পারে তো **আল্লাহ**র ভয় অন্তরে থাকে আর নামাযের সময় ঘুম এসে যাবে এসে যাবে এটা কিভাবে হতে পারে?

(হায়াতে হাফেযে মিল্লাত, ২৩০)

হে আশিকানে রাসূল! আসলেই যদি কোন কাজ করার মনমানসিকতা হয়ে যায় তাহলে পথ অনেক এবং কোন কাজের জন্য মন চাই, না তাহলে অনেক বাহানা, ব্যস এটা আপন আপন নসীবের কথা যে যদি আপনি নামাযী হতে চান

www.dawateislami.net

বিশেষ করে ফজরের নিয়মাবর্তীতা চান তবে এল্যাম দিতে পারেন কোন ইসলামী ভাইকে বলতে পারবেন যিনি আপনাকে ফজরের নামাযের জন্য"সাদায়ে মদীনা" বা ঘরের ভেল অথবা মোবাইল ফোনের এল্যামের মাধ্যমে উঠিয়ে দিবে।

নামায পড়নে কি তৌফিক হো আতা ইয়া রব!
মেরি নামায কভি বি না হো কাযা ইয়া রব!

রমযান মাসের ইতিকাফ জীবন বদলে দিল

নামাযের অভ্যাস দৃঢ় করা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং নিজের জীবনকে সুন্নাত দ্বারা সাজানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। **মাদানী বাহার:** অওরংগি টাওন, করাচির বসাবাসকারী যুবক ইসলামী ভাই প্রথমে মর্ডান এবং খারাপ বন্ধুদের সাথে উঠা বসা ছিল। নামায একদম পড়তো না, যখন কখনো তার বাবা বুঝাতেন যে হে বৎস নামায পড়ো, তো সে এগুলো পরিহার করে দিতো। তার ভাগ্য ভাল যে তাকে রমযান মাসে ইতিকাফে আর সেটাও ফয়যানে মদীনা করাচিতে বসার আগ্রহ সৃষ্টি হল! অথচ তিনি পূর্বে কখনো ১০দিনের সুন্নাত ইতিকাফও করে নাই। তার উক্তি আনুযায়ী আমার নিয়্যত এটা ছিল যে, পরিবর্তনকৃত পরিবেশে বসার দ্বারা কিছু অনেক আনন্দও হবে। যখনই তিনি ঘরে বললো যে, আমি ইতিকাফ করবো তখন ঘরের সবাই খুশি হয়ে গেল, নিজেরা তাকে ফরম ইত্যাদি নিয়ে দিয়েছে এবং ফয়যানে মদীনাতে জমাকরে দিল। যখন সে আশেকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাফে বসে গেল তার ধারণা বদলে গেল। আনন্দের নিয়্যতে আসল কিন্তু সে মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ হয়ে শরীয়তের আহকাম শিখল, বয়ান শ্রবণ করল, মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করল তখন অন্তরে ধাক্কা লাগতে আরম্ভ হল, একদিন সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করতে লাগলো এবং আপন গুনাহ হতে সত্য অন্তরে তাওবা করলো এবং নিয়্যত করে নিল যে এখন তার কোন নামায কাযা হবে না, অতঃপর পেছনের নামায হিসাব করে সে গুলোও পড়তে আরম্ভ করে

www.dawateislami.net

দিল। **আল্লাহ পাক** তাদের এবং আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত থেকে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ সুহবতে বদমে রেহনে কি আদাদ ছুড়ে
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ খাসলত জুরম ও ইসিয়া তোমহারি মিঠে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৪)

ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায়কারী বুযুর্গানে দ্বীন

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালিব মাক্কি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ঐ বুযুর্গগণ যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, রাতভর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতো ৩০ বা ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন, তাবেয়ী গণের মতে তাঁদের সংখ্যা ৪০জন, তাঁদের মধ্য থেকে (১৯) জন সম্মানিত নামসমূহ এই যে: ❁ মদিনা শরীফের হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব এবং হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইমান ❁ মক্কার হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায এবং হযরত সায়্যিদুনা ওহায়ব বিন ওয়ারদ ❁ ইয়ামেনের হযরত সায়্যিদুনা তাউস বিন কায়সান এবং হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাবি ❁ কুফার হযরত সায়্যিদুনা রাবি বিন হুসাইম এবং হযরত সায়্যিদুনা হাকিম বিন উআয়না ❁ সিরিয়ার হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলায়মান দারদানী এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন বুক্কার ❁ আব্বাদের হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ খাওয়াস এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু আসেম ❁ ইরানের হযরত সায়্যিদুনা হাবীব আবু মুহাম্মদ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু জাবির সালমানি ❁ বসরার হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার , হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান তামিমী, হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ রাকাসি, হযরত সায়্যিদুনা হাবিব বিন আবু সাবিত এবং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহয়া বুক্কা رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِم اَجْمَعِين। (কুতুল কুলুব, ১/৭২) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

ইমতিহান কে কাহা কাবিল হো মে পিয়ারে আল্লাহ,
বে সবব বখশ দে মাওলা তেরা কিয়া জাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪৩২)

১৪ বছরের নেশার অভ্যাস থেকে নিজেকে বের করল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঝগড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা, নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা এবং নিজেকে নামাযের প্রতি মনোযোগী বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন। আপনার উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটা **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি: রাউলপিন্ডীতে অবস্থিত গ্রাম "মালাখাবালা" এর এক ইসলামী ভাই ১৪ বছর ধরে নেশায় অভ্যাস ছিল, নামাযও পড়তো না এবং গ্রামবাসীদের সাথে ঝগড়া করতে থাকতো। তার ভাই তার উপর ইনফারাদি কৌশিশ করলো যে, কোনভাবে এই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে চলে আসে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর পথে চলা আরম্ভ করে দেয়। অতএব একদিন **আল্লাহ পাকে**র এরকম দয়া হল যে, তার এক মাসের মাদানী কাফেলার সৌভাগ্য হয়ে গেল। যার বরকতে সে আপন গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল। অতঃপর ৬৩ দিনের তরবিয়াতী কোর্সও করে নিল। যেখানে অযু, গোসল, নামাযের সাথে সাথে অনেক সুন্নাত শিখার সুযোগ হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার নেশার পূরানো অভ্যাসও চলে গেল, চেহারায় এক মুষ্টি দাড়ি শরীফ এবং মাথায় পাগড়ী সাজাতেও সফল হয়ে গেল। তার সাথে গ্রাম বাসীদের ঝগড়া আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল। তার উক্তি অনুযায়ী ২৫ বছর জীবনের মাঝে এমন প্রশান্তিও কখনো পাওয়া যায়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকবো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ করতে থাকবো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আচ্ছি সোহবত মিলে, খোব বরকত মিলে,
চল পড়ো চল পড়ে কাফিলে মে চলো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৭১)

www.dawateislami.net

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার ২২টি মাদানী ফুল

(১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে তার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদ-মাযহাবী দূর হয়ে যায় তাহলে সে জান্নাতী।"

(হিল্ইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৪৬৬)

(২) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তা'আলা** ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।" (সুনানে তিরমীযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬৫)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلٰى نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এটাও যে, **আল্লাহ্ পাকের** প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন অতঃপর তাঁর عَلٰى نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নামই ইদ্রীস (অর্থাৎ দরস দাতা) হয়ে গেল। (তাফসীরে কাবীর, ৭ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা। তাফসীরুল হাসানাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(৪) হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেছেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا অর্থাৎ আমি ইলমের দরস দিতে থাকলাম শেষ পর্যন্ত কুতুবিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করলাম।

(কসীদায়ে গাওছিয়া)

(৫) **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস দেয়া **দা'ওয়াতে ইসলামীর** একটি মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌক ইত্যাদিতে সময় নির্ধারন করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশী পরিমাণে সুন্নাত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) **ফয়যানে সুন্নাত** হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

(৭) ২৮তম পারা সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর।

নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হল **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস। (প্রতিদিন দরস ছাড়াও সুন্নাতে ভরা বয়ান অথবা মাদানী মুযাকারা এর ক্যাসেট বা V.C.D. পরিবারবর্গকে শুনিয়ে দিন)

(৮) যিম্মাদাররা ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ: রাত ৯টায় মদীনা চৌক সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌক ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন নষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহ্গার হবেন।)

(৯) দরসের জন্য এমন সময় বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

(১০) যে নামাযের পর দরস দিবেন ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মিহরাব থেকে দূরে (মসজিদের বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোন জায়গা দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

(১২) যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন সেচ্চাসেবক নির্ধারণ করা। যারা দরস (বয়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বয়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।

www.dawateislami.net

(১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'যানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশী হয়, তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ যেন বেশী বড় না হয় আবার একেবারে ছোটও যেন না হয়। যথাসম্ভব এতটুকু আওয়জে দরস দিবেন যে, শুধুমাত্র যেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দিবেন, তা আগে কমপক্ষে একবার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।

(১৭) **ফয়যানে সুন্নাতে**র ইরাব (অর্থাৎ যবর, যের, পেশ) দেয়া শব্দসমূহ ইরাব অনুযায়ী পাঠ করুন। এভাবে করলে اِنْ شَآءَ الله সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১৮) হামদ ও সালাত, দরূদ সালামের লিখিত বাক্য সমূহ, দরূদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম বা ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। যতক্ষন না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও পাঠ করবেন না।

(১৯) **ফয়যানে সুন্নাত** ছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব ও পুস্তিকাসমূহ থেকে দরস দিতে পারবেন।[১]

---

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা ছাড়াও অন্য কিতাব বা পুস্তিকাা থেকে দরস দেওয়ার সংগঠনিক ভাবে অনুমতি নেই। (২) ফয়যানে সুন্নাত (নেকীর দা'ওয়াত, গীবত কি তবাকারীয়া এবং ফয়যানে নামাযও ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায়সমূহ) ছাড়াও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অন্যান্য কিতাবসমূহ ও পুস্তিকা থেকে যে দরস দেওয়া হয়, সেটাকে মাদানী দরস বলা হয়। ফজরের পর তাফসীরের হালকায় তাফসীর ইত্যাদি ছাড়াও কেবল ফয়যানে সুন্নাত থেকেই দরস দেওয়া হয়। (৩) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেয়া যাবে, তথাপি কতিপয় পুস্তিকা এমন রয়েছে যে গুলো নিজেকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে কিন্তু সেগুলো থেকে দরস দেয়ার সাংগঠনিক ভাবে -

www.dawateislami.net

(২০) দরস এবং শেষের দোয়াসহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।

(২১) প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দো'আ মুখস্ত করে নেয়া।

(২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিন।

ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়ার পদ্ধতি

তিনবার এভাবে বলুন: "কাছাকাছি এসে বসুন।" পর্দার উপর পর্দা করে দু'যানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

(মাইক ব্যবহার করবেন না, মাইক ছাড়াও কণ্ঠস্বর নিচু রাখুন, যেনো কোন নামাযীর সমস্যা না হয়)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর এইভাবে দরূদ ও সালাম পড়ান:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

অনুমতি নেই, সেগুলো থেকে কয়েকটি রিসালা হলো: (১) কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব (২) ২৮টি কুফরী বাক্য (৩) গানের ৩৫টি কুফরি বাক্য (৪) পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর (৫) চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর (৬) আক্বিকা প্রশ্নোত্তর (৭) কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি (৮) ইস্তিঞ্জার পদ্ধতি (৯) নামাযের আহকাম (১০) ইসলামী বোনদের নামায (১১) যিকির সহকারে নাত (১২) নাত পরিবেশন ও হাদিয়া (১৩) লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা (১৪) রফিকুল হারমাঈন (১৫) রাফিকুল মু'তামীরিন (১৬) হালাল উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল ইত্যাদি।

--মারকাযী মজলিশে শূরা

www.dawateislami.net

যদি মসজিদে দরস দেন, তবে এইভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম)

অতঃপর এভাবে বলুন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে **"ফয়যানে সুন্নাত"** হতে দরস শ্রবণ করুন। এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলেএর বরকত সমূহ চলে যায়। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে তারগীব দিন এবং ভাল ভাল নিয়্যতও করান) এরপর **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দেখে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান, আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদই পড়ুন, লিখিত বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কখনোই কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না।

দরসের শেষে এইভাবে তারগীব দিন

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের এটি মুখস্ত করে নেয়া উচিত এবং দরস বওয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **খোদাভীতি** এবং **ইশকে মুস্তফা** অর্জনের জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়্যতে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। রাতে অবশ্যই সেখানে অবস্থান করুন এবং আল্লাহ পাক সহায় হলে তাহাজ্জুদও আদায় করুন, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের কাফেলায়

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সুন্নাতে ভরা সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে **"মাদানী ইনআমাত"** নামক রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, إِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে বিনয় ও নম্রতা (অথার্ৎ শরীর ও মনের নম্রতা) এবং কবুলিয়্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। ইয়া **আল্লাহ!** দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে আশিকে রাসূল, পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। ইয়া **আল্লাহ!** আমাদেরকে নেক কাজের উপর আমল করা, কাফেলায় সফর এবং নেকীর দাওয়াতের সারা জাগানোর তৌফিক দান করো। ইয়া **আল্লাহ!** মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, বেকারত্বতা, সন্তানহীনতা, মিথ্যা মামলা মুকাদ্দাম এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। ইয়া **আল্লাহ!** ইসলামের উন্নতি দান করো। ইয়া **আল্লাহ!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। ইয়া **আল্লাহ!** আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জলওয়ায় শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মক্কি মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **হে আল্লাহ!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাসের উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া কবুল করো।

www.dawateislami.net

কেহ্‌তে রেহ্‌তে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,
কার্‌দে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এরপর এই আয়াত পাঠ করুন

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সুরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত নং ১৮০-১৮১)

(শেষে কালেমা পাঠ করে সুন্নাতে উপর আমলের নিয়্যতে মুখের উপর উভয় হাত বুলিয়ে নিন)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

১	কুরআন শরীফ	আল্লাহ তাআলার বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
নং	**কিতাব**	**লিখক**	**প্রকাশনা/ প্রকাশকাল**
২	কানযুল ঈমানের অনুবাদ	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
৩	তাফসীরে তাবরী	আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৪	তাফসীরে বাগ'ভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
৫	তাফসীরে কুরতুবি	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৬	তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৭	তাফসীরে দুররে মুনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
৮	তাফসীরাতে আহমদিয়া	আল্লামা আহমদ বিন আবু সায়িদ জুনপুরী ওরফে মাল্লা জীবন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	পেশাওয়ার
৯	তাফসীরে খাযিন	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	আকোড়া খটক
১০	তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
১১	তাফসীরে রুহুল মাআনী	আল্লামা শাহাবুদ্দিন সৈয়্যদ মুহাম্মদ আ'লুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
১২	তাফসীরে মাদারিক	আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ নাসাফি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪২১ হিঃ
১৩	তাফসীরে সাবী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২১ হিজরি
১৪	তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সায়্যিদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
১৫	তাফসীরে নুরুল ইরফান	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	পীর ভাই এন্ড কোম্পানি
১৬	তাফসীরে নাঈমী	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه	মাকতাবায়ে ইসলামীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর

১৭	সিরাতুল জিনান ফি তাফসীরে কুরআন	মুফতি আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসিম কাদিরী مُدَّظِلُّهُ الْعَالِی	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪২৯ হিঃ
১৮	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১৯	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, ১৪২৭হিঃ
২০	সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
২১	সুনানে নাসাঈ	ইমাম আহমদ বিন শায়িব নাসাঈ رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
২২	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজাস্তানি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
২৩	সুনানে ইবনে মাজাহ্	ইমাম মুহাম্মদ বিন যায়িদ কযভিনী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
২৪	মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
২৫	সুনানে দারামী	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারামী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল আরাবীয়্যা, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ
২৬	সুনানে কুবরা	ইমাম আহমদ বিন শূয়াইব নসায়ি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪০১ হিঃ
২৭	মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হিঃ
২৮	নাওয়াদিরূল উছুল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতাবাতুল ইমামুল বুখারী আল কাহিরা, ১৪২৯হিঃ
২৯	সুনানে কুবরা	ইমাম আবু বকর বিন হোসাইন বায়হাকি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুব ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৪ হিঃ
৩০	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাঈন বায়হাকী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৩১	মুসতাদরাক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল মারূফ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৩২	মুসনাদে আবি ইয়ালা	ইমাম আহমদ বিন আলীম মুসলী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৩৩	আল বাহরুয যাখার	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকিرَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকুম মদীনায়ে মুনাওয়ারা ১৪২৪ হিঃ

৩৪	মুসনাদুশ শামিইন	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব তাবরানি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	মু'সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
৩৫	আল মুনতাখাব মিন মুসনদে আব্দে বিন হামিদ	ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দে বিন হামিদ বিন নসর رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	আলামুল কুতুব বৈরুত ১৪০৮ হিঃ
৩৬	আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	আল্লামা শেরভিয়্যা বিন শেহেরদার দায়লামী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
৩৭	মু'জাম কাবির	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৩৮	মু'জামুল আওসাত	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৩৯	মু'জামুস সগীর	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
৪০	আস সুন্নাহ	আল্লামা আবু বকর আহমদ আহমদ বিন মুহাম্মদ খলাল رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুর রিয়া ১৪১০ হিঃ
৪১	শরহুস সুন্নাহ্	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
৪২	মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৪৩	সহীহ ইবনে খযিনা	ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খযিনা নিসাবুরিرَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	আল মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত ১৪১২হিঃ
৪৪	মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু শায়বা কুফী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
৪৫	আযযুহুদ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মারুযি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৬	আযযুহুদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল গদীল জাদীদ, মিশর, ১৪২৬হিঃ
৪৭	আযযুহুদ	ইমাম ওয়াকি বিন যুরাহ رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুত দার মদীনায়ে মুনাওয়ারা ১৪০৪ হিঃ
৪৮	আল আহাদীসুল মুখতারা	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারে খদর বৈরুত ১৪২০ হিঃ
৪৯	আল ইহ্সান বিতারতিবে ছহীহ্ ইবনে হাবান	আল্লামা আমীর আলা উদ্দীন আলী বিন বালবান ফারসি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
৫০	জামেউছ ছসীর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ

৫১	জমউল জাওয়ামে	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
৫২	মজমুয়াজ জাওয়ায়েদ	ইমাম হাফেজ নূরুদ্দিন হাশেমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৫৩	শরহে মা'আনিল আ'ছার	ইমাম আবু জা'ফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাভি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
৫৪	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী বিন হিসামুদ উদ্দীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
৫৫	আত তারগীবু ওয়াত আত তারহিব	আল্লামা আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাবি মানযরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২৪ হিঃ
৫৬	মিশকাত	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতিব তিবরিযি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুব ইলমিয়া ১৪২৪ হিঃ
৫৭	হিলিয়াতুল আউলিয়া	আল্লামা আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
৫৮	আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে (তরজুমা হিলয়াতুল আউলিয়া)	মুতারজিন শূ'বা তারাযিমুল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (দা'ওয়াতে ইসলঅমী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪৩১ থেকে ১৪৩৬ হিঃ
৫৯	‍হুলমে মুয়াবিয়া	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবি দুনিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ	আল মাকতাবাতুল আসরিয়া বৈরুত ১৪২৬ হিঃ
৬০	যিকরুল মউত	//	//
৬১	সফাতুন নার	//	//
৬২	আল উযলাতু ওয়াল ইনফিরাদু	//	//
৬৩	আত তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল	//	//
৬৪	আর রিক্কাতু ওয়াল বুকায়ি	//	//
৬৫	আল মানামাত	//	//
৬৬	হুসনুয যন বিল্লাহ	//	//
৬৭	আল ওয়ারা	//	//
৬৮	কসরুল আমল	//	//

www.dawateislami.net

৬৯	শরহে মুশকিলুল আছার	ইমাম আবি জা'ফর আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাবি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	মুয়াসসাতুর রিসালা বৈরুত ১৪১৫ হিঃ
৭০	আল মুতাযারুল রাবেহ	আল্লামা শরফুদ উদ্দীন আব্দুল মু'মিন বিন খালফ ওয়া মুয়াতি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দার খদর বৈরুত ১৪২২ হিঃ
৭১	জান্নাত মে লে জানে ওয়ালে আমাল	মুতারজিমিন শূ'বায়ে তারাযিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪৩২ হিঃ
৭২	উমদাতুল কারী	আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
৭৩	ফতহুল বারী	ইমাম হাফিজ আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসাকালনী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
৭৪	শরহুল বুখারী	আল্লামা ইবনে বাতাল আবিল হাসান আলী বিন খলফ বিন আব্দুল মালিক رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুর রশিদ ১৪২০ হিঃ
৭৫	ইরশামুশ সারি	আল্লামা সিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তুলানি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২১ হিঃ
৭৬	ফয়যুল বারী শরহে সহীহ বুখারী	আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল উলুম হাযবুল আহনাফ লাহোর
৭৭	নুযহাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী	মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	ফরিদ বক ইস্টাল লাহোর ১৪২১ হিঃ
৭৮	শরহে সহীহ মুসলিম	আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন শরফ নুবী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
৭৯	আকমালুল মুয়াল্লিম বিফাওয়ায়িদ মুসলিম	আল্লামা আবু ফযল আয়ায বিন মূসা কাযি আয়ায رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ওয়াফা ১৪১৯ হিঃ
৮০	শরহে আবু দাউদ	ইমাম বদরুদ উদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুর রশদ রিয়াদ ১৪২০ হিঃ
৮১	ফয়যুল কদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাবি رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুব ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হিঃ
৮২	আততাইসির	//	মাকতাবে ইমাম শাফেয়ি রিয়াদ ১৪০৮ হিঃ
৮৩	মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ

www.dawateislami.net

৮৪	শরহে তিবি	ইমাম শরফুদ উদ্দীন হোসাইন বিন মুহাম্মদ তিবি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুব ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০১ সাল
৮৫	আল মাফাতিহ ফি শরহে মাসাবিহ	আল্লামা মাযহারুদ উদ্দীন হোসাইন বিন মাহমুদ যিদানী মাযহারি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুন নাওয়াদির লিবানান ১৪৩৩ হিঃ
৮৬	লামআতুন তানফিহ	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুন নাওয়াদির দামেস্ক ২০১৪ সাল
৮৭	ইশআতুল লমআত	//	কুয়েত ১৪৩১ হিঃ
৮৮	মিরাতুল মানাযিহ	মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	যিয়াউল কুরআন পিবলি কিশনায লাহোর
৮৯	সিরাহজুল মুনির	আল্লামা আলী বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আযিযী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল ঈমান মদীনায়ে মুনাওয়ারা
৯০	আল ইসতিযকার	ইমাম ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বর رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারে হায়াউত তিরাছুল আরবি ১৪২১ হিঃ
৯১	কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসুস সহীহাইন	ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ওয়াতন রিয়াদ
৯২	হেদায়া	আল্লামা আলী বিন আবু বকর মরগিনা رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারে হায়উত তিরাসুর আরবি বৈরুত
৯৩	মিরাকিল ফালাহ	আল্লামা হাসান বিন ওমার বিন আলী শারামবুলারী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি
৯৪	জুহিরা নিরা	আল্লামা আবু বকর বিন আলী হাদার رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	করাচি
৯৫	গুনিয়াতুত তালিবিন	শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
৯৬	ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	শায়খ নিযাম ও জামআত মিন ওলামায়িল হিন্দ رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪০৩ হিঃ
৯৭	দুররে মুখতার	আল্লামা আলা উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসাকফি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৯৮	দুররে মুহতার	আল্লামা ইবনে জাওযি আবেদীন মুহাম্মদ আমিন শামী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
৯৯	আল বাহুরুর রায়িক	আল্লামা যয়নুল আবেদীন ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	কুয়েত
১০০	শরহে বেকায়াহ	আল্লামা সদরুশ শরীয়া উবাইদুল্লাহ বিন মাসউদ رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	করাচি

www.dawateislami.net

১০১	**হাশিয়াতুত তাহাবি আলাল মারাকি**	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল তাহাবি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	করাচি
১০২	**হাশিয়া ইনায়াতুত তালিবীন**	আল্লামা আবু বকর ওসমান বিন মুহাম্মদ শাতাদ মিয়াতি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	করাচি
১০৩	আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির	আল্লামা যয়নুল আবেদীন বিন ইবরাহিম আশ শহীর বাবন নাহিম رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া ১৪২২ হিঃ
১০৪	গমযুল উয়ুন	শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ হামাবি মিসরি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
১০৫	মানাহুর রউয	আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারুল বাশায়িরুল ইসলামিয়া বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
১০৬	ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়া	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ আলী বিন হাজর হায়তামী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	দারে হায়াউত তারাসুল ইসলামীয়া বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
১০৭	ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	রযা ফাউন্ডেশন লাহোর ১৪১২-১৪২৩ হিঃ
১০৮	ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতুবে রযবীয়া করাচি ১৪১৯ হিঃ
১০৯	বেকারুল ফতোওয়া	মুফতি বেকার উদ্দীন رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	বযমে বেকার উদ্দীন করাচি ২০০১ সাল
১১০	ফাতাবি মুলকিল ওলামা	মুলকিল ওলামা মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উদ্দীন বারাহি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতাবায়ে নববিয়া লাহোর ১৪২৬ হিঃ
১১১	ফাতাবি ফয়যুর রসুল	মুফতি জালাল উদ্দীন আমজাদি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	সাব্বির বরাদারাজ লাহোর ১৪২৬ হিঃ
১১২	বাহারে শরীয়ত	মুফতি আহজাদ আলী আজমি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪৩৮ হিঃ
১১৩	**মাহাসিনুল আমল আল আফযল**	মুফতি মুহাম্মদ ইনায়েত আহমদ সাহেব رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	কানপুর হিন্দ ১২৮২ হিঃ
১১৪	জান্নাতী জেওর	আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আজমি رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪৩৮ হিঃ
১১৫	মাসয়িলে নামায	আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحْمَةُاللهِعَلَيْه	রযুওয়ান কুতুবখানা লাহোর
১১৬	নামায কে আহকাম	(আল্লামা মাওলানা) মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি ১৪৩৮ হিঃ
১১৭	কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	//	// ১৪৩৪ হিঃ

www.dawateislami.net

১১৮	তারিখে কবির	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুব ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হিঃ
১১৯	তারিখে বাগদাদ	হাফিজ আবু বকর আহমদ বিন আলী মা'রুফ বে খতিব বাগদাদী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	// ১৪১৭ হিঃ
১২০	ইবনে আসাকির	আল্লামা আবুল কাসিম আলী বিন হাসান رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
১২১	তারিখে ইস্পেহান	ইমাম আবু নঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পেহানী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১০হিঃ
১২২	তারিখে খুলাফা	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	করাচি
১২৩	বেগয়তুত তলব ফি তারিখে হলব	কামাল উদ্দীন ওমর বিন আহমদ رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকর বৈরুত
১২৪	আত তা'দীল ওয়াত তাজরিহ	আল্লামা আবুল ওলিদ সুলাইমান বিন খলফ বাজি মালিকি رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মারাকিশ
১২৫	আসাদুল গাবা	ইমাম আবুল হাসান আযীযুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ জাযরী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
১২৬	মা'রিফাতুত সাহাবি	ইমাম আবু নঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পেহানী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হিঃ
১২৭	আল আসাবাতু ফি তামিযাতুয সাহাবা	হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানি رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	//, ১৪১৫হিঃ
১২৮	তাহযিবুত তাহযিব	//	দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৫হিঃ
১২৯	মু'জামুস সাহাবা	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বাগবি رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবায়ে দারুল বয়ান ২০০০ সাল
১৩০	আল ইসতিয়াব	আল্লামা আবু ওমর আব্দুল্লাহ ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন বার কুরতুবি رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুব বৈরুত ১৪২২ হিঃ
১৩১	তাবকাত	আল্লামা মুহাম্মদ বিন সায়িদ বিন মানি' হাশেমী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	// ১৯৯৭ সন
১৩২	আত তাবকাতুল কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শারানী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২৮ হিঃ
১৩৩	সের ইলামুন নাবলায়ি	ইমাম শামসুদ উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবি رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	// ১৪১৮হিঃ
১৩৪	আল কামিল	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আদী জুরজানী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ

১৩৫	আল কামিল ফিত তারিখ	ইমাম আবুল হাসান আলী বিন আবুল করম (ইবনে আছির) رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪০৭হিঃ
১৩৬	আল আকমাল ফি আসমাউর রযুল	আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব তিবরিযি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	মূলতান
১৩৭	কিতাবুস সাকাত	ইমাম হাফিয আবি হাতিম মুহাম্মদ বিন হাব্বান বসতী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
১৩৮	আল জামীউল আখলাকুর রাবী	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী খতিব বাগদাদী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৩১৭ হিঃ
১৩৯	দালায়িলুল নবুওয়া	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাকি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪২৩ হিঃ
১৪০	আল হাসায়িসুল কুবরা	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪২৩ হিঃ
১৪১	সিরাতে ইবনে হিসাম	আল্লামা আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিসাম رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪২২ হিঃ
১৪২	যুরকানি আলাল মাওয়াহিব	আল্লামা মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪১৭ হিঃ
১৪৩	নাসিমুর রিয়ায	আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ওমর খাফাজি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	// ১৪২১ হিজরী
১৪৪	মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	নূরীয়্যা রযবীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৯৯৭খৃঃ
১৪৫	হিলিয়াতুল আউলিয়া	আল্লামা আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
১৪৬	আনওয়ারে জামালে মুস্তাফা	আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	শিব্বির ব্রাদাস ২০১৯ ঈসায়ী
১৪৭	সিরাতে মুস্তাফা	আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৬ হিঃ
১৪৮	সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয	ইমাম আব্দুর রহমান বিন জোওযী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
১৪৯	হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ ৪৩৫ টি ঘটনা	মুয়াল্লিফিন শো’বা ইসলাহী কুতুব আল মাদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৩ হিঃ
১৫০	হায়রাতুল হিসান	আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন হাজর হায়তামী رَحۡمَۃُاللہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ

১৫১	আল মানাকিব	আল্লামা মাওফিক বিন আহমদ মক্কী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	কোয়েটে ১৪০৭ হিঃ
১৫২	আউলিয়ায়ে রিজালুল হাদীস	আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মোসলেহ উদ্দীন পাবলিকেশন্স করাচী ১৪১৯ হিঃ
১৫৩	আমীরে মুয়াবিয়া	মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স লাহোর ২০০০ হিঃ
১৫৪	ফয়যানে সিদ্দীকে আকবর	মুয়াল্লিফিন শো'বা ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৩ হিঃ
১৫৫	কারামাতে ওসমান গণী	আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	// // ১৪৩৬ হিঃ
১৫৬	আশকো কি বরসাত	//	// ১৪৩৯ হিঃ
১৫৭	তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া	//	// ১৪৩৫ হিঃ
১৫৮	হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদ বিন জররা	মুয়াল্লিফিন শো'বা ফয়যানে সাহাবা ওয়া আহলে বাইত আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	//
১৫৯	ফয়যানে আমীরে মুয়াবিয়া	//	// ১৪৩৭ হিঃ
১৬০	ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী	মুয়াল্লিফিন শো'বা ফয়যানে আউলিয়ায়ে ওলামা আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	// ১৪৩৭ হিঃ
১৬১	ফয়যানে আলা হযরত	হাফেয মুহাম্মদ রায়হান আহমদ কাদেরী আত্তারী	শাব্বির ব্রাদাস ১৪৩৪ হিঃ
১৬২	হায়াতে আ'লা হযরত	আল্লামা মওলানা জাফরুদ্দিন বাহারী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
১৬৩	সীরাতে আলা হযরত	আল্লামা হুসাইন রযা খান বেরলবী رَحۡمَةُاللّٰہِعَلَیۡہِ	ইদারায়ে ফয়যানে ইমাম আহমদ রযা লাহোর ১৪৩৬ হিঃ
১৬৪	হালাতে যীন্দেগী সাওয়ানাহে ওমরী	মাওলানা নজীর আহমদ নঈমী কাদেরী	নঈমী কুতুব খানা গুযরাট ২০০৪ হিঃ
১৬৫	হায়াতে হাফেযে মিল্লাত	আল্লামা বদরুল কাদেরী মিসবাহী	আল মাজমাউল ইসলাম মোবারক পুর আযীম গৌড়ী

১৬৬	ফয়যানে পীর মেহের আলী শাহ	মুয়াল্লিফিন শো'বা ফয়যানে আউলিয়ায়ে ওলামা আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৫ হিঃ
১৬৭	মুফতীয়ে দাওয়াতে ইসলামী	মুয়াল্লিফিন শো'বা ইসলাহী কুতুব আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৫ হিঃ
তাসাউফ ও চারিত্রিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত কিতাব			
১৬৮	কাশফুল মাহযুব	আল্লামা আলী বিন ওসমান হাযবেরী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	লাহোর
১৬৯	গাইনাতুত তালেবীন	শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বৈরুত ১৪১৭ হিঃ
১৭০	রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা	ইমাম আবুল কাছিম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজেন কুশাইরি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
১৭১	কু'তুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
১৭২	কুওয়াতুল কুলুব (উর্দ্দু	মুতারজামিন শো'বায়ে তারাজিম আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৪ হিঃ
১৭৩	তানবিয়্যাল মুগতারিন	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানিرَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
১৭৪	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুচ্ছাদির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১৭৫	কিমিয়ায়ে সা'আদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান, ১৩৭৯হিঃ
১৭৬	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৭৭	লুবাবুল আহইয়া	//	দারুল বৈরুতী ওয়া দামেস্ক শাম ১৪২৪ হিঃ
১৭৮	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুচ্ছাদির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১৭৯	ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন	আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনি জুবাইদি رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৮০	লাওয়াহিকুল আনওয়ারুল কুদসিয়া	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ হানাফী শাআরানী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত,

www.dawateislami.net

১৮১	হাদিকায়ে নাদিয়া	আল্লামা আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	পেশাওয়ার
১৮২	সবয়ে সানাবিল	আল্লামা মীর আব্দুল ওয়াহেদ বালগিরামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবায়ে কাদেরীয়্যা, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪০২হিঃ
১৮৩	কুর্‌রাতুল উয়ুন	ফকিহ্ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
১৮৪	তানবিহুল গাফিলিন	ফকিহ্ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	পেশাওয়ার, ১৪২০হিঃ
১৮৫	নেকীয়ো কি জাযায়ি আওর গুনাহো কি সাজায়ি (তারজুমা কুর্‌রাতুল উয়ুন)	মুতারজামীন শো'বায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩১ হিঃ
১৮৬	রওযুর রিয়াহীন	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আছআদ বিন আলী ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
১৮৭	আর রওযুল ফায়েক	আল্লামা শা'য়িব বিন সা'দ আব্দুল কাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
১৮৮	হিকায়াতি আওর নাসিহাতি (তারজুমা রওযুল ফায়েক)	মুতারজামিন শো'বায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৯ হিঃ
১৮৯	বেহরুদ্দামাউ	আল্লামা ইবনে জওজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবায়ে দারুল ফযর, দামেশ্‌ক, ১৪২৪হিঃ
১৯০	উয়ুনুল হিকায়াত	আল্লামা ইবনে জওজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
১৯১	সাফতু সাফাওয়াত	//	// ১৪২৩ হিঃ
১৯২	উয়ুনুল হিকায়াত (উর্দু)	মুতারজামিন শো'বায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৮-১৪৩০ হিঃ
১৯৩	আল বাদরুস সাফিরাতি ফি উমুরিল আখিরাত	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
১৯৪	শরহুস সুদূর	//	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা হিন্দ ১৪২৩ হিঃ

www.dawateislami.net

১৯৫	শরহুস সুদূর (উর্দু)	মুতারজামিন শো'বায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৭ হিঃ
১৯৬	মাসনবী মাওলবী মায়ানবী	মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	ইনতিশারাতে ইরান, ১৩৭০হিঃ
১৯৭	**আল যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির**	আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হায়তামী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল মায়ারিফ বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
১৯৮	জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল (তারজুমা যাওয়াজির)	মুতারজামিন শো'বায়ে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৮-১৪৩২ হিঃ
১৯৯	মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২০০	মুকাশাফাতুল কুলুব (উর্দু)	আল্লামা মুফতী তাকাদ্দুস আলী খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৬ হিঃ
২০১	নুযহাতুল মাজালিস	আল্লামা আব্দুর রহমান বিন আব্দুস সালাম সাফুরী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
২০২	আল মাদহুল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	// ১৪১৫ হিঃ
২০৩	**আল কাওয়াকিবুস সা'ইরাতি বি আয়ানিল মিআতুল আশিরা**	ইমাম নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	// ১৪১৮ হিঃ
২০৪	বাসায়িরি যাওয়ীদ তামীয ফি লাতায়িফিল কিতাবিল আযীয	আল্লামা মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব সিজিস্তানী ফিরোজ আবাদী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	কাহেরা ১৪১৬ হিঃ
২০৫	আখলাখুস সালেহীন	আল্লামা মাওলানা আবু নুর মুহাম্মদ বশীর رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৩ হিঃ
২০৬	তাযকেরাতুল ওয়ায়েযিন	আল্লামা মুহাম্মদ জাফর কোরাইশী হানাফী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	সাঈদ কোম্পানী করাচী ১৯৭৩ হিঃ
২০৭	জজবুল কুলুব	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	নূরীয়া রযবীয়া, লাহোর ১৪৩১ হিঃ
২০৮	রাহাতুল কুলুব	খাজা নাজমুদ্দীন আউলিয়া رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দেহলবী
২০৯	কিতাবুল কাবায়ের	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহাবী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারে মাকতাবাতুল হায়াত বৈরুত ১৯৮৫ ঈসায়ী

www.dawateislami.net

২১০	**আল ইসাআতিল আশরাতিস সাআত**	আল্লামা মুহাম্মদ বরযানজি হুসাইনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুল কিতাবুল আরাবী বৈরুত ১৪২৬ হিঃ
২১১	তাযকিরাতে বিআহওয়ালিল মাওত	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারুস সালাম ২০০৮ ঈসায়ী
২১২	শোকের কে ফাযায়িল	মুতারজামিন শো’বাযে তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৮ হিঃ
২১৩	আদাবে দ্বীন	//	// ১৪৩৮ হিঃ
২১৪	ফয়যানে সুন্নাত	(আল্লামা মাওলানা) মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী রযবী	// ১৪৩৫ হিঃ
২১৫	নেকীর দাওয়াত	//	// ১৪৩৭ হিঃ
২১৬	ইহতিরামে মুসলিম	//	// ১৪৩৮ হিঃ
২১৭	**শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া**	//	// ১৪৩৯ হিঃ
২১৮	নাযাত দেলানে ওয়ালে আমাল	মুয়াল্লিফিন শো’বা বয়ানাতে দাওয়াতে ইসলামী আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	// ১৪৩৯ হিঃ
২১৯	**বেতেনী বিমারিয়ো কি মালুমাত**	//	// ১৪৩৫ হিঃ
২২০	রিয়াকারী	মুয়াল্লিফিন শো’বা ইসলাহী কুতুব আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	// ১৪৩৫ হিঃ
২২১	নেকীয়া চুপা ও	মুরতাবীন শো’বা ফয়যানে মাদানী মুযাকারা আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	// ১৪৩৮ হিঃ
২২২	ফাওয়ায়িদুল ফাওয়ায়িদ (উর্দ্দু)	হযরত আলা সানজিরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	মদীনা পাবলিকেশন্স কোম্পানী করাচী ১৯৭৮ ঈসায়ী
২২৩	মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী	মুজাদ্দেদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	কোয়েট
২২৪	মাকালাতে কাযেমী	আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ সাঈদ সাহেব কাযেমী	কাযেমী পাবলিকেশন্স মুলতান
২২৫	কাশফুল ইলতিবাজ ফি আসহাবিল লিবাস	শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দীস দেহলবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ	দারে ইহইয়া উল উলুম করাচী ১৪২৪ হিঃ

বিবিধ

২২৬	আযায়িবুল কোরআন মায়া গারায়িবুল কোরআন	আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৫ হিঃ
২২৭	মুফরিদাত আল ফাজুল কোরআন	আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ রাগেব ইস্পাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ক্বলম দামেস্ক বৈরুত ১৪১৬ হিঃ
২২৮	আল কওলুল বদী	ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মুয়াসসাতুর রিয়ান, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
২২৯	কিতাবুত দোয়া	ইমাম সোলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
২৩০	আল হারযুস সাময়ীন	আল্লামা আলী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	রিয়াদ ১৪৩৪ হিঃ
২৩১	আল ওয়াজিফাতুল কারীমা	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩১ হিঃ
২৩২	আহসানুল ভিয়া আদাবুত দোয়া	আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	// ১৪৩৬ হিঃ
২৩৩	আল ইয়াব শরহুল আবাব	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাহতুত
২৩৪	আয যাহেরুল ফায়েহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ জাযুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
২৩৫	হুসনুত তাম্বাহ	ইমাম নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুন নাওয়াদের লেবানন ১৪৩২ হিঃ
২৩৬	**জাওয়াহেরুল বয়ান ফি আসরারিল আরকান**	আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবে মেহেরিয়া রযবীয়া ১৯৯৯ ইং
২৩৭	আসরারুল আহকাম	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	যিয়াউল কোরআন লাহোর করাচী
২৩৮	শরহে উসূলে ইতিকাদে আহলে সুন্নাত	আল্লামা আবুল কাসেম হিব্বাতুলল্লাহ ইবনে হুসাইন বিন মানসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল বসিরাতুল ইস্কানধরীয়া
২৩৯	মুসতাতরাফ	আল্লামা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ মহল্লী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
২৪০	দ্বীন দুনিয়া কি আনুকী বাতে	**মুয়াল্লিফিন শো'বা তারজুমা আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)**	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৮ হিঃ

www.dawateislami.net

২৪১	আমামা কে ফযায়েল	**মুয়াল্লিফিন শো'বা আমীরে আহলে সুন্নাত আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)**	// ১৪৩৭ হিঃ
২৪২	দৌলতে বে যাওয়াল	মুফতী সৈয়্যদ আব্দুল ফাতাহ হুসাইনী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	**জামেয়া আহলে সুন্নাত সাদেকুল উলুম শাহী মসজিদ নাসক ১৪৩৪ হিঃ**
২৪৩	যিয়ায়ে সদাকাত	**মুয়াল্লিফিন শো'বা ইসলাহী কুতুব আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)**	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৭ হিঃ
২৪৪	১৫২ টি রহমতে ভরা ঘটনা	মুয়াল্লিফিন শো'বা তারজুমা আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)	// ১৪৩৩ হিঃ
২৪৫	কারামাতেসাহাবা	আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তাফা আযমী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	// ১৪৩৭ হিঃ
২৪৬	কিতাবুত তারিফাত	আল্লামা সৈয়্যদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরযানী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল মেনার লেবানন
২৪৭	**তাআলীকাত আলা ইলালে মুতানাহিয়াহ**	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাহতুত
২৪৮	হাদীউস সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী	ইমাম হাফেয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
২৪৯	আল মালফুয	মুফতিয়ে হিন্দ মোস্তাফা রযা খান رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৬ হিঃ
২৫০	রাহে ইলম	মাওলানা আলী আসগর আত্তারী মাদানী	// ১৪৩১ হিঃ
২৫১	জলদী বাযী কে নুকসানাত	**মুয়াল্লিফিন শো'বা ইসলাহী কুতুব আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)**	//১৪৩৪ হিঃ
২৫২	কবর খোল গেয়ী	**মুয়াল্লিফিন শো'বা আমীরে আহলে সুন্নাত আল মাদীনাতুল ইলমিয়্যা (দাওয়াতে ইসলামী)**	// ১৪৩৪ হিঃ
২৫৩	**হায়াতুল হায়ওয়ান আল কুবরা**	আল্লামা কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মূসা দামেরী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৫ হিঃ
২৫৪	হাদায়েকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৩ হিঃ
২৫৫	যওখে নাত	আল্লামা মাওলানা হাসান রযা খান বেরলবী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	// ১৪৩৯ হিঃ
২৫৬	দিওয়ানে সালেক	মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُاللّٰہِعَلَیۡہِ	যিয়াউল কোরআন লাহোর করাচী ২০০১ ঈসায়ী
২৫৭	ওয়াসায়িলে বখশিশ	আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৭ হিঃ

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাবটি পাঠ করার সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন এবং সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

দরসের শেষে এভাবে উৎসাহিত করুন

আল্লাহ্ পাকের ভয় ও প্রিয় নবী صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم এর মুহাব্বত অর্জনের জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর মাদানী মুযাকারা দেখুন ও শুনুন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়্যতে সারা রাত অতিবাহিত করার অনুরোধ রইলো, ইজতিমার পর অবশ্যই সেখানেই আরাম করুন এবং আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিলে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করুন, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং প্রতিদিন (পরকালীন বিষয়ে) চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমে "মাদানী ইনআমাত" নামক পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক ইসলামী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন, ان شاء اللہ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা! রাসূলে পাক صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم এর ওসীলায় আমাদের, আমাদের পিতামাতার এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্ পাক! দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করো। আমাদেরকে আশিকে রাসূল, পরহেযগার ও পিতা-মাতার অনুগত করে দাও। হে আল্লাহ্ পাক! আমাদেরকে "মাদানী ইনআমাত" এর উপর আমল ও মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! মুসলমানদেরকে রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, মিথ্যা মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ থেকে মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! ইসলামের উন্নতি দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে তোমার প্রিয় মাহবুব صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم এর জলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার মাদানী হাবীব صلی اللہ علیہ واٰلہ وسلم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ্ পাক! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাসের ওসিলায় আমাদের সকল জায়িয আশা-আকাংখার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করো।

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

01013027

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net